

কালিদাসের পাখী

শ্রীমত্যচরণ লাহা এম-এ, পি-এইচ-ডি, এফ-জেড-এস, এম-বি-ও-ইউ

প্রণীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স,

কলিকাতা

১৯৩৪

সর্বব্রহ্মঃরক্ষিত

৪০, কলাপ বোস ফ্লাইট, কলিকাতা হইতে
শ্রীসত্যজনাধ সেনগুপ্ত, বি-এস-সি কর্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ৫ টাঙ্কা

প্রিণ্টের—আগোষ্ঠবিহারী দে
ওফিসেটেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১৮, মুকুবন বঙাক ফ্লাইট, কলিকাতা।

SL no. 30102



কালিদাসের পাত্রী

ভূমিকা

কালিদাসসাহিত্যে বিহঙ্গপরিচয়ের প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ আলোচনা। আমার “পাখীর কথা” গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; সেই আলোচনায় কালিদাসবর্ণিত বিহঙ্গগুলির সম্যক তথ্যনির্ণয় হইতে না পারা কিছু বিচিত্র ছিল না, এস্থানির আলোচ্য বিষয়ও বহু ও বিভিন্ন ছিল। আজকালকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার যুগে পক্ষিবিজ্ঞান যেরূপ প্রসার লাভ করিয়া সম্মুখ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে পক্ষিতদের নৃতন আলোকরশ্মিপাতে মহাকবিবর্ণিত পাখীগুলার রহস্যাদ্বারাটনে বিশেষরূপে সহায়তা হয় এই উদ্দেশ্যে বিশেদ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। “কালিদাসের পাখী” এই গবেষণার ফল।

কালিদাসসাহিত্যে যে সমস্ত পাখীর নির্দেশ হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমাদের অস্ততা নিতান্ত কম নয়, অথচ মহাকবির বর্ণনায় বাস্তব পক্ষিজীবনের যে সক্ষান পাওয়া যায় আধুনিক পক্ষিতব্জিজ্ঞাসার দিক হইতে বিচার করিয়া তাহা অস্ত্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা হয় না। এদেশের নিসর্গচিত্রের বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে একই বিহঙ্গের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু দেশকালভেদে সেই বিহঙ্গের হাবত্বাৰ, আহাৰবিহাৰ ও চালচলনে যে তাৱতম্য ঘটে মহাকবির মূল্য দৃষ্টিকে

তাহা এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। একই বিহঙ্গের বিভিন্ন আচরণের যে পরিচয় কালিদাসের কাব্যনাটকগুলির মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে আংশিক হিসাবে বিচার করিলেও তাহার যাথার্থ্য অস্থীকার করা যায় না, কিন্তু বিহঙ্গবিশেষের স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে কালিদাসের এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত পরিচয়গুলি একত্র করিয়া আলোচনার বিষয়াভূত করা আবশ্যিক হয়, তাহাতে সন্দেহের নিরাকরণ হইয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে রঘুবংশকুমারসম্মতবর্ণিত পাঠী সম্বন্ধে তথ্যনিরূপণের সুবিধার জন্য আমি কাব্যদ্বয়ের একত্র আলোচনা সমীচীন মনে করিয়াছি। মহাকবির নাটকাবলী সম্বন্ধেও ঐ পদ্ধা অবলম্বিত হইয়াছে।

নানা প্রতিষ্ঠান ও শুভামুখ্যায়ী বঙ্গুগণের সহায়তা আমার এই গ্রন্থপ্রণয়নের সৌর্কর্যসাধন করিয়াছে, তজ্জন্য আমি আমার আন্তরিক ধৃতবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শী মহোদয়গণের যে কয়খানি চিত্রসংবলিত অনুমতি লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি তৎসম্বন্ধে স্বীকারোক্তি চিত্রনিম্নে মুদ্রিত করিলাম। সূচিপ্রস্তুত ও প্রফসংশোধন কার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এস-সি মহাশয় প্রভৃতি সাহায্যপ্রদান করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

কলিকাতা
৬ই ফার্জন, ১৩৪০

শ্রীমতি বৰুৱা

সূচিপত্র

				পঁচা
ভূমিকা	।।।
চিত্রমূর্চি	॥॥

মেঘদূত

বিষয়					
হংসপ্রজনন	।।।-।।।
রাজহংস ও চক্রবাক	।।।-।।।
বলাকা ও সারস	।।।-।।।
শিথী ও সারিকা	।।।-।।।
চাতক	।।।-।।।
পারাবত ও গৃহবলিভূক	।।।-।।।

পাতুসংহার

শ্বাসক্ষেত্রে বিহঙ্গ	।।।-।।।
শ্বাসক্ষেত্রে হংসের স্থান	।।।-।।।
রাজহংস ও কাদম্ব	।।।-।।।
ক্লোক ও কারণ্য	।।।-।।।
কোকিল, শিথী ও শুক	।।।-।।।

ରୟୁବଂଶ ଓ କୁମାରମନ୍ତ୍ରବ

ବିଷୟ			ପୃଷ୍ଠା
ହସଚିତ୍ର	୧୨୧-୧୩୬
ସାରମ, ମୟୁର ଓ ଚକୋର	୧୩୭-୧୪୯
ହାରୀତ ଓ ପାରାବତ	୧୫୦-୧୫୬
ଗୁରୁ, ଶ୍ରେଣ ଓ କୁରରୀ	୧୫୭-୧୬୮
କଙ୍କ ଓ ଅଞ୍ଚାନ୍ଦ ପାଥୀ	୧୬୯-୧୮୨

ନାଟକାବଳୀ

ନାଟକେ ହସପରିଚୟ	୧୮୫-୨୦୦
ପରଭୃତ ଓ ଚାତକ	୨୦୧-୨୩୨
ସାରମ, କାରଣ୍ବ, ଶୁକ ଓ ପାରାବତ	୨୩୩-୨୪୩
ମୟୁର, ଗୁରୁ ଓ କୁରରୀ	୨୪୪-୨୬୯
କାଲିଦାସେର ପାଥୀର ତାଲିକା	୨୭୦-୨୭୨
ବର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତମିକ ସୂଚି	୨୭୩-୨୯୧

চিত্রসূচি

মানসসরোবর (বছবণ)	পৃষ্ঠা
			পৃষ্ঠা
মানসসঞ্চার কৈলাস	১০
তিব্বতের হুদজলাশয়ে রাজহংসের প্রজননভূমি,			
নৌড় ও ডিষ্টি	১৭
রাজহংস	২১
শিখীর নৃত্য	৪৬
কাদম্ব	৮৩
কাক, কারণ্ড, হংস, জলপিপি ও			
পানকৌড়ির বক্র	৯৯
কারণ্ড	১০২
চক্রবাক (বছবণ)	১২৭
সারসের সমবংশীয় বিহঙ্গের উৎপত্তনভঙ্গী	১৩৯
মানসসরোবর	১৮৯
চাতক	২১৭
সারস	২৩৪

ମେଘଦୂତ

হংসপ্রবৃজন

মহাকবি কালিদাসের কবিপ্রতিভা সাহিত্যারসিক কাব্যামোদীর
রসলিঙ্গাপূরণের অবসর বহু দিন যাবৎ দিয়া আসিতেছে; সত্যার্কের
অনুসঙ্গিক্ষেত্রে সমালোচনাস্তুপেও সেই রসলিঙ্গাপূরণের এমন বাধা
বিপত্তি ঘটে নাই যাহাতে সমালোচকের প্রতি আমাদের অযথা
সন্দেহ ও আশঙ্কা পোষণ করা সঙ্গত মনে হইতে পারে।
এই সব সমালোচনা বরং বিশেষক্রমে বাহ্নীয়, তাহাতে কালিদাসের
প্রতিভা সর্বতোভাবে আলোচিত হইবার অবসর ঘটে। কালিদাস-
সাহিত্যের স্তরে স্তরে মহাকবিবর্ণিত উপাখ্যানগুলির নায়কনায়িকার
back-ground-রূপে যে বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র অঙ্গিত দেখা যায়,
কৃত্তহলী তৰজিজ্ঞাসু তাহাতে মানুষ ও তাহার পারিপার্শ্বকের মধ্যে
একটা বিপুল সমবয়ের সকান পান। ইহার প্রকৃত মর্যাদাহৃৎ

ମେଘଦୂତ

କରିତେ ହଇଲେ ଆମାଦେର ବିଶେଷ କରିଯା ବୁଝିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୟ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପୁଳ ପ୍ରକୃତିର ପଟ୍ଟଭୂମିକାଯ ଆକାଶ, ମେଘ, ପାହାଡ଼ ଓ ନଦୀସୈକତେର ମଧ୍ୟ କାଲିଦାସେର ଅତୁଳ ତୁଳିକାଯ ମାତ୍ରମେ ଯେମନ ଫୁଟିଯା ଉଠିଯାଛେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାରିପାଞ୍ଚିକ ଲତା, ଗାଢ଼, ପାଖୀ, ଫୁଲ ଏକଟା ଶୁନ୍ଦର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଙ୍ଗା କରିଯା ଅଭିନବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିତ ହଇଯା ଆଶର୍ଯ୍ୟଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଛେ । ମାତ୍ରମେର ମୁଖ, ହୃଦୟ, ବେଦନା, ବିରହ, ହର୍ଷ ତାହାର ସେଇ ତୁଳିକାଯ ଲିପିଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ପରାକାରୀ ହିସାବେ ଚରିଆଙ୍କନେର ଉପକରଣ ମାତ୍ର ହୟ ନାହିଁ, ସେଇ ସମ୍ମତ ଫୁଟାଇଯା ତୁଳିତେ ଆମୁସମ୍ପିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବେଷ୍ଟନେର ସଙ୍ଗେ ସେଇ ମାତ୍ରମେର ନିଗୃତ ସମସ୍ତରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରା ଆବଶ୍ୟକ ହଇଯା ପଡ଼ିଯାଛେ । ସାହିତ୍ୟରମିକ ଅନେକ ସମୟ ହୟ ତୋ ଇହାର ସନ୍ଧାନ ଭାଲ କରିଯା ନା ପାଇତେ ପାରେନ, କାଲିଦାସେର ପ୍ରତିଭା ସର୍ବତୋଭାବେ ଆଲୋଚିତ ନା ହଇଲେ ବିଷୟାଟିର ପ୍ରକୃତ ଅମୁଧାବନ ହୟ ନା, ତସାଥେବୀର ସମାଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ଦିଯା ନାନା ଦିକ ହଇତେ ମହାକବିର କାବ୍ୟମାହିତ୍ୟେର ଉପର ରଶ୍ମିପାତରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ନା କରିତେ ପାରିଲେ ସମ୍ମତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଅପରିଷ୍ଫୁଟ ଥାକିଯା ଯାଯା ।

କାଲିଦାସେର କାବ୍ୟଗୁଣିର ମଧ୍ୟେ ମେଘଦୂତେ ମହାକବି ବିରହୀ ଯକ୍ଷର ବେଦନା ବୁଝିବାର ଜନ୍ମ ମେଘେର ଦୌତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଛେନ ; ସେଇ ମେଘେର ଅଭ୍ୟଦୟେ ପ୍ରକୃତିର ରହଶ୍ୟବନିକାର ଅନ୍ତରାଳେ ବିକିଷ୍ଟ ପାରିପାଞ୍ଚିକେର ଯେ ଚିତ୍ର କାବ୍ୟମଧ୍ୟେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଇଯାଛେ ପାଖୀ ତମ୍ଭାଦେ କତଥାନି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଯା ଆଛେ, ମାତ୍ରମେର ମୁଖହୃଦୟରେ ସହିତ ତାହାର କୁଦ୍ର ଜୀବନେର ଇତିହାସ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହିତ ହଇଯା ଗିଯାଛେ,

হংসপ্রজন

কাব্যামোদী ব্যক্তি ভাল করিয়া হয় তো তাহার খেঁজ রাখেন না ;
এই পাখী কালিদাসের কাব্যনাটকের মধ্যে ঠাহার নিপুণ তুলিকায়
যে সৌন্দর্যের রেখা টানিয়া যায়, কাপে ও শব্দে যে মাধুর্য
বিকীর্ণ করে সৌন্দর্যত্বের দিক হইতে বা রসসাহিত্যের উপাদান
হিসাবে সাহিত্যসিকের তাহা উপেক্ষণীয় নয় ; মহাকবির এই
বিহঙ্গচরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পক্ষিতত্ত্বজ্ঞাসার দিক হইতে
আলোচনার সূত্রপাত করিলে কালিদাসের সূক্ষ্মদর্শিতা ও পর্যবেক্ষণ-
শক্তির যথার্থ পরিচয় পাইবার স্ববিধা হয়, তখন তাহাতে ঠাহার
যে প্রকৃতিবিশেষণসৌন্দর্যের সম্ভানলাভ ঘটে রসসাহিত্যের উপাদান
হিসাবেও তাহা হেয় গণ্য করা যায় না । মেঘদূতে যে সমস্ত
পাখীর উল্লেখ হইয়াছে তাহাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিচয় কি
সে সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট অবসর আমাদের শিক্ষিত সমাজে
আছে ; মেঘের সঙ্গে তাহাদের নিবিড় সম্পর্কের কথা কাব্যামধ্যে
দেখা যায়,—নৃত্যপর কলাপী পর্বতে পর্বতে কি ভঙ্গিমায় কলাপ
বিস্তার করিয়া মেঘসংবর্দ্ধনায় তৎপর হয়, মেঘের আগমনে
গর্ভাধানক্ষণপরিচয় পাইয়া বলাকা নভোমণ্ডলে আবদ্ধমালা হইয়া
উড়িয়া বেড়ায়, শিপ্রাতটে বিচরণশীল সারস পটু মদকলে অন্তরীক্ষ
কাঁপাইয়া তোলে, চাতকের নাদ মৃহুরুহঃ শুনিতে পাওয়া যায়,
বর্ষাগমে বিসকিসলয়পাথেয় মুখে করিয়া মানসোৎক রাজহংস কি
উদ্দেশ্যে কৈলাস পর্যন্ত মেঘদূতের সহযাত্রী হইতে প্রয়াসী হয়,
তাহাকে গিরিদৱী লজ্জন করিয়া হংসদ্বার দিয়া পর্বত অতিক্রম
করিতে হয়—মহাকবিবিশিত নিসর্গদৃষ্টের বিচ্ছি আবেষ্টনে এই সমস্ত

ମେଘଦୂତ

ବିହଙ୍ଗେର ଅପୂର୍ବ ଜୀବନଲୀଳା ପକ୍ଷିତଥେର ଦିକ ହିତେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟୌତୁତ ନା ହିଲେ ଆମାଦେର ଭାଲ କରିଯା ବୁଝିବାର ଶୁଭିଧା ହୟ ନା ଉହା ଆଧୁନିକ ଆବିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ କିଙ୍କରପ ସାମଙ୍ଗସ୍ତ ରକ୍ଷା କରିତେଛେ । କାଲିଦାସ ରାଜହଂସେର ମାନସପ୍ରୟାଣେର ଚିତ୍ର ଅନ୍ତିତ କରିଯାଛେ—

କର୍ତ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୟତି ମହିମୁଚ୍ଛିଲିନ୍ଧ୍ୟାମଦନ୍ୟ
ତଚ୍ଛୂତ୍ୱା ତେ ଅବଣ୍ଣୁଭଗଂ ଗର୍ଜିତଂ ମାନସୋତ୍କାଃ ।
ଆ କୈଲାସାଦ୍ଵିସକିସଲ୍ୟତ୍ତେଦ୍ୟାଥେଯଦନ୍ୟଃ
ସଂପତ୍ସ୍ୟନ୍ତେ ନଭସି ଭବତୋ ରାଜହଂସାଃ ସହାୟାଃ ॥

ବର୍ଷାଗମେ ଏହି ରାଜହଂସ ଭାରତେର ଜଳାଭୂମି ହିତେ ବିସକିସଲୟ ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଯା ମେଘଗର୍ଜିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଉଥିତ ହୟ, କୋନ୍ ଏକ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାୟ ସେ ଉତ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ଗିରିରାଜ ହିମାଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା କୈଲାସେର ଦିକେ ଧାବିତ ହିତେ ଥାକେ, ତାହାର ଭିତର କିମେର ଯେନ ଏକଟା ଉତ୍କର୍ଷା ଆଛେ;—କାବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିତ ଚିତ୍ରଟିର ସମଗ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିତେ ହିଲେ ଇହା ମାତ୍ର କବିର ସେଯାଳ-ପ୍ରୟୁକ୍ତ ବଲିଯା ତାହାର ଲିପିଚାତୁର୍ଯ୍ୟେର ଉଦାହରଣ ହିସାବେ ଧରିଲେ ଚଲିବେ ନା; ଏହି ରାଜହଂସେର ବିଚିତ୍ର ଯାୟାବରହେର କଥା ଭାବିଯା ଦେଖିତେ ହିଲେ ହଂସପ୍ରାବ୍ରଜନ ଲଇଯା ପକ୍ଷିତଥେର ଦିକ ହିତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନାମୟ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହିତେ ହୟ । ଆମାଦେର ପ୍ରଥମେଇ ମନେ ରାଖା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ମେଘଦୂତେ ନୟ କାଲିଦାସେର କାବ୍ୟନାଟକଗୁଲିର ମଧ୍ୟେ ଯେଥାନେଇ ବର୍ଷାଯ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେର ଉତ୍ସାହ ହଇଯାଇ ସେଇଥାନେଇ ରାଜହଂସେର

হংসপ্রজন

উৎকর্ষার * উল্লেখ আছে; কিন্তু মহাকবির বর্ণনার মধ্যে যখন বর্ষাপগমে শীতখণ্ডতে এই রাজহংসের ভারতে প্রত্যাবর্তনের সম্মানণাভ হয় তখন তাহার সেই উৎকর্ষার উল্লেখ দেখা যায় না, তখন মানসসরোবরের শৃঙ্খিটুকু লইয়া যেন ফিরিয়া আসায় তাহাকে “মানসরাজহংসী” † বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। হংসের এই যাওয়া-আসা, তাহার হিমাচল অতিক্রম করিবার জন্য এই যে একটা নিগৃত শক্তির প্রেরণা, ঝাতুবিশেষে তাহার এই উৎকর্ষ—এ সমস্তই আগাগোড়া কম রহস্যময় নয়! বর্ষাগম বা বর্ষাপগমের সঙ্গে এই হংসপ্রজনের কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে কি? নহিলে মহাকবি মেঘের শ্রবণসুভগ গর্জন শুনিয়া মানসোৎক রাজহংসের নভোমণ্ডলে উৎপত্তি হইয়া কৈলাসযাত্রার চির অঙ্গিত করিলেন কেন? দর্শণগ্রামের হংসের যে পরিচয় কালিদাস দিয়াছেন—

ত্঵য্যাসন্তে পরিণতকল্প্যামসম্মুণ্ডান্তাঃ
সংপল্যন্তে কতিপয়দ্বিন্দ্যাযিহসা দৃশ্যার্থঃ ॥

তাহাতে জানা যায় যে সে এই জ্ঞানগায় কতিপয়দিনস্থায়ী ভাবে অবস্থান করিতেছে। কেন তাহাকে কতিপয়দিনস্থায়ী বলা হইয়াছে? যে বিসকিসলয় পাথেয়টুকু সম্মল করিয়া হাঁসের ঝাঁক মানসযাত্রা সূক্ষ্ম করিয়াছিল সেটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হয়

* ১২৫ ও ১৮৭-১৯০ পৃষ্ঠা জ্ঞান্যা।

† ১২৩ পৃষ্ঠা জ্ঞান্যা।

ମେଘଦୂତ

ନା, ପଥେର ମଧ୍ୟେ ଆବାର କିଛୁ ଖାତସଂଗ୍ରହ କରିତେ ହୟ ବଲିଆ କି ଶାନେ ଶାନେ ତାହାଦେର ଏକ ଆଧ ଦିନ ଥାକିତେ ହୟ ? ତାଇ ଆସନ୍ତ ବର୍ଷାଯ ମାନସ୍ୟାତ୍ମାର ପଥେ ଦଶାର୍ଗଣ୍ଗାମେ ଏହି ହଁସ ଏଥନ କତିପଯଦିନଶ୍ଵାସୀ ? ପାଖୀର ଏହି ଯାଯାବରତ୍ତେର ମତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୈସରିକ ବ୍ୟାପାର ଖୁବ କମାଇ ଆଛେ । ପ୍ରବ୍ରଜନଶୀଳ ପାଖୀଗୁଲି ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିୟମେର ବଶେ ଝାତୁ-ବିଶେଷେ ଚକ୍ରଲ ହଇୟା ବାହିର ହଇୟା ପଡ଼େ, ଅହୋରାତ୍ ଆଲୋକେ ଆଁଧାରେ ତାହାରା ସହସ୍ର ଯୋଜନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା କୋନ୍ତ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମହାଦେଶ ପାର ହଇତେ ଥାକେ ; ପ୍ରତିବଂସର ପଞ୍ଚିତ୍ତବିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେନ କୋନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଝାତୁତେ ତାହାଦେର ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଯା ଘଡ଼ିର କାଁଟାର ଶ୍ରାୟ ତାହାରା ଯଥାସମୟେ ଶାନ୍ତିବିଶେଷେ ଉପାସିତ ହୟ । କେମନ କରିଯା ତାହାରା ଏଇରୂପ କରେ ଏ ରହସ୍ୟେର ସମ୍ଯକ ସମାଧାନ ଆଜାନ ହୟ ନାଇ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାଯାବରତ୍ତ କତଙ୍ଗୁଳା ପାଖୀର ପକ୍ଷେ ଏତ ଶ୍ଵାଭାବିକ ! ଇଉରୋପ ମହାଦେଶେର ଯାଯାବର ପାଖୀର ପକ୍ଷେ ଯେମନ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରା ଚାଇ, ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡେର କତକଙ୍ଗୁଳି ପାଖୀର ପକ୍ଷେ ସେଇରୂପ ହିମାଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତିବଂସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଝାତୁତେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏସିଆର ଏହି ପାଖୀଗୁଲି ଦଙ୍କିଳାଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଯା ହିମାଚଳ ପାର ହଇୟା ଭାରତବର୍ଷେ, ଶାମେ, ମିଂହଲେ, ଯବଦୀପେ ଉପାସିତ ହୟ ; ଅପର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଝାତୁତେ ତାହାଦେର ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକାଳେଓ ହିମାଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିତେ ହୟ । କାବ୍ୟବନ୍ଧିତ ରାଜହଂସପ୍ରୟାଣେର କଥା ଏଥନ ହଦ୍ୟଙ୍ଗମ କରା କଠିନ ହୟ ନା । ଏହି ରାଜହଂସ କୈଳାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘେର ସହ୍ୟାତ୍ମୀ ହଇତେ ପ୍ରୟାସୀ ହଇୟାଛେ, ତାହାର ଚିତ୍ରେ ଏଥନ ଏକ ଅନ୍ଧ ଆବେଗ

হংসপ্রজন

দেখা দিয়াছে। কেন এই প্রেরণা, কি নিমিত্ত সে উত্তরাভিমুখে গমনের জন্য উৎসুক—ইহার সচৃতর পাইতে হইলে পাখীর যায়াবরহের কারণ অমুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। এসম্বলে পক্ষিতত্ত্ববিং আমাদিগকে প্রধানতঃ তুইটা ব্যাপারের প্রতি মনোযোগী হইতে বলেন,—খাচ্ছাভাবের তাড়না ও প্রজননস্থতুর প্রেরণা। বৎসরের যে ঋতুতে কোনও বিশিষ্ট স্থানে পাখীর আহার্যের অভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে সেই ঋতুর প্রাক্কালে তাহার এমন স্থানে প্রজননের আবশ্যকতা হয় যেখানে তাহার ধাদ্যের প্রাচুর্য আছে। পক্ষিতত্ত্ববিং মিঃ হাইস্লার * লিখিয়াছেন—“India lies south of the great mass of Northern and Central Asia, where winter conditions are very severe following on a short but luxuriant summer. It is not strange therefore that a huge wave of bird-life pours down to winter in India where insect and vegetable food is so abundant. The movement starts as early as July, and reaches its greatest height in September; it crosses the Himalayas from both ends, and gradually converges down the two sides of the Peninsula spending its strength until it ends finally in Ceylon. In spring the wave again recedes, starting at the end of February,

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. xxi.

ମେଘଦୂତ

and all the migrants have gone by the end of May.” ଆରା ଏକଟା ବଡ଼ କଥା ଆଛେ । ବେଳସରେ ମଧ୍ୟେ ଝତୁବିଶେଷେ ଯଦି କୋନୋ ସ୍ଥାନେର ଜଲବାୟ ଏବଂ ଅନ୍ତାନ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଅବଶ୍ଵା ଏହି ଯାଯାବର ପାଖୀର ସମ୍ମାନଜନନେର ଅମୁକୁଳ ହୟ, ତାହା ହଇଲେ ଏଇରାପ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରେସରନ କରା ତାହାର ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାଭାବିକ । ଜୀବତସ୍ଵବିଦ୍-
ଗଣେର ମତେ ଝତୁବିଶେଷେ ସମ୍ମାନଜନନେର ଆକାଲେ ଜୀବବିଶେଷେର ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳେ ଶିରାୟ ଉପଶିରାୟ ଏକ ଅନମୁଭୂତପୂର୍ବ ଚାକଳ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଆସେ; ସେଇ ଅଭ୍ୟନ୍ତରଙ୍ଗେ ସ୍ନାୟୁହିଙ୍ଗାଲେର ସଙ୍ଗେ ସହିଃପ୍ରକୃତିର ଆକାଶ-
ତରଙ୍ଗେ ଓ ବାୟୁହିଙ୍ଗାଲେ କି ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ଚାକଳ୍ୟ ଉପଶିତ
ହୟ; ତଥନ ସେଇ ଜୀବ ଦ୍ଵିତୀୟ ହଇଯା ଥାକିତେ ପାରେ ନା, ଏମନ ଜାଯଗାୟ ଗିଯା ପଡ଼େ ଯେଥାନକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବେଷ୍ଟନ ତାହାର
ସମ୍ମାନଜନନେର ଅମୁକୁଳ ।*

ଆହାର୍ୟ ଓ ଶାବକୋଂପାଦନମମୟା ପାଖୀର ଯାଯାବରରେର ବିଶିଷ୍ଟ
ହେତୁ ବଟେ, ଇହା ଝତୁବିଶେଷେ ତାହାକେ ଚକ୍ରଳ କରିଲେଓ ପରିଚିତ

* ଗ୍ରହକାରେର “ପାଖୀର ଯାଯାବରହ” ଅବଳ (ଅକ୍ରମିତ ୨ୟ ସର୍ବ, ୧୦୩୨ ମାଲ, ୨୭ ପୃଷ୍ଠା) ଛାଟିବା ।

ପ୍ରେସରନେର ଆକାଲେ ପାଖୀଦିଗେର ଏହି ପ୍ରକାର ଚାକଳ୍ୟ ପଞ୍ଚିତସ୍ଵବିଦ୍ୱିଗ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯାଛେ ।
ଡା: ଏ. ଏସ. ଟମ୍‌ସନ୍ Problems of Bird-migration (1936) ଗ୍ରହେ ଲିଖିଯାଛେ—There
is at least evidence that the urge is, when aroused, a very potent force.
A great disquiet comes upon the birds until at length they depart: the
flocking and restlessness before departure in autumn are well known in
this country in the case of many species. It has also been well described
by Hudson with reference to South American migrants: “This same
spirit of unrest, or of a ‘state of nerves,’ was observable in the majority
of the migrants, and manifested itself in an increasing wildness.”
Pp. 292-293.

ହେସପ୍ରାଜନ

ବାସତୁମି ତ୍ୟାଗ କରିଯା ଅପରିଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାସ୍ତର, ସରୋବର ଅଥବା
ଜ୍ଵଳାତ୍ମିଗୁଲି ଆହାର୍ୟବହୁଳ ହିଲେଓ ତଥାଯ ଯାଆ କରିବାର ଆୟାସ
ସ୍ଥିକାର କରିତେ ଏହି ଯାଧାବର ପାଖୀକେ କଥନଓ କଥନଓ ପରାଶୁଖ
ହିତେ ଦେଖା ଯାଯା । ପଞ୍ଚିତବ୍ରବିଂ * ପ୍ରାୟ ଲଙ୍ଘ କରିଯା ଥାକେନ ଯେ
ସଦି କୋନଓ ଉପାୟେ—ନୈସରିକ ଅଥବା କୃତ୍ରିମ—ତାହାର ଅମୁକ୍ତଳ
ଆହାରବିହାର ଓ ସନ୍ତାନଜନନେର ବ୍ୟବହାର କୋଥାଓ ଧାକେ କତିପାଇଦିନଷ୍ଠାୟୀ
ଯାଧାବର ପାଖୀଦେର କେହ କେହ ତଥାଯ ଦୀର୍ଘଦିନଷ୍ଠାୟୀ ହିଇଯା ପଡ଼େ ।
ମେଘଦୂତେ ଅଳକାମଧ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଯକ୍ଷେର ଉତ୍ତାନେ ହେସଗୁଲାର ବର୍ଣନା ପାଓଯା
ଯାଯା—

ଆପି ଆସିମନ୍ମରକେତଥିଲାବତ୍ରସୌଧାନମାର୍ଗୀ
 ହୈମେଶ୍ତଜ୍ଞା ଘିକବକମଳିଃ ଜିନ୍ଧିଦୂର୍ଯ୍ୟନାଳିଃ ।
 ଯତ୍ୟାସ୍ତୌୟେ କୃତସ୍ଵତତ୍ୟୋ ମାନସ ସଂଗିନ୍ତ୍ରଣ୍ଟଃ
 ନାଭ୍ୟାସ୍ୟନ୍ତି ଅୟଗତଶୁଦ୍ଧବସ୍ତବାମପି ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ହଂସାଃ ॥

ଇହାରା ଏହି ଆୟଗାର ବାପୀମୟୁହେ ଏତ ଆନନ୍ଦଚିନ୍ତନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେଛେ,
ମାନସମରୋବର ସେଥାନ ହିତେ ବେଶୀ ଦୂର ନା ହିଲେଓ ତାହାରା ମେଘ
ଦେଖିଯା ଆସନ୍ତି ବର୍ଧାଯ ସ୍ଥାନତ୍ୟାଗ କରିଯା ଉଡ଼ିଯା ଯାଇତେ ପ୍ରୟାସୀ ନୟ ।
କେବ ପ୍ରୟାସୀ ନୟ ତାହା ଉପଲକ୍ଷି କରା ଏଥିନ ସହଜସାଧ୍ୟ ; ଏହି ସମୟ
ତାହାଦେର ଉପର୍ହିତି ଦେଖିଯା ବୁଝା ଯାଯା ମେହି ସ୍ଥାନେର ଅମୁକ୍ତଳ

* ସି: ଏକ, ଡାକ୍ତର, ହେଡ଼ଲି ଲିଖିଯାଛେ ଯେ ଅତିକୁଳ ପାରିପାର୍ଦ୍ଧିକ ଅବହାର ତିତର ହିତେ
ପାଖୀଗୁଲି ସନ୍ଦର୍ଭ ସନ୍ଦର୍ଭ ହାତାକୁରେ ଉଡ଼ିଯା ଥାର, ଶ୍ରୀ ବେଣ୍ଟଲି ମାନ୍ୟର୍ମେସା ହିଇଯା ପଡ଼େ, ତାହାରା ହାତ
ପରିଚାପ କରିତ ଚାହେ ନା—“Only those that are fed by their human friends
remain.”—The Structure and Life of Birds (1895), p. 366.

ମେଘଦୂତ

ଆବେଷ୍ଟନ ଓ ଖାତ୍ପ୍ରାଚ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯା ସାଧାବର ହଂସଗୁଲା ସ୍ଵଦୂର ପ୍ରବାସ-
ଯାତ୍ରାର ଆୟାସ ସ୍ବିକାରେ କୁଣ୍ଡିତ ହଇତେଛେ ।

ମେଘର ସଙ୍ଗେ ହଂସପ୍ରବଜନେର ଯେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଛେ ତାହା
ପଞ୍ଚିତସ୍ତବିଦେର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେର ଫଳେ ଜାନା ଗିଯାଛେ । ଶୈଶାପଗମେ
ବର୍ଷାର ପ୍ରାକାଳେ ତାହାକେ ଭାରତବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଯା ଯାଇତେଇ ହଇବେ ।
ଗିରିବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଦିଯା ହିମାଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା କତକଗୁଲା ହଂସକେ
ଉତ୍ତରେ ତିବତ ଓ ମଧ୍ୟ ଏଶ୍ୟାର ହୃଦସାନ୍ତିଧ୍ୟେ ଅମୁକୁଳ ଜଳାଭୂମିତେ
ଗିଯା ଡିମ୍ବପ୍ରସବ ଓ ଶାବକୋଂପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧା କରିତେ ହୟ ।
ହିମାଲୟର ଉତ୍ତରେ କୈଳାସପରିବତ ଅବସ୍ଥିତ, ଆର କୈଳାସେର ପାଦଦେଶେ
ମାନସମରୋବର ବିଚାରନ । ବର୍ଷାଗମେ ଇହା ଯେ ନାନା ହଂସର ବିଶିଷ୍ଟ
ଆବାସଭୂମି ହିମାଲୟପର୍ଯ୍ୟଟନକାରିଗଣେର ଅନେକେଇ * ତାହା ସଙ୍କ୍ଷ୍ୟ

* କାଣ୍ଡେନ ଜ୍ରେ, ଏହିଟ, ବର୍କ୍‌ଟୁଇନ ଲିଖିଯାଛେ—“There are several large lakes, such as the Pangong Lake, in Ladak, the Rhavan and Manasarowar Lakes, south of the Karakoram range of mountains, in Chinese Thibet, the Paltee Lake, near Lassa, and others to the north of Nepaul, and travellers who have visited these pieces of water during the summer months have reported that their banks and surface literally teem with thousands of wild fowl which have retired to these secluded spots for breeding purposes.”—The Large and Small Game of Bengal and the N. W. P. of India (1876), p. 338.

ମାନସବକ୍ଷ ଅଭିଯାହିତ ମନୀନୀର ପ୍ରଭାତେ ଶୁଦ୍ଧ କଥଣ ହଂସକାଳି ଫଟିପଥର୍ତ୍ତ ହୋଇବାର ଡାଙ୍କାର ଦେବ
ହେତୁ ଲିଖିଯାଛେ—“The wild-geese have waked up, and they are heard cack-
ling on their joyous flights”—Trans-Himalaya, Vol. II (1910), p. 118.

ଓରାଲ୍‌ଟାର ହାରିଲଟନ ଏଣ୍ଟିକ୍ ଏସ୍‌ଟାଇନ୍ସ୍‌ଟାର୍ ଏହେ ଉଦ୍ଦେଶ ଆହେ—“Wild geese
are observed to quit the plains of India on the approach of the rainy
season, during which Lake Manasarovara is covered with them; . . .
grey geese, which breed in vast numbers among the surrounding rocks, and
here find food when Bengal is concealed by the inundation.”—Vol. II,
Second Edition (1828), p. 203.



হংসপ্রজনন

করিয়াছেন। মুরক্কট * লিখিয়াছেন—“That on the water's edge was bordered by a line of wrack grass, mixed with the quills and feathers of the large grey wild goose, which in large flocks of old ones with young broods, hastened into the lake at my approach * *. These birds, from the numbers I saw, and the quantity of their dung, appear to frequent this lake in vast bodies, breed in the surrounding rocks * *.” মানসসরোবরে যাত্রাকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পার হইয়া যখন এই যায়াবর হাঁসগুলা উত্তরাভিমুখে প্রবেশ করিতে থাকে পথিমধ্যে হয় তো বিজ্ঞামার্থ কিংবা আহার্যসংগ্রহের নিমিত্ত স্থানে স্থানে তাহাদিগকে ক্ষণকাল কাটাইতে হয়। দশার্ঘামে কতিপয়দিনস্থায়ী হংসের কাব্যমধ্যে যে বর্ণনা হইয়াছে তথায় সে মানসযাত্রার পথে কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিতেছে, শীঘ্ৰই আবার তাহাকে উড়িয়া যাইতে হইবে।

হতভাগ্য যক্ষের কারাবাসস্থূলি হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন গিরি, উপভ্যাকা, নদ, নদী অতিক্রম পূর্বক প্রজননশীল হংসগণকে মানসসরোবরে প্রয়াণ করিতে হইলে ক্রৌঢ়বন্ধুর ভিতর দিয়া যাইতে হয়। কালিদাস ইহাকে হংসবাব বলিয়া জানাইয়াছেন,—

* A Journey to Lake Manasarovara in Un-des by William Moorcroft, Asiatick Researches, Vol. XII (1816), p. 466.

ମେଘଦୂତ

ପ୍ରାତିଯାତ୍ରେ ହୃଦୟରେ ମତିକମ୍ଯ ତାଂସ୍ତାନିଶ୍ଚୋଦା-
ନୁଂସନ୍ଧାରଂ ଭୃଗୁପତିଯଶୋଵର୍ତ୍ତରେ ଯଳକୌତୁରଙ୍ଗମ୍ ।

ଭାରତବର୍ଷ ହିଂତେ ସାଧାରଣତଃ ତିନଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗିରିବର୍ଜ୍ ଦିଯା ହିମାଲୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ମାନମସରୋବର ଏବଂ କୈଳାସପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାଓଯା ଯାଏ,—ଲିପୁଲେଖ ବର୍ଜ୍, ଉତ୍ତର ବର୍ଜ୍, ଏବଂ ନିତି ବର୍ଜ୍ । କେହ କେହ ଅନୁମାନ କରେନ ଯେ, ଏଇ ଶେଷୋକୁ ନିତିବର୍ଜ୍ଟି ଭାରତବର୍ଷେର ପ୍ରାଚୀନ କବିଗଣେର ନିକଟେ କ୍ରୋକରଙ୍ଗ * ନାମେ ପରିଚିତ । ଏଇ ସମସ୍ତ ଗିରିବର୍ଜ୍ ଦିଯା ହିମାଲୟ ଅତିକ୍ରମ କରା ହେଁ ଓ ଅନ୍ତାନ୍ତ ଯାଧାବର ପାଖୀର ପକ୍ଷେ ସୁବିଧାଜନକ ହୟ । ବିହଙ୍ଗତସ୍ଵବିଦ୍ ମି: ଡେଓୟାର † ଲିଖିଯାଛେ— “Migratory birds that pass the winter in India have to fly over the Himalaya mountains to their breeding grounds in Tibet, China and Russia. They do not fly over the highest mountains, but cross them by what are known as passes in the mountains, that is to say, spaces between the higher hills.” କାବ୍ୟବଣିତ ହେଁମଦ୍ବାର ନାମେର ସାର୍ଥକତା ଏଥିନ ଉପରେ ହୟ ; ଇହା ମାତ୍ର କବିକଲ୍ପନା ନହେ ।

* “Krauncha Randhra—The Niti Pass in the district of Kumaun, which affords a passage to Tibet from India.”—Nundo Lal Dey’s Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India (Second Edition), p. 104.

† Birds of an Indian Village (1921), p. 56.

রাজহংস ও চক্রবাক

বিহঙ্গতবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে এই হংসগুলি, বিশেষতঃ
রাজহংসগুলি, ঠিক কোন জাতীয় বিহঙ্গ বলিয়া পরিচিত, এইখানে
তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। মুক্তফুট মানসমরোবর মধ্যে
যে হংস অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি 'large grey
wild goose' বলিয়াছেন। ভারতীয় পক্ষিতত্ত্ববিশারদ মি: টুয়ার্ট
বেকার প্রণীত প্রামাণিক গ্রন্থ * হইতে জানা যায়, যে Grey
goose সাধারণতঃ টংরাজের নিকট Grey Lag goose নামে
পরিচিত, তাহা Anserinae অন্তর্বর্ষভুক্ত যাযাবর বিহঙ্গ। ইহাদের
দেহের বর্ণবিন্যাসে শাদার সহিত কোথাও ভস্ত এবং কোথাও
দূসর বর্ণের সংমিশ্রণ আছে; চওড় ও পদদ্বয়ে শাদার সহিত
যৎসামান্য লালের আভা বর্তমান। হিন্দিভাষায় ইহাদের বিভিন্ন
নাম প্রচলিত ; যথা,—রাজহংস, কড়হন্স। ইহারা প্রায়
সর্বোত্তমভাবে উল্লিঙ্গাশী। শীতের প্রাক্কালে অক্তোবর মাসের
প্রারম্ভ হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত উত্তরপশ্চিম ভারতে উহারা

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VI, pp 398—
399.

ମେଘଦୂତ

ବାଁକେ ବାଁକେ ଦୃଷ୍ଟ ହୟ; ଏମନ କି ମେଇ ବାଁକ କ୍ରମଶଃ ଏକ ଦିକେ
ବୋଲ୍ବାଇ ଏବଂ ଅପର ଦିକେ ଚିକାହୁଦ, ପୂର୍ବବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ ବ୍ରଜଦେଶ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଡାଇଯା ପଡେ । କ୍ରଚିଂ ସିଂହଲେଓ * ଇହାଦିଗକେ ଦେଖା
ଯାଯ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲା, ହୁଦ ଓ ନଦୀମୈକତ ଇହାଦେର ବିହାରଭୂମି ।
ଏହି ଯାଧାବର grey goose କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷେର ଶାଯୀ ଅଧିବାସୀ
ନହେ । ସାରା ଶିତକାଳ ଭାରତ ଓ ତୃତୀୟମାନ ପ୍ରଦେଶମୁହେ ଉହାରା
ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହୟ, ବର୍ଷାର ପ୍ରାକ୍ତଳେ ଆବାର ସାଧାରଣତ:
ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତିମାନରେ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର ଚଲିଯା ଯାଯ । ଏହି ହଂସର ବୈଜ୍ଞାନିକ
ନାମ Anser anser Linn.

ଅମରକୋଷେ ରାଜହଂସେର ପରିଚୟ ଏଇରୂପ,—“ରାଜହଂସାନ୍ତ ତେ
ଚନ୍ଦ୍ରଗୈରୋହିତେଃ ସିତାଃ” ଅର୍ଥାତ ଯାହାଦିଗେର ଦେହ ସିତ, କିନ୍ତୁ
ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚରଣ ଲୋହିତବର୍ଣ୍ଣ ତାହାରା ରାଜହଂସ ।

“ସିତ” ଶବ୍ଦେର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ବିଚାର କରିଯା ଦେଖିଲେ
ମହଞ୍ଜେଇ ପ୍ରତୀତି ଜନ୍ମେ ଯେ, ଟିହା ଶୁକ୍ଳ କିଂବା ଶ୍ଵେତର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୂକ୍ତ
ହଇଯାଉ, ଶୁକ୍ଳ ଓ ଶ୍ଵେତ ବଲିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯ, ଇହାତେ ତାହାର କିଛୁ
ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମ ଆଛେ । ଶୁକ୍ଳ ଓ ଶ୍ଵେତ ଏକେବାରେ ଶାଦୀ;—ଅଭିଧାନକାର
ବଲିତେଛେନ ‘ରକ୍ତେତର’ । ଶକ୍ତାର୍ଥ-ରଚିତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଯା ବଲିତେଛେନ
ଯେ, ସିତ ରଂଟି କଦଲୀକୁମୁମୋପମ, କଳାର ଫୁଲେର ମତ । ଏହି
କଳାର ଫୁଲ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଦୀ ନୟ, ଏକଥା ବାଙ୍ଗାଲୀ ପାଠକବର୍ଗକେ
ଅବଶ୍ୟକ ବୁଝାଇତେ ହଇବେ ନା; ଶାଦୀର ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂମିଶ୍ରଣ

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VIII, p. 701.

ରାଜହଂସ ଓ ଚତୁର୍ବାକ

ଆଛେ । ‘ମିତ’ ଶବ୍ଦେର ଆଭିଧାନିକ ତାଂପର୍ଯ୍ୟୋର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ବଣ-
ସଂମିଶ୍ରଗେର ଆଭାସ ପାଓଯା ଯାଯା; କୋଥାଓ ସେତେର ସହିତ ଶୀତ,
କୋଥାଓ ବା ସେତେର ସହିତ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ପର୍କ ଥାକିଲେଣ, ‘ମିତ’ ଶବ୍ଦ
ବା ତଂପର୍ଯ୍ୟାୟକ କତକଣ୍ଠି ଶବ୍ଦେର ପ୍ରୟୋଗ ହଇଯା ଥାକେ । ଯଥନ
ସେତେର ସହିତ କୃଷ୍ଣ ମିଳିଲ, ତଥନ ମେଇ ମିତକେ ଅର୍ଜୁନ ଆଖ୍ୟା
ଦେଓଯା ଯାଇତେ ପାରେ । ଯଥନ ଶାଦାର ସହିତ ଲାଲ ମିଳି,
ତଥନ ତାହା ମିତପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ଶ୍ରେତ ଦୀଢ଼ାଇଲ । ମ୍ୟାକ୍ରୋନେଲେର
ଅଭିଧାନ * ଇହାକେ reddish white ବଳା ହଇଯାଛେ । ଆବାର
ଦେଖୁନ, ‘ଗୌର’ ଶବ୍ଦଟି ମିତପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଇହା ନିରବଚିନ୍ମୟ
ଶୁଭ ନହେ,—‘ଶୀତୋ ଗୌରୋ ହରିଭାବः’ †;—ଶାଦା ଏଥାନେ ହରିଭାବ
ହଇଯା ଗିଯାଛେ । ଶକ୍ତାର୍ଗବ ବଲିତେଛେ—ମିତः ଶ୍ରାଵଃ କମଳୀ-
କୁମୁମୋପମଃ;—ଅମରକୋଷ ବଲିତେଛେ, ‘ଶ୍ରାଵଃ (ଶ୍ରାଵ) କପିଷଃ;’
ମ୍ୟାକ୍ରୋନେଲେ ବାଖ୍ୟା କରିଲେନ—dark brown । ଯେ କୃଷ୍ଣଲେଶବାନ
ମିତକେ ଅର୍ଜୁନ ବଳା ହଇଯାଛେ, ଆଭିଧାନକାର ତାହାକେ କୁମୁଦଚଛ୍ଵି
ବଲିଯା ବୁଝାଇତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଚେନ । ଅମରକୋଷ ଏଟି କୁମୁଦଫୁଲେର ରଙ୍ଗ
ବୁଝାଇଯା ଦିବାର ଜଣ୍ମ ବଲିଯାଛେ—‘ମିତେ କୁମୁଦକୈରବେ’ । ଅତିଏବ ବିଚାର
କରିଯା ଦେଖିଲେ ବୁଝା ଯାଇବେ ଯେ, ସଦିଓ ମିତ ପ୍ରଭାତି ତେବେଟି ଶବ୍ଦ ॥

* Sanskrit English Dictionary (1893)

† ଅମରକୋଷ ।

: “ଅର୍ଜୁନପ୍ର ମିତଃ କୃକଲେଶବାନ କୁମୁଦଚଛ୍ଵି:”—ରାମନ୍ୟ ଗୋପାଲଚାନ୍ଦାରଙ୍କର ମଞ୍ଚାଦିତ
ଅମରକୋଷ-ଟିକା ୩୦ ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ।

॥ ପ୍ରଭାତଚିରେତବିଶମଗୋତ୍ରା:

ଅନବାତଃ ମିତୋ ଗୌରୋ ମଳକୋଷମଲୋହନ୍ତଃ: । ଇତ୍ୟାମର:

ମେଘଦୂତ

ଶୁରୁପର୍ଯ୍ୟାଯାର୍ଥୁକ୍ତ, ଇହାଦିଗେର ଅଧିକାଂଶଇ ନିରବଚିହ୍ନ ଶୁରୁବର୍ଣ୍ଣପରିଚାୟକ ନହେ;—ଶାଦାର ସହିତ କୃଷ୍ଣପୀତରଙ୍ଗାଭାର ଅଳ୍ପବିକ୍ଷନ ବିମିଶ୍ରଣ ଆଛେ । ମିଃ କୋଲକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ଅମରକୋଷେ ଦେଖିତେ ପାଇ ସେ, ‘ପାତ୍ରୁର’ ଶବ୍ଦ ଶୁରୁପର୍ଯ୍ୟାଯାର୍ଥୁକ୍ତ ରହିଯାଛେ,—ଟିକାକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଲେନ, ‘white’; କିନ୍ତୁ ପରଶ୍ରୋକେଇ ଦେଖା ଯାଏ—ହରିଗଃ ପାତ୍ରୁରଃ ପାତ୍ରୁଃ—ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ‘yellowish white’ । ଅତ୍ରଏବ ସିତାବନ୍ଧବ ନିରବଚିହ୍ନ ଶୁରୁତାର ପରିଚାୟକ ହିଁବେ, ଏମନ କୋନଓ କଥା ନାହିଁ ।

“ଚଞ୍ଚୁଚରଣେରୋହିତୈ: ସିତା:” ଏହି ଆଭିଧାନିକ ଉକ୍ତି ହିଁତେ ରାଜହଂସେର ଦୈହିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସେ ପରିଚୟ ପାଇ, grey goose ବିହଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାହା ଥାଟେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷେର କୋନ ଥାନେ ଅଥବା ହିମାଲୟପରକତମଧ୍ୟେ ଏହି ହଂସେର ସନ୍ତାନଜନନପ୍ରଚେଷ୍ଟୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପକ୍ଷିତ୍ସବିଦ୍ଵଗ୍ନେର ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଓଯା ଯାଏ, ତାହା ସଂକ୍ଷେପେ ବିବୃତ କରିତେ ଚାଇ । ମିଃ ଷ୍ଟ୍ୟୁଟ୍‌ଟ ବେକାର ବଲେନ, ଉତ୍ତରପଞ୍ଚମ ଭାରତେ ଧାରାବର �Grey goose ଝାକେ ଝାକେ ଅଞ୍ଚୋବର ମାସ ହିଁତେ ଆସିତେ ଆରଣ୍ୟ କରେ; ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସେର ଶେଷଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉହାରା ଭାରତବର୍ଷେ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଯମେର ବ୍ୟାକ୍ରିମ ସେ ହୟ ନା, ଏମନ ନହେ । କାରଣ କର୍ଣ୍ଣେ ଆନ୍‌ଡ୍‌ଇନ୍ * ମେ ମାସେର ପ୍ରାରଣ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣେକଟା ବିହଙ୍ଗକେ କାଶ୍ମୀରେ ଅବହାନ କରିତେ ଦେଖିଯାହେନ । Grey gooseର ବିହଙ୍ଗେର ପ୍ରଜନନକ୍ଷେତ୍ର ଭାରତବର୍ଷେର ବାହିରେ + ଅବହିତ, ପକ୍ଷିତ୍ସବିଦ୍ଵଗ୍ନ

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XI, p. 169.

+ ଉତ୍ତର ଇମ୍ରାପେ, କୃମଧାନାଗରେର ଉତ୍ତର-ଦେଶମୟାହେ, ବୈକାଳ ତୁଳେ, ପାରାତ, ମେଦାପୋଟେରିଆ ଏବଂ ଆକ୍ରମିତାଲେ ଇହାଦିଗକେ ଡିବଫ୍ରେଷ ଓ ସନ୍ତାନୋଧନମ କରିତେ ଦେଖା ଥାଏ ।

٩٣٦

ପ୍ରକାଶକ

ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ।



ରାଜହଂସ ଓ ଚତୁର୍ବାକ

ଏଇଙ୍ଗପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେନ । ପଞ୍ଚିତାତ୍ତ୍ଵିକ ଗ୍ୟାଡ଼ମ୍ସ * କିନ୍ତୁ ଲିଖିଯାଛେ, ହିମାଲୟମାନ୍ଦିଧୀ ଲାଡାକେର ହୃଦମଧ୍ୟେ ଏହି ହଂସ ଶାବକୋଂପାଦନେର ଅନ୍ତ ଗାର୍ହହୃଦୀବନ ଯାପନ କରିଯାଇଲ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପର କୋନ୍ତେ ବିହଳତତ୍ସବିଦେର ଚାକ୍ରବ ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଥାଏ ନାହିଁ । ତବେ ଏଇଙ୍ଗପ ପ୍ରମାଣ ସଦି ବାନ୍ଧବିକଇ ପାଓଯା ଥାଏ, ଉହା କମ୍ କୌତୁଳେର ବନ୍ତ ହଇବେ ନା । ତଥନ ନିଃସଂଶୟେ କୋର କରିଯା ବଳା ଚଲିବେ ଯେ, ଏହି Grey goose ଓ କବିବଣିତ ମାନସୋଂକ ରାଜହଂସ ଏକଇ ବିହଳ । ଏହି ହଂସର ପ୍ରଜନନଭୂମି, ପଞ୍ଚିତତ୍ସବିଦ୍ୱଗ୍ରଥ ସତତ୍ୟ ଅବଗତ ଆହେ, ହିମାଚଳ ହିତେ ଖୁବ ବେଳୀ ଦୂରେ ଅବହିତ ନହେ । ତତ୍କଷ୍ଣ ମିଃ ଟ୍ରୂଯାର୍ଟ ବେକାର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷଜ୍ଞଗଣେର କେହ କେହ ଅଭୂମାନ କରେନ ଯେ, କୈଲାସ ଅଥବା ହିମାଚଳେର ହୃଦବିଶେଷେ ସନ୍ତୁବତः Grey goose ଡିମ୍ବପ୍ରସବାଦିଙ୍କପ ଗାର୍ହହୃଦ୍ୟ ବ୍ୟାପାରେ ଲିପ୍ତ ଥାକେ । †

ହିମାଲୟମାନ୍ଦିଧୀ, ତିବତ ଓ ଲାଡାକେର ହୃଦସରୋବର ଓ ଜଳାଭୂମି ଯେ ଯାଧାବର ହଂସର ପ୍ରଜନନକ୍ଷେତ୍ର ବଲିଯା ନିଃସଂଶୟକାପେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହଇଯାଛେ, ଉହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ *Anser indicus* (Lath.) । ଭାରତେର ପଞ୍ଚିମାଂଶେ ‘ରାଜହଂସ’ ବା ‘କଡ଼ହନ୍ସ’ ନାମ ଇହାଦେର ପ୍ରତିଓ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ମୃଷ୍ଟ ହୟ । ଏହି ହଂସର ଦେହର ସର୍ଣ୍ଣ ନିରବଛିମ ଶ୍ରେ ନହେ; ତବେ ଶାଦାର ସହିତ ଧୂମରପିଙ୍ଗଲେର ସମସ୍ୟ

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon (1881), Vol. III, p. 61.

† “It breeds in Seistan and quite possibly in parts of the Himalayas and in Northern Afghanistan”.—Stuart Baker, Ducks and Their Allies (1921), p. 77.

ମେଘଦୂତ

ଆଛେ ; ମୁକ୍ତକ, କଠ, ନିମ୍ନଦେହର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ଓ ପୁଚ୍ଛନିମ୍ବ ଏକେବାରେ ଶାଦା ; ମୁକ୍ତକ-ନିମ୍ବେ ଛୁଟା କୁଣ୍ଡରେଖା ପରିଷ୍କୃତ । ଚପୁଚରଣ କମଳା-ବର୍ଣ୍ଣ, ଦୂର ହଇତେ ଲାଲାଭ ଦେଖାଯ । ଶୀତେର ଆଗମନେ ନବୀନ ଅଗ୍ରନ୍ତକ-ରୂପେ ଏହି ପାଖୀ ଝାଁକେ ଝାଁକେ ସମଗ୍ର ଭାରତେର ନଦୀତୁନିତଭାଗ ଛାଇଯା ଫେଲେ । ଗ୍ରୀବେ ସେଇ ଝାଁକ ଉହାଦେର ଅମୁକୁଳ ପ୍ରଜନନକ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ରମଶଃ ଫିରିତେ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଗ୍ରୀବେଶେ ଓ ଆସନ୍ନ ବର୍ଷାଯ ଯେଣିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକେ, ତାହାରା କାଶ୍ମୀର, ଲାଡାକ ଓ କୈଲାସ ପ୍ରଭୃତି ହିମାଲ୍ୟେର ଉତ୍ତରାଂଶେ ତୁନୁନରୋବରେ ଗାର୍ହସ୍ତ୍ୟଜୀବନ୍ୟାପନେ ପ୍ରୟାସୀ ହୟ । ପଞ୍ଚିତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞେରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଯାଇଛେ ଯେ, ଏହି ହଂସେର ଡିମ୍ବ ପୂର୍ବୋକ୍ତ Grey goose-ଏର ଡିମ୍ବେର ଅନୁରୂପ । ଇହାରା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ରୂପେ ଉତ୍ତିଜ୍ଞାଶୀ ।

ଆର ଏକଟି ବିହଙ୍ଗେର ଉଲ୍ଲେଖ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଟିର ଇଂରାଜୀ ନାମ Flamingo ; ହିନ୍ଦିଭାଷାଯ ଇହାଓ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପାଖୀ ଛୁଟାର ଘାୟ ‘ରାଜହନ୍ମ୍ସ’ ନାମେ ପରିଚିତ । ଅଧୁନାତନ ପଞ୍ଚିତତ୍ତ୍ଵ-ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଫେଲେ ଏହି ବିହଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ହଂସ ହଇତେ ପୃଥକ ବର୍ଗେର (Phoenicopteridae) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବଲିଯା ବିବେଚିତ ହଇଯାଇଛେ । * ଆହାର, ବିହାର, ଉଂପତନ-ବୀତି ଓ କଠସ୍ଵରେର ତୁଳନା କରିଲେ ସାଧାରଣ ହଂସ ହଇତେ ଇହାଦେର

* ମି: ହର୍ଟାର୍ଟ ସେକାର କିନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚିତିତେ ସମ୍ପିହାନ ହଇଯା ଲିଖିଯାଇଛନ୍ ।

“Hartert keeps the *Phoenicopteridae* as a separate Order, whilst in my “Indian Ducks” the Ducks and Flamingos were both retained under this one Order. Perhaps this latter arrangement is the one which will finally have to be adopted.”—Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VI (1929), p. 372.

ରାଜହଂସ ଓ ଚଞ୍ଚଳକ

କୋନଓ ବୈଲକ୍ଷଣୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା । ସାଗରସୈକତ, ଭଲାଭୂମି ଓ ସରୋବରତଟ ଇହାଦେର ବିଚରଣକ୍ଷେତ୍ର ; ଭାରତେର ସର୍ବତ୍ର ଏହି ଆବେଷ୍ଟନେ ମାରା ଶୀତକାଳ ଇହାଦିଗଙ୍କେ ଅଳ୍ପବିସ୍ତର ଦଲ ବାଧିଯା ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଦେଖା ଯାଏ । ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ଉତ୍ତିଜ୍ଜ ପଦାର୍ଥ ଇହାଦେର କମ ପ୍ରିୟ ନହେ । Flamingo ପାଖୀର ଦୈତ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକ ହଇତେ ପୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଶ୍ଵର, ଅଳ୍ପବିସ୍ତର ଗୋଲାପୀ ଆଭା-ସମ୍ମିତ । ପଦଦୟ ଲାଲ, ଚଞ୍ଚୁ ଆରକ୍ଷବର୍ଣ୍ଣ । ଶାବକେର ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପୀର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଝିଷ୍ଟ ଧୂମର ଆଭା ବିଦ୍ୟମାନ । ଏକବଂସରବୟଙ୍କ ଶାବକେର ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୁଣ୍ଡି ଶାଦାଇ ଦେଖାଯାଇ, ଟଟା ପକ୍ଷିତାତ୍ତ୍ଵିକ ଲେଗ ଲିଖିଯାଛେନ ; ଯଦିଓ ତଥନ କେବଳ ସ୍ଫକ୍ଷ-ପତତ୍ରେର ଏବଂ ପତତ୍ରଚାରେ ପ୍ରାମ୍ଭଭାଗ ଧୂମର ଥାକେ ; ଡାନାର କାଳୋ ପାଖାଣ୍ଡି ଶୁଟାଇଯା ଥାକେ ବଲିଯା ସାଧାରଣତଃ ନୟନଗୋଚର ହୁଏ ନା । ଦୈତ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣମ୍ପଦ୍ମ ବିଚାର କରିଲେ ଅଭିଧାନେର ବର୍ଣ୍ଣନା ଟଟାଦେର ପ୍ରତି ବେଶ ଥାଏଟି ; ଯାଯାବର ହଟ୍ଟମେଓ ଏହି ବିହଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ- ଓ ଉତ୍ତର-ଭାରତେ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । କଥନଓ କଥନଓ ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତେର ସ୍ଥାନବିଶ୍ୱୟେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ * , ଏମନ କି ଆଗଷ୍ଟ † ମାସେଓ ଏହି ପାଖୀର ବୀକ ଲକ୍ଷିତ ହଟ୍ଟଯାଏ । ବେଲୁଚିଶ୍ଵାନ, ପାରମ୍ପର, ଏସିଯା-ମାଟ୍ଟର, ତୁର୍କୀଶ୍ଵାନ, ଏମନ କି ସ୍ଵଦୂର ସାଟିବେରିଯା ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଶିଆ ଭୂଖଣ୍ଡେ ଟଟାଦିଗଙ୍କେ ଦେଖା ଯାଏ । ସିଂହଲେଓ ଇହାର ବିହାରଭୂମି, ଏମନ କି ପ୍ରଜନନକ୍ଷେତ୍ର ‡ ଆବିଷ୍କୃତ ହଟ୍ଟଯାଏ ।

* Stuart Baker, Ducks and Their Allies (1921), p. 4.

† Law, S. C., Kalidasa and the Migration of Birds II, J. A. S. B., N. S. XX (1924), 272.

‡ Wait, W. E., Manual of the Birds of Ceylon (1925), p. 443.

ମେଘଦୂତ

ଭାରତବର୍ଷେ ଭିତର କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାପସାଗର ଛାଡ଼ା ଅପର କୋନ୍ତିଏ ପ୍ରଜନନଭୂମି ସମ୍ଯକଙ୍ଗାପେ ନିର୍ଣ୍ଣାତ ହୟ ନାହିଁ ।

ମହାକବିବରଣିତ ରାଜହଂସେର ସ୍ଵର୍ଗପନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଯେ ତିନଟି ବିହଙ୍ଗେର କଥା ଆମରା ଉଥାପନ କରିଲାମ, ଉହାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଦେହେର ବର୍ଣ୍ଣବିଚାର କରିଲେ ଦେଖା ଯାଯି ଯେ, ଚଞ୍ଚୁଚରଣେଶ୍ଵରୀହିତୀଃ ସିତାଃ ଏହି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ବନ୍ଧେଇ ଥାଟେ । ତବେ ଯେ *Anser indicus* (Lath.) ହଂସେର ମସ୍ତକନିମ୍ନେ ଛୁଟିଟା କୁଣ୍ଡରେଖାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇଛି, ତାହା ପାଖୀଟାର ବର୍ଗଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପରିଚାଯକ ହିଲେଓ ହଂସମାତ୍ରେରେଇ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗରେଖାର ଅମୁଳପ । ଅମରକୋଷେ ଦେଖିତେ ପାଇ “ହଂସାନ୍ତ ସ୍ଵେତଗନ୍ଧତः ଚକ୍ରାଙ୍ଗା ମାନ୍ସୌକସଃ”, ଅର୍ଥାଏ ହଂସଗଣ ସ୍ଵେତପକ୍ଷ, ଚକ୍ରାଙ୍ଗ ଓ ମାନ୍ସଚାରୀ । ଚକ୍ରରେଖାକ୍ଷିତ ହିଲେଓ ସ୍ଵେତଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୋଗେ ପାଖୀଟାକେ ଅନାୟାସେ ସିତ ଆଖ୍ୟା ଦେଓଯା ଚଲେ । ତିବତୀୟ ପର୍ବତବାସୀରୀ *Anser indicus* (Lath.) ହଂସକେ “ଅଞ୍ଚବ କରିପୋ” ବା ସଙ୍ଗେପେ ‘ଅଞ୍ଚକରୁ’ * ବଲିଯା ଥାକେ । ଇହାର ଅର୍ଥ ଶାଦା ହାସ । ଏହି ହଂସେର ଖାତ୍ତ ବିଚାର କରିଲେ ଦେଖା ଯାଯି ଯେ, ଇହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗାପେ ଉତ୍ତିଜ୍ଜାତି । ଉତ୍ତିଜ୍ଜ ଖାତ୍ତ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତିନଟି ବିହଙ୍ଗେରଇ ପ୍ରିୟ ବଟେ, ତବେ *Flamingo* କର୍କଟଶୟୁକାଦି ଏବଂ ଜଲଜ କୌଟିଓ ଭକ୍ଷଣ କରେ । ମାନସସରୋବର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ହିମାଲୟ ଓ ତିବତେର ହୁଦଜଳାଶୟ ଯେ *Anser indicus* (Lath.) ବିହଙ୍ଗେର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଆବାସଭୂମି, ତଃସ୍ଥକେ ଆଧୁନିକ ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵବିଦେର କଣାମାତ୍ର ସଂଶୟ ନାହିଁ । ମାନ୍ସୌକସଃ:

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XIX, p. 369.



রাজহংস

ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ

ଆଖୀ ଇହାର ପ୍ରତି ଅନ୍ତରୋତେ ପ୍ରୋଗ କରା ଚଲେ । ପୂର୍ବେ ଆସିଥା
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁରତକ୍ଟେର Grey goose ବିହିଜେର ଉତ୍ତର କରିଯାଇ ।
ଆଖୁନିକ ପକ୍ଷିବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କାର କଲେ ଜାଳ ପିଲାଇଁ ଯେ, ଏହି
Grey goose • ପାଖୀ ବିହିଜେର ପରିଚିତ Grey Lag goose
ହିତେ ପାରେ ନା, ଯେହେତୁ ଶେଷୋତ୍ତ ବିହିଜେର ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ର ଭାରତବର୍ଷେ
ବାହିରେ ଅବହିତ; ହିମାଲୟଶାଖିଯେ ହୁମ୍ସରୋବରେ ଇହାର ଗାର୍ହ୍ୟ-
ଜୀବନବାପନ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃସଂଶେଷ ଅମାଧିତ ହୁବ ନାହିଁ ।

ମଧ୍ୟାର୍ଥି ତିଳାଟି ପାଖୀର ଭାରତବର୍ଷେ ଯଥେ ଅବଶ୍ୟକତା
ତୁଳନା କରିଲେ ଦେଖା ଯାଇ ଯେ, Grey Lag goose ବିହିଜ ସର୍ବାତ୍ମେ
ଆୟାପଗମେ ସଜେ ସଜେ, ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଛ, ଅନ୍ତଃତଃ ପକେ ଏପିଲ
ମାସେର ମଧ୍ୟେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କରେ । Anser indicus (Lath.) ବିହିଜେର
ବୀତିଓ କତକଟା ଏକପ ବଟେ, ଆୟାପଗମେ ଇହାଓ ଯାବାବରରେ
ପରିଚର ଦିତେ ଥାକେ; ତବେ ଆସିବ ବର୍ଷାର ଜୂନ ଜୁଲାଇ ମାସେ କାନ୍ଧୀରେ,
ଲାଭାକେ ଏବଂ କୈଳାସ ଅନ୍ତଃତି ହିମାଲୟର ଉତ୍ତରାଂଶେ କେ ଗାର୍ହ୍ୟ-
ଜୀବନ ବାପନେର ଅନ୍ତ ଥାକିଯା ଯାଇ । Flamingo ପାଖୀକେ ଜୁଲାଇ
ମାସେ ଏମନ କି ଆଗଟେଓ ଭାରତବର୍ଷେ ହାନେ ହାନେ ଦେଖା ଯାଇ ବଟେ,
ହିମାଚଲଶାଖିଯେ କିମ୍ବ ଏହି ବିହିଜ ଏକେବାରେ ଅଜ୍ଞାତ । ମାନ୍ସ-
ପ୍ରୋତ୍ଶାନ୍ତ ବ୍ୟାପାରେର ସଜେ ଇହାକେ ଅଭିତ କରିଲେ ଗେଲେ ଆଖୁନିକ
ପକ୍ଷିବିଜ୍ଞାନଶାଖର ଅମାଧିବିଜ୍ଞାନ ହିନ୍ଦୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶକ୍ଷା ଥାକିଯା ଯାଇ ।

* ମୁହଁଳଟି ମଧ୍ୟତଃ Grey goose ପର ସାଧାରଣତାବେ ପ୍ରୋଗ କରିଯାଇଲେ, ବିଶେଷତାମ୍ବିନ୍ଦର ଯାହାର କୁ କରିଲେ ନାହିଁ । ତାହାର 'Grey' କଥାଟ ଅମରକୋବେର 'ଶିତ' କଥାରେ ଅଭିନନ୍ଦିତ;
ଯେହେତୁ ମୋଟାମୁହଁ ଯେ କି ଆଶାଦୀର ଦେଖେ ପକେ, ତାହାକେ ମୂର ଅଭିତ ଆଶିବ ଅତ ମ-ଏବଂ
ମାନ୍ସର ଅଭିନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡ ହାଇ ତିଳାଟିରେ ହାତିତ କରେ ।

ମେଘଦୂତ

ସାଧାରଣ ସଂକ୍ଷାରବଶେ ଅନେକ ସମୟେ ଭୁଲକ୍ରମେ ରାଜହଂସ Swan ବଲିଯା ଗଣ୍ୟ ହୟ । ଭାରତବର୍ଷେ ଇହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳଦର୍ଶନ ବିହଙ୍ଗ ଏବଂ ଇହାଦେର ପ୍ରଜନନକ୍ଷେତ୍ର ଭାରତବର୍ଷେର ବାହିରେ । ଯେ କୟଟା ଜାତିର Swan ଭାରତବର୍ଷେ ଦୃଷ୍ଟି ହୟ, ଉହାଦେର ସକଳେରଇ ଚଞ୍ଚୁଚରଣ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ । ଅମରକୋଷେର ବର୍ଣନା ଇହାଦେର ଖାଟେ ନା । ହିମାଲୟେର ହୃଦୟବିଶେଷେ Swan-ଏର ଗୃହସ୍ଥାଳିର ଉପଯୋଗୀ ବାସଭୂମି ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷିତସ୍ଵବିଦେର ଅବିଦିତ ।

ମେଘଦୂତେ ଚକ୍ରବାକେର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିତେ ପାଇ,—

ତାଂ ଜାନୀଆ: ପରିମିତକଥାଂଜୀବିତଂ ମେ ଦ୍ଵିତୀୟ ।
ଦୂରୀଭୂତେ ମଧ୍ୟ ସହଚରେ ଚକ୍ରବାକୀମିର୍ବୀକାମ ॥

ଏହି ଚକ୍ରବାକ Anatinae ଅନ୍ତର୍ବଂଶଭୁକ୍ତ ହଂସବିଶେଷ ; ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ Casarca ferruginea (Vroeg.) । ଆମାଦେର ଦେଶେ ଇହା ସାଧାରଣତଃ ଚକାଚକୀ ବଲିଯା ପରିଚିତ ; ଇଂରାଜେର ନିକଟ Brahmmy Duck, Ruddy Goose ଟିତାଦି ନାମେ ଖ୍ୟାତ । ଅମରକୋଷେ ଇହାର ପରିଚୟ ପାଇ,—“କୋକଚକୁଚକୁଚକ୍ରବାକୋ ରଥାଙ୍ଗାହ୍ୟନାମକ” । ପ୍ରବାଦ ଆହେ ଯେ, ଚକ୍ରବାକ-ମିଥୁନ ସାରାଦିନ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଯା ଦିବାବସାନେ ପୃଥକ ହଇଯା ଯାଯ । ପକ୍ଷୀ ରହିଲ ନଦୀର ଏପାରେ, ପକ୍ଷିଣୀ ପରପାରେ ; ଏହି ଅବସ୍ଥାଯ ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରକେ ଡାକାଡାକି କରିତେ ଥାକେ । ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷିତସ୍ଵବିଦ୍ ଅନେକେ ସ୍ଵକର୍ଣ୍ଣ ନଦୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵ ହଇତେ ନିଶ୍ଚୀଥେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବିରାମ ପକ୍ଷିକଟ୍ଟଖଣି ଶୁନିଯା ବ୍ୟାପାରଟି

ରାଜହଂସ ଓ ଚକ୍ରବାକ

ଲିପିବକ୍ତ କରିଯା ରାଖିଯାଇଛେ । * କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବେ ଏବଂ
ବାସ୍ତବ ପଞ୍ଜିଜୀବନେର ଦିକ ହିଟେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଚକାଚକୀର ବିବହପ୍ରସମ୍ପ
କତଦୂର ସତା, ତାହା ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ କେହ ଯେ ଭାଲ କରିଯା ପର୍ବିଜ୍ଞା
କରିଯା ଦେଖିଯାଇଛେ, ଏମନ ମନେ ଥିଲୁ ନା । ଦିବାଭାଗେ ଉତ୍ତରା ଯେ
ଯୁଗ୍ମାବନ୍ଧାୟ ନନ୍ଦିତଟେ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତାହା ବ୍ଲାନ୍ଫୋର୍ଡ ପ୍ରୟୁଷ
ଅନେକ ପଞ୍ଜିତ୍ସୁଙ୍ଗଟି † ଲଙ୍ଘା କରିଯାଇଛେ; କିନ୍ତୁ ଦିବାବସାନେ ପଞ୍ଜିମଧ୍ୟନ
ପରମ୍ପର ପୃଥିକ ରାତ୍ରିଯାପନ କରେ କି ନା, ଏ ସଥକେ ପଞ୍ଜିତ୍ସୁବିଦ୍ୱାଗେର
ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇୟା ଯାଇ ନା । ପରମ୍ପର ତାହାଦେର କେହ କେହ ଚକାଚକୀର
ମୈଶ ବିରହକାହିନୀର ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ କରିଯା ଉପହାସଙ୍ଗଳେ ‡ ଲିଖିଯାଇଛେ—
Perhaps too the world is more virtuous, or celestial
vigilance less keen, for certain it is that in these
degenerate days, except in the case of very narrow
rivers like the Hindon in Meerut, alike by day
and night, Chakwa and Chakwi are to be found
both on the *same* side of the river. ଏ ବିଷୟେର ଯତଦୂର

* "Who is there, when travelling by river during the winter months, has not heard at night the warning call of *Kwanko, Kwanko*, reported at intervals?—this call seeming often to come and being answered from opposite banks."—Raoul's Small Game Shooting in Bengal (1899), p. 93.

† "In India this species is very common on all rivers of any size, generally sitting in pairs on the sand by the riverside during the day."—Fauna of British India, Birds, First Edition, Vol. IV (1898), p. 429.

‡ Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon (1881), III, p. 129.

ମେଘଦୂତ

ପ୍ରମାଣ ପାଞ୍ଚାଯା ଘାୟ, ତାହାତେ ଆମରା ଦେଖି ଯେ, ହଂସଦମ୍ପତୀର
ରାତ୍ରିବାସ ନଦୀର ସମପାରେଇ ହୁଁ, ଯଦିଚ ଅପରିସର ନଦୀର ଉତ୍ତଯ ପାରେ
ପରମ୍ପରେର ପୃଥକଭାବେ ଅବଶ୍ଵାନ ମାଝେ ମାଝେ ଦୃଷ୍ଟ ହଇଯା ଥାକେ । ତବେ
ରାତ୍ରିକାଲେ ଭକ୍ଷଣରତ ଅଥବା ଖାଡ଼ାବ୍ୟସଗତଙ୍କର ପକ୍ଷିମିଥୁନ ପରମ୍ପରେର ସଙ୍ଗ
ଛାଡ଼ିଯା ତଫାତେ ପ୍ରାୟଇ ବିଚରଣ କରେ ; ଏହି ସମୟେ ପରମ୍ପର ପରମ୍ପରକେ
ଅବିରତ ଡାକାଡାକି କରେ । ମିଃ ଷ୍ଟୁଯାର୍ଟ ବେକାର* ଲିଖିଯାଛେ—
At night, when feeding, the birds will often wander
far apart, and may be heard calling to one another
in their short dissyllabic notes, which are rendered
into “Chakwi, shall I come ?” “No, Chakwa !” and
then “Chakwa, shall I come ?” with the reply “No
Chakwi !” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ତରଣିଲି ମିଃ ଷ୍ଟୁଯାର୍ଟ ବେକାର ମନେ
କରେନ ଏହି ଜାତୀୟ ହଂସେର ସାଭାବିକ କଞ୍ଚକରେର ଅଳ୍ପକୁଳ ।

ରାଜହଂସେର ଘାୟ ଚକ୍ରବାକ ଯଦିଓ ଯାଯାବର ଏବଂ ଶୀତେର ପ୍ରାକାଳେ
ଦଲେ ଦଲେ ଭାରତବର୍ଷେ ଆଗମନ କରେ, ଏ'ଦେଶେ ଅବଶ୍ଵାନ କାଳେ
ଯୁଗୀବନ୍ଧ୍ୟାୟ ବିଚରଣ କରାଇ କିନ୍ତୁ ଇହାଦେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ; ଏମନ କି ଯେ ସ୍ଥାନେ
ଅନେକଣ୍ଠାନୀ ପାଖୀ ଏକତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ହୁଁ, ସେଥାନେଓ ଉତ୍ତାରା ଜୋଡ଼ା ଜୋଡ଼ା
ଥାକେ ; କୋନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦମ୍ପତୀର ଆହାରବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପର
ଦମ୍ପତୀବିଶେଷେ ସହିତ ଏକେବାରେ ସମ୍ପର୍କବିହୀନ ।

ସହଚରଦୂରୀଭୂତା ସନ୍ଧାଗମେ ପୃଥକ ବିଚରଣଶୀଳା ସମ୍ମୁଖରା ଚକ୍ରବାକୀର
ପ୍ରତି ବିରହାର୍ତ୍ତା କାମିନୀର ସମବେଦନା ଆରୋପ କରିତେ ଏତଦେଶୀୟ

* Ducks and Their Allies (1921), pp. 146-47.

ରାଜହଂସ ଓ ଚକ୍ରବାକ

କବିଗଣ କୁଣ୍ଡିତ ହନ ନାଟ । କାଲିଦାସଙ୍କ ଏଇ ଚିରମୂଳ ପଦ୍ଧତିର ବାତିକ୍ରମ ନା କରିଯା ସକ୍ଷପତ୍ରୀକେ ବିରହଜଞ୍ଜରିତା ଅନାଥ ଚକ୍ରବାକୀର ସହିତ ତୁଳନା କରିଯାଛେ ।

ଏଇ ଚକ୍ରବାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୀତକାଳ ଭାରତବର୍ଷେ ଯାପନ କରିଯା ଶୌଭାଗ୍ୟରେ ତିମାଚଲକୁ ଉପତାକାୟ, ଲାଡାକ, ତିବତ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନେ ପ୍ରୟାଣ କରିଯା ଗାର୍ହଶାବାପାବେ ଲିପ୍ତ ହୟ ।

৩

বলাকা ও সারস

গর্ভাধানদণ্ডয়াপরিচ্ছয়ান্তুনমাবদ্ধমাল্যঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুমগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ।

মেঘদূতকে সম্মোধন করিয়া বিরহী যক্ষ বলিতেছেন—হে জলদ ! নয়নরঞ্জন তোমার সন্দর্শনে আপনাদিগের গর্ভাধানকাল উপস্থিত মনে করিয়া বলাকাগণ আকাশমার্গে শ্রেণীবদ্ধভাবে উড়ৌয়মান হইয়া তোমার অভিনন্দন করিতে থাকিবে ।

শ্রেণীভূতাঃ পরিগ্রন্থয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ ।

শ্রেণীভূত বলাকাগণের গণনা করিয়া সংখ্যানির্দেশ করিতে পারা যাইতেছে ।

উভয় চিত্রেষ্ঠ বলাকার নভোমণ্ডলে উৎপত্তন ও বিচরণভঙ্গী এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ, কালিদাস তাহা বিশেষরূপে পরিষ্কৃট করিয়াছেন । শুধু বলাকার কেন, মহাকবির তুলিকায় বিহঙ্গের অবস্থানভঙ্গী

বলাকা ও সার্বস

যেরূপে চিত্রিত হইয়াছে, সামান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক নিম্নে
উক্ত করিয়া উহার পরিচয় লওয়া আবশ্যক মনে করি।

বীচিন্দোভস্তনিতবিহগপ্রেণিকাঞ্চীগুণ্যায়া:

সংসর্পন্ত্যাঃ স্ত্রালিতসুভগং দৃঢ়িতাধৰ্তনাম্বেঃ ।

নিবিন্দ্যায়াঃ * *

মেঘদূতকে নির্বিক্ষ্যা নদীৰ বিহুগৰিচিত কাপীদাম অবলোকন
করাট্যা কবি যে বিহুগৰণেৰ শুশুর্ঘ্য অবস্থানভঙ্গীৰ নির্দেশ
করিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেশ কি?

হংসশ্রেণীরচিতৰশনায় অলকার চিত্ৰ অঙ্কিত হইয়াছে—

হংসপ্রেণীরচিতৰহনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ ।

আকাশপথে ‘আবক্ষমালা’ হইয়া বলাকাগণেৰ উৎপত্তনভঙ্গী
যে নয়নসুভগ মেঘসন্দর্শনেৰ জন্মাট তাঢ়াতে সংশয় কি? এখন টোকাদেৱ
গড়াধানকাল উপস্থিত, তাঢ়া বিহুত্ববিদেৱ অবিদিত না হইলেও,
কালিদাসেৰ সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম কৰিতে পাৰে নাট;—সর্বদা
ভাবৰাজো বিচৰণ কৰিলেও তিনি ছন্দোবঙ্গেৰ মধা দিয়া পদ্মিঙ্গীবনেৰ
এই বাস্তুৰ ঘটনাৰ পরিচয় মেঘদূতে দিয়াছেন।

এখন বলাকার বৈজ্ঞানিক পরিচয়লাভেৰ চেষ্টা কৰা যাক।
মল্লিনাথ মেঘদূতেৰ টীকায় বলাকাৰ্য্য একস্থলে “বকপঢ়কি” এবং
অপৰ স্থলে “বলাকাঙ্গনা” লিখিয়াছেন। অমুলকোমে বলাকা পৰ্যায়ে
লিখিত আছে,—“বলাকা বিসকষ্টিকা” অৰ্থাৎ মৃণালেৰ শ্যাম কষ্ট যাহার।

ମେଘଦୂତ

ଡାକ୍ତାର ଆର, ଜି, ଭାଣୁରକର ମହାଶୟର ତସ୍ତବ୍ଧାନେ ପ୍ରକାଶିତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଧାନେର ଟୀକାଯ ଟୀକାକାର ବଲାକାର ଏଇକ୍ରପ ଅର୍ଥ କରିଯାଛେ,— “ବଲାକା ବିସମିବ ଦୀର୍ଘଃ କଠୋହସ୍ତାଃ ବିସକଟିକା ।” ଏହି ଟୀକାକାରଗଣେର ମତେ ବଲାକା ଶବ୍ଦ ବକେର ଭେଦ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ-ସୂଚକ ଏବଂ ଶ୍ରୀପକ୍ଷୀଟିକେଓ ବୁଝାଯ । ମନିଯାର ଉଇଲିୟମ୍‌ କ୍ରତ ସଂସ୍କୃତ-ଇଂରାଜୀ ଅଭିଧାନେ ବଲାକା ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ଦେଉଯା ଆଛେ—*a crane*; ଏବଂ ବକ ଅର୍ଥେ—*a kind of heron or crane, Ardea Nivea* । କୋଲକ୍ରକପ୍ରଦତ୍ତ ଅମରକୋଷେର ଇଂରାଜୀ ଟୀକାଯ ବକକେ *crane* ଏବଂ ବଲାକାକେ *କୁଦ୍ର* (*small*) *crane* ବଳା ହିୟାଛେ । ଏଥିନ, *crane* ଏବଂ *heron* ଏକଇ ପକ୍ଷୀ କି ନା, ଅଥବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପକ୍ଷୀ, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ । ବିହଙ୍ଗତସ୍ଵବିଦ୍ ମଣ୍ଡଗିଟିର ଅଭିଧାନେ * ସ୍ପର୍ଷଇ ଲେଖା ଆଛେ ଯେ, ଚଲିତ ଭାଷାଯ *heron* ପକ୍ଷୀକେ *crane* ବଳା ହିୟା ଥାକେ; ତନ୍ଦ୍ରପ ଆରଓ କରେକଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହରିତ ହୟ, ସ୍ଥା—*hern, heronshaw, hegrie, heronswedge* ପ୍ରଭୃତି । ବିହଙ୍ଗତସ୍ଵହିସାବେ କିନ୍ତୁ *crane* ଏବଂ *heron* ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବଂଶେର ପକ୍ଷୀ; *crane* ପକ୍ଷୀ *Gruidae* ବଂଶେର ଏବଂ *heron* ପକ୍ଷୀ *Ardeidae* ବଂଶଭୁକ୍ତ । ବକ ଅର୍ଥେ *heron* ବା *crane* ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେଓ ଅଭିଧାନକାର ମନିଯାର ଉଇଲିୟମ୍‌ ଯେ କେବଳ ଏକଇ ଜାତୀୟ (ଅର୍ଥାତ୍ *heron*, ଯାହା ଗ୍ରାମ୍ୟଭାଷାଯ *crane* ନାମେ

* Montague, Colonel G., Ornithological Dictionary of British Birds, Second Edition (1831).

ବଲାକୀ ଓ ସାରମ

ପରିଚିତ) ବିହଙ୍ଗକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିତେଛେ, ତାହା ଆମରା Latin ପ୍ରତିଶବ୍ଦ Ardea Nivea ଦାରା ବେଶ ବୁଝିତେ ପାରି । Ardea ଗଣେର ଅନୁଗତ ସକଳ ସକଳ କିନ୍ତୁ ଯାଏବର ନହେ; ସକଳ ଧ୍ୱନିତେ ଇହାରା ଭାରତବର୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶେ ସ୍ଵବିଧାମତ ଅବଶ୍ଥାନ କରେ । Crane ପଞ୍ଜିଗଣେର ସକଳେଇ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଯାଏବର; ସାରା ଶ୍ରୀତକାଳ ଭାରତବର୍ଷେ ଯାପନ କରିଯା ବସନ୍ତେ ଉହାରା ଉଡ଼ିଯା ଯାଯ । ମିଣ୍ଟନ-ରଚିତ Paradise Lost ଏଥୁ ହଟିତେ ଯାଏବର crane ପଞ୍ଜୀର ବାଂସରିକ ପ୍ରଯାଗ-ବର୍ଣନାର ପଦ ଉଦ୍‌ଧୃତ କରିଯା ମେଘଦୂତେର ଟିପ୍ପଣୀ-ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଯଥନ ହୋରେସ ଉଇଲ୍ସନ * ବଲାକାଗଣେର ଉଂପତନଭଙ୍ଗୀର ତୁଳନା କରିଯାଛେ, ତଥନ ଯେ ତିନି ବଲାକାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ପାଇଯାଛେ, ଏ ବିଷୟେ ଆମରା ସନ୍ଦିହାନ ହଟ । ଅନେକେଇ ଏଇରୂପ ଭାବେ ପତିତ ହଇଯାଛେ ବଲିଯା ପଣ୍ଡିତପ୍ରବର ନିଡ଼ଟନ † ପାଠକକେ ସତର୍କ କରିଯା ଲିଖିଯାଛେ—“Heron, a long-necked, long-winged, and long-legged bird, the representative of a very natural group, the Ardeidae, which through the neglect or ignorance of ornithologists has been for many years encumbered by a considerable number of alien forms belonging truly to the Gruidæ (Crane) and Ciconiidae (Stork), whose

* Mégha Dûta (1813), English Translation by H. H. Wilson, p. 14.

† A Dictionary of Birds (1896), p. 416.

ମେଘଦୂତ

structure and characteristics are wholly distinct, however much external resemblance some of them may possess to the Herons.”

অভিধানোক্ত long-necked শব্দ অমরকোষের বিস্কটিকা
পদকে স্বরণ করাইয়া দেয়; বিস বা মৃগালের শ্যায় দীর্ঘ কণ্ঠ
আছে বলিয়া ইহারা বিস্কটিকা। মৃগালের সহিত তুলনা করায়
বককণ্ঠের যে কেবল দীর্ঘস্থ সূচিত হয় তাহা নহে, নমনীয়তাও
সূচিত হইয়া থাকে। পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ফ্রাঙ্ক ফিন * বককণ্ঠের এইরূপ
বর্ণনা দিয়াছেন—“Neck long with an S-like curvature
in reposo” অর্থাৎ ইহার কণ্ঠ দীর্ঘ; পাখীটি যখন চুপ করিয়া
বসিয়া থাকে, তখন গতিবিহীন অবস্থায় ইহার গলাদেশ S অক্ষরের
শ্যায় বক্রভাব ধারণ করে। তখন অনেক সময়ে ইহাকে সর্প
বলিয়া অম হওয়াও সম্ভব। ডাক্তার হেন্রি ফর্বস † Purple
Heron-এর বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—“In India the brown
head of a closely allied species has been taken
for a snake. The bird will trust greatly to this
deception to escape notice.”

বলাকা বা বক পক্ষিগণের কণ্ঠস্বর কর্কশ। প্রায়ই
আকাশমার্গে উড়ীয়মান বকের ধ্বনি শুনা যায়; জলাভূমিতেও
বিচরণকালে ইহাদের স্বর প্রদোষে ও প্রাতে ক্রত হইয়া

* The World's Birds (1908), p. 56.

† British Birds with their Nests and Eggs, Vol. IV., p. 11.

বলাকা ও সারস

থাকে। এই জলচর বিহঙ্গের কষ্টস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয়, অভিধানকার বক্পর্যায়ে ইহার “কহ্ম” আখ্যা দিয়াছেন (কে অর্থাৎ জলে হ্রস্বতে শব্দং কুরতে ইতি)। মজা এই যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও সাধারণতঃ ইহার উক্তপ্রকার নামকরণ পাওয়া যায়;—ওয়েল্সের লোকে ইহাকে Boom of the marsh বলে; ইংলণ্ডের নানা স্থানে ইহা Bog-Bumper নামে পরিচিত। মার্কিন-দেশে অনেকে ইহাকে Bog-Bull বলিয়া অভিহিত করে। এই মার্কিন Bittern-এর স্বর শুনিলে মনে হয় যেন ইহার গলা জলে ভরা; সেই জলের ভিতর দিয়া ইহার স্বর নির্গত হইতেছে।

বর্ধাখাতু ইহাদের গর্ভাধানের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে Ardeidae বংশের নানা পক্ষী নানা স্থান হইতে একত্র সমবেত হইয়া সাধারণতঃ একই বৃক্ষের নানা শাখাপ্রশাখায় নৌড় রচনা করে। Egret, bittern, night heron, common heron, purple heron প্রভৃতি পক্ষী স্বভাবতঃ বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতের নানা স্থানে সঙ্গিহীন অবস্থায় বিচরণ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্ধাগমে কোথা হইতে তাহারা উড়িয়া আসিয়া এক বা ততোধিক বৃক্ষের সমস্ত শাখাপ্রশাখা জুড়িয়া বসে, এমন কি, অচিরে একটি পক্ষিপল্লী স্ফুরণ করিয়া ফেলে। ইহারাই আবক্ষমালা হইয়া আকাশমার্গে উড়ীয়মান তয়। মেঘের্মেঘেরাম্বরাভিমুখে ইহাদিগের গতি এখনও পাশ্চাত্য পথিকের

ମେଘଦୂତ

ମୋହ ଉପାଦନ କରିଯା ଥାକେ । ମିଃ ହିଟ୍ ହିସ୍ଲାର * ଲିଖିଯାଛେ— “The flight of the Heron is very majestic and characteristic, and when travelling the bird mounts high in the air and is recognisable a long way off. The head is drawn back within the shoulders and the long legs trail behind, while the large rounded wings beat with a slow methodical laboured rhythm.”

ବୁଝ ଶୁଭ ବକେର (The Large White Egret) ଉପତନଭଙ୍ଗୀ ପକ୍ଷିତାତ୍ତ୍ଵିକ ଲେଗେର † ଚିତ୍ରହରଣ କରିଯାଛିଲ । ତିନି ଲିଖିଯାଛେ— “Its flight is, like that of the Common Heron, slow, being performed with measured strokes of its ample wings; and with its neck drawn in and its legs extended behind it, it forms a handsome object as it lazily flaps away to its feeding-grounds in the early dawn.”

ଉଦ୍‌କ୍ରିତ ବର୍ଣନାର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ଦେଖି ଯେ, ଉଡ଼ୀଯମାନ ବକେର ମୁକ୍ତ ଏବଂ ତାହାର ଗଲଦେଶ କ୍ଷକ୍ଷଦ୍ୱୟେର ମଧ୍ୟେ ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ପଦ୍ମଦ୍ୱୟ ପଞ୍ଚାଦିକେ ପ୍ରଳୟିତ ଥାକେ । ଉପତନେର ପ୍ରାକାଳେ କିନ୍ତୁ ଭୂମି ହିତେ ଯଥନ ବକ ବିଶ୍ଵତପକ୍ଷ-ସଂକାଳନ ସାହାଯ୍ୟେ ଉର୍ଜେ ଉଡ଼ିତେ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତଥନ ତାହାର ଗଲଦେଶ ପୁରୋଭାଗେ ପ୍ରଳୟିତ ଥାକିତେ

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 393.

† A History of the Birds of Ceylon (1880), p. 1140.

বলাকা ও সারস

দেখা যায়, পদব্য নিম্নদিকে ঝুলিতে থাকে। এইকপে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তাহার দেহভঙ্গী উল্লিখিত বর্ণন্যায়ী পরিবর্তিত হয়।

মেঘদূতে সারসের পরিচয় পাওয়া যায়—

দীর্ঘিকৃষ্ণন্যন্ত মদকলং কুজিতং সারসান্ব
মল্যুষেষ্ট স্তুতিকমলামোৰ্মৈশীকণায়ঃ ।

* * * *

শিমাধাতঃ প্রিয়তম ইষ্ঠ প্রার্থনাচান্তুকাঃ ।

অবস্তুজনপদের বিশালাপুরীমধ্যে প্রত্যাষে শিপ্রাতটে বিচরণশীল সারসগণের মদকল সমীরণ কর্তৃক স্বদূরে সম্প্রসারিত হইতেছে।

সারসের অভিধানার্থ এইকপ—সারসো মৈথুনী কামী গোনদৌ পুক্ষরাহ্বয়ঃ ইতি যাদবঃ। অমরকোষে দেখি—পুক্ষরাহ্বস্ত সারসঃ। এই অভিধানার্থ হইতে সারসের প্রকৃতি স্পষ্ট বুঝা যায়। পক্ষিদল্পতী প্রায়ই একত্রে বিচরণ করে, তজ্জন্য সারসকে মৈথুনী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে অমুরাগাধিক্য বশতঃ উহারা কামী। সারসের কষ্টস্বর বৃষবৎ কর্কশ, তাটি গোনদৌ। সারস হৃদসরোবরের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে অভিধানকারগণ পক্ষের সহিত একপর্যায়ভূক্ত করিয়া তাহার আখ্যা দিয়াছেন পুক্ষরাহ্বয়ঃ বা পুক্ষরাহ্বঃ। পাখীটার প্রকৃতিগত পরিচয় হইতে তাহার স্বরূপনির্ণয় এবং বৈজ্ঞানিক পরিচয় সহজে করা যায়; আধুনিক

ମେଘଦୂତ

ପଞ୍ଜିକତ୍ତବିଦେର ଗବେଷଣା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେର ଫଳେର ସଙ୍ଗେ ମିଳାଇୟା
ଲଈଲେ ଆମରା ତୃତୀୟକ୍ଷତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିରସିନ୍ଧାମ୍ଭେ ଉପନୀତ ହଇତେ ପାରି ।
ମିଃ ଷ୍ଟୁର୍‌ଟ୍ରୋଟ୍ ବେକାର * ବଲେନ,—The Sarus crane is resident
wherever found and is always to be seen in pairs,
sometimes accompanied by one or two young * *
the swamps and lakes often satisfy their needs
altogether and they wade their existence away without
resort to dry land except for nesting purposes.
They pair for life and are very devoted mates so
that if one is killed it is said that the survivor
often dies of grief * * * .

Their call is a loud sonorous trumpet uttered
chiefly in the mornings and evenings and through
the night, when the birds of a pair, separated in
the darkness, call constantly to one another.

ଅତଏବ ଦେଖା ଯାଇତେଛେ, ଏହି ସାରସ ଇଂରାଜ-ପରିଚିତ Crane
ବିଶେଷ, Gruidæ ବଂଶାମ୍ବଗ୍ରତ । ଇହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ହଇଯାଛେ
Antigone a. antigone (Linn.) । ଯଦି ଏ Gruidæ ବଂଶେର
ଅନ୍ତାନ୍ତ ପାଖୀ ପ୍ରାୟଇ ଯାଯାବର, ସାରସ କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶେର ସ୍ଥାଯୀ ଅଧିବାସୀ ।
ବର୍ଷାଅନ୍ତରେ ଇହାର ଗର୍ଭାଧାନକାଳ; ଜୁଲାଇ ମାସେ ଇହାର ନୌଡ଼ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭୃତି

* The Game Birds of the Indian Empire—Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XXXIII, pp. 3-4.

বলাকা ও সারস

গার্হস্থ্যব্যাপার আরম্ভ হয়; অঙ্গোবর নভেম্বর মাসেও ইহার ডিম্ব
এবং শাবক মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, সারসের আভিধানিক সংজ্ঞার
মধ্যে অভিধানকার-বিশেষ হংস শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শব্দার্গবে
দেখা যায় “চক্রাঙ্গঃ সারসো হংসঃ”। পুরো আমরা হংসপরিচয়
প্রসঙ্গে চক্রাঙ্গ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছি এবং হংস সম্বন্ধে ইহার
প্রয়োগের সার্থকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সারস সম্বন্ধে
ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে যদি ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করা
যায়—যাহার অঙ্গবিশেষ চক্রাঙ্গতি। সারসের ঘাড় ও গলা
হংসের মত চক্রাঙ্গতি, তজ্জন্ম সে চক্রাঙ্গ। সারসকে কিন্তু হংস
বলিলে তুল হইবে। হংস সাধারণতঃ যাযাবর, কতিপয়দিনস্থায়ী;
বর্ষায় ইহারা ভারতবর্ষে হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। সারস
কিন্তু এই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যেট নৌড়নির্মাণাদি গার্হস্থ্যব্যাপারে
লিপ্ত হয়। এখন তাহার গর্ভাধানকালোপযোগী মদকলকৃজিত দিগন্ত
প্রতিক্রিয়ানিত করিতে থাকে।

ଶିଖୀ ଓ ସାରିକା

ରାଜହଂସ-ସାରମ-ବଲାକା-ଚକ୍ରବାକେର କଥା କତକଟା ବଲା ହଇଯାଛେ,
କିନ୍ତୁ ମେଘଦୂତେର କବି ମୟୁରକେ ଉପେକ୍ଷାର ଚକ୍ଷେ ଦେଖିତେ ପାରେନ ନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟ ପାଖୀର ବିଲାସମୁଭଗ ଲାଷ୍ଟଲୀଲା ମନୋହାରିଣୀ ବଟେ, କିନ୍ତୁ
ଶୁର୍କାପାଙ୍ଗ ଶିଖୀର ଜଳଭରା ଆଖିତୁଟି ଓ ବିଚିତ୍ର କେକାଖଣି ହୟ ତୋ
ଦୌତାକାର୍ଯ୍ୟ-ସମ୍ପାଦନତଃପର ମେଘକେ କ୍ଷଣେକେର ଜଣ୍ଣ ଆୟୁବିଶ୍ୱର
କରାଇୟା ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଯକ୍ଷେର ବିରହବେଦନାର କିଛୁମାତ୍ର ଉପଶମ
ନା କରିଯା ବିରହିଣୀ ଯକ୍ଷପତ୍ନୀର ନିକଟେ ପ୍ରହଞ୍ଚାଇତେ ବିଲମ୍ବ ଘଟାଇତେ
ପାରେ, ଏଟ ହଞ୍ଚିଷ୍ଟା ରାମଗିରି ପର୍ବତେ ଯକ୍ଷଟିକେ ପୀଡ଼ିତ କରିତେଛେ ।
ଅନ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ତୋ ଆକାଶପଥେ ମେଘଦୂତେର ସହ୍ୟାତ୍ରୀ ହଇତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ
କକୁତ-ସୌରଭାମାଦିତ ପର୍ବତେ ପର୍ବତେ ମୟୁରଗଣ ତାହାଦିଗେର ସଜଳ
ଆଖି ତୁଳିଯା ଜଳଭରା ମେଘକେ ଯଦି କିଛୁକ୍ଷଣେର ନିମିତ୍ତ ଆଟକାଇୟା
ଫେଲେ, ସେଇ ଭାଯ ଯକ୍ଷ ତାହାର ଦୂତଟିକେ ଆଗେ ହଇତେଇ ସାବଧାନ

ଶ୍ରୀ ଓ ସାରିକା

କରିଯା ଦିତେହେନ—

ଉତ୍ସମ୍ୟାମି ଦୂତମପି ସଖେ ମତିଯାର୍ଥ ଯିଥାସୋ:
କାଳଦେହେଣ କକୁଭୁର୍ଭୋ ପର୍ବତେ ପର୍ବତେ ତେ ।
ଶୁକ୍ଳାପାଙ୍ଗ୍ନୈ: ସଜଲନୟନୈ: ସ୍ଵାଗତୀକୃତ୍ୟ କେକା:
ପ୍ରତ୍ୟୁଷାତଃ କଥମପି ଭଧାନାନ୍ତୁମାଶ୍ଚ ଅଧସ୍ୟେତ୍ ।

ସେ ପାଥୀର ଅପାଙ୍ଗ ଶୁକ୍ଳ, ନୟନ ସଜଳ, ବର୍ଷ ଶୁରିତରୁଚି ଓ
ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ରେଖାବଲ୍ୟମଦିତ, କଷ୍ଟ ନୀଳ ଏବଂ କେକାରବଚେଷ୍ଟାଯ ଉତ୍ସମିତ,
ମେଘମୁହଁଙ୍କେ କେମନ କରିଯା ବିରହୀ ଯକ୍ଷେର ଦୃତ ଏଡ଼ାଇୟା
ଯାଇତେ ପାରେ ? ଅଳକାୟ ଗିଯାଓ ମେଘଦୃତ ନୀଳକଷ୍ଟ ଭବନଶିଖୀର
ଦର୍ଶନଲାଭ କରିତେ ପାରେ । ଦିବସାପଗମେ ଯିନି କାଞ୍ଚନବାସସୟଟିର ଉପରେ
ମୟୁରକେ ନାଚାଇୟା ଏକଦିନ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିତେ, ତାହାର
କାହେ ଯାଇବାର ଜନ୍ମାଇ ତୋ ମେଘକେ ଦୌତାକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତୀ କରା ହେଇଥାଏ ।
ତାଟି ଦେଖିତେ ପାଇ, କାଲିଦାସେର ମେଘଦୃତେ ମୟୁର କତଥାନି ସ୍ଥାନ
ଅଧିକାର କରିଯାଇଛେ ।

କିନ୍ତୁ ତାଇ ବଲିଯା କି କବିବରେବ ବର୍ଣ୍ଣନାୟ କେବଳମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ
ଶବ୍ଦପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଖୀଟିକେ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ହଟ୍ଟାତେ ବିଚ୍ଛାତ କରିଯା
କବିର ଖେଳ-ପ୍ରମୃତ ଏକଟା ଅବାସ୍ତବ ଜିନିମେ ପରିଣତ କରା
ହେଇଥାଏ ? ରୋମାନ୍ଦେର କୁହେଲିକାୟ ଆମରା କି ଆସଲ ପାଖୀଟିର
ଖାଟି ପରିଚୟ ପାଇବ ନା ? ତାହାର ନୟନ କି ସଜଳ ନୟ, ଅପାଙ୍ଗ
ଶୁକ୍ଳ ନୟ ? ଆସନ୍ନ ବର୍ଷାୟ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଭାରତେର ପର୍ବତେ ତାହାର
କେକାନ୍ଧି କି ଶ୍ରଦ୍ଧତ ହୟ ନା ? ମେଘେର ସତିତ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ

ମେଘଦୂତ

ଦେଖିଯା ସାଧାରଣ ଲୋକେ କି ତାହାକେ ମେଘମୁହଁଂ ବଲିତେ ପାରେ ନା ?
ପୁତ୍ରବଂସଲା ଭବାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରୀବରଦଳଶୋଭିତକର୍ଣେ ଯେ ବର୍ହଟି ସ୍ଥାପିତ କରେନ,
ଯେ ମୟୁରପୁଷ୍କ ଗୋପବେଶଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁର ଶିରୋଭୂଷଣ, ତାହା କି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ-
ରେଖାବଲୟ ନହେ ? ଆବାର କବି ଯେ ତାହାକେ ଗଲିତ ଅର୍ଥାଏ ସ୍ଵୟଂଛିନ୍ନ
ବର୍ହ ବଲିଯା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇନେ, ତାହାଓ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବେ ସତା
ନହେ ? ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟେର ଆଲୋଚନା କରିବାର ପୂର୍ବେ ମେଘଦୂତ
ହଇତେ ମୟୁରେର ରୂପ ଓ ସ୍ଵର-ବର୍ଣ୍ଣନାମୁଚକ କଯେକଟି ଶ୍ଲୋକାଂଶ ଉଦ୍‌ଧୃତ
କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ଭରଣ କରିତେ ପାରିଲାମ ନା ।

ଯଥାତିଲେଖାବଲୟ ଗଲିତଂ ଯସ୍ୟ ବହଁ ଭବାନୀ
ପୁନପ୍ରେମଣା କୁବଲ୍ୟଦଳପାପି କର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାତି ।
ଧୌତାପାଙ୍ଗ୍ନ୍ମଃ ହରଶଶିହଚା ପାଦକେସ୍ତଂ ମୟୁର-
ଏକ୍ଷାଦ୍ଵିପ୍ରହୃଣ୍ୟୁତଭିର୍ଗଜିତିନର୍ତ୍ତୟେଥା: ।

ଯାହାର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ରେଖାବଲୟମଧ୍ୟିତ ବର୍ହଟି ସ୍ଵତଃ ଶ୍ଵଲିତ ହଇଲେ
ପୁତ୍ରବଂସଲା ଭବାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରୀବରଦଳ-ଶୋଭିତ କର୍ଣ୍ଣ ଭୂଷଣାର୍ଥ ସ୍ଥାପିତ
କରେନ, ହରଶଶିକିରଣ କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଧୌତାପାଙ୍ଗ୍ନ ମେଘ ମୟୁରକେ ମେଘ
ଅଦ୍ଵିଗନ୍ତଗୁରୁ ଗର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସଠାଜେ ନୃତ୍ୟ କରାଇତେ ସମର୍ଥ ହଇବେ ।

ରତ୍ନଚଢ଼ାଯାବ୍ୟତିକର ଇବ ପ୍ରେତ୍ସମେତତ୍ପୁରସ୍ତା-
ଦୁଲ୍ମୀକାମାତ୍ମଭବତି ଧନୁଃଖ୍ୟାତମାଖ୍ୟାତଲସ୍ୟ ।
ସେନ ଶ୍ୟାମଂ ଘପୁରତିରାଂ କାନ୍ତିମାପତସ୍ୟତେ ତେ
ବହଁଶେଷ ସ୍ଫୁରିତରୁଚିନା ଗୋପବେଶସ୍ୟ ଵିଦ୍ୟାଃ ।

শিশী ও সারিকা

গোপবেশধারী বিষ্ণুর তনু শুরিতরুচি ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা
মণিত হইলে যেমন অপরাপ শোভা হয়, হে মেঘ ! তোমার
শ্বামবর্ণ দেহ রত্নচায়াব্যতিকরের শ্বায় দর্শনীয় বন্ধীকস্তুপাগ হইতে
উদীয়মান ইন্দ্ৰধনুঃখণ্ডের সংসর্গে অত্যন্ত শোভা ধারণ কৰিবে।

কেকোলকঠাভ ভবনশিখিলো নিত্যভাস্বত্কলাপা

অলকায় ভবনশিখিগণ নিত্যই সমুজ্জল কলাপ বিস্তার কৰিয়া
কেকারবে উদ্গীব হইয়া থাকে।

শ্যামাস্বত্ত্বং চকিতহরিণী প্রেন্দণে দৃষ্টিপাতং
বক্তুচ্ছায়া শাশিনি শিখিলাং ধৰ্মভারেষ্টু কেশান্ব।

তত্প্যামি * * *

প্ৰিয়ঙ্গুলতায় তোমার গাত্ৰসৌকুমার্যা, চকিত হরিণীনয়নে
তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্ৰে আননশোভা, ময়ূরপুচ্ছে তোমার কেশভার
অবলোকন কৰিতেছি।

জালোন্তীর্ণহপত্তিতব্দুঃ কেশসংস্কারঘৃণৈ- ৰ্বন্ধুপীত্যা ভবনশিখিভিৰ্দ্বন্দন্ত্যোপহারঃ।

গবাক্ষবিনিৰ্গত নাৱীগণেৰ কেশসংস্কারঘৃণেৰ দ্বারা বৰ্দ্ধিতাবয়ব
হইলে হে মেঘ ! গৃহপালিত ময়ূরগণ বন্ধুপীতিবশতঃ তোমাকে
নৃত্যোপহার প্ৰদান কৰিবে।

তালৈঃ শিঝাধলয়সুভীর্নৰ্তিতঃ কাল্যা মে যামভ্যাস্তে দিষ্পসধিগমে নীলকঠঠঃ সুজ্জেঃ।

ମେଘଦୂତ

ଦିବସାପଗମେ ସଥନ ମେଘଶୁଦ୍ଧଃ ନୀଳକଟ୍ଠ ମୟୁର ବାସସ୍ଥିର ଉପର
ଉପବେଶନ କରେ, ତଥନ ସନ୍ତ୍ରପ୍ତିଯା ବଲୟଶିଖନେର ତାଲେ ତାଲେ ତାହାକେ
ନାଚାଇଯା ଥାକେନ ।

ଶୋକୋକ୍ତ ନୀଳକଟ୍ଠ, ଶୁକ୍ଳାପାଙ୍ଗ, ଧୌତାପାଙ୍ଗ, ସଜଳନୟନ ପ୍ରଭୃତି
ଶକ୍ତିଶକ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକେର ନିକଟେ ମେଘଶୁଦ୍ଧ ମୟୁରଗଣେର ସବିଶେଷ ପରିଚୟ
କରାଇଯା ଦେଇ । କେବଳମାତ୍ର ତୁହି ଜାତୀୟ ମୟୁର ଭାରତବର୍ଷେ ଦୃଷ୍ଟ ହୟ
ବଲିଯା ଆଧୁନିକ ପଞ୍ଚିତତ୍ତ୍ଵବିଦ୍ୱଗ୍ମ ସ୍ଥିରାକୃତ କରିଯାଛେ ; ତମ୍ଭେ
Pavo cristatus Linn. ପଞ୍ଚୀ ଯେ କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ମୟୁର, ତାହାତେ
କିଛିମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଇହାର ମନ୍ତ୍ରକେ ଶିଖା, ଗଲଦେଶ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ,
ଅପାଙ୍ଗ ଶୁକ୍ଳ, ପୁଞ୍ଚ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲେଖାବଲଯି । ବ୍ରାନ୍ଫୋର୍ଡେର ଏହ୍ୟ * ହିତେ
ଆମରା ଇହାର କିଛି ବିବରଣ ଉଦ୍‌ଧୃତ କରିଲାମ ।

“Crest (ଶିଖା) of long almost naked shafts terminated by fan-shaped tips that are black at the base, bluish green at the ends; neck all round rich blue (ନୀଳକଟ୍ଠ) * * bronze-green of the train (ପୁଞ୍ଚ), changing in the middle in certain lights into coppery bronze, each feather, except the outermost at each side and the longest plumes, ending in an ‘eye’ or ocellus, consisting of a purplish-black heart-shaped nucleus surrounded by

* Fauna of British India, Birds, Vol. IV (1898), p. 68.

শিখী ও সারিকা

blue within a coppery disk, with an outer rim of alternating green and bronze (জ্যোতির্নেৰ্থাবলয়ি); * * naked skin of face (অপাঙ্গ) whitish”。 মিঃ ষ্টুয়াট ‘বেকার * এই অপাঙ্গের livid white বর্ণনা দিয়াছেন।

Pavo cristatus Linn. বিহঙ্গ ছাড়া অপর এক জাতীয় ময়ুরের উল্লেখ ভারতের পঞ্জিতালিকায় দেখা যায়; তাহার কণ্ঠ নৌল নয় এবং অপাঙ্গ শুক্র নয়। এই শেষেকুঠি বিহঙ্গের পরিচয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক এভান্স † লিখিয়াছেন—“*Pavo muticus* is distinguished by the golden-green neck and chest and the blue and yellow skin of the face (অপাঙ্গ); the crest feathers (শিখা) being here fully webbed.”

নৌলকণ্ঠ ময়ুর ভারতবর্মের প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এমন কি যে অঞ্চলের সে প্রকৃত বন্য অধিবাসী নয়, সেখানেও মানুষের আনুকূলো তাহার প্রবেশাধিকার সহজসভা হইয়াছে। মিঃ হষ্টস্লার ‡ বলেন—“In the drier regions of the north-west where it has been introduced, or in those areas where sentiment and religion combined

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. V (1928), p. 283.

† Evans, A. H., The Cambridge Natural History, Birds (1899), p. 207.
‡ Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 314

ମେଘଦୂତ

provide the indigenous bird with complete protection, as the emblem of the Lord Krishna, it becomes very numerous and trusting.” ବର୍ଷାଋତୁ ଇହାର ଗର୍ଭଧାନ କାଳ । ମେଘଦର୍ଶନେ ପର୍ବତେ ପର୍ବତେ ଇହାଦେର ମୃତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଵାଗତ କେକାର୍ଣ୍ଣନି ଶିଖିଦିମ୍ପତୀର କେବଳମାତ୍ର ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦେର ପରିଚାୟକ ନହେ ; ଇହା ତାହାଦେର ପରମ୍ପରେର ପ୍ରୀତିର ଉଚ୍ଛାସମୂଚକ ଓ ବଟେ । ଯଥନ ‘ଗଗନେ ଗରଜେ ମେଘ ଘନ ବରଷା’ ତଥନ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମାନ୍ତ୍ରମାରେ ମୟୁରମୟୁରୀର ଦାସ୍ପତାଲୀଲାର ପ୍ରଶନ୍ତ ସମୟ ;—ମେଘେର ସହିତ ମୟୁରେର ଏହି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ କୋନେ ପଞ୍ଚିତତ୍ୱବିଂ ଅସ୍ମୀକାର କରିତେ ପାରେନ ନା । ଏ ସକଳ ବିଷୟେର ଯେ ସାକ୍ଷ୍ମ ଇଂରାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣେର ଭାଷାଯ ପାଓଯା ଯାଯ, ତାତା ନିମ୍ନେ ଉଦ୍‌ଦୃତ ହତ୍ତଳ—

The breeding-season of the Peafowl is generally from the end of June to September.*

It appears that both in the Sub-Himalayan tracts and in Southern India some birds, at any rate, begin laying in April.†

The Peacock during the courting season raises his tail vertically, and with it of course the

* Stuart Baker, E. C., Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. V (1928), p. 283.

† Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon, Vol. III (1881), p. 427.

শিথী ও সারিকা

lengthened train, spreading it out and strutting about to captivate the hen birds ; and he has the power of clattering the feathers in a most curious manner. It is a beautiful sight to come suddenly on twenty or thirty Pea-fowl, the males displaying their gorgeous trains, and strutting about in all the pomp of pride before the gratified females. *

These strange gestures, which the native people gravely denominate the Peacock's *nautch*, or dance, are very similar to those of a turkey-cock, and accompanied by an occasional odd shiver of the quills, produced apparently by a convulsive jerk of the abdomen. †

This Pea-Fowl by choice frequents hilly and jungly ground, where there is an abundance of water and good cover. ‡

It frequents forests, and jungly places, more especially delighting in hilly and mountainous districts. §

* Jerdon, T. C., The Game Birds and Wild Fowl of India (1864), p. 20.

† Oates, E. W., A Manual of the Game Birds of India, Part I (1898), p. 276.

‡ Ibid, p. 275.

§ Jerdon, T. C., The Game Birds and Wild Fowl of India (1864), p. 20.

ମେଘଦୂତ

The call (of the Common Peafowl) is a loud trumpet-like scream like the *miaou* of a gigantic cat ; in Northern India this is said to form the syllables *minh-ao* “come rain,” and the bird is credited with being especially noisy at the approach of rain. *

ଜୁନ ହିଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମୋଟାମୁଣ୍ଡି ଆମାଦେର ଦେଶେର ବର୍ଷାକାଳ । ମୟୁରେର ଦାମ୍ପତ୍ୟଲୀଲା ବର୍ଷାର ପ୍ରାକାଳ ହିଟେଇ ଆରଣ୍ୟ ହୟ । ମେଘମନ୍ଦର୍ଶନେ ପର୍ବତେ ପର୍ବତେ ଇହାର ଆନନ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ଓ କେକାଖଣି ସାମୟିକ ନିର୍ଗଣ୍ଯାଭାବର ଏକଟି ଅତାଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବ ଅଙ୍ଗ । ତାଟି ଯଦି ବିରହୀ ଯନ୍ତ୍ର ମେଘମୁହଁଂ ମୟୁରେର ପ୍ରତି ମେଘେର ବନ୍ଧୁପ୍ରୀତିର କଥା ତୁଳିଯା ତୁହାର ଦୂତଟିକେ ସାବଧାନ କରିଯା ଦିଯା ଥାକେନ, ତୁହାର ଆଶକ୍ତା ଯେ କେବଳମାତ୍ର ବିରହୀର ବୁଝୁଙ୍କ ହୃଦୟେର ଅମୂଳକ ଦୁଃଖମାତ୍ରାପରମ୍ପରା ତାହା ନହେ ; ତାହାର ପଞ୍ଚାତେ ଏକଟା ବାନ୍ଧବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚନ୍ଦ ବହିଯାଛେ ।

ଏଥିନ ଦେଖା ଯାକ୍, ଗଲିତ ବର୍ତ୍ତେର ତାଂପର୍ୟା କି ? ମଲିନାଥ ଇହାର ଟୀକା କରିଯାଛେ—“ଗଲିତଂ ଭଣ୍ଟଂ, ନ ତୁ ଲୌଲାଂ, ସ୍ଵୟଂ ଛିନ୍ମମିତି ଭାବଃ” ଅର୍ଥାଂ ଯେ ପାଲକ ଆପନା ଆପନି ଖସିଯା ପଡ଼ିଯା ଯାଯା । ବାନ୍ଧବିକ ବର୍ଷାଋତୁର ଶେଷେ ଏହି ପତତ୍ସଲନ ବାପାର ଦୃଷ୍ଟି ହୟ, ଏହି ସମୟେ ପୁଂପକ୍ଷିଗଣେର ପୁରୁତନ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଞ୍ଜ ଖସିଯା ଯାଯା । ତଂପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେ ନୃତ୍ୟ ପୁରୁତର ଆବିର୍ଭାବ ହୟ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକାପେ

* Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 315.

শিখী ও সারিকা

গজাইয়া উঠিতে প্রায় পাঁচ ছয় মাস সময় লাগে । মেঘদৃতে
দেবদেবীর মস্তক বা কর্ণাভরণকাপে ময়ুরের গলিত বর্হের বাবহারের
উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু মহুষ্যসমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে
ইহার বাবহার বড় কম দেখা যায় না । ভারতবর্ষে ময়ুরপুচ্ছের
আদর এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু এই পুচ্ছ আহরণের নিমিত্ত
জীবত্তিংসা না করিয়া কেবলমাত্র স্বয়ংস্থলিত বর্হের বাবহারটি
অনুমোদিত হয় । এখনও আর্যাবর্তে ময়ুর পবিত্র জীব বলিয়া
পরিগণিত ।

অলকায় আশোকবকুল-তলে ভবনশিখীন জন্ম বাসযষ্টি বচিত
হইয়াছে—

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী ধাসযষ্টি-
মূলে বদ্রা মণিভিলতিমৌন্দৃষ্টংশাপকাশীঃ ।

সে দু'টি তরু মাঝে শুটিকফলকেতে সোনারখোটা পোতা, গোড়ায় তাব
নরীন বাশ সম প্রভায় অনুপম খচিত মণিবাশি চমৎকাব ।
দিবস-অবসানে তোমার প্রিয় সখা কলাপী নীল-গ্রীবা নিবসে তায়;
প্রিয়ার করতালে নাচে সে তালে তালে, বলয় কণ্বুন্ত মৃদুল গায় । *

কৃত্রিমতার মধ্যে প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া বাসযষ্টিটি নির্মাণ
করিবার উদ্দেশ্য যে শুধু নীলকষ্ঠ ময়ুরকে আকৃষ্ট করিবার
নিমিত্ত, তাহা বেশ বৃৰু যায় । তরুণ বংশের নীল আভাবিশিষ্ট

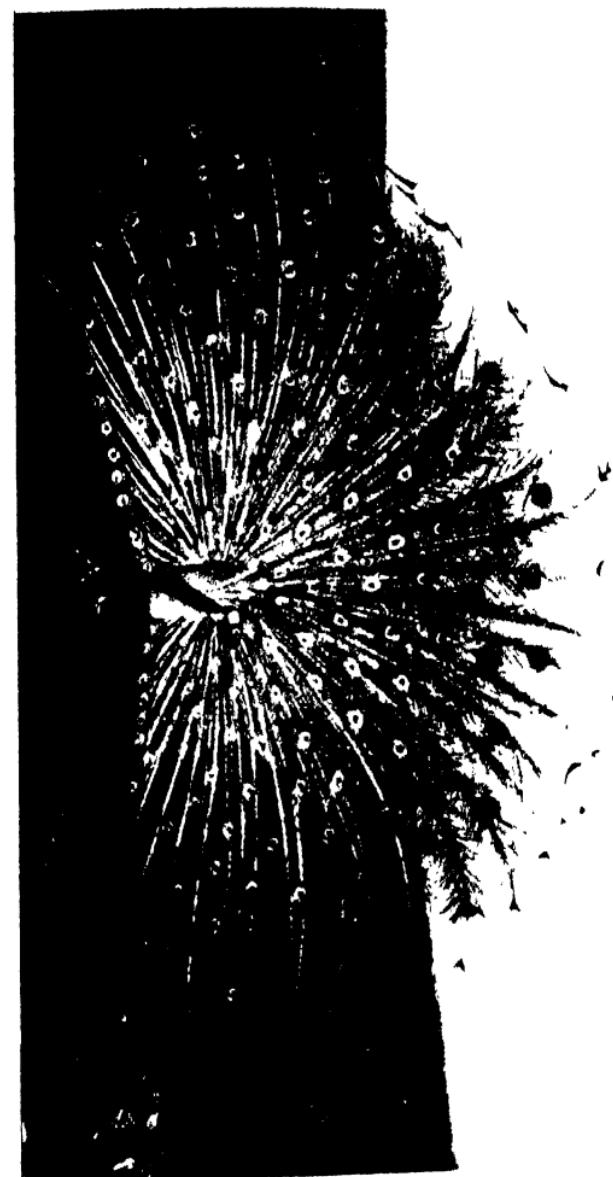
* মেঘদৃত—শিপ্যাশীমোচন দেনগুপ্ত প্রাণীত (১০৩) , ৮৩ পৃষ্ঠা ।

ମେଘଦୂତ

ମରକତମଣି ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହିଲେଓ ବାସୟଷ୍ଟିଟି ପ୍ରକୃତ ବଂଶଥାନେର
ସବୁଜ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଯାଛେ । ସନ୍ଧ୍ୟାଗମେ ବଂଶଭାନେ ନୀଳକଟ୍ଟ ଇହାର
ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଯା ରାତ୍ରିଯାପନ କରେ । ବଞ୍ଚତଃ ଦେଖା ଯାଏ
ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ପାଙ୍ଗଣେ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦବିଚରଣଶୀଳ ମୟୁରେର ସ୍ଵଭାବ ଏହି ଯେ,
ପେ ରାତ୍ରି ଯାପନେର ନିମିତ୍ତ ଏକଟି ଉପଯୋଗୀ ବାସୟଷ୍ଟ ବାହିଯା
ଲୟ ; ପ୍ରତି ସନ୍ଧାଯା ମେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଆଶ୍ୟ ଲଈବାର ନିମିତ୍ତ
ଉପସ୍ଥିତ ହୟ । ବିହଙ୍ଗତବିଦ୍ଗମ ବିଶେଷକୁପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯାଛେ—
“Peafowl roost on trees and they are in the habit,
like most Pheasants, of returning to the same
perch night after night.” * ବାସୟଷ୍ଟର ବାବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯା
କବି ତାଙ୍କାଲିକ ପଞ୍ଜିପାଲନ-ପ୍ରଥାର ମୁସ୍ପିଷ୍ଟ ଆଭାସ ଦିଇଯାଛେ ।
ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତେ ଗୃହପାଲିତ ମୟୁରଟିକେ ଗୃହଶ୍ରୀ କୁଳବଧୁ କେମନ କରିଯା
ବଲାଯଶିଙ୍ଗିତେ ନାଚାଟ୍ଟୟା ଥାକେନ, ତାହାର ଜନ୍ମ ମାନ୍ଦ୍ୟ ଲଈତେ ଆମାଦେର
ପାଠକପାଠିକାଙ୍କ ପାଶତା �ornithologist-ଏର ନିକଟେ ଯାଇତେ
ହଟ୍ଟିବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଗୃହର ବାହିରେ ମୟୁରର ସମ୍ମୁଖେ ମୟୁର କେମନ
କଳାପବିସ୍ତାର କରିଯା ପ୍ରାଣମେଥୁନ ଲୀଲାଯ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୟ, ତନ୍ଦର୍ଶନବିଦ୍ସଳ
କୁତୁଳୀ ବିଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକେର ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନାର ଅବଧି ଥାକେ ନା ।
ପଣ୍ଡିତପ୍ରବର ପାଟକ୍ରାଫ୍ଟ † ଏହି ଲୀଲାକଳାର ବାଖ୍ୟାପ୍ରସଙ୍ଗେ ଲିଖିଯାଛେ,
“No more illuminating example of the evidence
which moulded Darwin's interpretation of the

* Fauna of British India, Birds, First Edition, Vol. IV (1898), p. 69.

† Camouflage in Nature (1925), pp. 210-211.



مکالمہ
جذب



ଶ୍ରୀ ଓ ସାହିକୀ

manifestations of "sex—" or "mate-hunger" could be found, than that furnished by the Peacock. The female, in this species, is "protectively" coloured. The young male, in his first plumage, very closely resembles her. But on attaining maturity these drab hues are put aside, and are replaced by the gorgeous plumes so familiar to us all. It is only, however, during the temporary waves of sexual excitement that they can be seen to their full advantage. Then they cease to be mere attributes of maleness, and they become a panoply of splendour, for every single feather is set on end, and vibrates with the surging passion which possesses the whole body. The long train of ocellated feathers is set on high, and spread like a gorgeous fan, shimmering with a never-ceasing play of colour, like burnished metal. And while this is thus spread, naught else can be seen of the bird than the exquisite "peacock-blue" of the head and neck, for the train sweeps the ground on either side, and effectually hides the dull-coloured wings and tail, which is used as a support for

ମେଘଦୂତ

the train. Thus posed, he approaches his mate by walking backwards, and then, at what he seems to consider the right distance, he sweeps round in front of her, and sets the feathers of the train in rapid vibration, so that they give forth a sound that is like nothing so much as the patter of falling rain upon leaves. Then he stands for a few moments before her perfectly still, as if inviting her to contemplate his supreme beauty. But, curiously enough, with true feminine coquetry, she apparently affects to be perfectly unmoved by all this parade, and to be intent only on picking up some unusually delicious tit-bits, which lay scattered around her! Not until she herself is in like manner possessed by a like desire will she respond to his invitations."

ନୈଲକଞ୍ଚ ଶିଥୀକେ ନାଚାଇୟା ଯକ୍ଷପତ୍ରୀ ଯେମନ କତକଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିତେନ, ତେମନଙ୍କ ଆବାର ଆର ଏକଟି ପୋଷା ପାଖୀ ତାହାକେ ତାହାର ନିର୍ବାସିତ ସ୍ଵାମୀର କଥା ଶ୍ରବଣ କରାଇୟା ଦିତ ।

শিশী ও সারিকা

সেটি একটি সারিকা। দৃতকে বিদায় দিবার সময় যদ্ব এই
সারিকার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী ।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পজরস্থাং
কষ্টিদ্বন্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥

অতি প্রাচীনকাল হইতে গৃহস্থ সাদরে সারিকা পালন করিয়া
আসিতেছেন, তাহার ভূরি ভূরি নির্দশন সংস্কৃত সাহিত্যে
পাওয়া যায়। শ্রীমন্তাগবতে * দেখা যায় যে, এই পঞ্জরবিহঙ্গ
নারীদিগের শ্রক, দর্পণ, চন্দনমালাদির আয় অত্তাবশ্যক বিলাস-
সামগ্ৰীকুপে পরিগণিত হইত। গৃহপালিতাবস্থায় সারিকা মানুষের
বুলি অনুকরণ করিতে শিখে। এইজন্য টেহার পুরুষনাক †
আখাদা হইয়াছে।

মেঘদৃত-অমুবাদক হোবেস উইল্সন সারিকার টীকা ‡
করিয়াছেন—“The *Sáricá* (*Gracula religiosa*) is a small
bird better known by the name of *Maina*; it is
represented as a female, while the *Parrot* is

* ৪৩ স্কুল, ৪০ অধ্যায়, ৫ম জোক।

† তৈত্তিৰীয় সংহিতা ১০। ১২

‡ Mégha Dúta (1813), English Translation by H. H. Wilson,
pp. 92-93.

ମେଘଦୂତ

described as a male bird, and as these two have in all *Hindu* tales, the faculty of human speech, they are constantly introduced, the one inveighing against the faults of the male sex, and the other exposing the defects of the female.” ସାରିକାକେ ଶ୍ରୀବିହଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁକକେ ପୁଂବିହଙ୍ଗ ବଲିଯା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯା ଏକଟା ସାଧାରଣ ସଂକ୍ଷାରେ କଥା ଉତ୍ସାପିତ ହିଁଯାଛେ । ତୈତିରୀୟ ସଂହିତାର ଟୀକାକାର ସାୟାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲିଖିଯାଛେ—ଶାରିଃ ଶୁକଶ୍ରୀ । ସାରିକା ବା ସାରି ଶବ୍ଦେର ବାନାମେ ‘ଶ’ର ପ୍ରୟୋଗ ବିକଳେ ଦେଖା ଯାଯା । ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵ ହିସାବେ ସାରିକା ଓ ଶୁକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତତ୍ତ୍ଵ ବଂଶେର ପାଖୀ । ଅତ୍ୟବ ଉତ୍ସିଥିତ ସଂକ୍ଷାର ଏକେବାରେ ଆନ୍ତ ;—ଶୁକ ସାରିକାର ସମସ୍ତକୁତ୍ତ ରକ୍ତକଥାର ‘ବ୍ୟାଙ୍ଗମାବ୍ୟାଙ୍ଗମୀ’ର ମନୁଷ୍ୟବାକା ଅନ୍ତକରଣପ୍ରବଗତାର ଭିତ୍ତି ଲହିୟା ଗ୍ରହିତ । ଉତ୍ତିଲ୍ସନ-କଥିତ *Gracula religiosa* ବିହଙ୍ଗ ପାର୍ବତା-ମୟନାକେ ବୁଝାଯା । ସାଧାରଣତଃ ଯେ ପାଖୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନେ ମୟନା ନାମେ ଅଭିହିତ, ତାହା ହିଁତେ ପାର୍ବତା-ମୟନା ସ୍ଵତତ୍ତ୍ଵ । ସାଧାରଣ ମୟନାକେ ବାଂଲାଯ ସାଲିକ ବଲା ହୁଯା । ଏଠି ସାଲିକ ଶକ୍ତ ସାରିକାର ଅପଭଂଶ ମାତ୍ର । ଅଭିଧାନକାର ମନିଯାର ଉତ୍ତିଲିୟାମ୍ସ * ସାରିକା ବୁଝାଇତେ *Gracula religiosa* ଏବଂ *Turdus salicea* ଶକ୍ତଦୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଯାଛେ, ତାହାତେ ମନେ ହୁଯ ତୀର୍ତ୍ତାର ମତେ ସାରିକା ଶକ୍ତ ସାଲିକ

* *Sārikā*, a kind of bird (commonly called Maina, either the *Gracula Religiosa* or the *Turdus Salica*, also written *sārīka*).—A Sanskrit-English Dictionary (1899), p. 1066.

শিখী ও সারিকা

এবং পার্বতা-ময়না উভয় বিহঙ্গকেই বুঝায়। বিহঙ্গতরবিং কিন্তু ইহাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বংশভুক্ত করিয়াছেন। পোষা পাখী হিসাবে উভয় ময়নাই গৃহস্থের আদরণীয়। মনুষ্যবাকা অনুকরণে উভয়ই পটু, তবে পার্বতা-ময়নার বুলি অধিকতর সতেজ ও সুমিষ্ট এবং অনুকরণশক্তি ও অধিক। সালিক বা সাধারণ ময়না সম্পর্কে মিঃ ট্রুয়ার্ট বেকার* লিখিয়াছেন—“They form excellent pets and though so common are favourite cage-birds with Indians, for they are hardy and intelligent and their extreme conceit renders them very amusing.” সালিকের আধ্বনিক বৈজ্ঞানিক নাম *Acridotheres t. tristis* (Linn.)।

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. III (1926), p. 54

চাতক

মেঘদূতে চাতকের উল্লেখ একাধিকবার দেখা যায় ; প্রতি
বারেই কালিদাস টেঙ্গার সহিত মেঘের নিবিড় সম্পর্কের নির্দেশ
করিয়াছেন। দৌতাকার্যো ব্রহ্মী ইতিতে ন। ইতিতে মেঘের
বামভাগে মধুরভাষী চাতক কৃজন করিয়েছে—

বামশ্বায় নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ ।

সিন্ধপুরষগণ অস্ত্রাবিন্দুগ্রহণচতুর চাতককে নিরৌক্ষণ
করিতেছেন, এমন সময়ে মেঘগর্জন শুনা গেল—

অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্বাতকান্বীন্মাণ্ণাঃ

* * * *

ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানযিষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোক্তম্পানি প্রিয়সহচরীসংব্রমালিঙ্গিতানি ॥

চাতক

আবাৰ

নিঃহল্বীয়পি প্ৰিশাসি জল যান্তিষ্ঠাতকম্যঃ ।

শুধু মেঘদূতে নয়, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘের সহিত
এই পাখীটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আমরা দেখিতে পাই।
অভিধানকারগণও চাতকের পরিচয় দিতে গিয়া মেঘের আকর্ষণী
শক্তির কথাটাই বড় করিয়া বলিতেছেন,—“চততি যাচতে
সততমন্তোমেঘঃ” ইতি শব্দস্তোমমহানিধিঃ। বাচস্পতা অভিধানে
চাতকার্থে এইরূপ লিখিত আছে—“যাচনে কর্তৃর খুলঃ। সারঙ্গে
স্বনামখ্যাতে খগভোদে”। অভিধানোক্ত সারঙ্গ শব্দটি চাতকের
নামান্তর মাত্র; তদ্রূপ স্তোকক টহার আর একটি নাম।
“সারঙ্গস্তোককচাতকঃ সমাঃ টতামরঃ।” মেঘদূতে এই সারঙ্গের
উল্লেখ আছে—

সারঙ্গাহনে জলক্ষ্মুবঃ সুবিষ্যত্বন্তি মার্গম् ।

যদিও সারঙ্গ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে * স্থানবিশেষে বাবহৃত হয়,
তথাপি মনে হয় যে, এস্তে ইহা চাতকপক্ষীকে বুঝাইতেছে;
এই সারঙ্গ অথবা চাতক জললবস্তুচের অর্থাৎ মেঘের মার্গ সূচনা
করিয়া দিবে।

মেঘদূতের ট্রাজী টাকায় হোৱেস উইলসন† এই চাতকের
কিঞ্চিং পরিচয় দিবাৰ চেষ্টা কৰিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

* সারঙ্গচাতকে ভঙ্গে কুৱঙ্গে ৫ মতঙ্গজ্ঞে ইতি বিথঃ।

† Megha Duta (1813), English Translation by H. H. Wilson, p. 11

ମେଘଦୂତ

The *Chátaca* is a bird supposed to drink no water but rain water ; of course he always makes a prominent figure in the description of wet or cloudy weather * * .

In the translated *Amera Cósha*, it appears that the *Chátaca* is a bird not yet well-known, but that it is possibly the same as the *Pipiha*, a kind of cuckoo, (*Cuculus radiatus*).

ମନିଆର ଉଇଲିୟମ୍‌ସ * ଚାତକେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଛେ ଏହିରୂପ—
The bird *Cucculus melanoleucus* (said to subsist
on rain drops).

ରଯାଳ ଏଣ୍ଡିଆଟିକ ସୋସାଇଟିର ତଥାବଧାନେ ପ୍ରକାଶିତ ମେଘଦୂତ-
ମଂକୁରଣେଓ † ପାଖୀଟାର ଏହି ପରିଚୟ ପାଓଯା ଯାଯା ।

ଦେଖା ଯାଇତେଛେ ଉଇଲିସନ୍ ପ୍ରମୁଖ ସଂକୃତାଭିଜ୍ଞ ଇଉରୋପୀୟ
ପଣ୍ଡିତମଙ୍ଗଲୀର ମତେ ଚାତକ �Cuckoo ବଂଶେର ବିହଙ୍ଗବିଶେଷକେ
ବୁଝାଯା । ତାହାଦେର ଏହି ଧାରଣାର ଭିତ୍ତି କି, ତାହା ଏଥିନ
ଦେଖା ଯାକ । ପାଖୀଟାର ଛୁଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଉନ୍ନତ ହଇଯାଛେ ;
ନାମେର ପ୍ରଭେଦ ଧାରିମେଓ ଆମାଦେର ବୁଝିତେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହୟ ନା
ଯେ, ଛୁଟା ନାମଇ ଏକଇ ବିହଙ୍ଗକେ ସୂଚିତ କରେ । Cuckoo
ବଂଶେର ଏହି ବିହଙ୍ଗେର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ହଇଯାଛେ

* A Sanskrit-English Dictionary (1899), p.392.

† Hultzsch, E., Kalidasa's Meghaduta (1911), p. 83.

চাতক

Clamator jacobinus (Bodd.)। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকারের গ্রন্থে * ইহার হিন্দি নাম লিখিত আছে *Pupiya, Chatak*। মেঘের সহিত এই বিহঙ্গের সম্বন্ধ যতদূর খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, বর্ষাঋতু ইহার গর্ভাধানকাল এবং এই সময়ে সে এত মুখর হয় যে, তাহার রব ও কাকলি অনবরত শুনিতে পাওয়া যায়। বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ জার্ডন † লিখিয়াছেন—“At the breeding season it is very noisy, two or three males (apparently) often following a female, uttering their loud peculiar call, which is a high-pitched wild metallic note. It utters this very constantly during its flight, which is not rapid, from one tree to another, and occasionally at a considerable height.” মিঃ ছফ্টস্লার ‡ বলেন যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গায় পাখীটা বর্ষার আগস্তক মাত্র; অন্য সময়ে সে এমন স্থানে প্রত্বজন করিয়া আআগোপন করিয়া থাকে, যেখানকার আবহাওয়া বিশেষরূপে সৌন্দর্যে। অতএব Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গের বর্ষার সহিত সম্বন্ধ আছে সত্ত ; জলবহুল, সরস আবেষ্টনের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক বেশ দুর্বা যায়। তবে কালিদাস ইহাকে যে অস্ত্রাবিন্দুগ্রহণচতুর বলিয়া

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 167.

† The Birds of India, Vol. I (1862), p. 340.

‡ Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 250.

ମେଘଦୂତ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଛେନ, ଜଳୟାଚ୍ଛଗ୍ରାୟ ତାହାର ପାଟୁରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିତେ ଭୁଲେନ ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରମାଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତି କୋଥାଯ ? ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆକାଶପଥେ ସଂଖରମାନ ହଇୟା ସେ ଗାନ କରେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ବିହଙ୍ଗତସ୍ଵବିଦେର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେର ଫଳେ ଜାନା ଯାଏ ଯେ, ଉଂପତନଶୀଳତା ପାଖୀଟାର ଚରିତ୍ରଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵ ନହେ, ଯତଟା ବୋପେଝାପେ, ବୁକ୍ଷଶୀର୍ଷେ ଆସୀନ ଅବସ୍ଥାଯ ମେ ବର୍ଷାର ନବୀନ ପୂଜାରୀ ହିସାବେ ତାହାର ନିଜେର କର୍ତ୍ତ୍ସରେର ପରିଚୟ ଦେୟ । ମିଃ ଷ୍ଟୁଯାର୍ଟ ବେକାର * ଲିଖିଯାଛେ,—‘It is a much less rapid flier than any of the preceding Cuckoos.’ ମିଃ ଲହିସ୍ଲାର † ବଲେନ,—‘Although mostly arboreal it is more ready than most Cuckoos to perch in low bushes near the ground, and some of its food is actually taken from the ground.’ ଖାଦ୍ୟସଂଗ୍ରହେର ନିମିତ୍ତ ଭୂମିର ନିକଟେ ଯେ ପାଖୀର ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଅଷ୍ଟୋବିନ୍ଦୁଗ୍ରହଣେର ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ମେଘମଣ୍ଡଳେ ତାହାର ବିଚରଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହଟିତେହେ, ମହାକବିର ନାଟକେ ‡ ଏକଥ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖା ଯାଏ । ସେ ଆଲୋଚନାର ଅବକାଶ ପରେ କାଲିଦାସେର ନାଟକେର ବିହଙ୍ଗପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମରା ପାଇବ । କିନ୍ତୁ Clamator jacobinus (Bodd.) ବିହଙ୍ଗେର କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଷ୍ଟୋବିନ୍ଦୁ-ଗ୍ରହଣଚତୁର ବୃତ୍ତି ସମସ୍ତେ କୋନ୍ତେ ପକ୍ଷିତସ୍ଵବିଦେର ସାଙ୍ଗା ଆଜ

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 169.

† Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 250.

‡ ଅଭିଜାନଶୁଳ୍କମ୍. ୬ମ ଅଳ୍ପ, ୬ମ ମୋକ ।

ଚାତକ

ପର্য୍ୟନ୍ତ ପାଓଯା ଯାଇ ନା । କାଜେଇ ପାଖୀଟାର ଜାତିବିଚାରେ ସନ୍ଦେହେର କାରଣ ଥାକିଯା ଯାଇତେଛେ । ତାଇ ବୋଧ ହୁଏ ବେଗତିକ ଦେଖିଯା କୋଲକ୍ରକ * ଲିଖିତେ ବାଧ୍ୟ ହିଁଯାଇଛେ—‘But it is not certain whether the *Chataca* be not a different bird.’ ତବେ କି ଚାତକେର କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକୃତିର ଜଣ୍ଠ ଉକ୍ତ Cuckooବିଶେଷେର ବର୍ଣ୍ଣାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାହାର ସାମ୍ଯିକ ଚାକ୍ଷଳ୍ୟ ଓ ତୌତ୍ର ସ୍ଵରଲହରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଦାୟୀ ? ଆସନ୍ତ ବର୍ଷାଯ ତାହାର ସାଗତ୍ସନି ଶୁଣିଯା କି ବାରିଗର୍ଡୋଦର ମେଘେର ମଧ୍ୟେ ସନ୍ଧରମାନ ଉନ୍ନମିତଚଞ୍ଚୁ ତୃଷ୍ଣାତୁର ଚାତକେର କଳନା ସହଜ ହିଁଯା ଉଠିଯାଇଛେ ? କବି ବଲିତେଛେ, ଚାତକେର ନାଦ ମୁସୁର । *Clamator jacobinus* (Bodd.) ବିହଙ୍ଗେର କଷ୍ଟସ୍ଵରେଣ୍ମ ମାଧୁର୍ୟ ଆଛେ । ମିଃ ଷ୍ଟୁର୍ଟ୍ ବେକାର † ଲିଖିଯାଇଛେ—‘Its call is a very wild metallic double note, not unmusical when the bird is in full voice, but very harsh at the beginning and end of the season.’ ଆକାଶମାର୍ଗେ ବିଚରଣକାଲେଓ ଏହି ପାଖୀର କଳକଷ୍ଟ ପ୍ରାୟଇ ବର୍ଷାକାଲେ ଶୁଣା ଯାଇ । ଇହାର ଏହି ସକଳ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଯା ବୈଦେଶିକ ପଣ୍ଡିତମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକେର ଧାରଣା ହୁଏ ତୋ ଅସାଭାବିକ ନୟ ଯେ, ଏହି ବିହଙ୍ଗବିଶେଷଇ କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଚାତକ । ବିହଙ୍ଗତସ୍ଵରିଦେର ମଧ୍ୟେଓ କେହ କେହ ଏହି ମତେର ପୋଷକତା କରିଯାଇଛେ । ରେଭାରେଣ୍ଡ ଫିଲିପ୍‌ସ ‡

* Colebrooke, H. T., Dictionary of the Sanskrit Language by Umara Singha (1891), p. 130.

† Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 169.

‡ Proceedings, Zoological Society of London, 1857, p. 101.

ମେଘଦୂତ

ଶିରିଆହେନ—This bird makes a great figure in Hindu poetry under the name of *Chātāk*.

୬

ପାରାବତ ଓ ଗୁହବଲିଭୁକ୍

ମେଘଦୂତକେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଯା ଯକ୍ଷ ବଲିତେଛେନ

ତାଂ କର୍ତ୍ତ୍ୟାଚିନ୍ଦନବଳଭୌ ସୁମ୍ପାରାଧତାଯା
 ନୀତ୍ଵା ଯାମି ଚିରବିଲସନାତିଜନବିପୁତ୍ରକଳଙ୍କଃ ।
 ହେ ସୁର୍ୟ ପୁନରପି ଭଦ୍ରାନ୍ଧାହୟେଦଭ୍ୟେଷ
 ମନ୍ଦ୍ୟାଯନ୍ତେ ନ ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୁଦ୍ଧାମମ୍ଯୁପେତାର୍ଥଦୃତ୍ୟା: ॥

ମେଘଦୂତଭିତେ ପାରାବତ ସୁଧେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ, ମେହି ଶାନେ ଚିରବିଲସନଙ୍କାନ୍ତ
 ବିଦ୍ୟୁତପଞ୍ଜୀର ସହିତ ରାତ୍ରିଧାପନ କରିଯା ମୂର୍ଖ ଉଦିତ ହଇଲେ ତୁମି
 ଅବଶିଷ୍ଟ ପଥ ଅଭିକ୍ରମ କରିବାର ଜନ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ବଞ୍ଚିଗଣେର
 କାର୍ଯ୍ୟମଞ୍ଚପାଦନ କରିତେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଯା କେହ ବିଲମ୍ବ କରେ ନା ।

ମେଘଦୂତ

এই যে পারাবত গৃহবলভিতে আশ্রয় লইয়া রাত্রিতে নিজা
যায়, ইহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করিতে পারেন,—এই পাখী
সাধারণ গৃহকপোত, না ঘুঁঁ? মলিনাথ অমরকোষ হইতে উদ্ভৃত
করিয়া লিখিয়াছেন “পারাবতঃ কলরবঃ কপোতঃ”। কপোত কিন্তু
পায়রা এবং অন্য বিহগকেও বুঝায়—‘পারাবতঃ কপোতঃ স্থাং
কপোতো বিহগান্তুরে’ ইতি বিশ্বঃ। এই বিহগান্তুর অবশ্যই
ঘুঁঁপাখীকে নির্দেশ করিতেছে। এখন মেଘদূতের পারাবত ইহাদের
মধ্যে কোনটি?

বৈজ্ঞানিকের নিকট ঘুঁঁ এবং পারাবত একই বর্গভুক্ত
পাখী;—শুধু বর্গ কেন, সেই বর্গাধীন *Columbinæ* অন্তর্বর্ণ-
বিশেষের মধ্যে উভয় বিহঙ্গেরই স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।
মানবাবাসে আশ্রয় লইয়া গৃহবলভিতে যে পারাবতকে স্থুলে নিজা
যাইতে দেখা যায়, সে প্রায়ই ঘুঁঁ নয়, বিহঙ্গান্তুর, যাহার
সাধারণ বাংলা নাম পায়রা বা গোলা-পায়রা। ইহার বৈজ্ঞানিক
নাম *Columba livia intermedia* Strickl.। গৃহবলভিতে ইহার
রাত্রিযাপনের অভ্যাস বিদেশী দর্শকের চক্ষু এড়াইতে পারে নাই।
মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন—“It roosts at night at
its breeding-places, whether these be cliffs or
buildings of various sorts.” ঘুঁঁর সহিত শুভকার্যসাধন-
তৎপর মেଘদূতের একত্র রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা যক্ষের কখনই

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. V (1928), p. 222.

পারাবত ও গৃহবলিভুক্ত

অভিপ্রেত হইতে পারে না ; কারণ ঘূর্ণ অশুভশংসী । এক্ষেত্রে পারাবত আমাদের সাধারণ পায়রা ছাড়া আর কিছু নহে ।

ভবনবলভির পারাবত প্রসঙ্গ ছাড়িয়া সঞ্চরমান মেষদুতকে বিদায় দিবার পূর্বে দশার্ণগ্রামচৈত্যাঞ্চিত গৃহবলিভুক্ত পক্ষিগণের প্রতি ক্ষণেকের জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই ।

দায়ত্বস্ত্রায়োপবনবৃত্যাঃ ক্ষেতকৈঃ সুবিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলমামচৈত্যাঃ ।

* * * দহ্যাশ্রাঃ ॥

মেঘের আগমনে দশার্ণের মাঝে উপবনবৃত্যিসকল ক্ষেতক-বিকাশে পাণ্ডু, এবং জমুবন পরিণতফলশোভায় শ্যামবর্ণ দেখাইবে ; গ্রামের চৈত্যতরুণ্ডলি গৃহবলিভুক্ত পাখীদিগের নীড়ারস্তচেষ্টায় আকুল হইয়া উঠিবে ।

এই গৃহবলিভুক্ত পক্ষীর কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক । মলিনাথের ঢাকায় গৃহবলিভুজাঃ অর্থে লিখিত আছে ‘কাকাদিগ্রামপক্ষিণাম’ । অমরকোষে কাকপক্ষীকে বলিপুষ্ট এবং বলিভুক্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । গৃহস্থপ্রদত্ত বলি ভোজন করে বলিয়া কাকাদি কতিপয় গ্রাম্য বিহঙ্গ গৃহবলিভুক্ত পদবাচ্য হইয়া থাকে । অভিধানচিন্তামণিতে উক্ত পদ চটককে বুঝায় । বাচস্পত্য অভিধানে বলিভুজ অর্থে “বলিং বৈশ্বদেবদ্রব্যং গৃহস্থদত্তবলিঃ ভুঙ্কে ; কাকে অমরঃ” এইরূপ লিখিত আছে । কোন কোন অভিধানকার লিখিয়া গিয়াছেন যে,

ମେଘଦୂତ

ଇହା ଏକ ପକ୍ଷୀକେଓ ବୁଝାୟ । ଆମରା କିନ୍ତୁ ବେଶ ବୁଝିତେ ପାରିଯେ, କାକ ଏବଂ ଚଟକପକ୍ଷୀ ମାନବାବାସେ ଅଥବା ତୃତୀୟିଧେ ଆଞ୍ଚଳ୍ୟ ଲଈଯା ଜୀବନଯାପନ କରେ, ତଜ୍ଜନ୍ୟ ତାହାଦିଗେର ମାନବପ୍ରଦତ୍ତ ବଲି ଏକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଶୁଳଭ । ଜନପଦୀ ମଧ୍ୟେ ପଥେର ଧାରେ ବୃକ୍ଷଶାଖାୟ ତାହାଦେର ନୀଡ଼ାରଙ୍ଗକାର୍ଯ୍ୟ ସହଜେଇ ପଥିକେର ନୟନଗୋଚର ହୁଁ । ଉଇଲ୍ସନ୍ * ମେଘଦୂତେର ଟିକାଯ ଗୃହବଲିଭୁଜ ପଦେର ଏଇକୁପ ଅର୍ଥ କରେନ,—the term signifies, “who eats the food of his female,” ଗୃହ commonly a *house*, meaning in this compound a *wife*; at the season of pairing it is said, that the female of this bird assists in feeding the male, and the same circumstance is stated with respect to the crow, and the sparrow, whence the same epithet is applied to them also. ଅର୍ଥାଏ ଗୃହ ଅର୍ଥେ ଗୃହିଣୀ, ତୃତୀୟିଧର ବଲି ଭୋଜନ କରେ ଏହି ନିମିତ୍ତ ଗୃହବଲିଭୁକ୍ ; କଥିତ ଆଛେ, ଡିଷ୍ଟପ୍ରସବେର ପର ଶ୍ରୀପକ୍ଷୀ ପୁଂପକ୍ଷୀକେ ଭୋଜନେ ସହାୟତା କରେ; କାକ ଏବଂ ଚଟକ ପକ୍ଷିଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଏଇକୁପ ଘଟନାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିତେ ପାଓୟା ଯାଯ ।

ବିହଙ୍ଗତ ହିସାବେ ଏହି ବ୍ୟାପାରେର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ଆଦୌ ଆଛେ ବଲିଯା ମନେ ହୁଁ ନା; ପରମ୍ପରା ପୁଂପକ୍ଷୀଇ ଅନେକ ଶ୍ଵଲେ ଶ୍ରୀପକ୍ଷୀକେ ସନ୍ତୋନ୍ଧନନକାଲେ ଆହାର ଯୋଗାଇଯା ଥାକେ । ପାଛେ ଆହାର ଅସ୍ଵେଷଣେର ନିମିତ୍ତ

* Mégha Dûta (1813), English Translation by H. H. Wilson, p. 31.

পারাব্রত ও গৃহবলিভূক্ত

ঘূরিয়া বেড়াইতে হইলে ডিম্বের অনিষ্ট হয়, এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতির বিধিব্যবস্থায় পুংপঙ্কীই সাধারণতঃ পক্ষিশীকে চপ্পুটের সাহায্যে আহার যোগাইয়া দিয়া তাহাকে খাচ্ছাহরণচেষ্টা হইতে কিছুদিনের নিমিত্ত অবসর প্রদান করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার পক্ষে একাদিক্রমে বাসার মধ্যে ডিমে তা দেওয়ার অন্তরায় ঘটে না।

ଶ୍ରୀକୃତ୍ସଂହାର



ঝুতুভেদে বিহঙ্গ

মেঘের অভুয়দয়ে সাধারণতঃ যে যে পাখী আমাদের নয়নগোচর হয় এবং বর্ষার সহিত যাহাদের নিবিড় সম্পর্ক দাঢ়াইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের দেশে কবিপ্রসিদ্ধি, তাহাদের কয়েকটির পরিচয় আমি মেঘদূতপ্রসঙ্গে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। মাঝুমের সঙ্গে পাখীর যে সম্পর্ক আছে,—সুখে, দুঃখে, বিরহে, মিলনে, কতকটা সজ্ঞানে, কতকটা অজ্ঞানে পরম্পরার যে গ্রীতিবন্ধন দেখা যায়, ইহা বর্ণাখ্তুতেই যে কেবল প্রকটিত এমন নহে; সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া ইহা তাহাদের উভয়ের জীবন-নাট্যের সহিত বিচ্ছিন্ন রহস্যমূলে গ্রথিত হইয়া আছে। ঝুতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখীগুলির হাবভাবভঙ্গীর বিচ্ছিন্ন পরিবর্তন আলোচনা করিবার সুযোগ কালিদাসের ঝুতুসংহার কাব্যে আমরা কতকটা পাই।

ঞ্চতুসংহার

বিহঙ্গতত্ত্বজিজ্ঞাসু বাঙালী পাঠকপাঠিকা যদি প্রকৃতির উন্মুক্ত
লীলাকুঞ্জে মানবসম্পর্কবিরহিত স্বাধীন পাখীর গতিবিধি প্রভৃতি
লক্ষ্য করিতে চান, তাহা হইলেও ঞ্চতুসংহারের ঘোবনভারনিপীড়িতা
নায়িকাকে স্বচ্ছন্দে দূরে রাখিয়া কেবলমাত্র বৎসরের বিভিন্ন
ঞ্চতুরে মহাকবিবর্ণিত পাখীগুলিকে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ ও জ্ঞান
লাভ করিতে পারিবেন। রসসাহিত্যে, বিশেষতঃ ঞ্চতুসংহারের
মত কাব্যে, নায়কনায়িকা একান্ত আবশ্যক বটে; কিন্তু আমরা
আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেই রসসাহিত্যের কেন্দ্রস্থ মাঝুষ
ছুটিকে যতদূর সন্তুব পক্ষাতে রাখিয়া, মুখ্যতঃ পাখীগুলিকে লইয়া
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রচণ্ডমূর্য্য-স্পৃহনীয়চন্দ্রমা * নিদাঘকাল সমুপস্থিত; সুবাসিত
হৃষ্যতল মনোহর বোধ হইতেছে † ; চল্লোদয়ে শুরম্য নিশায় শুতঙ্গি
গীত নিতান্ত মধুর বলিয়া অনুভূত হয় ‡ ;—এইখানে এমনি সময়
সীমস্থিনীদিগের নিতান্তলাক্ষারসরাগরঞ্জিত সন্ধূর চরণধ্বনিতে
পদে পদে হংসধ্বনিকে শুরণ করাইয়া দিতেছে § । মেঘদূতের
কালিদাস ঞ্চতুসংহারে গ্রীষ্মবর্ণনায় সমস্ত ক্লাস্তি এবং অবসাদের
মধ্যে ভারতবর্ষের অত্যন্ত পরিচিত গাখীগুলিকে মানবজীবন হইতে
স্বতন্ত্র ও বিপ্লবী করিতে কিছুতেই রাজি হইতেছেন না। প্রকৃতি

* ১ম সর্গ, ১ম খোক ।

† ১ম সর্গ, ৩য় খোক ।

‡ ১ম সর্গ, ৩য় খোক ।

§ ১ম সর্গ, ৫ম খোক ।

ঝূতুভেদে বিহঙ্গ

মুক্তিতা ; নায়কনায়িকা ক্লাস্ট ও অবসন্ন ; তথাপি নায়িকার চরণের নূপুরনিকৃণ হংসরূতামুকারী বলিয়া মনে হইতেছে। ভূচর মানবের সঙ্গে খেচের পাথীগুলিকে ঝূতবিশেষে এমন করিয়া ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ না করিলে যেন বিশ্বশিল্পী কালিদাসের তুলিকায় সমগ্র চিত্রটি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিত না। এই যে আল্টাপরা রাঙা চরণে নূপুর বাজিতেছে,—কেমন করিয়া ইহা পদে পদে হংসকে শ্বরণ করাইয়া দিতে পারে ? পাঠকপাঠিকার হয়তো শ্বরণ থাকিতে পারে যে, মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমি হংসবিশেষের রূপবর্ণনা করিয়াছিলাম—চপ্পুচরণের্লোহিতৈঃ সিতাঃ, অর্থাৎ চপ্পু ও চরণ লোহিত, দেহটি শাদা। অতএব নায়িকার অলঙ্কার চরণের নূপুরশিঞ্জিতে লোহিতচপ্পুচরণ খেতাবয়ব হংসের গীত স্বতঃই কবিকল্পনায় জাগিয়া উঠিতে পারে।

যে হংসকে প্রচণ্ড রবিকরোদ্বীপ্ত নিদাঘকালে আমরা কঢ়ি দেখিতে পাই ; ঝূতসংহারে গ্রীষ্মবর্ণনায় যাহার প্রতি কেবল একটু ইঙ্গিত করিয়া কামিনীর কমনীয় চরণকমলের মঞ্জীরধ্বনির আভাসের মধ্য দিয়া কবি যাহাকে বিদায় দিয়াছেন ; যাহাকে মুখ্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই ; বর্ধাৰ্থতু-বর্ণনার মধ্যে যাহার দর্শনলাভ আমাদের ঘটিয়া উঠিল না ; হঠাৎ শরৎবর্ণনার মধ্যে সেই আমাদের পূর্বপরিচিত কতিপয়দিন-স্থায়ী যায়াবর হংসটি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া শরৎলক্ষ্মীর নূপুরধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিতেছে ! মৌনা প্রকৃতি আজ হংস-কাকলিতে মুখরিতা।

ଆତୁସଂହାର

କାଶାଂଶୁକା ବିକଚପଦ୍ମମନୋହବକ୍ତ୍ଵା
ସୋନ୍ମାଦହଂସରଥନୁପୁରନାଦରମ୍ୟା ।
ଆପକବଶାଲିହଚିରା ତନୁଗାତ୍ରୟଷ୍ଟି:
ପ୍ରାପା ଶରମ୍ଭବଧୂରିବ ରୂପରମ୍ୟା ॥

କାଶପୁଷ୍ପ ଯାହାର ଅଂଶୁକ, ବିକଚ କମଳ ଯାହାର ବଦନ, ଉତ୍ତମ ହଂସକାକଲି ଯାହାର ନ୍ପୁରଶିଙ୍ଗିତ, ଈସଂପକ ଶାନ୍ତିଧାନ୍ୟ ଯାହାର ଦେହସ୍ଥି, ସେଇ ଶର୍କାଳ ରମଣୀୟ ନବବ୍ୟବେଶେ ଆସିଯା ଉପର୍ଥିତ ।

କାଶୀର୍ମହୀ ଶିଶିରଦୀଘିତିନା ରଜନ୍ୟୋ
ହଂସୀର୍ଜଲାନି ସରିତାଂ କୁମୁଦୈ: ସରାଂସି ।
ସମଚ୍ଛଦୈ: କୁମୁମଭାରନତୀର୍ବନାନ୍ତା:
ଶୁଣ୍ଠିକୃତାନ୍ୟୁପ୍ରଥନାନି ଚ ମାଲତୀଭି: ॥

ମହୀ କାଶକୁମୁମେ ଶୁଭ ବର୍ଗ ଧାରଣ କରିଯାଛେ; ରଙ୍ଜନୀ ଚନ୍ଦ୍ରକର-
ଦୀପ୍ତିତେ ଶୁକ୍ଳା; ଥେତ ହଂସ ନଦୀର ଜଳକେ ଶାଦା କରିଯାଛେ; ସରୋବର
କୁମୁଦପୁଷ୍ପଶୋଭାୟ, ବନାନ୍ତ ସପ୍ତପଞ୍ଚବିକାଶେ, ଏବଂ ଉପବନ ମାଲତୀ-
କୁମୁମେ ଶୁଭ ହଇଯା ରହିଯାଛେ ।

ନିଦାଘପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତରାଳେ ଯେ ହଂସ ପ୍ରଚ୍ଛମ ଛିଲ; ବର୍ଧାଗମେ
ମେଘଦୂତେର କବି ଯାହାକେ କ୍ରୋଙ୍କରନ୍ତେର ଭିତର ଦିଯା ମାନସ
ସରୋବରାଭିମୁଖେ ଡ୍ରାଇଯା ଲାଇଯା ଗିଯାଛେ; ଶର୍କାଳେ ଭାରତବର୍ଷେ
ନଦୀବକ୍ଷେ ସନ୍ତୁରଣଶୀଳ ସେଇ ହଂସ ବର୍ଧାଶେଷେ ଈଶମଳୀନ ନଦୀଜଳକେ
ଶୁଭ କରିଯା, ହିମ୍ମୋଳିତ କମଳଦଲରାଗରଙ୍ଗିତ ବୀଚିମାଳାକେ ମୁଖରିତ

ଅଭ୍ୟାସରେ ବିହଙ୍ଗ

କରିଯା, ସିତା ଶର୍ଣ୍ଣକୁଳର ବାହନରୂପେ ଆମାଦେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟେ
ଆସିଯା ଉପର୍ଚିତ ହଇଯାଛେ ।

କାରାହୃଦୀନନ୍ଦିଷ୍ଟିତଧୀଚିମାଳା:
କାଦମ୍ବସାରସକୁଳାକୁଳତୀରଦେଶା� ।
କୁର୍ବନ୍ତି ହଂସବିହତୀଃ ପରିତୋ ଜନସ୍ୟ
ପୋତିଂ ସରୋହରଜୋହଣିତାସ୍ତତିନ୍ୟଃ ॥

ଯେ ତଟିନୀର ବୀଚିମାଳା କାରଣ୍ବଚଢୁଁ କର୍ତ୍ତକ ସଞ୍ଜ୍ଞାଭିତ ;
ଯାହାର ତୌରଦେଶ କାଦମ୍ବସାରସମାକୀର୍ଣ୍ଣ ; ପଞ୍ଚରେଣ୍ଟାଗରଭିତ ମେହେ ନଦୀ
ହଂସକାକଲିତେ ଚତୁର୍ଦିକ୍ ମୁଖରିତ କରିଯା ମାନବେର ଆନନ୍ଦ ସଧାର
କରିତେଛେ ।

ସୋନ୍ମାଦହଂସମିଥୁନୈହପଶୋଭିତାନି
ସ୍ଵଚ୍ଛାନି ଫୁଲକମଳୋତ୍ପଲଭୂଷିତାନି ।
ମନ୍ଦପଭାତପବନୋଦୃତଧୀଚିମାଳା-
ନୃତ୍ୟାତ୍ୟନ୍ତି ସହସା ହୃଦ୍ୟ ସରାଂସି ॥

ଯେ ସକଳ ସରୋବରେ ହଂସମିଥୁନ ଉନ୍ନତ ହଇଯା କ୍ରୀଡ଼ା କରିତେଛେ,
ତାହାଦେର ଜଳ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଏବଂ ଫୁଲକମଳୋତ୍ପଲଶୋଭିତ ; ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାତ-
ପବନହିଙ୍ଗାଲେ ତାହାଦେର ବକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳିତ ; ତାହାରା ହୃଦୟକେ
ସହସା ବ୍ୟାକୁଳ କରିଯା ତୁଳିତେଛେ ।

आत्मसंहार

नृत्यप्रयोगरहितान् शिखिनो विहाय
हंसानुपैति मदनो मधुरप्रगीतान् ।

শিখিণ এখন আর নৃত্য করে না ; কামদেব তাহাদিগকে
পরিত্যাগ করিয়া কলকষ্ঠ হংসগণকে আশ্রয় করিয়াছেন ।

सम्पन्नशालिनिच्याचृतभूतलानि
सुस्थस्थितप्रचुरगोकुलशोभितानि ।
हंसैश्च सारसकुलैः प्रतिनादितानि
सीमान्तराणि जनयन्ति जनप्रमोदम् ॥

ভূতল জলসিঙ্ক শালিধান্তে আবৃত ; গো-কুল শুষ্ঠভাবে
অবস্থান করিতেছে ; সারসহংসনাদে সীমান্তর ধ্বনিত হইতেছে ।

প্রকৃষ্টিত কুমুদপুষ্পাশোভিত, মরকতমণির শায় দীপ্ত জলাশয়ে
রাজহংস রহিয়াছে—

स्फुटकुमुदचितानां राजहंसस्थितानां
मरकतमणिभासा धारिणा भूषितानाम् ।

মন্তহংসস্বনে অসিতনয়ন। লক্ষ্মীর ক্রিতকনককাঞ্চীকে শ্রেণ
করাইয়া দিয়া শরৎ-শ্রী বিদায় লইতেছেন । বিদায়ের প্রাকালে

ଝୁଟୁଡ଼ିଦେ ବିହଙ୍ଗ

ନାରୀର ବଦନେ ଶଶାଙ୍କଶୋଭା ରାଖିଯା ଏବଂ ମଣିପୁରେ ହଂସକାଳି
ଅର୍ପଣ କରିଯା ତିନି ଚଲିଯା ଯାଇବେନ—

ଶ୍ଵୀଣାଂ ବିହାୟ ଘଦନେଷ୍ଟ ଶଶାଙ୍କଲକ୍ଷମୀ
କାମଚ୍ଚ ହଂସବଚନ ମଣିନୁପୁରେଷ୍ଟ ।

* * * *

କ୍ରାପି ପ୍ରଥାତି ସ୍ତୁଭଗା ଶରଦାଗମତ୍ତୀ: ॥

ଶର୍ବ ଚଲିଯା ଗେଲ ; ହେମନ୍ତ ଆସିଲ, ତୁସାରପାତ * ଆରନ୍ତ
ହଇଲ । ହଂସକାଳିକେ ଅନୁକରଣ କରିଯା ରମଣୀର ନୃପତିନିକଣ ଏଥିନ
ଆର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଯ ନା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନୀଲୋକପଲଶୋଭିତ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରମାଣିତ
ଶୁଶ୍ରୀତଳ ସରୋବରବକ୍ଷେ କାନ୍ଦମେର ଉପର ପ୍ରଳାପ ଶୋନା ଯାଇତେଛେ † ।

ଅବଶ୍ୟେ ଝୁଟୁସଂହାରେ ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗେ ଶିଶିରବର୍ଣ୍ଣନାୟ ଆର
ଆମରା ଆମାଦିଗେର ପରିଚିତ ହଂସଟିକେ ଦେଖିତେ ପାଇ ନା । ସନ୍ତ
ସର୍ଗେ ସହଚର କୋକିଳକେ ସଙ୍ଗେ ଲଟିଯା ବସନ୍ତ ଆସିଲ,—କିନ୍ତୁ ହଂସ
କୋଥାଯ ଗେଲ ?

* ୪୯୯ ମର୍ଗ, ୧୩ ମୋକ

† ୪୯୯ ମର୍ଗ, ୨୩ ମୋକ ।

ঝাতুচিত্রে হংসের স্থান

হংসপ্রজনের কথা লইয়া আমি মেঘদৃতপ্রসঙ্গে কিঞ্চিং আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যাযাবর হংসদিগের মধ্যে কতকগুলি বৎসরের মধ্যে কেবল চারিমাস এবং অপরগুলি প্রায় ছয় মাসকালি ভারতবর্ষে যাপন করিয়া মধ্য-এশিয়ার এবং তিব্বতের হৃদতড়াগাড়িয়ুথে উড়িয়া যায়। বিদেশীয় পক্ষিতরঙ্গেরা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন; এমন কি শিকারপ্রিয় টংরাজেরও এ সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট প্রশংসনীয়। একজন * লিখিয়াছেন— “Some of our web-footed visitors, such as the pintail, *Dafila acuta*, red-crested pochard, *Branta rufina*, gadwall, *Chen lelasmus streperus*, pearl-eye, *Filigula nyroca* and the grey goose, *Anser cinerus*,

* Raoul, Small Game Shooting in Bengal (1899), p. 1.

ଅତୁଚିତ୍ର ହଂସର ସ୍ଥାନ

remain in India for some four months only, arriving in November, to depart again in February; while others, such as the bar-headed goose, *Anser indicus*, the grey teal, *Karkedula ceca*, blue-winged teal, *Kerkedula circia*, remain with us fully six months—from October to the end of March, and a few even up to the end of April.”

ଅପର ଏକଜନେର * ସାଙ୍ଗ୍ୟ ଏଇକ୍ଲପ ପାଓଯା ଯାଯ—“By far the greater number (of the duck tribe) spend the hot-weather months in other climes, to which they migrate about the end of March; some disappear before. Most of these migrants * * again return to India early in October, to some districts sooner, to others later, but the first week in October is about the general time.”

ବିହଙ୍ଗତସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଡେଓୟାର † ଲିଖିଯାଛେ—“The migrating birds continue to pour into India during the earlier part of November. The geese are the last

* Baldwin, Capt. J. H., The large and small game of Bengal and the N. W. P. of India (1876), p. 337.

† Dewar, Douglas, A Bird Calendar for Northern India (1916), p. 185-186.

ঝুঁতুসংহার

to arrive, they begin to come before the close of October, and, from the second week of November onwards, V-shaped flocks of these fine birds may be seen or heard overhead at any hour of the day or night.” পুনশ্চ “Among the earliest of the birds to forsake the plains of Hindustan are the grey-lag goose and the pintail duck. These leave Bengal in February, but tarry longer in the cooler parts of the country. Of the other migratory species many individuals depart in March, but the greater number remain on into April, when they are caught up in the great migratory wave that surges over the country. The destination of the majority of these migrants is Tibet or Siberia.”*

অতএব দেখা যাইতেছে শরদাগমে অথবা শিশিরের পূর্ব
হট্টেই প্রব্রজনশীল হংসগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত
হয়; সমস্ত শীতকাল তাহারা এদেশে অতিবাহিত করিয়া ফাল্গুন
চৈত্র মাসে অর্ধাং বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরে উড়িয়া
যায়। কেবলমাত্র দুই একটা জাতির ঠাস আরও কিছুদিন অর্ধাং
বর্ষাব প্রাক্কাল পর্যাপ্ত এদেশে অবস্থান করে। মেঘদৃতে কালিদাস

* Dewar, Douglas, A Bird Calender for Northern India (1916),
pp. 11-42.

ঞ্চতুরিতে হংসের স্থান

ক্রোকুরঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবজনশীল এইরূপ হংসের ছবি
আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঞ্চতুসংহারে কিন্তু
মহাকবি নানা ঘৃতে বিভিন্ন হংসকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উন্মুক্ত
প্রকৃতির মধ্যে দেখিবার সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যে হংসগুলি সহজে আমাদের নয়নগোচর
হয় না; কোথায় তাহারা বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে,
তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা পর্যাপ্ত আমাদের প্রায় থাকে না; কবি
তাহাদিগকে মুখ্যভাবে আমাদের সম্মুখে না আনিয়া
কেবলমাত্র কামিনীর নৃপুরুষনির আভাসের মধ্য দিয়া তাহাদের
অস্তিত্ব স্ফুরণ করাইতেছেন। অতএব গ্রীষ্মবর্ণনায় হংসকে আমরা
সম্মুখে পাইলাম না।

গ্রীষ্মঞ্চতুর অবসানে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে টহারা কেমন করিয়া
ভারতবর্ষ হট্টাতে চলিয়া যায়, তাহা আমরা মেঘদৃতপ্রসঙ্গে
আলোচনা করিয়াছি; এছলে তাহার পুনরঘন্টে নিষ্পত্যোজন।
মুতরাং বর্ষাবর্ণনায় কবি তাহাদিগকে একেবারে বাদ দিয়াছেন;--
টহার মধ্যে আমরা হংসের অস্তিত্বের আভাসমাত্রও পাই না।

বর্ষাপুরামে টহারা যখন ভারতবর্ষে প্রচ্যাবর্ণন করিয়া এদেশের
নদনদীত্বুদ্ধত্বাগসমূহ পুনরায় অধিকার করিয়া বসে,--খেতা
শরৎলক্ষ্মীর সেই দৃশ্যাটুকুটি বারঘার আমরা ঞ্চতুসংহারের শরৎবর্ণনায়
দেখিতে পাই। তখন টহাদের কলমীতি শরৎ-ক্ষীর নৃপুরশিখিত
বলিয়া ভ্ৰম হয়। টহাদের শুভ পতত্রে নদীৰ জল শাদা হইয়া উঠে।

ଅତୁ ମଂହାର

ବିଚିତ୍ରଲୀଳାଭାଙ୍ଗେ ଚଞ୍ଚପୁଟ ସାହାଯୋ ଇହାରା ତଟିନୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୈଚିମାଳାକେ
ମଂକ୍ଷୋଭିତ କରିଯା ତୁଳେ । କାଦମ୍ବର କଲଖନି ତଟିନୀର
ତୌରଦେଶକେ ଆକୁଲିତ କରେ । ସରୋବରେ ହଂସମିଥୁନେର ଉତ୍ସତ କ୍ରୀଡ଼ା
ଓ ଉଦ୍‌ଦାମ ଚାପଳ୍ୟ ପଥିକେର ଚିତ୍ତହରଣ କରେ । ସୌମାନ୍ତର ସନ ସନ
ହଂସନାଦେ ପ୍ରତିକ୍ରିତ ହଇୟା ଉଠେ । କୁମୁଦଶୋଭିତ ଜଳାଶ୍ୟେ
ରାଜହଂସ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍କନ୍ଧନ କରିଯା ଥାକେ ।

ହେମଶ୍ରୁତାତ୍ମକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନୀମୋଂପଳଶୋଭିତ ପ୍ରସରତାଯ ସୁଶୀତଳ
ସରୋବରେ କାଦମ୍ବର କଲୋଚ୍ଛାସ ଆମାଦେର ହୃଦୟେର ତଟଯୁଲେ
ଆସିଯା ଆଘାତ କରିତେ ଥାକେ ।

ଶିଶିରବର୍ଣ୍ଣନାୟ ଆର ଆମରା ଆମାଦେର ପରିଚିତ ହଂସଗୁଲିକେ
ଦେଖିତେ ପାଇ ନା । କେନ କବିର ଶିଶିରବର୍ଣ୍ଣନାର ମଧ୍ୟେ ହଂସେର ସ୍ଥାନ
ବହିଲ ନା, ଇହାର ଉତ୍ତବ କବିବର ନିଜେଟି ଯେନ କତକଟା ଦିଯାଛେନ
ବଲିଯା ମନେ ହୟ ;—

ନିରଦ୍ଵାତାଯନମନ୍ଦିରୋଦ୍ଧଃ
ଦ୍ଵାତାହାନୋ ଭାନୁମତୋ ଗଭସ୍ତ୍ୟଃ ।

ଦାକଣ ଶୀତେ ସରେର ଦରଜା-ଜାନାଳା ବନ୍ଦ କରିଯା ତନ୍ମଧୋ
ଅବକଳ ହଇୟା ବମ୍ବିଯା ଥାକିତେ ଭାଲ ଲାଗେ; ହତାଶନ ଏବଂ
ମୂର୍ଧାରଣ୍ଣ ତଥନ ଅତାନ୍ତ ଶ୍ରୀତିପ୍ରଦ । ଚନ୍ଦନ ଭାଲ ଲାଗେ ନା;
ଚଞ୍ଚକିରଣ ଭାଲ ଲାଗେ ନା; ହର୍ଷାତଳ ସୁଥକର ନଯ; ସାନ୍ତ୍ରୁଷାରଶୀତଳ
ବାୟୁରୁ ସହ ହୟ ନା । ମେହି ନିରନ୍ଦବାତାଯନମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟେ ଥାକିଯା

ঞ্চতুরিচ্ছে হংসের স্থান

পূর্বের মত বহিঃপ্রকৃতির সহিত সমন্বয় রক্ষা করা অত্যন্ত সুকঠিন। প্রকৃতিবর্ণনায় এখন কেবলমাত্র তুষারসংঘাতনিপাতশীতলা রাত্রিকে কবিবর তাহার নায়কনায়িকার background-কাপে বড় করিয়া দেখিতেছেন ; আর পশুপক্ষী নদীত্বন্দতড়াগ প্রভৃতি অন্য সমন্বয় যেন তাহার উপেক্ষণীয়। এ অবস্থায় কবিবরের তুলিকায় শিশিরচিত্রে হাঁসের চেহারার রেখাটি পর্যান্ত যে কোথাও ফুটিয়া উঠিল না, ইহা আর বিচিত্র কি ? বাস্তবিক কিন্তু শীতকালে অনেক জাতের হাঁস এদেশে থাকে, এ কথার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। হয় তো শীতের পাশুরতাৰ মধ্যে আমাদের grey goose-এর পাশুরতা কোনও বিশিষ্ট সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না বলিয়া সৌন্দর্যের কবি তাহাকে আমলে আমেন নাই। এছলে আমি শুধু নিছক সৌন্দর্যাত্মের দিক হইতে এইটুকু টঙ্গিত করিলাম মাত্র। কিন্তু ধাহারা পক্ষী শিকার করিয়া আনন্দ পান, তাহারা গভীর শীতের মধ্যে হাঁসের কৃপবর্ণনা শতমুখে করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যে যে কয় মাস তাসেরা নদীত্বন্দ-সরোবরসীমান্তে বিচরণ করে, তাহার অধিকাংশটি শিশিরের প্রাকাল হইতে অবসান পর্যান্ত, একথা পূর্বেষ্টি বলিয়াছি। আশিন কার্ত্তিক মাসে দূর দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে উড়িয়া আসিয়া বসন্তে তাহারা চলিয়া যায়।

এখন বুঝা যাইবে যে, যখন পিকসংচর বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, হংসগণের দেখা পাই না কেন। পূর্ব হইতেই

ঞাতুসংহার

প্রত্রজনশীল কতিপয়দিনস্থায়ী হংস আর্যাবর্তের বাহিরে, হিমালয়ের পরপারে, তিব্বতীয় হৃদসাগ্রিধ্য, উত্তরমেরুপ্রদেশস্থ জলাশয়-তটদেশে তাহার গার্হস্থ্যালীলার অভিনয় করিবার জন্য ক্রৌঞ্চবন্দের ভিতর দিয়া উড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই যখন নবীন বসন্তে কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলের কুলধনি বসন্তঝুর আগমনবার্ষা ঘোষণা করিল, তখন আর কাদম্বরাজহংসের কলধনি শ্রুত হয় না।

৩

রাজহংস ও কাদম্ব

রাজহংসের সহিত আমাদের পূর্বে পরিচয় হইয়া গিয়াছে। শরতের মুনীল আকাশতলে ফুটকুমুদচিতি সরোবরে বিরাজমান এই বিহঙ্গকে ঋতুসংহারের কবি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন। উষ্ট্রজ্জ পদার্থ, জলজ তৃণাদি যে পাখীর প্রিয় খাদ্য, জলাশয়ে অথবা জলাশয়সামীপো তাহাকে মেই খাদ্য আহরণের জন্য বিচরণ করিতে হয়; তাই আমরা তাহাকে অমৃকুল পরিবেষ্টনীর মধ্যে চিত্রিত দেখিতেছি। নিদাঘে রাজহংসের মানসপ্রয়াণ শুরু হইয়া যায়; এখন কতিপয়দিনস্থায়ী এই হংস তয় তো বিক্ষিপ্ত-ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, পূর্বের মত সকল সময়ে ঝাঁকের মঝে সে আর দৃষ্ট হয় না; দলবিচ্ছান্ত দুট একটা ঝাঁসের ডাক কদাচিৎ এখন শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কামিনীর নূপুরনিঙ্গণ যদি হংসরূতামৃকারী বলিয়া ভুম হয়,

ତାହାତେ ବିଜ୍ଞାନେ କିଛୁଇ ନାହିଁ । ବାଜ୍ରବିକ ଏହି ଅତୁମେ ସଖନ ଏହି ହଙ୍ସେର ଦର୍ଶନଲାଭ ନିଭାଷ୍ଟ ଶୁକ୍ଳଟିଳ, ତଥନ ମାରୀର ଘଣ୍ଟୀରଧନିର ଆଭାସେର ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଅତଃଇ କବିର ମନେ ପାର୍ଥିଟାର ଅଭିଭେଦ କଲନା ଜାଗିଯା ଉଠିତେ ପାରେ । ନୂପୁରଶିଖିତର ସମେ ରାଜହଙ୍ସକର୍ତ୍ତର ତୁଳନାର ଆରା କିଛୁ ସାର୍ଵକତା ଆହେ । ମେଘମୃତପ୍ରମଳେ ଆମି ତିନଟି ବିହଙ୍ଗେର କଥା ତୁଳିଯା ତ୍ୟଥ୍ୟେ Anser indicus Linn. ପାର୍ଥିକେ ରାଜହଙ୍ସ ବଲିଯା ହିରୀକରଣେ ସୁଜ୍ଞପ୍ରମାଣେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଖାଇଯାଇଲାମ । ଏହି Anser indicus Linn. ବିହଙ୍ଗେର କଟ୍ଟି ଅରେର ମାଧ୍ୟମ୍ୟ ପକ୍ଷିତ୍ସବିଦ୍ ମାତ୍ରେଇ ସ୍ଥିକାର କରିଯା ଲନ । ମି: ହୈଯାର୍ଟ ବେକାର * ବଲେନ—“Their voice is a sonorous and musical ‘honk’, rather more shrill than that of the Grey Lag.” ଅତରେ କବିର ଉତ୍ତି ନିଭାଷ୍ଟ ଅବାସ୍ତବ ବଲିଯା ଉଡ଼ାଇଯା ଦେଓଯା ଚଲେ ନା । ମହାକବି ହଙ୍ସଗତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇନ—

ହର୍ଷର୍ଜିଯାମ୍ବୁଜତିମାଣମିମ୍ବଲାମାମ୍

ହୋରେସ ଉଇଲ୍ସନ † ଇହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଇନ, “the motion of the goose is supposed by the Hindus, to resemble the shuffling walk which they esteem graceful in a woman”. ପକ୍ଷିତ୍ସବିଦ୍ ମି: କିନ୍ ହଙ୍ସଗତିର

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VI (1929), p. 407.

† Mâgha Dûta (1813), English Translation by H. H. Wilson, p. 15.



কানন

ରାଜହଙ୍ସ ଓ କାନ୍ଦି

ପରିଚୟେ ଲିଖିଯାଇଛେ—“a rolling gait”* ; ଅନ୍ତର + “a swaying walk.” ସେ ପାଥୀ ତାହାର ସ୍ଵଭାବମୂଳକ ଗତିଭିତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକେର ମୋହ ଉଠିପାଦନ କରେ, ସତଃଗଠନଭାବ-ନିପାତ୍ତି ଯାର ଦେହଟିକେ “heavily built” ‡ ବଲିଯା ତିନି ବର୍ଣନ କରିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହନ, ଲୋହିତଚକ୍ରରଥ ସିତାବୟବ ଦେଇ ହଙ୍ସେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକ୍ତ ସେ ଜୟନଭାରମୟରା କାମିନୀର ଅଳକ୍ଷଣକୁ ଚରଣେର ନୂପୁର-ଶିଖିତକେ ସହଜେ ଆରଥ କରାଇଯା ଦିବେ—ଏ ଚିତ୍ର କବିକଲାନାୟ ଜାଗିଯା ଉଠିଲେଓ ବାନ୍ଧବ ହଟିତେ ସେ ଇହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏମନ କଥନଟି ବଲା ଚଲେ ନା ।

କାନ୍ଦିରେ ପରିଚୟ ଅମରକୋବେ ପାଓଯା ଯାଉ—“କାନ୍ଦିଃ କଲହଙ୍ସः
ସ୍ତାଂ” । ଅଭିଧାନରମ୍ଭମାଳାଯ ଏଇକାପ ଲେଖା ଆହେ—“ପକ୍ଷେରାଧ୍ୟସତୈ-
ହଙ୍ସା: କଲହଙ୍ସା ଇତି ସ୍ମତା:” । ଅର୍ଥାଂ ଇହାର ପକ୍ଷ ଧୂମରବର୍ଗ ଏବଂ
ଇହା କଲହଙ୍ସ ନାମେ ପରିଚିତ । ମେଘଦୂତପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମରା ପାଠକ-
ପାଠିକାର ସହିତ ଏକଜୀବୀ ହଙ୍ସେର ପରିଚୟ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା
କରିଯାଇଲାମ, ଯାହାର ଇଂରାଜି ନାମ Grey Lag goose ;—
ତାହାର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣବିଶ୍ଳାସେ ଶାଦାର ସହିତ ଭୟ ବା ଧୂମରବର୍ଗେର
ସଂମିଶ୍ରଣ ଆହେ, ଚକ୍ର ଓ ପଦବ୍ୟେ ଶାଦାର ସହିତ ଲାଲେର ଆଜ୍ଞା
ବର୍ତ୍ତମାନ । ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଭାରାତେ ଇହାର ଅନ୍ତାକୁ ନାମେର

* Bird Behaviour, p. 16

† The World's Birds (1908), p. 31.

‡ Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds, (1928), p. 403.

ଅଭୁସଂହାର

ମଙ୍ଗେ କଡ଼ହନ୍‌ସ୍ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖା ଯାଏ । ଏହି କଡ଼ହନ୍‌ସ ଶବ୍ଦ ଅଭିଧାନୋକ୍ତ କଲହଂସେର ଅପଭାଷା ବଲିଯା ମନେ ହେଁ । ଇହାର କଷ୍ଟସ୍ଵର ଶୁଣିଛି । ପାଖୀ ଶିକାର କରିତେ ଗିଯା ଇଂରାଜେରା * ଇହାର କଷ୍ଟଧନିତେ ମୁଢ଼ ହଇଯା ଲିଖିଯାଛେ—“The cackle of a large flock flying over head at night, high in air, is most sonorous and musical, and there are few sportsmen through whose hearts it does not send a pleasant thrill.” ଶର୍ଣ୍ଣଭୂତେ ଭାରତବର୍ଷେ ଝାଁକେ ଝାଁକେ ଇହାର ଉଡ଼ିଯା ଆସେ ; ବସନ୍ତପଗମେ ଏଦେଶ ଛାଡ଼ିଯା ଅନ୍ତର ଯାଇବାର ଜନ୍ମ ପ୍ରୟାସୀ ହେଁ ।

ଏହୁଲେ ବଲା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି ଯେ, ଆମି ମେଘଦୂତପ୍ରସଙ୍ଗେ କମେକଟି ବିହୁର ନାମ କରିଯାଛିଲାମ, ଯାହାଦେର ପ୍ରତି ଚଞ୍ଚୁଚରଣୈ-ଲୋହିତେ ସିତା : ଏହି ଆଭିଧାନିକ ଉକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜା ହଇତେ ପାରେ ; Grey Lag goose ତମାଧୋ ଅନ୍ତତମ । ବାନ୍ତବିକ ଏହି ବିହୁର ପତତ୍ରେର ଓ ଅନ୍ତେର ବର୍ଣ୍ଣ ଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ + ଯେ, ଏକ ଜାତେରଇ ହାସକେ କଥନଓ ଲୋହିତଚଞ୍ଚୁଚରଣ ସିତାବୟବ, କଥନଓ ବା ଲୋହିତଚଞ୍ଚୁଚରଣ କୁଞ୍ଚୁମୁର ବିହୁ ବଲିଯା ପରିଚିତ କରିଲେ ଆଭିଧାନିକ ହିସାବେ କୋନାଏ ଭୁଲ ହେଁ ନା । ଧୂମରବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷେର ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଦମ୍ବେର ବିଶେଷଭାବେ

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon, Vol. III (1881), p. 60.

+ “Generally the whole tone of plumage varies much more than it usually does in wild birds, or than it does in any other Goose with which I am acquainted.”—Ibid., p. 64.

ରାଜହଂସ ଓ କାଦଙ୍ଗ

ପରିଚୟ ପାଞ୍ଚା ଯାଇ, ଏକଥା ପୂର୍ବରେ ବଲିଯାଛି । ଅଭିଧାନ-
ଚିନ୍ତାମଣିକାର ବଲିତେହେନ—“କାଦଙ୍ଗାନ୍ତ କଳହଂସଃ ପକ୍ଷଃ ଶ୍ୱାରତି-
ଧ୍ୱରେଃ ।” ବୈଜ୍ୟନ୍ତୀ ଅଭିଧାନେ “ଆଧୁସରଙ୍ଗଦ ହଂସ” ବଲିଯା ଇହାର
ପରିଚୟ ପାଞ୍ଚା ଯାଇ । Anser anser Linn. ବା Grey Lag
goose ବିହଙ୍ଗେର ରୂପବର୍ଣ୍ଣା ଇଂରାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ * କରିଯାଛେ—
“the general plumage of the head, neck and upper
parts greyish-brown; lower breast and abdomen
dull-white, with a few black spots. The distin-
guishing characteristics of the species are the
bluish-grey rump and wing-coverts, flesh-coloured
bill (occasionally tinged orange) with a white
nail at the tip and flesh-coloured legs and feet* *.
The young are darker than the adults.” ଟିକାତେ
ଆଧୁସରଙ୍ଗଦେର ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଧାନ ପାଞ୍ଚା ଯାଇତେହେ ।

କାଦଙ୍ଗକେ ରାଜହଂସେର ଝାକେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ଯାଇ;—ଏହି
ଦୃଶ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖ ମହାକବିର ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ । ବାନ୍ଧବିକ
ଉତ୍ତଯ ହଂସଟ ଭାରତବର୍ଷେ ଅବସ୍ଥାନକାଳେ ଦଲେ ଦଲେ ଅଥବା ଶ୍ରେଣୀବର୍କ
ହଟ୍ଟୀଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ଵିତେ, ନଦୀଭାଟେ, ସରୋବରେ ଓ ସୌମୟରେ ବିଚରଣ କରେ ।
ଯେଥାନେ ପ୍ରଚୁର ଶାଲିଧାନ୍ୟ ରହିଯାଛେ, ମେଥାନେ ଟିକାଦେର ଉପରେ ପ୍ରଲାପ
ଶୋନା ଯାଇ; ଯେଥାନେ କୁମୁଦପୁଷ୍ପ ବୀଚିବିକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଟ୍ଟୀଙ୍ଗ ଦୁଲିତେ
ଧାକେ, ମେଥାନେ ଟିକାରାଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗବର୍କେ ଭାସିଯା ବେଡ଼ାଯ; ଯେଥାନେ

* Saunders, H., Manual of British Birds (Third Edition, 1927), p. 416

ঞাকুসংহার

জলাশয়, সেখানে ইহাদের কলকষ্ঠ শরৎলক্ষ্মীর জয় C
করিতে থাকে;—প্রকৃতির চিত্রপটে হংসের ছবির সহিত
বর্ণিত এই কাদম্বরাজহংসের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বা
তাহারা জলচর ও স্থলচর; শালিধন্ত ও বিসকিসলয় তা
আচার্যোর মধ্যে অন্তর নাই।

ক্রোঞ্চ ও কারণব

ঝতুসংহারের কবি হেমন্তে ও শিশিরে ক্রোঞ্চের সঙ্গে
আমাদের পরিচয় স্থাপনের সুযোগ দিয়াছেন—

প্রভূতশালিপ্রসবৈধিতানি
 সৃণাঙ্গুলাযুপবিভূতিতানি ।
 মনোহরকৌচিনিলাদিতানি
 সীমান্তরাণযুতসুক্যন্তি চেতঃ ॥

শস্ত্রবহুল প্রাণুরে ক্রোঞ্চের মনোহর নিনাদ হেমন্তঝতুতে
আমাদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে।

শিশিরে প্রভৃত শালিধান্তের মধ্য হট্টে ইহার কষ্টস্বর নির্গত
হইয়া যেন শীতখুর আগমনবার্ষা প্রচার করিতেছে। তাঁ
নবাগত শিশিরের পরিচয় দিতে গিয়া সুপক্ষ শালিধান্তের মধ্যে

ଅତୁମେହାର

ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପାଖୀଟାର କଠ୍ଟସ୍ଵରକେ ବିଶେଷଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା କବି
ଲିଖିଅଛେ—

ପ୍ରଦୃଶାଳ୍ୟଂ ଶୁଚ୍ୟୈ ମନୋହରଂ
 କ୍ଷଵଚିତ୍ସଥତକୌତୁଳନିନାଦରାଜିତମ् ।
 ପ୍ରକାମକାମ ପ୍ରମଦାଜନପିଯ
 ଦ୍ଵରାହ କାଳ ଶିଶିରାଳ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ॥

ଶ୍ଳୋକୋକ୍ତ କଂଚିଂଶ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋକ୍ଷେର ସଭାବେର ଆଭାସ
ପାଇଯା ଯାଇତେଛେ ;—ଦଲ ନା ବାଧିଯା ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ବିଚରଣଶୀଳ
ବିହଙ୍ଗଟି ଧାନ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ହଟିତେ ମାଝେ ମାଝେ କଠ୍ଟସ୍ଵରେର ସାହାଯ୍ୟ
ସୌଯ ଅଣ୍ଟିତ ଜ୍ଞାପନ କରିତେଛେ । କ୍ରୋକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଯେ ସମୟେ ସମୟେ
ଛୋଟଖାଟୋ ଦଲ ବାଧେ, ତାହାର ଆଭାସଓ କବି ଦିଯାଇଛେ—

ବହୁଗୁଣେରମୟୀଯା ଯୋଷିତାଂ ଚିତ୍ତହାରୀ
 ପରିଣ୍ଯାତବହୁଶାଲିବ୍ୟାକୁଳପ୍ରାମସୀମା ।
 ସତତମତିମନୋହଃ କୌତୁଳମାଲାପରୀତ:
 ପରିଶାନ୍ତ ହିମୟୁକ୍ତ: କାଳ ଏଷ: ଭୁଲିଂ ହଃ ॥

ହେମମୁଖତୁତେ ସଥନ ଗ୍ରାମସୀମା ପରିପକ ଶାଲିଧାନ୍ୟେ ଆଚମ୍ପ
ହୟ, କ୍ରୋକ୍ଷମାଲାପରିବେଷିତ ସେଇ ସୀମାନ୍ତରେର ଶୋଭା ଅତି ମନୋଜ୍ଞ ।
ଶାଲିଧାନ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଅବଶ୍ଚିତ ଯେ କ୍ରୋକ୍ଷକେ କବି କଂଚିଂଶ୍ଚିତ
ଆଖ୍ୟାୟ ବିଶେଷିତ କରିଯାଇଛେ, ସେଇ ବିହଙ୍ଗଟି ଏଥନ ନାତିବୃହଃ

କ୍ରୋଙ୍କ ଓ କାରୁଣ୍ୟ

ଦଲେର ମଧ୍ୟେ ସାରି ଦିଯା ଅବଶ୍ୟାନ କରିତେଛେ,—ଗ୍ରାମସୀମାର ଦୃଶ୍ୟ ତାଇ କ୍ରୋଙ୍କମାଳାପରୀତ ।

କ୍ରୋଙ୍କର ଜ୍ଞାତିବିଚାରେ ଅଭିଧାନକାରଗଣେର ମଧ୍ୟେ ମତଭେଦ ଦେଖା ଯାଯ । ଶର୍ଵାର୍ଥଚିନ୍ତାମଣିକାର * ଲିଖିଯାଛେ—“କୋଚକ ଇତି ଗୌଡ଼-ଭାଷାପ୍ରସିଦ୍ଧେ ପକ୍ଷିନି” । ବାଚ୍ସପ୍ତ୍ୟ ଅଭିଧାନେ ଲିଖିତ ଆହେ “କ୍ରୋଙ୍କঃ (କୋଚକ) ବକଭେଦେ ।” ମ୍ୟାକଡୋନେଲ, ମନିଆର ଉଟ୍ଟଲିଯମ୍‌ସ ଏବଂ କୋଲକ୍ରକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କୃତାଭିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଙ୍କର curlew ବଲିଆ ପରିଚ୍ୟ ଦିଯାଛେ । ତାହାରେ ମଧ୍ୟେ କେହ କେହ † ଇହାକେ snipe ଓ ବଲିଆଛେ । ପକ୍ଷିବିଜ୍ଞାନେର ଦିକ ହଟିତେ curlewର ପ୍ରକୃତି ବିଚାର କରିଯା ଦେଖିଲେ ବୁଝା ଯାଯ ଯେ, ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଗରମୈକତେ, ନଦୀର ଉପକୂଳେ ବେଳାଭୂମିତେ ଥାକିତେ ଭାଲବାସେ ; ସୈକତଭୂମିର ବାଲୁକାଯ ସିଙ୍ଗୁତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିହିତ ହଟିଯା ଯଥନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିତେ ଥାକେ, ନିମଜ୍ଜିତ ବେଳାତଟ ପୁନରାୟ ଯଥନ ଆୟୁପ୍ରକାଶ କରେ, ତଥନ ମେହି ଆର୍ଜ ବାଲୁପ୍ରାତ୍ମରେ ଆହାର୍ୟସଙ୍କାନେ curlew ବ୍ୟକ୍ତ ଥାକେ । ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବିହାରଭୂମି ହଟିତେଛେ ଏଇକପ ବେଳାତଟ, ସାଗର ହଇତେ ବାଲୁକୁପ ଦ୍ୱାରା ବିଚିତ୍ର ଉପତ୍ରଦେର ତୌର, ଶ୍ରୋତୋବହା ନଦୀର ମୋହାନାମ୍ଲିକୁଷ୍ଟ ଜଳାଭୂମି ; ଏଇ ଜଳାଭୂମିର ସାମ୍ପିର୍ଣ୍ଣେ ଶର୍ପାଚାଦିତ ପ୍ରାଣୀରେ କଥନ ଓ କଥନ ଓ ତାହାକେ ଦେଖା ଯାଯ । ଏହି ବିହଙ୍ଗ ଏଦେଶେର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ନୟ, ସାମ୍ଯିକ ଆଗମ୍ବନକ

* ଉଦୟପୁର ଶ୍ରୀହଥାନନ୍ଦ ନାଥବିନିର୍ଭିତ (Udaypur Samvat 1982), Vol. I, p. 711.

† Macdonell, A. A., and Keith, A. B., Vedic Index of Names and Subjects, Vol. I (1912), p. 198.

ଆତୁସଂହାର

ମାତ୍ର ; ଶରତେର ପ୍ରାକାଳେ, ଏମନ କି ବର୍ଷା ଶେଷ ହିତେ ନା ହିତେହି ମେ ଭାରତବର୍ଷେ ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହୟ । ଏହି ସମୟ ସେଇ ବିହଙ୍ଗ-ଚରିତ୍ରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିତେହି ଦଲବନ୍ଧତା,—ସାଧାରଣ ପାଖୀର ଝାଁକ ଆକାଶପଥେ ରାତ୍ରିକାଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନି କରିତେ କରିତେ ଉଡ଼ିଯା ଆମେ । ଦିବାଭାଗେ curlew ସଥନ ସାଗରୋପକର୍ତ୍ତେ, ନଦୀମୈକତେ, ଈମ୍ବଜଲାକିର୍ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦଲ ବାଧିଯା ବିଚରଣ କରେ, ତଥନେ ତାହାଦେର କର୍ତ୍ତ୍ସରେର ପରିଚୟ ପାଓଯା ଯାଯ । ପ୍ରକୃତିର ଦିଗନ୍ତପ୍ରସାରିତ ବିପୁଳ ଅନାବୃତ ଦୃଶ୍ୟପଟେ ଏହି ବିହଙ୍ଗ ବିରାଜମାନ ଥାକେ ; ମେ ଆଉରକ୍ଷାୟ ନିପୁଣ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିହାରଭୟୀ ଅକୁଣ୍ଠିତ, ତାହାର ଚଳାଫେରାୟ ଲୁକୋଚୁରି ନାହି । ବନେ ଜଙ୍ଗଲେ, ଲତାଞ୍ଗଲୋର ମଧ୍ୟେ, ଶଶ୍ଵକ୍ଷେତ୍ରେର ଆଚ୍ଛାଦନେ ମେ ଆୟଗୋପନ କରିଯା ଥାକେ ନା । ତରକବିହୀନ ବିକ୍ଷିଣ ବାଲୁତଟେ ଦିଗନ୍ତଚୁମ୍ବୀ ମୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକେ ପାଖୀଟାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଉତ୍ସ୍ରସିତ ହୟ,— ପ୍ରକୃତିପଟେ ମେ ଚିତ୍ର ଏତ ପ୍ରବଳ ! ଯେ ଆବେଷ୍ଟନେ ମେ ଆହାର୍ୟେର ମନ୍ଦାନ କରେ ଇଂରାଜ ତାହାକେ “open flats” * ବଲେନ, ଯେ ଜଳାଭୂମିତେ ମେ ବିଚରଣ କରେ ତାହାକେ “free-from-weeds marshes” † ଆଖ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରେନ ।

ଆତୁସଂହାବେ କ୍ରୋକେର ଯେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ରହିଯାଛେ, ତାହାତେ ଶାଲିଧାର୍ଯ୍ୟବଳ୍ଲ ସୌମାନ୍ୟରେର ସହିତ ତାତାର ଅଛେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖା ଯାଯ । କ୍ରୋକନିନାଦମୁଖରିତ ଗ୍ରାମସୀମା ବିଶେଷକ୍ରମେ ପରିଣତଶାଲିଧାର୍ଯ୍ୟ-

* Dewar, Douglas, The Common Birds of India, Vol. I, Part II (1925), p. 38.

† Raoul, Small Game Shooting in Bengal (1899), p. 185.

ক্রোঁক ও কারণ্ডা

সমাবৃত ;—মহাকবি ইহার বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। ধান্ত-ক্ষেত্রের মধ্য হইতে যাহার নিনাদ শুনা যায় সে হয় তো কোথাও কচিংশ্চিত অবস্থায় বিষ্টমান, কোথাও বা অনুরূপ আবেষ্টনে নাতিবহৎ দলের মধ্যে সারি দিয়া বিরাজমান। সাগরোপাস্তের বা আর্দ্র সৈকতের কোনও আভাস ক্রোঁক সম্পর্কে কাবামধো পাওয়া যায় না। বিহঙ্গতস্ববিদের নিকট curlew প্রধানতঃ সৈকতচারী “littoral species” বলিয়া পরিজ্ঞাত; ধান্তবহুল সীমান্তের শস্ত্রক্ষেত্রের মধ্যে তাহার দর্শনলাভ যেমন সুকঠিন, কচিংশ্চিত curlew-কঢ়োচ্চারিত নিনাদও শুনিতে পাওয়া তেমনি দুর্কল। প্রজনশীল এই বিহঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে; প্রায়ই রাত্রিকালে আকাশপথে উড়োয়মান অথবা নৈশভোজন-তৎপর বিহঙ্গগুলার রব শৃঙ্খল হয়। অতএব এই curlewকে কবিবর্ণিত বিশিষ্টলক্ষণাক্রান্ত ক্রোঁক বলিয়া সাধারণ করা যায় না। snipeকে বিহঙ্গতস্ববিঃ প্রধানতঃ নিশাচর পাথী বলিয়া গণ্য করেন। সে curlewর স্থায় শরতের প্রাক্কালে ঝাঁকে ঝাঁকে এদেশে আসিয়া যায়াবরহের পরিচয় দেয়। ঢাহা, ঢাগা, কাদাখোচা টহার দেশীয় নাম। আর্দ্র ঘৃণিকা, জলাভূমি এবং প্লাবিত ধান্তক্ষেত্র তাহার নৈশবিদ্যারের প্রশংসন স্থান; দিবাভাগে সে লোকচক্ষের অস্তরালে জলজ তৃণ ও শরবনের আচ্ছাদনে গোপনে নিশ্চল এবং অর্দ্ধসুস্পৃ অবস্থায় কালাতিপাত করে। তথাঃ আগস্তক মাসুষ টহার উপর আসিয়া পড়িলে সামান্য একটি শুনি করিয়া পক্ষভূমির ভূমি টহাতে উড়িয়া পালায়। গাঁচানা টহার নিচত্য

କୁତୁମ୍ବାର

ଅଭାବେର ସନ୍ଧାନ ରାଖେନ, ତାହାରା ଯେ ବିବରଣ ଲିପିବନ୍ଦ କରିଯା ଗିଯାଛେ, ତାହା * ଏହି ସ୍ଥଳେ ଉନ୍ନତ କରା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି—“The chief peculiarity of the Snipe is that it is rarely seen except by those who seek its destruction. It feeds in secret, where grass and rushes grow in soft mud or shallow water.” ଦେଖା ଯାଇତେଛେ ଯେ, ଏହି ବିହଙ୍ଗ ତାହାର ଗତିବିଧି ଓ ଆହାରବିହାର ଲୋକଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳେ ଜଳଜ ତୃଣ, ଉନ୍ତିଦେର ମଧ୍ୟେ ଗୋପନେ ନିୟମିତ କରିଯା ରାଖେ । ଶିକାରୀ ଡିନ ଅନ୍ତ କାହାରଓ ପକ୍ଷେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ଲାଭ ହୁରହ କାର୍ଯ୍ୟ । ଅତଏବ ଏହି ନିଶାଚର ଏବଂ ବିଶେଷଭାବେ ଆଉଗୋପନପଟୁ snipeକେ କେମନ କରିଯା କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଆବେଷ୍ଟନେ ମାଲା ରଚନା କରିଯା ଲୋକଚକ୍ଷୁର ସମ୍ମୁଖେ ବିରାଜମାନ, କୋଥାଓ ବା କଟିଷ୍ଠିତ ଅବଶ୍ୟା କଟ୍ଟମ୍ବରେ ପରିଚାଯେ ଆଉପ୍ରକାଶକାରୀ କ୍ରୋଫ୍ଟେର ସଙ୍ଗେ identify କରା ଚାଲେ ? ପୂର୍ବେ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନଦୟ ହିତେ ଉନ୍ନତ କରିଯା ଦେଖାଇଯାଛି ଯେ କ୍ରୋଫ୍ଟେ ଗୋଡ଼ଭାଷାପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଚବକ ପକ୍ଷୀକେ ବୁଝାଯ । ଯାଦବେର ବୈଜ୍ୟନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଧାନେ ବକେର ଯେ ସକଳ ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମଭେଦ ଦେଖା ଯାଯ, ତମିଥେ କ୍ରୋଫ୍ଟେର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଆଛେ—

ବକୋ ବକୋଟ: କଣ୍ଠୀଯ ବଲାକା ବିସକନ୍ତିକା ।
ବକ୍ଷାରିଦ୍ଵିରିତୁନ୍ତୋ ଦ୍ଵିରି: କୌଚବକ ଦ୍ଵିରିଦ୍ଵା ॥

* EHA., The Common Birds of Bombay, Second Edition, p. 167.

ক্রোঁকি ও কারণ্ডুৰ

ইহার টীকায় গাষ্ঠভ অপার্ট লিখিয়াছেন—kind of crane। এই crane শব্দ অবশ্যই ইংরাজি গ্রাম্য ভাষায় বাবহৃত,—ইহা heron পাখীকে (অর্থাৎ বক) বুঝায়*। ক্রোঁকি অর্থে সুশ্রান্ত-সংহিতার টীকায় ডল্লনাচার্য লিখিয়াছেন—“ক্রোঁকির কঁোচবক ইতি লোকে”। বাংলার কঁোচবক সাধারণ ইংরাজের নিকট Pond-heron নামে পরিচিত। ইহার Paddy-bird আখ্যাও দেখা যায়;—ধান্তক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় এই নামের সার্থক আছে। ইহা এদেশের এত সাধারণ, সর্বজনপরিচিত পাখী,—মাঠেঘাটে, পথিপার্শ্বে, খানাড়োবার মধ্যে, শস্তক্ষেত্রে আলের ধারে ভূমিতে সে প্রায়ই বিচরণ করে। ধানের ক্ষেতে সে দেহ সঙ্কুচিত করিয়া এমনভাবে বসিয়া থাকে যে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়;—কিন্তু যদি কোন কারণে সে আচম্ভিতে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উথিত হয়, তাহা হইলে তাহার ডানার শুভতা, পক্ষসঞ্চালনভঙ্গী এবং কণ্ঠনিনাদ আমাদিগকে মুক্ত করে। তেক শুককটাদি ইহার প্রিয় খাদ্য; জলাশয় বা জলাভূমি হইতে এই খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া জলাভাব হইলেই ইহার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। বক কিন্তু যায়াবর পাখী নয়, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তাহাকে অন্তর্ভুক্ত যাইতে হয় না। ধান্তক্ষেত্রের সঙ্গে এই বিহুলের সম্বন্ধের উল্লেখ বিহঙ্গতব্যবিদ্ জার্ডন † বিশেষকৃপে করিয়াছেন,—
Its especial food is crabs, for which it watches

* এ সবকে বিজ্ঞারিত আলোচনা মেদুতপ্রসঙ্গে করিয়াছি; ২৮ পৃষ্ঠা ছাইয়া।

† The Birds of India, Vol. III (1864), p. 751.

ଝାତୁମଂହାର

patiently, either in the water or in the fields, and especially on the small raised bunds or divisions between rice-fields. ଧାନକ୍ଷେତର ମଧ୍ୟେ କୋଚବକ ପ୍ରାୟଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ; ତାଇ କଟିଷ୍ଠିତ ବକେର କଠିଷ୍ଠର ମାଝେ ମାଝେ ଶୁଣିତେ ପାଞ୍ଚୀ ଯାଏ । କଥନଓ କୋନଓ ଜଳାଭୂମିତେ ବା ଆର୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରେ ସଦି ଏକାଧିକ କୋଚବକ ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହୟ, ତାହାରା କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରର ମଧ୍ୟେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ରାଖିଯା ଅବସ୍ଥାନ କରେ । ଇଂରାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ * ତାହାଦେର ବର୍ଣନା କରିଯାଛେ “like rows of miniature sentinels” ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧକାଯ ପ୍ରତରୀର ସାରି । କବିବର୍ଗିତ “କ୍ରୋପମାଲାପରାତ” ଶାଲିଧାତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଥିନ ବେଶ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରା ଯାଏ । ରାଜନିଘନ୍ଟୁକାର ତାଇ ବୋଧ ହୟ କ୍ରୋଧେର ନାମାନ୍ତର କରିଯାଛେ “ପଞ୍ଜକ୍ରିଚର” ।

ମେଘଦୂତେର କବି ଆସନ୍ନବର୍ଧାୟ ଆକାଶମାଗେ ଉତ୍ପତନଶୀଳ, ଶ୍ରେଣୀଭୂତ ବଲାକାର ଯେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରିଯାଛେ, ତାହା ହିତେ ବୁଝା ଯାଏ ଯେ, ଗର୍ଭାଧାନକାଳେ ତାହାରା ଦଲ ବୀଧିଯା ଗୃହସ୍ଥାଲି ଶୁରୁ କରିଯା ଦେଯ; ତଥନ ଏଇ ଦଲବନ୍ଦ ପାଖୀଗୁଲାର ଏକତ୍ର ସାରି ଦିଯା ଉତ୍ପତନ-ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରାୟଟି ନୟନଗୋଚର ହୟ । ଗୃହସ୍ଥାଲିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହଟିଲେ ବଲାକାର ସଭାବେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଟେ । ମୃକ୍ଷଦର୍ଶୀ କବି ଶର୍ଵବର୍ଣନାୟ ଟିହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଛେ—

ଧୂମନ୍ତି ପଞ୍ଚପଥନୀନ ନମୋ ବଲାକା: ।

* Cunningham, Lt.-Colonel D. D., Some Indian Friends and Acquaintances (1903), p. 166.

କ୍ଷେତ୍ର ଓ କାରଣଗୁରୁ

ବଲାକାଗଣ ପଞ୍ଚପବନ ଦ୍ୱାରା ନଭୋମଣ୍ଡଳ କପିତ କରିତେଛେ ନା ।

ବଲାକାର ଏହି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ କୌଚବକେର ମଧ୍ୟେ ଦେଖା ଯାଯ । ବଂସରେ ଅଧିକାଂଶ ଝତୁତେ ଯେ ପାଥୀ କଟିଷ୍ଠିତ ଅବଶ୍ୟାଯ ବିଚରଣ କରେ, ବର୍ଷାଯ ତାହାଦେର ଗର୍ଭାଧାନକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେ ଦଲ ବାଧିଯା ଗାହିଷ୍ୟଜୀବନ ଯାପନେ ପ୍ରୟାସୀ ହୟ । ଅନ୍ୟ ଝତୁତେଓ କଥନ ଓ କଥନ ଅଳ୍ପବିସ୍ତର ଦଲ ବାଧିଯା ଏହି ବକ ରାତ୍ରିଯାପନେର ଜୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିବାସବୃକ୍ଷକେ ଆଶ୍ୟ ଲୟ; ତାଇ ଉତ୍ତାଦିଗକେ ସନ୍ଧାର ପ୍ରାକାଳେ ବିଶ୍ଵିର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚସଙ୍ଗାଳନେ ମେଟି ନିବାସବୃକ୍ଷର ଦିକେ ଉଡ଼ିଯା ଯାଇତେ ଦେଖା ଯାଯ ।

ଏଥିନ କାରଣବେର କଥା ପାଢା ଯାକ । ଶରତେ ଯେ ଆବେଷ୍ଟନେ ଇହାକେ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇତେଛି ତଥାଯ ଆରଣ କଯେକଟି ବିହଙ୍ଗ ବିରାଜ କରିତେଛେ । କମଳରେଣୁରାଗରଞ୍ଜିତ ନନ୍ଦୀ ହଂସକାଳିତେ ମୁଖରିତ;—ତାହାର ତୌରଦେଶେ କାଦିଦ୍ୱ ଓ ସାରମସମୃଦ୍ଧ ରହିଯାଛେ; କାରଣବେର ବୀଚିମାଳା ଚନ୍ଦ୍ରପୁଟେର ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ କରିତେଛେ । ଏକା କାରଣବେର ମୃଦ୍ଘ ଏହି ପ୍ରକୃତିପାଟେ ଚିତ୍ରିତ ହୟ ନାଟ, ମେଟ ଦୃଶ୍ୟ କାରଣବେର ସଙ୍ଗେ ହଂସ, କାଦିଦ୍ୱ ଏବଂ ସାରମ ଏକତ୍ର ମର୍ମିବିଶ ରହିଯାଛେ । ଏହି କାରଣବେର ଜ୍ଞାତିବିଚାର କରିଯା ଦେଖା ଆବଶ୍ୟକ । ହୃଦୟର ବିଷ୍ୟ, ସଂସ୍କତ ଅଭିଧାନଶ୍ଳଳି ଏ ବିଷ୍ୟେ ଆମାଦିଗକେ ବଡ଼ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା । “କାରଣକାଦମ୍ବକ୍ରକରାତ୍ମା: ପଞ୍ଜିଜାତ୍ମ୍ୟୋ: ଜ୍ଞେଯା:” ହଜାର୍ଯୁଧେ ଏହିମାତ୍ର ପାତ୍ର୍ୟ ଯାଯ । ଏଥାମେ କେବଳ ଏହିଟୁକୁ

ଖ୍ରୁସ୍ତାବ୍ଦୀ

ବଲା ହଇଲ ଯେ, କାନ୍ଦମ୍ବ ଓ କାରଣ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଜିଜାତିବିଶେଷ ;—
କୋନ୍ ଜାତି, କି ବଂଶ, ତାହା କିଛୁଇ ବୁଝା ଗେଲ ନା । ଅମରକୋଷେ
ଦେଖି—

ନିଙ୍ଗାହରୀ ଗହମଳା: ପିଲମଳା ନମସଂଗମା: ।

ତେବାଂ ବିଶେଷା ହାରିତା ମନୁଃ କାର୍ଯ୍ୟତ୍ତରଃ ପୁରଃ ॥

ଯତନ୍ତା ପାର୍ଥୀର ନାମ କରା ହଇଯାଛେ, କାରଣ୍ବ ତାହାଦିଗେର
ଅନୁତମ ; ଏଥାନେଓ ତାହାର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ପାଇଲାମ ନା । ତବେ
ଟୀକାକାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯାହା ବଲିଯାଛେ, ତାହା ପରେ ଆଲୋଚନା
କରିତେଛି । ଅଭିଧାନରତ୍ନମାଳାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଟୀକାକାର ଆଉଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶ୍ଵେ
ଟିପ୍ପନୀ କରିଲେନ,—‘a sort of duck’ ଅର୍ଥାତ୍ ହଂସବିଶେଷ ।
ଉଇଲ୍ସନ * , ମନିଯାର ଉଇଲିୟମ୍‌ସ † ଓ ଅଧ୍ୟାପକ କୋଲକ୍ରକ ‡
ପ୍ରତୋକେଇ ନିଜ ନିଜ ପୁଣ୍ୟକେ ଐ କଥାଟି ଲିଖିଯା ଗିଯାଛେ—
‘a sort of duck’ । ଅଭିଧାନଚିନ୍ତାମଣିକାର ବଲେନ—
“କାରଣ୍ବସ୍ତମରଳ:” । ମନିଯାର ଉଇଲିୟମ୍‌-ଏର ଅଭିଧାନେ “ମରଳ” ଶବ୍ଦ
ପାଓଯା ଯାଯ ;—ଇହା ଏବଂ ମରାଳ ଶବ୍ଦ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଲିଖିତ ଆଛେ,
ଉଭୟଟ ହଂସବିଶେଷକେ ବୁଝାଯ । ଏତନ୍ତିଳି ଅଭିଧାନ ଦେଖିଯା ଆମାଦେର
ସ୍ଵତଃଇ ଏକଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମେ ଯେ, କାରଣ୍ବ ହଂସବିଶେଷ ; ତାହାତେ
ସନ୍ଦେହେର କାରଣ ଥାକା ଉଚିତ ନହେ । ସୁଶ୍ରଦ୍ଧରେ ଟୀକାଯ ଡଲନାଚାର୍ଯ୍ୟା

* A Dictionary in Sanskrit and English (1874).

† A Sanskrit-English Dictionary (1899), p. 274.

‡ Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha (1891),
p. 134.

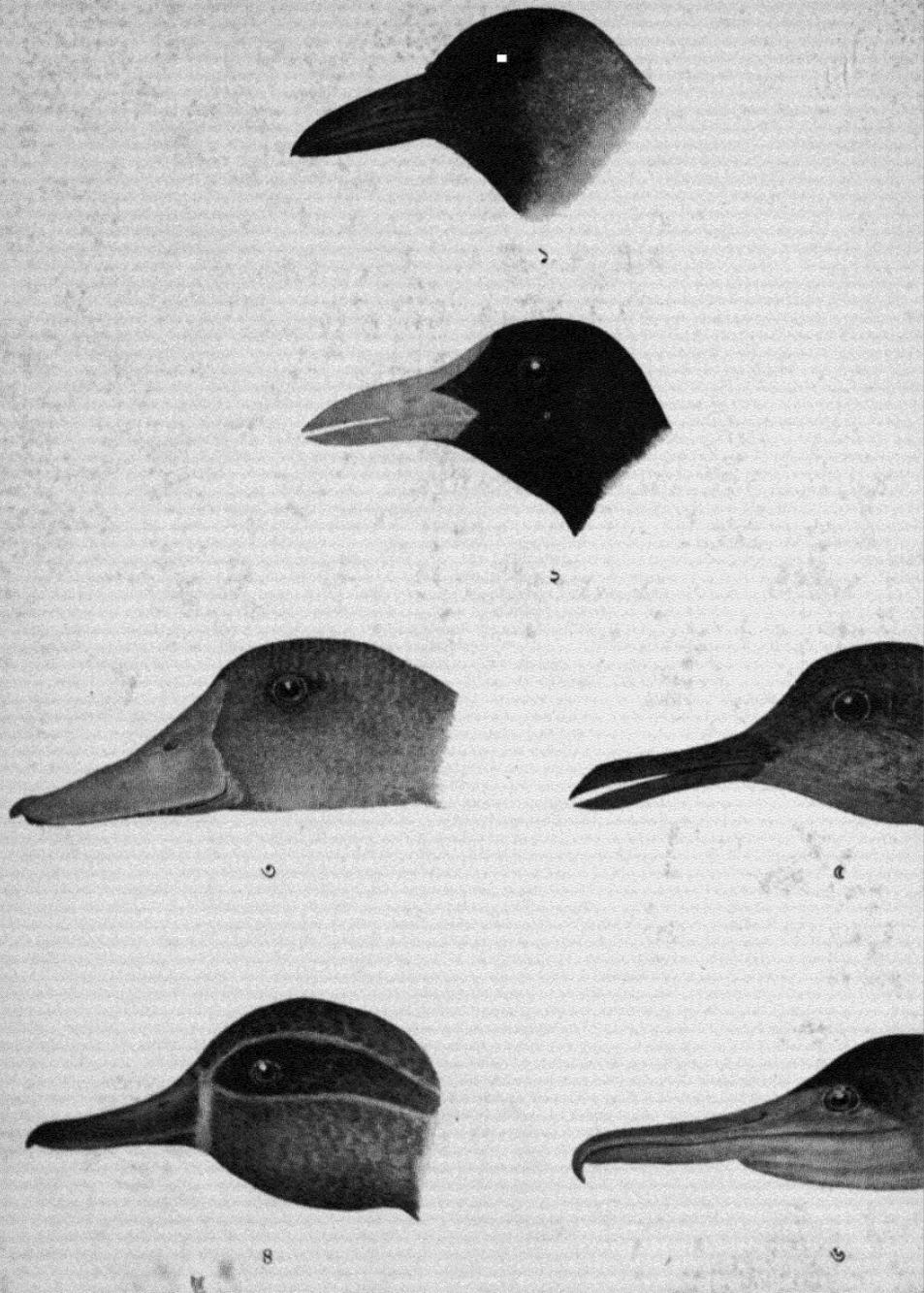
କ୍ରୋକ୍ ଓ କାରଣ୍ଡିବ

କାରଣ୍ଡିବ ଆର୍ଥେ ଲିଖିଯାଛେ—“କାରଣ୍ଡିବ: ଶୁନ୍ତହଂସଭେଦୋହଙ୍ଗ:” ଅର୍ଥାଏ
ଶୁନ୍ତ ହଂସ ହିତେ କାରଣ୍ଡିବର କିଞ୍ଚିତ୍ ଭେଦ ବା ତାରତମ୍ଯ ଆଛେ ।
ଏହି ତାରତମ୍ଯ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଡଲମାଚାର୍ଯ୍ୟେର ମତେ କାରଣ୍ଡିବ ହଂସବିଶେଷ
ବଲିଯା ଅନୁମାନ ହୟ । କିନ୍ତୁ ଏହିରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଯା ତିନି କ୍ଷାନ୍ତ
ହନ ନାହିଁ ଏବଂ ଆରା ଯାହା ବିବୃତ କରିଯାଛେ ତାହାତେ ଆମାଦେର
ପୂର୍ବ ଅନୁମାନେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯା ପଡ଼େ । ବିବରଣ୍ଟି ତିନି କୋଥା
ହିତେ ଉନ୍ନତ କରିଯାଛେ ଜାନି ନା, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତେଛେ—
“ଆନ୍ତ୍ୟକରହମାତ୍ରଃ । ଉତ୍କଳ ‘କାରଣ୍ଡିବ: କାକବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘାଜ୍ଞ୍ୟଃ କୁଷବର୍ଣ୍ଣଭାକ’
ଇତି” । ଅମରକୋଷେର ଟୀକାକାର ମହେଶ୍ଵରର ଲିଖିଯାଛେ—“କାରଣ୍ଡିବ:
କରଡୁବା ଇତି ଖାତଃ । ଅଯଃ କାକଭୁଣ୍ଡୋ ଦୀର୍ଘପାଦଃ କୁଷବର୍ଣ୍ଣଃ” ।
ଦେଖା ଯାଇତେହେ ଯେ ପାଖୀଟୀ କୁଷବର୍ଣ୍ଣ, ଦୀର୍ଘପାଦ ଏବଂ ଇହାର ମୁଖ
କାକେର ଶ୍ରୀଯ । ବିହଙ୍ଗତରେ ଦିକ୍ ହିତେ ବିଚାର କରିଲେ ଦେଖା ଯାଯା
ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲଙ୍ଘନ ହଂସେର ହିତେ ପାରେ ନା । Anatidae
ବଂଶେର ପାଖୀଶ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଯାହାଦେର ରାଜହଂସ ଏବଂ କାନ୍ଦିବ ବଲିଯା
ଆମି ପୂର୍ବେ ପରିଚିଯ ଦିଯାଛି, ପଞ୍ଚିତବ୍ରବିଂ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ବିଶିଷ୍ଟ
ଲଙ୍ଘନକ୍ରାନ୍ତ ବଲିଯା ଏକଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁର୍ବଂଶଭୁକ୍ କରିଯାଛେ । ଆର
ଏକଟି ଅନୁର୍ବଂଶ ଟୁଲେଖଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରି, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ତ
ହଂସଟ ଯାହା ଏଦେଶେ ଶିକାରୀର ଚୋଥେ ପଡ଼େ ତାହାରା ଏହି Anatinae
ଅନୁର୍ବଂଶର ପାଖୀ । ପ୍ରଥମୋତ୍ତ ଅର୍ଥାଏ Anserinae ଅନୁର୍ବଂଶର
ପାଖୀଶ୍ରୀ ଅଧିକତର ବୃଦ୍ଧାୟତନ ହଟିଲେଓ ତାହାଦେର ମନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ
ଚପ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ରୁଦ୍ର; ଚପ୍ଟର ମୂଳଦେଶ ବିଶେଷକୁପେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ
ଚପ୍ଟପ୍ରାମ୍ଭ ଅତି ଶୁଭ ହଟ୍ୟା ବକ୍ରାକୃତି ଧାରଣ କରିଯାଛେ । Anatinae

ଅନୁସଂହାର

ବିହଙ୍ଗଣାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷণ ହିତେହେ—ଚଞ୍ଚୁ ପ୍ରଶକ୍ତ ଏବଂ ଚାପ୍ଟା, ମୂଳଦେଶେର ନୀତେ ଅବଲମ୍ବିତ ଅଂଶ ପ୍ରକଟ । ହଂସେର ଚଞ୍ଚୁ କିମ୍ବା ମୁଖ କଥନିଇ କାକତୁଣୁ ବଲିଆ କାହାରଓ ଭ୍ରମ ହିତେ ପାରେ ନା । ହଂସଚଞ୍ଚୁ ହିତେ ଇହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶ୍ଵରଣ କରିଯାଇ ମନେ ହୟ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଟାକାକାରଗଣ କାକବଜ୍ର, କାକତୁଣୁ ପ୍ରଭୃତି ବାକେୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଯାଛେ । ହଂସେର ପା ତାହାର ଦେହେର ଅମୁପାତେ ଆଦୌ ଦୀର୍ଘ ହୟ ନା । ସମାଗ୍ରୀ ହଂସ ବା Anatidae ବଂଶେର ବିହଙ୍ଗଣାର ଚଞ୍ଚୁଚରଣେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମିଃ ଫିଲ * ବିଶ୍ଵଦରମ୍ପେ ଲିପିବକ୍ଷ କରିଯାଛେ ; ତାହା ଏହିକ୍ରମ—*Bill of medium length or short, usually broad, covered with skin instead of horn, except at the tip (which forms the so-called "nail") and furnished at the edges with horny ridges or "teeth"; * * feet with the shanks of medium length or short * **. ସହଜେ ବୁଝା ଯାଇବେ ଯେ, ହଂସେର ଚଞ୍ଚୁ ଚାପ୍ଟା ଓ ପ୍ରଶକ୍ତ । କାକଚଞ୍ଚୁର କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଅନ୍ତର୍କଳପ,—ଇଂରାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇହାକେ conical ବଲେନ ; ମୋଚାର ଶ୍ଲାଯ ବା ଶର୍ଷବଂ ଇହାର ଆକୃତି, ସ୍ଵର୍ଗୁତ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ । ଅତଏବ କାକବଜ୍ର ଏବଂ ଦୀର୍ଘଭାଙ୍ଗ୍ରୀ ଯେ ବିହଙ୍ଗେର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷণ ମେ ହଂସ ନହେ ଏକଥିଲା ସିକ୍ଷାନ୍ତ ଅବଶ୍ୱର୍ଣ୍ଣାୟୀ । କାକେର ମତ ମୁଖ ଏବଂ ଲଘୁ ଲଘୁ ପା Anatidae ବଂଶେର କୋମ ହଂସେର ଲକ୍ଷণ ବଲିଆ ପରିଭରିବିଳ କଥନିଇ ଆଜିଆ ଲାଇତେ ଅନ୍ତତ ମନ । ଆଲୋଚନାର ବଜ୍ରର ବୁଝା ଯାଇତେହେ,

* The World's Birds (1908), p. 30.



(১) কাক, (২) কাৱণৰ, (৩, ৪) হংস, (৫) জলপিপি ও (৬) পানকোড়িৰ বক্তৃ

କ୍ଲୋପ ଓ କାରଣ୍ଡି

ତାହାତେ କାରଣ୍ଡିର ମାତ୍ର ହଂସବିଶେବ ବଳିଆ ପରିଚୟ ସମ୍ଭାବିତ
ସମ୍ଭାବନ ନା ହିଁଆ ଆମାଦେର ସଂଶୟ ବାଡ଼ିଆ ଯାଏ । ଚରକସଂହିତାର
ଢାକାକାର ଗଙ୍ଗାଧର କବିରାଜେର ମତେ କାରଣ୍ଡି ହିଁତେହେ ପାନକୌଡ଼ି ।
ବୈଷ୍ଣବକଥବସିନ୍ଧୁ ଏହେ * ଇହାର ଜଳପିପି ପରିଚୟାଓ ଦେଖା ଯାଏ । କିନ୍ତୁ
ଡଲନାଚାର୍ଯ୍ୟେର ବର୍ଣନାମୁଦ୍ରାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଆ ଦେଖିଲେ ପାନକୌଡ଼ି
ଏବଂ ଜଳପିପି ଛଇଟା ପାଥୀରଇ ମୁଖ କାକବକ୍ର ହିଁତେ ସଞ୍ଚୂରିଲାଗେ
ଭିନ୍ନ । ପାଠକପାଠିକାର ବୁଝିବାର ସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ଏହି କରେକଟା
ବିହଳେର ବକ୍ତ୍ଵେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଇଯା ଏକଟି ଚିତ୍ର ସମ୍ବିଲିତ
କରିଲାମ । ଇହା ହିଁତେ ସହଜେ ଉପଲବ୍ଧ କରିତେ ପାରା ଯାଇବେ ସେ,
କାକବକ୍ରର ସଙ୍ଗେ ହଂସ, ପାନକୌଡ଼ି ଏବଂ ଜଳପିପିର ମୁଖେର ସାମଜିକ
ନାହିଁ । ଏଥିନ ଅତଃଇ ମନେ ହୟ ସେ କାରଣ୍ଡି ବିହଳାଙ୍ଗରକେ ବୁଝାଯା ।
କି ବିଜ୍ଞ ଏବଂ କି ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟେ ତାହାର ସରପନିର୍ମି ହିଁତେ
ପାରେ ଅତୁସଂହାର କାବ୍ୟେ ତଥ୍ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯଥାଯଥ ଉପକରଣ ପାଓରା ଯାଏ
ନା । ଡଲନାଚାର୍ଯ୍ୟେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୁଦ୍ରାରେ ସେ ଆକୃତିଗତ ଲଙ୍ଘନେର ଉପର
କାରଣ୍ଡିର identification ନିର୍ଭର କରେ ତାହା ହଂସ ଖୁଜିଆ
ପାଓରା ନା ; ଜଳପିପି ଏବଂ ପାନକୌଡ଼ିତେ କାକବକ୍ତ୍ଵେ ସଜ୍ଜନ
କରିତେ ଗେଲେ ତମପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ହାଶ୍ମଜନକ ଆର କି ହିଁତେ
ପାରେ ? ରାମାଯଣେ ରାମକୃତ ତିଳକାଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଯ କାରଣ୍ଡିକେ ଜଳ-
ବୁଝୁଟ ବଳା ହିଁଯାଛେ । ଏହି ଗ୍ରମେର ସେ ଦୃଷ୍ଟେ † କାରଣ୍ଡିକେ ଦେଖା

* ବୈଷ୍ଣବକଥବସିନ୍ଧୁ—ବରିବାର ଉଦେଶ୍ୟ କଥ କବିରାଜ ବର୍ତ୍ତକ ମନ୍ଦିର (୧୯୧୦), ୧୧୦ ପୃଷ୍ଠା ।

† ରାମାଯଣ—କାମିଦୀ ଶର୍ମା କୃତ ବିତୀର ସଂପର୍କ (୧୯୨୩ ଶାକ) ; ଅବୋଧାକାଳ, ୧୧ ମର୍ଗ,

ঝতুসংহার

যাইতেছে, তথায় হংসও সাধুপুষ্পিত পদ্মসমাকুল নদীমধ্যে বিরাজমান। হংস হইতে এই কারণের যে বিভিন্ন এই অনুমান স্বাভাবিক, যেহেতু হংস এবং কারণের উভয়েরই উল্লেখ আছে। ঝতুসংহারের যে দৃশ্য পূর্বে পাঠকপাঠিকার সমক্ষে কাব্য হইতে উদ্ভৃত করিয়াছি সেই দৃশ্যেও হংস, কাদম্ব এবং সারসের সঙ্গে কারণেরকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তাহাতে আভাস পাওয়া যাইতেছে যে এই কারণের অপর কয়েকটা বিহঙ্গ হইতে পৃথক। অতএব কারণের যে হংস নয়, এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বের ধারণা আরও বন্ধমূল হইয়া দাঢ়ায়। এখন তিলকব্যাখ্যায় জলকুকুট বলিয়া কারণের পরিচয় যাহা পাওয়া যাইতেছে পক্ষিবিজ্ঞানের দিক্ষ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে তাহা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটি কথা বলা আবশ্যিক। কারণের যে জলকুকুট এই সিদ্ধান্তের জন্য শুধু এক টীকাকারের বাস্তিগত মত যে দায়ী এমন নহে; বৈদ্যকশব্দসমূহ গ্রন্থে * লিখিত আছে—“জলকুকুটঃ কারণে ; বৈদ্যকনিঘট্টঃ”। জলকুকুটের চঙ্গ এবং চরণ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় ডল্লনমিশ্রের বর্ণনা তৎসমস্বক্ষে বিশেষকাপে খাটে এবং দেহের বর্ণ মিলাইয়া লইলে কৃষ্ণবর্ণভাবক পদের সার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। এই জলকুকুট সাধারণ ইংরাজের নিকট coot বলিয়া পরিচিত; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Fulica a. atra Linn.। জলাশয়ে এবং নদীবক্ষে হাসের সঙ্গে একত্র তাহাকে বিচরণ করিতে দেখা যায়,

* বৈদ্যকশব্দসমূহ—কবিবাচ উমেশচন্দ্র শপ্ত কবিবত্ত কর্তৃক মুক্তিপত্র (১৯১৪), ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

କ୍ରୋଟ ଓ କାରଣ୍ତବ

ଏବଂ ପ୍ରାୟଟି ଏହି ଅବସ୍ଥା ତାହାକେ ହୁଁସ ବଲିଯା ଭମ ହୟ ; ଏମନ
କି ଉଂପତନକାଳେও ଏହି ଭମ ସଂଶୋଧନ ହୟ ନା । ମି ଡେଓୟାର *
ବଲେନ—“The only bird that is likely to be mistaken
for a duck when on the wing is the coot.” ତିନି
ଆରା † ବଲେନ—“The coot does not appear to derive
any benefit from its resemblance to the duck ;
on the contrary many a coot has lost its life
because it has deceived inexperienced sportsmen.
In this case it is similarity of habits that has
brought about the likeness.” ଅପର ଏକଜନ ‡ ପଞ୍ଜିତବ୍ରିଂ
ଲିଖିଯାଛେନ—“Its favourite haunts are large tanks, or
sheets of water, with reedy and weedy margins.
Swimming about among these it looks very like a
Duck and at a distance may be mistaken by
anybody * * . The presence of Coots on any
water is said to encourage and attract Ducks,
and the two are often found in company.” କିନ୍ତୁ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୟ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟା ପାଖୀର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଓ
ସଭାବସାମା ଦେଖିଯା ଆମାଦେର ଦେଶେ ସାଧାରଣ ସଂକ୍ଷାରେ ଉଭୟକେ
ଏକପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ବଲିଯା ପରିଚିତ କରା ହୟ । ଖୁବ ମନ୍ତ୍ରବତ୍ତଃ ଏହି

* The Common Birds of India, Vol. I, Part I (1923), p. 1

† Ibid., Vol. II, Part I (1925), p. 1.

‡ EHA., The Common Birds of Bombay, Second Edition, pp. 175-176

କାରଣେ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନଗୁଲିତେ ତାହାର ଛାପ ପଡ଼ିଯାଛେ । କିନ୍ତୁ
ହୁସ ଏବଂ ଜଳକୁକୁଟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ସେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଆଛେ ତାହା ତାହାଦିଗେର
ଚଞ୍ଚୁ, ଚରଣ ଏବଂ ଦେହେର ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତି ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରିଲେ ସହଜେ ପ୍ରତୀଯମାନ
ହୁଁ । ମି: ଡେଓଯାର * ଏହି ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବିଶେଷକାପେ ଦେଖାଇଯା ଲିଖିଯାଛେ—
“The dark colour, the more pointed bill, the more laboured flight during which the long legs and
toes project behind the tail, the fact that before he can rise from the water he has to run along
the surface for a few paces, and the confiding habits should suffice to enable the tyro to differen-
tiate the coot.” ଏହି ବର୍ଣନା ହିତେ ବେଶ ବୁଝା ଯାଇତେଛେ ସେ,
ଜଳକୁକୁଟର ଦେହେର କାଳୋ ରଂ, ଇହାର ଅଧିକତର ଲୟା ମୁକ୍କାଗ୍ର
ଚଞ୍ଚୁ ଏବଂ ମୁଦୀର୍ଥ ପା ଏବଂ ପଦାଙ୍ଗୁଳି ତାହାର ଅନ୍ତାନ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର
ସଙ୍ଗେ ତାହାକେ ହୁସ ହିତେ ପୃଥକ କରିଯା ଦେଯ । ହୁସର ଶାୟ
ଇହାର ଦଲେ ବିଚରଣ କରା ସ୍ଵଭାବ ଦେଖା ଯାଯ । ଭାରତବର୍ଷେ ଥାନେ
ଥାନେ ଏହି ଜଳକୁକୁଟ ହାୟୀ ଅଧିବାସୀ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତେର ପ୍ରାକାଳେ
କୋଥା ହିତେ ଉଡ଼ିଯା ଆସିଯା ଏତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାୟ ସେ ଏଦେଶେର
ଖାଲ, ବିଲ, ତୁମ, ସମ୍ରୋବର ଅଧିକାର କରିଯା ବସେ ସେ ସେଇ ସମସ୍ତ
ପାର୍ଶ୍ଵକେ ଯାଧାବର ସାବ୍ୟକ୍ଷ ନା କରିଯା ଥାକା ଚଲେ ନା । ନଦୀବକ୍ଷେ
coot-ଏର ଜ୍ଞାତିବର୍ଗକେ କଦାଚିଂ ଦେଖା ଯାଯ, କିନ୍ତୁ ଜଳକୁକୁଟ
ଅନେକାଂଶେ ହୁସଭାବାପନ୍ନ ବଲିଯା ତଥାର ସେ ବିରଳଦର୍ଶନ ନାହିଁ ।

* The Common Birds of India, Vol. I, Part I (1923), p. 1.



କୋଟ ଓ କାରତ୍ତ

ମି: ହିସ୍ତାର * ଲିଖିଯାଇନ—“The Coot is more definitely aquatic than most of the Rail family, and frequents more open water, such as lakes, tanks and slowly moving rivers.” ଅଳୁକୁଟିର କଟଖଣି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ କରଣ; ମି: କ୍ଲ୍ରାଟ ବେକାର † ବଲେନ ଏହି ଅର “Kraw Kraw” ଏଇରେ ଶୋନାଯାଇଥିବା ପାଠକପାଠିକାକେ ଆମି ମୁରମ କରାଇତେ ତାଇ ଜାମାଚାର୍ଦେର କଥା,—“ଅଞ୍ଜେ କରହମାହଃ”। ଏହି “କର ହର” ଶବ୍ଦ ଉତ୍ସବିତ “କ୍ର କ୍ର” ଖଣିର ସଙ୍ଗେ ବିଲେ ନା କି? ବଲା ବାହଲ୍ୟ ବେ ପାରୀର ପରିଚୟ ଏବଂ ନାମକରଣ ଅନେକ କୁଳେ ତାହାର କଟଖଣି ଅବଲହନେ ହଇଯା ଥାକେ; ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତବ୍ୱରାପ ଦୂର, ବଞ୍ଚି-କଥା-କଥା, ଟିଟି ପ୍ରଭୃତିର ମାଧ୍ୟମ କରା ଥାଇତେ ପାରେ ।

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 339.

† Journal of the Bombay Natural History Society, Vol. XXXI (1928), p. 346.

কোকিল, শিথী ও শুক

নৌহারপাতবিগমে শিশিরাবসানে যাহার কলকষ্ট শুবদনানিষ্ঠিত
যুবকের চিত্ত প্রিয়মাণ করিয়া ফেলে, গৃহকর্মরতা লজ্জাবনতা
কুলবধূর হৃদয় ক্ষণেকের নিমিত্ত পর্যাকুল করিয়া তুলে, যাহা
বায়ুভবে কম্পমান কুশুমিত সহকারশাখার মধ্য দিয়া প্রসারিত
হইয়া দিঘিদিকে বসন্তের আগমন বাঞ্চা ঘোষিত করে; মেট
কোকিলের ছবি ঋতুসংহারের ষষ্ঠ সর্গে নিপুণভাবে চিত্রিত
বঙ্গিয়াছে—

তুঁ কোকিলম্বুতরস্মাসঘেন
মলঃ প্রিয়া কুমৰতি যাঙ্গাহৃষ্টঃ ।

କୋକିଳ, ଶିଥୀ ଓ ଶୁକ

କୋକିଳ ଓ ଅମରେର ସାନନ୍ଦ କୃଜନଗୁଣଙ୍କରେ କୁଳବଦ୍ଧଗଣ ବିଚଲିତ
ହଇତେଛେ—

ପୁଂସକୋକିଲୈ: କଳବଚୋଭିରପାତାହର୍ଷଃ
କୃଜାଦ୍ଵିରନ୍ମଦକଳାନି ବଚାଂସି ଭୃଙ୍ଗୀ: ।
ଲଜ୍ଜାନ୍ଵିତଂ ସଧିନ୍ୟଂ ହୃଦ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନ
ପର୍ଯ୍ୟକୁଳ କୁଳଗୃହେଽପି କୃତଂ ବଘୁନାମ ॥

କବି ବାରଶାର ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଶୁନାଇତେଛେ, ମଧ୍ୟାସେ ମଧ୍ୟ
କୋକିଲଭୃନାଦ ନରନାରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହରଣ କରିତେଛ,—

ମାସେ ମଧ୍ୟୌ ମଧୁରକୋକିଲଭୃନାଦୈ-
ନର୍ଯ୍ୟୋ ହରନ୍ତି ହୃଦ୍ୟ ପ୍ରସମଂ ନରାଣାମ ।

ସମଦମୟୁଭରାଣାଂ କୋକିଲାନାଂ ଚ ନାଦି:
କୁମୁଦିତସହକାରୈ: କର୍ଣ୍ଣିକାରୈଷ୍ମ ରମ୍ୟ: ।
ଇଷ୍ଟୁଭିରିଷ୍ଵ ମୁତୀଶ୍ଵରିମାନସଂ ମାନିନୀନାଂ
ତୁଦତି କୁମୁଦମାସୋ ମନ୍ମଥାର୍ଜିନାୟ ॥

ଏହାଲେ ଲଙ୍ଘା କରା ଯାଇତେଛେ ଯେ, କବି ପ୍ରଙ୍ଗୋକିଲେର ଡାକେର
କଥାଟି ବିଶେଷ କରିଯା ବଲିତେଛେ । ଏକଟି କଥା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବନ୍ଦୀ
ଆବଶ୍ୟକ । ପାଖୀଦର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷଟାଟି ଗାନ କରେ,—
ତେବେ ଡାରଉଇନତ୍ସୁପସ୍ତିଗଣ ବିଶେଷଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେନ । ଡାଶାଦେର
ମତେ ପାଖୀର ଯୌନନିର୍ବାଚନ ଓ ନୈମର୍ଗିକ ନିର୍ବାଚନତ୍ସେବର ସହିତ ଏଟି
ସାଧାରଣ ସତାଟି ସନିଷ୍ଠଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ । ବିଶ୍ଵାସତ୍ସେବର ଦିକ୍ ହଟିଲେ

ଝାତୁ ସଂହାର

ଦେଖିଲେ ଇହା ଅମ୍ବଳକ ବଜା ଚଲେ ନା । ଅତେବ ମେ ହିସାବେ ଝାତୁ ସଂହାରେର ବସନ୍ତବର୍ଣ୍ଣନାୟ ଯେ ପୁଙ୍କୋକିଲେର କଠିଖନି ଶ୍ରତ ହଇବେ, ଇହା ସାଭାବିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ । ଶ୍ରୀକୋକିଲେରଓ ଡାକ ଶୋନା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଵର ଚିରଦିନ ଭାରତବର୍ଷେର ଆବାଲବୃକ୍ଷ-ବନିତାକେ ମୁଦ୍ଦ କରିଯା ଆସିଥିଛେ, ତାହା ନିଶ୍ଚଯାଇ ଏହି ପୁଙ୍କୋକିଲେରଇ କଠିଖନି । ବସନ୍ତାଗମେ କୋକିଲେରା ସରକାରୀ ପାତିଯା ବମେ ନା, ଅର୍ଥଚ ଏହି ସମୟେଇ ତାହାଦେର ଗର୍ଭଧାନକାଳ । ତାହାଦେର ଜୀବନେର ପରଭୂତରହୃଦୟେର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହୁଲେ ତୁଳିତେଛି ନା ;—ଏହି ଗର୍ଭଧାନକାଳେ କିନ୍ତୁ କୋକିଲଦମ୍ପତ୍ତୀର କଳକଠ, ବିଶେଷତଃ ପୁଙ୍କୋକିଲେର କଠିସ୍ଵର ଇଂରାଜଦିଗେର ମଣ୍ଡିଷ୍ଟବିକୃତି ଜୟାଯା ; ନହିଁଲେ ତାହାରା କୋକିଲକେ Brain-fever Bird ବଲିବେନ କେନ ? ମିଃ ଡେଓଯାର * ଲିଖିଯାଛେ—“This noble fowl has three calls, and it would puzzle anyone to say which is the most powerful. The usual cry is a crescendo *ku-il*, *ku-il*, *ku-il*, which to Indian ears is very sweet-sounding. Most Europeans are agreed that it is a sound of which one can have too much. The second note is a mighty avalanche of yells and screams, which Cunningham has syllabised as *Kuk*, *kūñ*, *kūñ*, *kūñ*, *kūñ*. The third cry, which is uttered only

* A Bird Calender for Northern India (1916), pp. 84-85.

କୋକିଳ, ଖିରୀ ଓ ଶୁକ

occasionally, is a number of shrill shrieks : *Hekaree, karee, karee, karee.*

"The voice of the koel is heard throughout the hours of light and darkness in May, so that one wonders whether this bird ever sleeps. The second call is usually reserved for dawn, when the bird is most vociferous. This cry is particularly exasperating to Europeans, since it often awakens them rudely from the only refreshing sleep they have enjoyed, namely, that obtained at a time when the temperature is comparatively low." କୋକିଲଦିପ୍ତୀର କଠ୍ଠସ୍ଵରେର ତାରତମ୍ଯ ବିହୃତବିଂ ମିଃ ହିସ୍‌ଲାବ * ବିଶେଷକାପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଇଛେ—“It consists of two syllables *ko-el* repeated several times, increasing in intensity and ascending in the scale, with an indefinable sound of excitement in it. This call appears to be uttered by both sexes and it is often heard at night—an unmistakable token of the hot weather. Another call *ho-y-o* is apparently the property of the male alone. A third call of the water-bubbling type is probably

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p 253

ଆତୁମୁହାର

common to both sexes.” ଉଂପତନଶୀଳ ପୁଙ୍କୋକିଲେର ଯେ ମିଷ୍ଟ ରବ ଆୟ ଶୁଣିତେ ପାଓୟା ଯାଯ, ଜାର୍ଡନ * ତାହାକେ somewhat melodious and rich liquid call ବଲିଯା ବର୍ଣନା କରିଯାଛେ । ବାସ୍ତବିକ ତାହାର କଷ୍ଟସ୍ଵରେ ଏହି ମାଧ୍ୟୁଦ୍ୟ ନା ଥାକିଲେ କି କୋକିଲକେ “ବିତମୁର ବନ୍ଦୀ” ଆଖ୍ୟା ଦେଓୟା ଯାଯ ?

**ମତ୍ୟଭୋ ମଲ୍ୟାନିଲଃ ପରଭୃତୋ ଯଦ୍ରନ୍ଦିନୋ ଲୋକଜି-
ତସୋଽୟ ବୋ ବିତରୀତରୀତୁ ବିତନ୍ତର୍ମଦ୍ରଂ ବସନ୍ତାନ୍ଵିତଃ ।**

ଯେ କଲକଟେ ମଦନେର ବୈତାଲିକ ଗୀତ ମୁଚିତ ହୟ, ତାହାକେ ଉପେକ୍ଷା କରା ଚଲେ ନା; ତାଇ ବସନ୍ତବର୍ଣନାୟ କୋକିଲ ଏତଥାନି ଜାୟଗା ଜୁଡ଼ିଯା ବସିଯା ଆଛେ । ଅଶ୍ଵପୁଷ୍ଟ ବିହଙ୍ଗଟି ଚୁତରମାସରେ ପରିତୃପ୍ତ ହୟ; ନାନାମନୋଙ୍କୁ ସୁମର୍ଦ୍ରମଭୂଷିତ ପର୍ବତେର ସାମୁଦ୍ରେଷେ ତାହାର ବାସ ଓ ବିହାରଭୂମିର ସନ୍ଧାନ ପାଓୟା ଯାଯ ;—

**ନାନାମନୋଙ୍କୁ ସୁମର୍ଦ୍ରମଭୂଷିତାନ୍ତା-
ନୃପ୍ରାନ୍ୟପୁଷ୍ଟନିନଦାକୁଳସାନୁଦେଶାନ ।
ଶାଲୀଯଜାଲପରିଣାମଶିଳାତଳୌଘା-
ନୃପ୍ତା ଜଳ: ଦିତିଭୃତୋ ମୁଦ୍ରମେତି ସର୍ବ: ॥**

ମହାକବିର ଏହି ବର୍ଣନା ଆଧୁନିକ ପଞ୍ଜିତସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ-ଫଳେର ସଙ୍ଗେ ମିଳାଇଯା ଲାଇଲେ କୋନ୍ତ ବିରୋଧ ଦେଖା ଯାଯ ନା । କେମନ କରିଯା ପରେର ବାସାୟ ଡିମ ଫୁଟିଯା କୋକିଲେର ଛାନା ବାହିର

* The Birds of India, Vol. I (1862), p. 313.

কোকিল, শিশী ও শুক

হয়, কি উপায়ে এতকাল ধরিয়া শক্রপূরীতে কোকিলশিশুর জীবনরক্ষা হইয়া আসিতেছে এ রহস্য বিহঙ্গতসজ্জিজ্ঞাসুর কাছে সুপরিচিত; মহাকবির দৃষ্টি এই অন্যপুষ্টি বিহঙ্গ এড়াইয়া যায় নাই। তিনি ইহার আহার ও বিহারভূমির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আধুনিক পক্ষিবিজ্ঞানামূলমৌদ্রিত মনে হইবে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন যে কোকিলকে আড়াই হাজার ফুট উর্দ্ধ পর্যাম্প পর্বতসামুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষরাজির মধ্যে এই বিহঙ্গ বিচরণ করে এবং সে প্রধানতঃ ফলভূক্ত। এ সম্পর্কে বিহঙ্গতস্ববিং মিঃ হষ্টস্মার † বলেন—“It is a bird of groves and gardens, haunting patches of large trees in whose shady boughs it finds concealment and whose fruits it eats.”

কোকিল সমক্ষে স্বতঃই একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে,—ঝুতুসংহারের কবি কেবল বসন্তবর্ণনায় ইহাকে আসরে নামাইলেন কেন? অন্যান্য ঝুতুতে সে কি প্রকৃতিব জীবননাটো যবনিকার অস্তুরালে আস্থাগোপন করিয়া থাকে? সে কি যাযাবর? Messenger of springএর মত মধুমাসের আগমনবার্ষা ঘোষণা করিবার জন্য সহসা ফাণুন-চৈতে সে তাহার পক্ষম দ্বারে দিগন্ধনাগণকে চঞ্চল করিয়া তোলে? ইহার উক্তরে বিহঙ্গ-

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 174.

† Popular Handbook of Indian Birds (1928), pp. 252-253.

ঞাতুসংহার

তত্ত্ববিং বলিবেন যে,—“It is locally migratory” * এ
ভারতবর্ষের কোকিল আংশিকভাবে যায়াবর। তবে যা
হংসের শায় সে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যায় না, ভারতঃ
মধ্যেই প্রদেশ হইতে প্রদেশস্থানে, এক জিলা হইতে আর
জিলায় অন্ধকূল আবেষ্টনে ঝাতুবিশেষে আগ্রায় গ্রহণ করে; তৎ
নিয়মিত সময়ে আবার পূর্বস্থানে আবিভূত হয়। শীতক
এই বিহঙ্গ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করে ইহা বিশেষরূপে
করিয়া মিঃ ডেওয়ার † লিখিয়াছেন, “the koel and parac
flycatcher likewise desert us in the coldest montl
পাঞ্জাবে সে বসন্তের আগস্তক হিসাবে উপস্থিত হয় ই
মিঃ ডেওয়ার ‡ বলিয়াছেন। আংশিকভাবে যায়াবর হইলেও কো
বৎসরের অধিকাংশ সময় নীরবে বৃক্ষপত্রাস্তরালে প্রচলন থা
কালাতিপাত করে। আশচর্যের বিষয় এই যে, তাহার মৌন
প্রায় ভঙ্গ হয় না। তাই অনেক সময় সে আমাদের চোখে
না বলিয়া ভুলক্রমে আমরা তাহাকে যায়াবর বিহঙ্গ বলিয়া সা
করিতে প্রবৃত্ত হই। বাস্তবিক তখন সে স্বচ্ছন্দে কুস্মমন্ত্রমা
গোপন আবেষ্টনে জীবনযাপন করিতেছে। এই মৌনী পিক †
বসন্তাগমে মুখর হইয়া উঠে এবং যতই দিন যায়, ততই তা
কাকলি ভারতবর্ষের কুঞ্জে কুঞ্জে বনবীথিকায় পথিককে উ
করিয়া তোলে। নবীন বসন্তে পিকবধূর গর্ভাধানকাল উপস্থিত ই

* Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 252.

† A Bird Calender for Northern India (1916), p. 43.

‡ Glimpses of Indian Birds, p. 100.

କୋକିଲ, ଶିଥୀ ଓ ଶୁକ

ତଥନ ପିକଦମ୍ପତୀର କଳକୁଜନେର ବିରାମ ଥାକେ ନା । ଜାର୍ଡନ * ଲିଖିଯାଛେ—“About the breeding season the Koel is very noisy, and may be then heard at all times, even during the night, frequently uttering its well-known cry of *ku-il ku-il*, increasing in vigour and intensity as it goes on.”

ଏଥନ ଅବଶ୍ୟକ ସୁଧିତେ ପାରା ଯାଇବେ ଯେ ଝତୁସଂହାରେର ବସନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ ଝତୁବର୍ଗନାୟ କୋକିଲେର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ନା କେନ । ଆଂଶିକ ଯାଯାବରହେର ପରିଚୟ ଦିଲେଓ ଯତଞ୍ଚଲା ବିହଙ୍ଗ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଭାରତେର ଅମୁକୁଳ ପ୍ରଦେଶେ ଗୃହସ୍ଥାଲିର ଜନ୍ମ ଉପର୍ଚିତ ହୟ, ତାହାରା ସମଗ୍ରୀ ବସନ୍ତ ବା ଗର୍ଭାଧାନକାଳ ଶେଷ ନା ହେୟା ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଥାକେ । ବର୍ଷାଶେଷେ ଅଥବା ଶିଶିରେ ତାହାଦେର ମୁଖ୍ୟରତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ହଟେଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୟ । ଝତୁପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋକିଲଦମ୍ପତୀର କଞ୍ଚକାରେର ଯେ ବୈଲକ୍ଷণ୍ୟ ସଟେ, ତାହା ମିଃ ଡେଓଯାର ବିଶେଷଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଯାଛେ । ଆଗଟ ମାସେ ପିକକଟ୍ଟେର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଞ୍ଚକେ ତିନି † ବଲେନ—“These call only for a short time, remaining silent during the greater part of the day.” ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାଦେ କୋକିଲେର ଥର ଅତାଧୁ ବିରଳ,—“heard on rare occasions; before October has given place to November, these noisy birds cease to

* The Birds of India, Vol. I (1862), p. 343.

† A Bird Calender for Northern India (1916), p. 138.

ঝাতুসংহার

trouble.” * এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বাস্তবিকই
বঙ্গিমচল্লের ভাষায় বলিতে হয় “তৃষ্ণি বসন্তের কোকিল, শীত-
বর্ষার কেহ নও।” বিহঙ্গটির বৈজ্ঞানিক নাম Eudynamis
scolopaceus (Linn.)।

এখন কোকিলকে বিদায় দিয়া ময়ুরের কথা পাড়িব। পূর্বে
মহাকবির মেঘদৃতখানি অবলম্বন করিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে,
তিনি সজলনয়ন শুঙ্গাপাঙ্গ নীলকণ্ঠ ময়ুরকে উপেক্ষার চক্ষে
দেখেন নাই। ঝাতুসংহারে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনায় সেই
ময়ুরের ছবি বিচিত্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে নব নব ভঙ্গিমায় ফুটিয়া
উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ডমূর্ধাকিরণতপ্ত বিদহমান ফণী
অধোমুখে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রায় নিশ্চল হইয়া
ময়ুরের তালে শয়ান রহিয়াছে;—ক্রান্তদেহ কলাপী কলাপচক্রের
মধ্যে নিবেশিতানন সর্পকে হনন করিতেছে না।

শুনামিকল্পঃ সঘির্গভস্তিমিঃ
 কলাপিনঃ ক্লান্তশারীরচেতসঃ ।
 ন ভাগিনং প্লন্তি সমীপবর্তিনং
 কলাপচক্রস্তু নিষেশিতাননম् ॥

যাহাদের মধ্যে খাদ্যাদক সম্বন্ধ তাহাদের এইরূপ অবসাদ,
ক্রান্তি ও শাস্তির ছবি জগতের কোনও সাহিত্যে অশ্ব কোনও

* A Birth Calender for Northern India (1916), p. 168.

କୋକିଳ, ଶିଥି ଓ ଶ୍ରୀ

କବି ଏମନ କରିଯା ଦିତେ ପାରିଯାଛେନ କି ନା ଜାନି ନା । କିନ୍ତୁ ଏହି ସାପ ଓ ମୟୁରଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ଯେ ପ୍ରଚାଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମେର ଛବି ଆମାଦେର ମନଶ୍କ୍ଲୁର ସମକ୍ଷେ ଜାଗିଯା ଉଠିଲ, ତେମନଟି ଆର କିଛୁତେ ଫୁଟିଯା ଉଠିତ କି ନା ସନ୍ଦେହ । ଉଂକଟ ବଞ୍ଚିତପ୍ରତାର ଦିକ୍ ହଇତେ ଦେଖିଲେ ହୟ ତୋ ସମାଲୋଚକ ବଲିବେନ ଯେ, କବିବର ଏଥାନେ କିଛୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଯାଛେ । ବାନ୍ଧବିକ ଜୀବତସ୍ତ ହିସାବେ ଉତ୍ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଖାତ୍ତଥାଦକ ସମସ୍ତ ରହିଯାଛେ ଏକଥା ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରିବାର ଯୋ ନାହିଁ । ପାଠକବର୍ଗେର ଶ୍ଵରଣ ଧାକିତେ ପାରେ ଯେ, ଏହି ମୟୁରଟି ଆମାଦେର ପୁରାତନ ପରିଚିତ ବଙ୍ଗ *Pavo cristatus Linn.* । ତାହାର ବିଶାରେର କଥା ବଲିବାର କିଞ୍ଚିତ ସୁଯୋଗ ପାଇୟାଛିଲାମ ; କିନ୍ତୁ ଆହାରେର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲା ହୟ ନାହିଁ । ଭାରତ ଗଭର୍ଣ୍ମେଟେର କୃଷି-ବିଭାଗେର ପ୍ରକାଶିତ ନିବକ୍ଷେ ଭାରତବର୍ଷୀୟ ପକ୍ଷୀର ଆହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବିବୃତ ହଇଯାଛେ । ତମଧ୍ୟେ ଶିଥିର ଆହାର୍ୟପ୍ରସଂଗେ * ଏଇରପ ଲିପିବନ୍ଦ ଆଛେ—“They feed on grain, buds, shoots of grass, insects, small lizards and snakes.” ମିଃ ଷ୍ଟୁଯାର୍ଟ ବେକାର † ଲିଖିଯାଛେ—“Peafowl are almost omnivorous in their own diet and will eat all and any kind of grain, young green crops, insects, small reptiles, mammals and even snakes.” ପ୍ରଥମ

* Mason, C. W., and Lefroy, H. M., The Food of Birds in India (January 1912), p. 225.

† The Game-Birds of India, Burma and Ceylon, Vol III (1930), p. 83.

ঝাতুসংহার

সূর্যাতপে সাপ ও ময়ুর কোনও কৃপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে আদৌ রাজী নহে ;—একটি খাঢ়াহরণচেষ্টা হইতে একেবারেই বিরত, অপরটি এতই মুহূর্মান যে পলাইবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, হিংস্র শক্রের বর্হভারশীতল তন্দেশকে উপাদেয় মনে করিয়া তথায় নিশ্চিন্তচিত্তে অবস্থান করিতেছে ।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের এই আলস্যমন্থর নিষ্পত্তি নির্জীবপ্রায় ময়ুরটি কিন্তু গ্রীষ্মাপগমে আসম বর্ধায় তাহার সমস্ত আলস্য ও অবসাদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিকীর্ণবিষ্ণীর্ণকলাপশোভায় আমাদিগকে মুক্ত করিয়া ফেলে—

সদা মনোহং স্বনতুত্সবোত্সুকং
ধিকীর্ণবিস্তীর্ণকলাপহোমিতম্ ।
সসংপ্রমালিঙ্গনত্বুম্বনাকুলং
প্রতৃতনন্ত্যং কুলময় বর্হিণাম্ ॥

এই শূরিত বর্হমণ্ডলীর চিত্তহারণী শোভায় মুক্ত হইয়া উৎপলভূমে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপ আসিয়া তত্ত্বপরি পতিত হইতেছে—

ধিপমপুষ্যাং ললিনোং সমুত্সুকা
ধিহায ভূঙ্গাঃ শুতিহারিলিস্থনাঃ ।
যতন্তি মূড়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যোং
কলাপচক্রেন্তু নবোত্পলাহায়া ॥

কোকিল, শিশী ও শুক

পর্বতে পর্বতে ময়ুরের নৃত্যের কথা পূর্বে * বিবৃত
করিয়াছি। ভূধরকে কেমন বিচ্ছি সৌন্দর্যে ইহারা মণিত
করিতে পারে তাহার একটি চির ঝুসংহারের কবি দিয়াছেন।
পর্বতের গাত্র বহিয়া প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে; শ্বেত উৎপলের
আভায় মণিত হইয়া মেঘ উপলখণ্ডলিকে চুম্বন করিতেছে;
নৃত্যপরায়ণ শিখীদের আনন্দ নর্তনে আকুল হইয়া ভূধরগুলি
প্রকৃতিকে সমুৎসুক করিয়া তুলিতেছে—

সিতোত্যলাভাম্বুদ্ধমিতোপল্লাঃ
সমাচিতাঃ প্রদ্বৰণীঃ সমলতঃ ।
প্রবৃত্তনৃত্যঃ হিত্তিমিঃ সমাকুলাঃ
সমুলমুক্তব্যঃ জনযন্তি ভূঘৰাঃ ॥

বর্ধার এই নৃত্যপরায়ণ ময়ুর শরদাগমে কিন্তু পূর্বের মত
আর উল্লেখ হইয়া গগন নিরীক্ষণ করে না—

ঘন্যন্তি নোজনমুখা গণন মযুরাঃ ।

মেঘদূতপ্রসঙ্গে বলিয়াছি যে বর্ধাকালটি ময়ুরের দাম্পত্যলীলার
প্রশংসন সময় এবং এই সময়ে মেঘসন্দর্শনে পর্বতে পর্বতে তাঁর
আনন্দনৃত্য ও কেকাঞ্জনি নিসর্গশোভার একটি বাস্তব অঙ্গ।
বর্ধাশেষে গর্ভাধানকাল অঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ময়ুরের
দাম্পত্যলীলার অবসান হয়; সঙ্গে পত্রস্থলানে সে তীব্রপ্রভ

* ৪২ ৪৩ পৃষ্ঠা জ্ঞাত্বা ।

ଆତୁସଂହାର

ହଇଯା ଥାକେ ; ତାହାର ପୂର୍ବେର ସ୍ଵରଳହରୀ ଓ ମେଘସନ୍ଦର୍ଶନେ ଆକୁଳତା ଆର ଥାକେ ନା । ତାଇ ଆତୁସଂହାରେ ଦେଖିତେ ପାଇତେଛି ଯେ ଶରତେ ଶିଶିରେର ପ୍ରାକାଳେ ମଦନ ଭୃତ୍ୟପ୍ରୟୋଗରହିତ ଶିଖିଗଣକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେଛେ—

ନୃତ୍ୟଯୋଗରହିତାଚ୍ଛିଲିନୀ ବିହାୟ
ହଂସାନ୍ତୁଷ୍ଟି ମହନୀ ମୟୁରମୀତାନ୍ ।

ଏଇଥାନେ ଆତୁସଂହାରେର ବିଠଙ୍ଗପରିଚୟ ଶେଷ ହଇଲ ଭାବିତେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ କିଂଶୁକ ପୁଷ୍ପେର ଆଡ଼ାଳ ହଇତେ ବସନ୍ତଅତୁତେ ଛଦ୍ମବେଶେ ଶୁକପାଥୀକେ ଦେଖିତେ ପାଇତେଛି ;—ଏକେବାରେ ତାହାର କଥା କିଛିଟ ନା ବଲିଯା କେମନ କରିଯା ଆତୁସଂହାରେର ପାଥୀର କଥା ଶେଷ କରା ଯାଏ । କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିତେଛେ

କି କିଞ୍ଚୁକି: ହୃକମୁଖଚ୍ଛବିମିଳି ମିଳି
କି କର୍ଣ୍ଣିକାକ୍ରମୁମ୍ରିନ ହୃତ ନ୍ତୁ ଦୟମ ।

ଅର୍ଧାୟ ଟିଆପାଥୀର ମୁଖେର ଛବିର ମତ ପଲାଶକୁସୁମ କି ନାରୀଗତଚିନ୍ତି ଯୁବକେର ମନକେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିତେ ସମର୍ଥ ହଇତେଛ ନା ? ଏଥାନେ ମୌଳର୍ଯ୍ୟେର କବି କାଲିଦାସେର ଚକ୍ର ପାଥୀର ଝାପେର ସଙ୍ଗେ ମୂଲେର କାନ୍ତିର ବିଚିତ୍ର ସଞ୍ଜିଳନ ହଇଲ ବାଟେ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ

কোকিল, শিঙ্গী ও শুক

তত্ত্বজ্ঞানুর সমক্ষে বিহঙ্গশাস্ত্রের সঙ্গে উন্নিদ্বিগ্যা আসিয়া মিশল। এই ফুলের ও পাথীর কথা, উন্নিদ্বিগ্যার ও বিহঙ্গত্বের অপুরণ সংঘর্ষ, ইহা যে কেবল কবির মন্তিষ্ঠপ্রসূত তাহা নহে ; প্রকৃতির চিত্রপটে ফুল ও পাথী যে সৌন্দর্যের রেখা টানিয়া যায়, কাপে ও রসে, গঁজে ও স্পর্শে যে মাধুর্যা বিকীর্ণ করে, তাহা কবির রসসাহিত্যের অত্যাবশ্রুক উপাদান বটে ; কিন্তু botanist ও ornithologist পাশাপাশি বসিয়া বৈজ্ঞানিক চৰ্মা চোখে অঁটিয়া পাথীর ও ফুলের লীলা দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে আমি পরাগকেশের ও গর্ভকেশের এবং চঞ্চপটু-সাহায্যে উভয়ের মধ্যে বিহঙ্গের দৌত্যের কাহিনী বিবৃত করিতে চাহি না ; পক্ষিতত্ত্ব ও উন্নিদ্বিত্ব এই উভয় তত্ত্বের দিক্ হইতে economic ornithology'র অবতারণা করিতেছি না ; কিন্তু এ অবস্থায় ঐ টিয়াপাথীর মুখোসপরা কিংশুককে লইয়া কি করিব ? শুধু মেটামুটি অবৈজ্ঞানিক ভাবে বোধ হয় এখানে উভয়ের বর্ণসাদৃশ্য দেখাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছি বলা জলে না। পলাশফুলের রং লাল ; আর, বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের ছড়ার ভাষায় বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হউবে—টিয়াপাথীর পেটেটি লাল।

13

ବ୍ୟୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଙ୍ଗବ

১

হংসচিত্র

মেঘদূতঞ্জলি সংহারে যে সমস্ত হংসের চির নানা পরিবেষ্টনীর
মধ্যে ঝুতুভেদে অথবা বিশেষ করিয়া আসন্ন বর্ধায় বিচ্ছিন্নণে
অঙ্গিত হইয়াছে, তাহা লইয়া তত্ত্বজ্ঞানুর কৌতুহলনিরুত্তিমানসে
কতকটা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছিলাম।
গুরু হংস কেন, কবিবর্ণিত সকল বিহঙ্গ সম্পর্কেই আমাদের
তত্ত্বজ্ঞানা মাত্র এই দ্রষ্টব্যানি কাব্যালোচনার মধ্যে পর্যাবসিত
থাকিতে পারে না। মহাকবির আরও দ্রষ্টব্যানি কাব্যসাহিত্যাবলম্বনে
জ্ঞানপিপাসানিরুত্তির চেষ্টায় স্মৃফসের আশা করা যায় না কি?
রঘুবংশকুমারসম্ভবের মধ্যে হয় তো অনেক পাখীর সঙ্কান আমরা
পাইব যাহাদের সঙ্গে আমাদের পূর্বে পরিচয় হইয়া গিয়াছে;
হয় তো এমন আরও অনেক পাখী আমাদের নয়নগোচর হইবে
যাহাদের সহিত নৃতন করিয়া পরিচয়সাভের সুযোগ ঘটিবে এবং

ରଧୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ରବ

ଯାହାଦିଗକେ ଲହିୟା ନାଡ଼ାଚାଡ଼ାଯ ଆରଓ କିଛୁ ନୃତ୍ନ ତଥ୍ୟେର ସଙ୍କାନ ପାଓୟା ଯାଇବେ । ଇହଦେର ପୁନରଳ୍ଲେଖ ସେ ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟୋଜନ ଏମନ କଥା ମନେ କରା ଯାଯି ନା । ଯାହାର ତୁଳିକାଯ ଛବିର ପର ଛବି ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଫୁଟିଯା ଉଠିଯାଛେ, ତିନି ସଥନ ବାରସ୍ଵାର ବିହଙ୍ଗପରିଚୟ ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟୋଜନ ମନେ କରେନ ନାହିଁ, ନୃତ୍ନ ନୃତ୍ନ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ମଧ୍ୟେ ଅଭିନବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟେ ମଣିତ କରିଯା ସେଇ ପାଖୀଗୁଲିକେ ଆମାଦେର ସମକ୍ଷେ ଧରିଯାଛେନ, ତଥନ ତ୍ବାହାରଇ ପଦାଙ୍କ ଅମୁସରଣ କରିଯା ଆମାଦେରଓ ବାରସ୍ଵାର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଅବସ୍ଥାର ସହିତ ମିଳାଇୟା ପାଖୀଗୁଲିକେ ଲହିୟା ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରିତେ ହିଁବେ ।

ନିଦାଘ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତରାଳେ ସେ ପ୍ରଚ୍ଛମ ହଂସେର ସଙ୍କାନ ଆମରା ଆତୁସଂହାରେ ପାଇୟାଛି, ଆସନ୍ନବର୍ଧାୟ କ୍ରୋଙ୍କରଙ୍ଗେର ଭିତର ଦିଯା ଯାହାର ମାନସଧାତାର ଚିତ୍ର ମେଘଦୂତେ ଅକିତ ହିଁଯାଛେ, ଭାରତବର୍ଷେର ନଦୀବକ୍ଷେ ସନ୍ତୁରଣଶୀଳ ସେଇ ହଂସେର ଛବି ରଧୁବଂଶକୁମାରସନ୍ତ୍ରବେର ମଧ୍ୟେଓ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇ । ଶର୍କକାଳେ ହଂସମାଳାୟ ଗଙ୍ଗାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନେର ଉଲ୍ଲେଖ କବି କରିଯାଛେ । ଏଇ ଗଙ୍ଗାର ଆଶୀର୍ବଚନ ହିସାବେ ମରାଳେର କୁଞ୍ଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁତେହେ,—

ସଂମିଳନ୍ତିର୍ମଣଲୀଃ ସା କଳେ କୁଞ୍ଜନ୍ତିର୍ମଣଦିଃ ।

ଦେ ଘେଯାସି * * *

ଗାୟକୈକତେ ରାଜହଂସେର ମଦପୁଣିନାଦେ ଶୁରଗଙ୍ଗେର ନିଜାଭଦ୍ର ହିଁଲ । ଏଇ ନଦୀପରିବେଷ୍ଟନୀର ମଧ୍ୟେ ହଂସଗଣେର ନତୋଳଜ୍ଞବନଲୋଳପକ୍ଷେର ବ୍ୟକ୍ତନ କବିର ଚକ୍ର ଚାମରଙ୍କପେ ପ୍ରତିଭାତ ହିଁତେହେ । ଗୋହିଶୀପତିର

হংসচিত্ত

আকুলবীপুলিনের শব্দ্যা হংসধ্বনি উত্তরছদে মণিত। গঙ্গাধূমনাসক্ষম
কাদম্বসংসর্গবতৌ রাজহংসপঞ্জিকির শোভা ধারণ করিয়াছে,—

অবিদ্যুক্তগার্ণ প্রিয়মানসার্লা কাদম্বসংসর্গবতৌষ একিঃ ।

* * * *

* * * *

অশ্যালয়ত্বাঙ্গি ঘিমাতি গঙ্গা ভিজপ্রবাহা অমুনাতরংণীঃ ॥

সরযুতে রোধপুষ্পজ্ঞার মধ্যে উর্ধ্বিলোলোচ্ছদ রাজহংস
রহিয়াছে; তখায় সরিদঙ্গনাগণের অবতরণে সেই সমস্ত হংসের
উদ্বেগ লক্ষিত হইল। সরোবরের মধ্যে যে মানসরাজহংসীকে
দেখিতে পাওয়া গেল, সমীরগোপ্যিত তরঙ্গলেখার উপর সে পদ্ম
হইতে পদ্মান্তরে নীত হইতেছে।

কাব্যমধ্যে যে পটভূমিকায় এই সমস্ত হংস বিরাজ করিতেছে,
তাহা প্রধানতঃ নদী বা নদীসৈকত এবং সরোবরের সহিত
সংশ্লিষ্ট। হংসগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া রাজহংস (পুং এবং স্ত্রী)
এবং কাদম্বের নামাঙ্গে দেখিতে পাই। পূর্বে এই উভয় হংসের
স্বভাব ও স্বক্রপনির্ণয় প্রসঙ্গ বিশদকৃপে আলোচনা করিয়াছি।
সে প্রসঙ্গের পুনরুৎপন্ন না করিয়া এখানে মাত্র দৃষ্টি একটি
কথা বলা আবশ্যিক মনে করি। রাজহংস হইতেছে আমাদের
পূর্বপরিচিত Anser indicus Linn. বিহঙ্গ এবং কাদম্ব Anser
anser Linn। কলহংস কাদম্বের নামাঙ্গের মাত্র; ইহার দেহের
ধূসরবর্ণ এবং সুমিষ্ট কষ্ঠস্বরের পরিচয় পূর্বে আমরা পাইয়াছি।

ରୁଦ୍ଧୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଙ୍କର

ଏই ବିହଙ୍ଗେର ଧୂମରବର୍ଗେର ତୁଳନାୟ *Anser indicus* Linn. ହଂସେର ବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶାଦା, ସଦିଓ ସେଇ ଶାଦାର ସଙ୍ଗେ ଧୂମର-ପିଙ୍ଗଲେର ସମସ୍ତ୍ୟ ଆଛେ । ଅଶିକ୍ଷିତ ତିରତୀଯ ପର୍ବତବାସୀରା ସେଇ ଶାଦା ରଙ୍ଗେ ଆକୃଷିତ ହଇୟା ପାଖୀଟାକେ “ଅଞ୍ଚବ କରପୋ”, “ଅଞ୍ଚକର” ପ୍ରଭୃତି ଆଖ୍ୟାୟ ବିଶେଷିତ କରେ ; ଇହାର ଅର୍ଥ ଶାଦା ହୀଁସ । ରୁଦ୍ଧୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ମାନତରଙ୍ଗେର ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ନପ୍ରବାହା ଗଙ୍ଗା ମିଲିତ ହିତେଛେ, ତାହାର ଶୋଭା ମହାକବି ହୁଇ ବିଭିନ୍ନବର୍ଗେର ବିହଙ୍ଗେର ଏକତ୍ର ସମାବେଶେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ନିପୁଣଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଯାଛେ । ଏକଟା ଅତିଧୂମରପକ୍ଷ ବିହଙ୍ଗ, ଅପରାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଭ୍ରତର ; ଏଇରୂପ ହୁଇ ଶ୍ଵତ୍ସ ଜାତୀୟ ହଂସେର ଝାଁକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ନଦୀବକ୍ଷେ ପାଶାପାଶି ମିଲିତ ହିଲେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବୈସମ୍ମେର ଦୃଶ୍ୟ ଆମାଦେର ଚୋଥେ ପଡ଼େ, ଗଙ୍ଗାଯମୁନା-ମୁନ୍ଦମ ତର୍ଜୁପ ପ୍ରତିଭାତ ହିତେଛିଲ । ଏଇ ହୁଇ ଜାତୀୟ ହଂସହି ନଦୀପ୍ରିୟ, ପକ୍ଷିବିଜ୍ଞାନେ ତାହାର ଘରେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ୍ୟ ପାଞ୍ଚ୍ୟା ଯାଯ । ମିଃ ଲୁଇସ୍‌ଲାର * ବିଶେଷ କରିଯା *Anser indicus* Linn. ବିହଙ୍ଗକେ “reveraine species” ବଲିଯାଛେ । ମିଃ ଛୁଯାଟ୍ ବେକାର † ଲିଖିଯାଛେ—“Speaking broadly, this goose is far more of a river than a lake or tank bird, though it is, of course, also found on the larger lakes and jheels”. *Anser anser* Linn. ହଂସେର ସଭାବେର ବର୍ଣନା ‡

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 404.

† Ducks and Their Allies (1921), p. 106.

‡ Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon, Vol. III (1881), p. 58.

হংসচিত্র

পাওয়া যায়—“All our Geese prefer rivers to tanks and lakes, but of all the species the Grey Lag is least rarely seen about these latter.” কালিদাস নদীসৈকতের হংসমেখলা বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন ;—বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথের যাচাই করিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়, কল্পনা-দোষের লেশ দৃষ্ট হয় না। রাজহংস এবং কাদম্বকে কাব্যমধ্যে বিশেষরূপে গঙ্গা, যমুনা এবং সরঘৃতে পাওয়া যাইতেছে।

মেঘদৃতপ্রসঙ্গে মানসগামী কতিপয়দিনস্থায়ী হংসের মেঘালোকে মানসিক উদ্বেগ ও উৎপত্তনের উল্লেখ করিয়াছি। কুমারসভাবে দেখিতে পাই—চমুরজে স্থগিতাকর্মণুল নভঃস্থলের দৃশ্য দেখিয়া মেঘভ্রমে যেন হংসগণের মানসযাত্রা সুরু হইতেছে। অস্ত্রসেনানীর কুন্দশুভ্র আতপবারণ বায়ুবিতাড়িত হইয়া মেঘাবধূলি-মলিন নভোমণ্ডলে উড়ুয়ীয়মান কলহংসকুলের শোভা ধারণ করিয়াছে। কবি কলহংসীর নিনাদ ও মদালসগতির কথা তুলিয়াছেন। পূর্বেও সে কথা আলোচনা করিবার স্বয়েগ আমরা পাইয়াছিলাম ; ঋতুসংহারে রাজহংসপ্রসঙ্গে আমরা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কেমন করিয়া জঘনভারমহুরা কামিনীর চরণকমলের ন্ম্পুরশিঞ্চিতে এই বিহঙ্গের গতিভঙ্গী ও কষ্টস্বরের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কুমারসভাবে রাজহংসের এই গতিভঙ্গীর উল্লেখ আছে—

সা রাজহংসীরিষি সংন্তানুী গতেষু লীলাস্থিতবিক্ষমেষ্টু ।

অনীয়ত প্রত্যুপদেশাল্পাধীরাদিত্বমিন্দুরসিঙ্গিতানি ॥

ରୂପୁବନ୍ଧ ଓ କୁମାରସଞ୍ଚଳ

ସନ୍ତତାଙ୍ଗୀ ପୌରୀର ମଞ୍ଜୀରଥନିର ଅନୁକରଣେ କଟହର ମିଳାଇଯା ଅତ୍ୟପଦେଶଙ୍କଳେ ରାଜହଂସ ଶୀଘ୍ର ଲୋଳାଫିତ ଗତି ସେନ ଶିଖାଇତେହେ ।

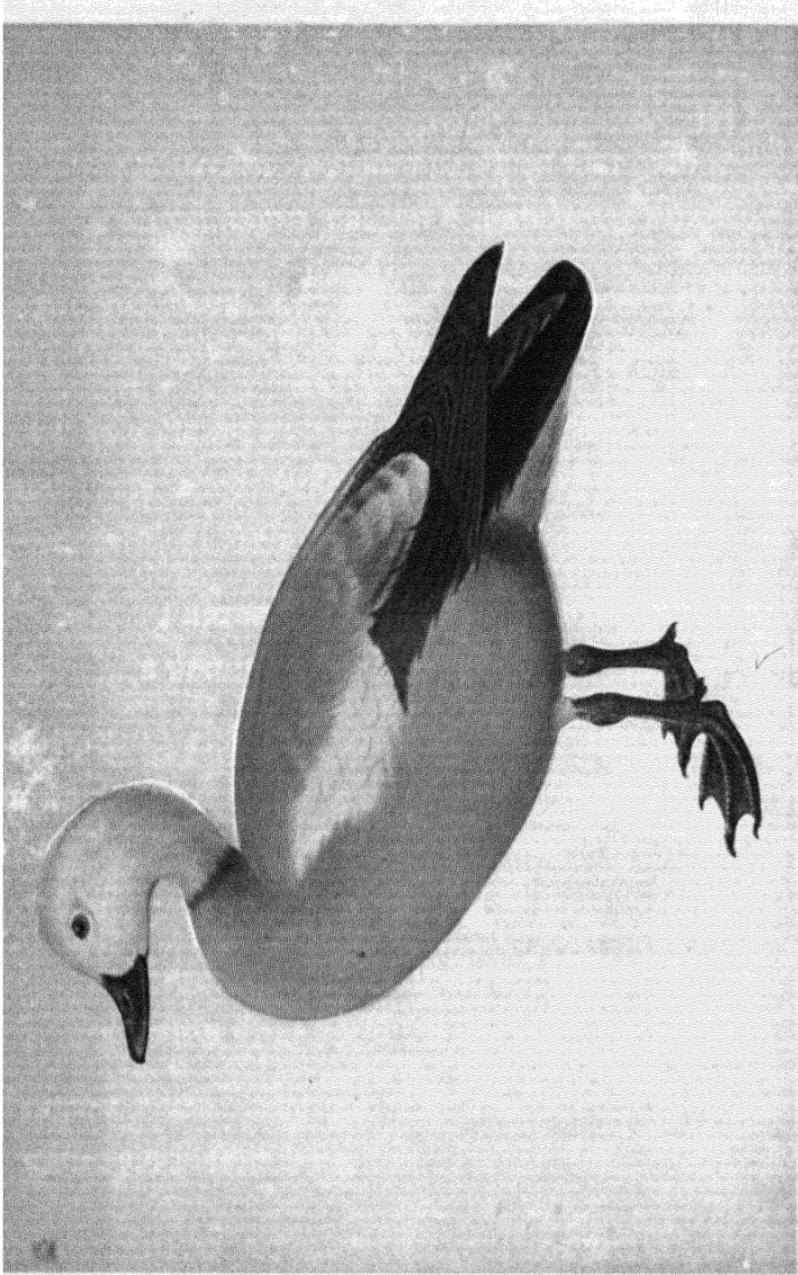
“ଲୋଳାଫିତ”, “ମଦାଲସ” ପ୍ରଭୃତି ଆଖ୍ୟା ରାଜହଂସ ବା କଳହଂସେର ପତିର ବିଶେଷବ୍ସ୍ଥଚକ ; ଇଂରାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକେରାଓ “rolling gait”, “swaying walk” ପ୍ରଭୃତି ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରଯୋଗେ ହୁସଗତି ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଇଛେ * । କାଲିଦାସେର ତୁଳିକାଯ ନାରୀର ସହିତ ହୁସଗତିର ସେ ତୁଳନାମୂଳକ ଚିତ୍ର ଆମରା ବାରବାର ଅନ୍ତିତ ଦେଖିତେହେ, ତାହା କବିକଲନାୟ ଜାଗିଯା ଉଠା ଶାଭାବିକ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ସେ ବାସ୍ତବ ହିତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚିନ୍ନ ଏକପ ବଲା ଚଲେ ନା ।

ରୂପୁବନ୍ଧକୁମାରସଞ୍ଚଳେର ହୁସଚିତ୍ର ହିତେ ଚକ୍ରବାକକେ ବାଦ ଦେଇଯା ଯାଇ ନା । କାବ୍ୟପୁଟ୍ଟିଟିର ମଧ୍ୟେ ତାହାକେ ଅନେକ ଶାନ୍ତ ଦେଖା ଯାଇତେହେ । ସରସ୍ଵପ୍ରବାହେ ବିଚରଣଶୀଳ ସ୍ଵର୍ଚଚର ଏଇ ହୁସ ନାରୀର କ୍ରପାବୟବେର ଉପମାଙ୍କଳେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିଯାଇଁ । ଯମୁନାୟ ତାହାକେ ଦେଖା ଯାଏ—

ତମ ସୌଧଗତ: ଯମ୍ଯମ୍ୟମୁଳାଂ ଅକ୍ଷୟାକିମୀମ୍ ।
ହେମମକିମର୍ତ୍ତାଂ ଭୂମେ: ପ୍ରେଜ୍ଞାମିଦ ଯିପିଯେ ॥

ଚକ୍ରବାକବତୀ ଯମୁନା ସେନ ପୃଥିବୀର ହେମଭକ୍ତିମତୀ ବୈଶି ବଲିଯା ଦିଲେ ହିତେହେ ।

* ୮୨—୮୩ ପୃଷ୍ଠା ଝଟକ ।



বোঝাই শাঠেরেল হিঁ নোগাইটির অনুমতিয়ে

ছেয়াট বেকাক হইতে

ছৎসচিত্র

পশ্পাসলিলেও এই বিহঙ্গ বিরাজমান—

অপ্রাধিত্যুকালি রথাকুলাঙ্গামন্যোন্যবস্তোত্পলকেসরাণি ।
ছল্পালি দুরান্তরবৰ্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সস্পৃহমীক্ষিতালি ॥

এখানে দ্বন্দ্বচর অবিযুক্ত চক্ৰবাকমিথুন উৎপলকেশৱ লইয়া
কৌড়া কৱিতেছে।

ত্রিশোতা গঙ্গাসৈকতেৱ শোভা চক্ৰবাককৰ্ত্তক বৰ্ণিত হইয়াছে।
সৱোবৱে উৎপলকেশৱভক্ষণশীল চক্ৰবাকমিথুন দৈবাং দূৰে বিচ্ছিন্ন
হইয়া পৱন্পৰাভিমুখে গ্ৰীবা বক্র কৱিয়া ডাকাডাকি কৱিতেছে—

দ্বৃতামৰসকেসরজ্জোঃ ক্ষম্বতোর্ধিপরিবৃক্ষকয়ত্যোঃ ।
নিষ্ঠযোঃ সৱসি বক্ষবাকযোৱল্যমন্তৰমন্তৰ্যতা গতম् ॥

অত্যন্তহিমোৎকিৱানিল পৌৰোত্তীতে পুৱোবিযুক্ত পক্ষিমিথুন
এমনভাৱে পৱন্পৰাকে ডাকাডাকি কৱিতেছে যে তাহা কুন্দনধনি
মনে কৱিয়া উদবাসতৎপৱা গৌৱী পক্ষিদৱেৱ প্ৰতি কৃপাৰতী
হইলেন—

নিলাখ সাত্যন্তহিমোৎকিৱানিলাঃ সহস্যবালীক্ষণাসৱত্যবা ।
দৰ্শয়েকম্বিলি অক্ষবাকযোঃ মুৰো খিত্যুক্তি মিথুনে কৃপাৰতী ॥

চক্ৰবাকচক্ৰবাকীৱ পৱন্পৰ ডাকাডাকি লইয়া আমাদেৱ
দেশে একটি প্ৰাদেৱ সৃষ্টি হইয়াছে। পূৰ্বে মেঘজ্ঞপ্ৰসঙ্গে

ରମ୍ଭୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଙ୍ଗ୍ରହ

ଏସମ୍ବନ୍ଧେ କିଞ୍ଚିଂ ଆଲୋଚନା କରିଯାଛି । ବିହଙ୍ଗମିଥୁନେର ନୈଶ ବିରହେର କଥା ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଉଦ୍ଭୃତ ଶ୍ଳୋକେ କତକଟା ମୁଖ୍ୟଭାବେ ଉଥାପିତ ହଇଯାଛେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲଇୟା ପୂର୍ବେ ଯାହା ବଲିଯାଛି ତଦପେକ୍ଷା ଆରଣ୍ୟ ବିଶ୍ଵଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନାଯ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଇଲେ ପାଠକେର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚୂତିର ଭୟେ, ଏମନ କି ପୁନର୍ଭକ୍ରି ଦୋଷରେ ଆସିତେ ପାରେ ମନେ କରିଯା ମେହି ଆଲୋଚନା ହଇତେ କ୍ଷାନ୍ତ ଥାକିଲାମ । ତବେ ଏକଟା କଥା ବଲା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି ଯେ, ଏହି ବିରହକାହିନୀର ବା ପ୍ରବାଦେର ମୂଳେ ଶୁଦ୍ଧ କଲ୍ପନାଟି ଯେ ଜଡ଼ିତ ଏମନ ବଲା ଚଲେ ନା, ବାନ୍ତବ ପଞ୍ଜିଜୀବନେର ଅତିସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତଥାଯ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଯାଛେ । ଉଦ୍ଭୃତ ଶ୍ଳୋକେ ଆମରା ଚକ୍ରବାକମିଥୁନକେ ଦେଖିତେ ପାଇତେଛି,—ଆହାର୍ୟାବେଷଣେ ବାନ୍ତ ହଇୟା ଦୈବାଂ ତାହାରା ପରମ୍ପରେର ନିକଟ ହଇତେ ଦୂରେ ବିଚିନ୍ନ ହଇୟା ପଡ଼ିଯାଛେ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଭିମୁଖେ ଗ୍ରୀବା ବକ୍ର କରିଯା ଡାକାଡାକି କରିତେଛେ । ବିହଙ୍ଗତତ୍ୱବିଦେରା ବିଶେଷ କରିଯା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯାଛେ ଯେ ଏହି ହଂସେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିତେଛେ ଯୁଗୀବନ୍ଧ୍ୟାଯ କାଳାତିପାତ କରା; କାହାକାହି ଥାକିଯା ଦୈବାଂ ଯଥନ ଆହାରମନ୍ଦାନେ ବିଚରଣ କରିତେ କରିତେ ପଞ୍ଜିମିଥୁନ ପରମ୍ପର ବିଚିନ୍ନ ହଇୟା ପଡ଼େ, ତଥନ ଉଭୟେଇ ଅନବରତ କଷ୍ଟଧନିର ସାହାଯ୍ୟ ଉଭୟକେ ଡାକାଡାକି କରିତେ ଥାକେ । କାଲିଦାସେର କାବ୍ୟତ୍ରୀଖାନିର ମଧ୍ୟେ ଚକ୍ରବାକ ସମ୍ପର୍କେ “ଦ୍ୱିତୀୟଚର”, “ଅବିଯୁକ୍ତ” ପ୍ରଭୃତି ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖା ଯାଯାଇଛି । ତଦ୍ଵାରା ଏହି ହଂସେର ସ୍ଵଭାବେର କିଞ୍ଚିଂ ଆଭାସ ଆମରା ପାଇ । ବିହଙ୍ଗତତ୍ୱବିଦ୍ୟର ଚକ୍ରବାକେର ମେହି ସ୍ଵଭାବେର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେନ । ବିହଙ୍ଗମିଥୁନ ଦିବାଭାଗେ ସାଧାରଣତଃ ଏକତ୍ର ପାଶାପାଶି ଥାକିଯାଇଛନ୍ତି ।

হংসচিত্র

বিশ্রাম করে ; রাত্রে আহারসন্ধানে ব্যাপৃত হয় ; তখন প্রায়ই তাহারা পরস্পরের সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যায় । নিশ্চিতের অঙ্ককারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দূরান্তরিত পক্ষিমিথুনের এই ডাকাডাকি ভিন্ন পুনরায় সঙ্গলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে । মিঃ হটস্লার * লিখিয়াছেন, “During the day they generally rest, sitting and standing about together, and at night they feed often separating in the process.” এখন চকাচকীর দাম্পত্যজীবনের অনিবার্য বিরহব্যাপার কওটা দৈব তাড়নায় ঘটে, কতটা বা ইচ্ছাকৃত পাঠক মহজেষ দুর্বিতে পারিবেন । কবি লিখিয়াছেন—

হাশিনং পুনরেতি শার্ষৰী দয়িতা দ্রুন্তুচরং পতমিণম্ ।

হতি তৌ বিরহান্তরদ্বামৌ কথমত্যন্তগতা ন মাং বৎসঃ ॥

এই বিহঙ্গ বিরহব্যাথাক্ষম হয়, তাহার কারণ দ্বিতীয় পক্ষী পক্ষিগীর পুনর্মিলন ঘটে ।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে এবং বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতেও লক্ষ্য করিলে চকাচকীর বিরহব্যাথাকে অদ্বাকার করা চলে না, যদিও উহা অল্পক্ষণস্থায়ী ।

ক্রেতাকের বৈজ্ঞানিক নাম *Casarca ferruginea* (Vroeg.) । সাধারণ ইংরাজের নিকট উহা Ruddy Goose আখ্যায় পরিচিত । অবশ্যই পাখীটার মোটামুটি দেহের বর্ণ অনুসারে এই নাম দেওয়া

* Popular Handbook of Indian Birds (1925), p. 407.

ରୂପୁର୍ବଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ଵନ

ହଇଯାଛେ । ପିତ ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳ-କମଳାବର୍ଣେର ସମସ୍ତ ଇହାର ସାରା ଦେହେ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ; ପୁଞ୍ଜଦେଶ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠର ଅଧୋଭାଗ କୁଷବର୍ଣ୍ଣ; ପ୍ରଥାନ ପତତ୍ରଗୁଲି କାଳୋ, ଅପରଗୁଲିତେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ସବୁଜବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ମମାନ ଏବଂ ଶୀତଲୋହିତର ଆଭାଓ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କାଲିଦାସ ଚକ୍ରବାକିନୀ ଯମୁନାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଛେ—ଯେନ ହେମଭକ୍ତିମତୀ ପୃଥିବୀର ବେଣୀ । ଇହାତେ ଛୁଟିଟା ରଂ ବିଶେଷଭାବେ ପ୍ରକଟ ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ; ଏକଟି ହେମ ଅର୍ଥାଏ ଶୁବର୍ଣ୍ଣ ରଂ ଏବଂ ଅପରାଟି ଏମନ ଏକଟି ରଂ ଯାହା ବେଣୀ ଅର୍ଥାଏ କେଶଗୁଚ୍ଛେ ବିଦ୍ମମାନ, ମେଟି କୁଷ ଅଥବା କୁଷପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ । ଅତଏବ ମହାକବିର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁସ୍ତ୍ରତ ହଇଯାଛେ । ଏଥିର କୁମାରସନ୍ତ୍ଵନେର ସ୍ଵର୍ଗଧୂନୀ ଅର୍ଥାଏ ମନ୍ଦାକିନୀର ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତି ପାଠକେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିତେ ଚାହି—

ସୌରମ୍ୟଲୁଘପ୍ରମରୋପନୀତୀର୍ହର୍ଯ୍ୟହଂସାବଲିକେଲିଲୋଳି: ।
ଚାମୀକରୀୟୈ: କମଲୀର୍ବିନିଦ୍ରୀଶ୍ଚୟୁତି: ପରାଗୀ: ପରିପିଙ୍ଗିତୋଥାମ୍ ॥

ଶୁରୁଧୂନୀ ପରିପିଙ୍ଗତୋଯ ହଇଯାଛେ, ହିରଣ୍ୟହଂସାବଲି ତଥାଯ କେଲି କରିତେଛେ ।

ଅମରାବତୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିତେ ପାଠ

ଉତ୍କିର୍ଣ୍ଣାମୀକରେଙ୍କୁଜାନାଂ ଦିନ୍ଦିନିତହାନଦ୍ରୁଷ୍ଟୁଷିତାନାମ୍ ।
ହିର୍ଯ୍ୟହଂସବଜର୍ଜିତାନାଂ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣବୈଦୂର୍ୟମହାଶିଳାନାମ୍ ॥

ଏଥାନକାର ଶୁରସେବିତ ଦୌଧିକାବ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରଦିଗ୍ଗଜମଦେ ଆବିଲ ହଇଯାଛେ, ହିରଣ୍ୟହଂସବଜ ମେହି ଜଳ ବର୍ଜନ କରିଯାଛେ ।

হংসচিত্র

যে বিহঙ্গকে এখানে হিরণ্যাহংস বলা হইয়াছে, মন্দাকিনী মধো যাহার অবস্থিতি সেই নদীকে পরিপঙ্গতোয় কবিয়া তুলিবার প্রধান কারণ হইয়া দাঢ়াইয়াছে, তাহার সঠিত পুরোকৃত ঘমুনাচিত্র মিলাইয়া লইলে দেখা যায় যে এই বিহঙ্গের বর্ণে উদ্ধাসিত থাকায় চক্রবাকিনী ঘমুনা হেমভক্তিমতী পুথিবৌর দেৰী বলিয়া কবির চক্ষে প্রতিভাত হইতেছিল। যে বর্ণকে হিবণা আখায় একস্থানে পরিচিত করা হইতেছে, অন্তর্ভুক্ত তাহাকে হেমভক্তি বলা হইয়াছে; উভয়ই একবর্ণ—সোণার রং; ইহাকে সাধাৰণভাৱে ইংবাজ ruddy বলেন; ইহাতে বিশেষজ্ঞ পীত এবং পিঙল-কমলাবর্ণের সমন্বয় লক্ষ্য কৰিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কুমারস্থনের আব একটি শ্লোক উক্ত কৰিতেছি।

বিন্যস্তশুক্঳াগুৰু চক্রুড়ঁঁ গোৰোচনাপত্রবিভক্তমস্যাঃ ।
সা চক্ৰবাকাঙ্ক্ষিতসংকৃতায়াম্বিমোত্তমঃ কান্তিমতীত্য তস্থোঁ ॥

গৌরীৰ অঙ্গ শুক্রাগুৰুবিভক্ত এবং গোৰোচনাপত্রবিভক্ত হইয়া চক্রবাকাঙ্ক্ষিতসেকতা গঙ্গাৰ শ্রী অঞ্জনী কৰিয়াছিল।

শ্লোকোক্ত গোৰোচনা শব্দেন প্রাপ্তি আৰি পাঠ্যেৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিতে চাই। মল্লিনাথ বাখায় লিখিয়াছেন—“আম গোৰোচনাচক্রবাকয়োঁ পীতধূম সামাদ্” অথাৎ চক্রবাকের দেশেৰ বর্ণেৰ সঙ্গে গোৰোচনাৰ পীতবর্ণেৰ সামা আছে। গৌরীৰ আপ্নে গোৰোচনা প্রলোপে চক্রবাকচিহ্নিতসেকত গঙ্গাৰ কাষুৰ সঠিও

ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଙ୍ଗବ

ତୁଳନା କବିକଲ୍ପନାଯ ଅସାଭାବିକ ହୟ ନାହିଁ । ଇଲାନଫୋର୍ଡ * ଚକ୍ରବାକେର ବର୍ଣନା ଦିଯାଛେ—“Head and neck buff, generally rather darker on the crown, cheeks, chin, and throat, and passing on the neck into the orange-brown or ruddy ochreous of the body above and below. * * Scapulars like back ; lower back and rump ochreous and black, vermiculated ; upper tail-coverts, tail, and quills black ; the secondaries metallic green and bronze on their outer webs * * middle of lower abdomen to vent chestnut ; lower tail-coverts orange-brown like breast.”
 ପଞ୍ଜିତତ୍ସବିଂ ବିଶେଷଭାବେ ସେ ହାମେର ବର୍ଣେର ପରିଚୟ ହିସାବେ buff, orange-brown, ruddy ochreous ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଛେ, କାବ୍ୟମଧ୍ୟେ ସେଇ ଚକ୍ରବାକସମ୍ପର୍କେ ଗୋରୋଚନା, ହେମଭକ୍ତି, ହିରଣ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଆଖ୍ୟା ଦେଖା ଯାଏ । କାଲିଦାସ ଚକ୍ରବାକାଙ୍କ୍ଷିତ ମୈକତେର ଚିତ୍ର ଦିଯାଛେ । ବାନ୍ଧବିକ ସେଇ ଚିତ୍ର ତିଳମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହିତେ ବିଚ୍ଛାତ ନହେ । ପଞ୍ଜିତତ୍ସବିଂ ମିଃ ଲୁହିସ୍ଲାର † ବଲେନ—“The Ruddy Sheldrake or Brahminy Duck in India is essentially a bird of the larger rivers where the water is clean and free of vegetation

* Fauna of British India, Birds, Vol. IV (1898), pp. 428-429.

† Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 407.

. হংসচিত্র

and there are extensive sand-banks and sandy islets left by the falling floods of the summer. In such localities it is found in pairs which spend the greater portion of their time on the sandy margins of the water, comparatively seldom entering it.” এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে নদীসৈকতে এই বিহঙ্গ প্রায়ই বিরাজ করে; যে সকল নদীতে সে ধাক্কিতে ভালবাসে তাহার জল প্রায়ই পরিষ্কার। তাট মশাকবির অমরাবতীর চিত্রে আমরা বুঝিতে পারি মণ্ডিগ়গজমন্দি আবিল জলরাশি হিরণ্যহংসত্রজ কেন বর্জন করিতে উচ্ছত হইয়াছে।

এই হংস প্রধানতঃ উত্তিজ্জাণী; কাবামধো ইহাকে উৎপল-কেশরভক্ষণতৎপর দেখা যায়।

গঙ্গা, যমুনা, সরযু প্রভৃতি স্বচ্ছতোয় নদীতে অথবা সেই নদীসকলের সৈকতে যদিও চক্রবাককে আমরা দেখিতে পাইতেছি, সরোবরের মধ্যে সে কেলি করিতেছে একপ চিত্রণ কাবা দ্রষ্টব্যানির মধ্যে অঙ্গিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই হংস যে অনেক সময়ে হৃদসরোবরে বিহার করে, তাহা পঞ্জিতবুবিং লক্ষ্য করিয়াছেন; যেখানে প্রায়ই নদী থাকে না, সেই স্থানের বড় বড় দৌধি বা হৃদে চক্রবাককে দেখা যায়। মি: লুট্টমুলার * লিখিয়াছেন—“In the absence of rivers and sand-banks the Brahminy visits lakes and large tanks * *.”

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 407.

ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ଵ

କାଲିଦାସ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀକରାନିଲ ପୌଷରାତ୍ରିତେ ପୁରୋବିଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରବାକେର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରିଯାଛେ । ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଯାୟାବର ବିହଙ୍ଗେର ଭାରତବର୍ଷେର ମଧ୍ୟେ ଶୀତକାଳେହି ଦର୍ଶନ ପାଓୟା ଯାଯା ; ତଥନ ଦଲେ ଦଲେ ତାହାରା ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ମଧ୍ୟେ ବିଚରଣ କରେ ।

ନଦୀ ଓ ନଦୀମୈକତ, ଦୀଘି ଓ ସରୋବରେର ମହିତ ସଂପିଣ୍ଡ ନାନା ଆବେଷ୍ଟନେ ବିଶେଷ କରିଯା ହୁସିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେଇଯାଛେ ସତା, ସାଧାରଣ-ଭାବେ କିନ୍ତୁ ମହାକବି ଏହି ସକଳ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତାନ୍ତ ବିହଙ୍ଗେର ଉଲ୍ଲେଖ କରିତେ ଭୁଲେନ ନାହିଁ । ତୃତୀୟମାତ୍ରରେ ମହାକବିରଚିତ ଶୋକାଂଶ ନିମ୍ନେ ଉନ୍ନ୍ତ କରିତେଛି ।

ଶୁଣୁଭିରେ ସ୍ମିତଚାହୁତରାନନାଃ ତ୍ରିଯ ହୁବ ଶ୍ରୀଯଶିଜ୍ଞିତମେଖଲାଃ ।

ବିକଚତାମରସା ଗୃହଦୀର୍ଘିକା ମଦ୍ରକଲୋଦ୍ରକଲୋଲବିହଂ୍ଗମାଃ ॥

ପୁନଃ୍ୟ

ଆଭିଯୟୁଃ ସରସୋ ମଧୁସଂଭୂତାଂ କମଲିନୀମଲିନୀରପ୍ତକ୍ଷିଣଃ ।

ରଘୁବଂଶେର ଶୋକଦୟେ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇ ଯେ ଉଦ୍ଦକଲୋଲ-ବିହଙ୍ଗମ ଓ ନୀରପତତ୍ରୀ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୀଘିକା ଓ ସରୋବରେ ବିରାଜ କରିତେହେ । ମଲିନାଥ ତାହାଦେର ବାଖ୍ୟା ଦିଯାଛେ—“ଜଳପତତ୍ରିଣେ ଜଳପ୍ରୟପକ୍ଷିଣେ ହୁସାଦୟଶ” ।

କୁମାରସନ୍ତ୍ଵବେ ଦେଖି

ସାତିଦ୍ଵିହଂ୍ଗାରିବ ଲୀଯମାନେରାମୁତ୍ୟମାନାଭରଣ୍ୟା ଚକାସେ ॥

ହେସଚିତ୍

ଶ୍ଲୋକୋକ୍ତ ସରିଦ୍ଵିହଙ୍ଗେର ମନ୍ତ୍ରିନାଥ ବାଖା ଦିଯାଛେ—
“ବିହଙ୍ଗେଷ୍ଟକ୍ରବାକୈଃ ସରିଦିବ । ଅମେନ ଶୁର୍ବଣୀଭରନାନି ଶୂଚିତାନି ।
ବିହଙ୍ଗେଷ୍ଟ ତେଷୁଚନାୟ ଚକ୍ରବାକା ଅଭିମତାଃ ।”

ସବ ସ୍ଥାନେଟି ଦେଖା ଯାଯ ଯେ ଟୀକାକାବେଳ ମତେ ହେସଟ ପ୍ରଧାନତଃ
ଶୂଚିତ ହିତେଛେ ଏବଂ ସରିଦ୍ଵିହଙ୍ଗ ଏକଟି ବିଶିଷ୍ଟ ତେସ ଅର୍ଥାଂ ଚକ୍ରବାକକେ
ବୁଝାଇତେଛେ । କାବୋକ୍ତ ଶବ୍ଦତ୍ରୟେନ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହିତେଛେ—ଜଳେର
ବିହଙ୍ଗ ଓ ନଦୀର ବିହଙ୍ଗ । ଶୂକ୍ଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାର କବିବାର ଉପାୟ ନାଟି
ଯେତେତୁ ଶ୍ଲୋକମଧ୍ୟେ ବିଶେଷ କିନ୍ତୁ ଉପକରଣ ପାତ୍ର୍ୟା ଯାଯ ନା ।
ମୋଟାମୁଟି ବୁଝା ଯାଯ ଯେ ଜଳେର ସହିତ ପ୍ରଧାନତଃ ହେସଟ ସଂଖିଷ୍ଟ,
ଯଦିଏ ତେସ ବାତୀତ ଏମନ ବଳ ଜଳଚର ବିହଙ୍ଗ ଆଜେ ଯାତାବା ହେସର
ସହିତ ଏକଇ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ମଧ୍ୟେ ଥାକେ ।

ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ କମଳାକରାଳୟ ବିଠଗେଳ ଉତ୍ସ୍ରେଥ ଆଜେ—

ବିହୁଗା: କମଳାକରାଳ୍ୟା: ସମଦୁଃଖା ଇବ ତତ୍ତ୍ଵ ଚୁନ୍ତୁଶୁଃ ॥

ଇହା ଏମନ ବିହଙ୍ଗକେ ବୁଝାଯ ଯାତାବା ଡଲାଶ୍ୟପ୍ତ ଏମଳସମୟରେ
ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଉତ୍ସ୍ରେଥ ନାମତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ମାଜ୍ୟୀ
ଯେ ସମସ୍ତ ବିହଙ୍ଗର କଥା ମନେ ଆସେ, ଏହି କମଳାକରାଳୟ ବିଠଗ୍ରେ
ଯାତାଦେବ ଅଶ୍ରୁଗ୍ରହିତ । ଏହି ମାଜ୍ୟୀ ହେସ ଏବଂ ହେସଟିର ନାନା ଜଳଚର
ବିହଙ୍ଗର ଶୂଚିତ ଉତ୍ସ୍ର୍ୟା ସମ୍ପଦ । କାବ୍ୟମଧ୍ୟେ ବିଶେଷକାରେ ଯାତାଦେବ
ପରିଚୟ କାଲିଦାସ ଦେନ ନାଟି, ତବେ ଯେ କ୍ରମନର୍ଦିନିବ ଯାଯ ଯାତାଦେବ
କଳରବ ଶୁନା ଯାଇତେ ଲାଗିଲ କାବ୍ୟମଧ୍ୟେ ଏରିବ, ହେସାଜେ ତାତାଜେ

ରାଜୁବଂଶ ଓ କୁମାରମନ୍ତ୍ର

ଏମନ କିଛୁ ବିହଙ୍ଗଚାରିତ୍ରେ ଲକ୍ଷণ ପାଇତେ ପାରା ଯାଏ ନା ଯାହାତେ କୋନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତି ବା ବଂଶେର ବିହଙ୍ଗ ବଲିଯା ତାହାଦେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିତେ ପାରେ । ପଦ୍ମର ମୃଗାଳ ଅଥବା ପତ୍ର ଅଥବା ତାହାର ରେଣୁପୁଷ୍ପେ ଆକୃଷ୍ଟ କୌଟାଦି ବହୁ ଜ୍ଵଳଚର ବିହଙ୍ଗେର ପ୍ରିୟ ଖାତ, ଏମନ କି ପଦ୍ମଲତା-ଶୁଣ୍ଡ ଆଶ୍ରୟ କରିଯା ଏଇ ସମସ୍ତ ବିହଙ୍ଗେର ନୌଡ଼ ରଚିତ ହ୍ୟ ; ପଦ୍ମପତ୍ରେ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଜ୍ଵଳପିପି, ଅସୁକୁକୁଟ ପ୍ରଭୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବିହଙ୍ଗରେ ଇହାଦେର ଅନ୍ତର୍ମ ହିତେ ପାରେ ।

২

সারস, ময়ূর ও চকোর

রঘুবংশের মধ্যে সারসের নৃতন করিয়া পরিচয় পাওয়া যায়—

শ্রেণীবিদ্যাদ্বিতন্ত্বদ্বিস্তমাং তৌরণেজ্জবলম্ ।

সারসৈঃ কলনিহৃষিঃ ক্ষবিতুমিতামনৌ ॥

এ স্তুলে শ্রেণীবিদ্য বিহঙ্গুলা অন্তস্ততোরগ্রস্তের দৃশ্যের স্থায়
প্রতিভাত হইতেছে ; কচিৎ তাঙ্গারা উর্মিতানন হইয়া কলখনি
করিতেছে ।

অন্তর তাহাদিগকে দেখা যায়—

উপাস্তানীরবেনোপগুদ্ধান্যালক্ষ্যাদিপ্রিদ্বসারসাণি ।

দুরাধৃতীর্ণা পিতৃতীব খেদাদমূলি যম্যাসলিলাণি দষ্টিঃ ॥

পশ্চাসলিলের উপাস্তে বানীরবনের অন্তরালে পারিপ্রব
সারসেরা ঈষদ্বৃষ্ট হইতেছে ।

ବୁଦ୍ଧିଶିଳ ଓ କୁମାରସଂକ୍ଷିପ୍ତ

ପୁନରାଯୀ ତିର ଆବେଟ୍ଟିଲେ ସାରସପଣ୍ଡିତ ଦେଖିତେ ପାଇ

ଆମୁର୍ଦ୍ଧିମାଳାମ୍ବଲେମିଲାର୍ମ ଥୁଲା ସବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଦବଜକିଲ୍ଲାଗୀଲାମ୍ ।
ଅର୍ଥପ୍ରକଳ୍ପନୀୟ କମ୍ପୁଲ୍ୟଟନ୍‌ଟ୍ୟୁ ଗୋହାବରୀମାର୍କସପର୍କ୍ୟବ୍ଲାମ୍ ॥

ରଥଶବ୍ଦେ ଉଂପତନଶୀଳ ସାରସପଣ୍ଡିତ ଗୋହାବରୀବଙ୍କେ ଦୃଷ୍ଟ ହିତେହେ ।

ଗୋହାବରୀର ଶ୍ରାୟ ନଦୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ସରୋବରେର ସାରିଥେ ସାରସେର ଅବହିତିର ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବ ପଞ୍ଜିଆବନେର ଦିକ୍ ହିତେ ଦେଖିଲେ କବିକଲ୍ପିତ ହୟ ନାହିଁ । ଇଂରାଜ ପଞ୍ଜିତସ୍ଵବିଂ * ଲିଖିଯାଛେ—“it may be found * * in places where wide level plains are watered by streams or rivers, or dotted about with ponds or lakes.” ଉକ୍ତ ପ୍ଲୋକେ ମହାକବି ସାରସକେ ପାରିପ୍ଲବ ସଂଜ୍ଞାୟ ବିଶେଷିତ କରିଯାଛେ ; ଅଲଚାରୀ ବିହଙ୍ଗମଞ୍ଚକେ ପ୍ଲେବପରିପ୍ଲବ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରୋଗ ହିୟା ଥାକେ ; ସାଧାରଣତାବେ ଇଂରାଜ ଏଲ୍ଲପ ବିହଙ୍ଗକେ wader ବଲେନ । ସାରସ ପ୍ଲେବପରିପ୍ଲବ ବିହଙ୍ଗାନ୍ତର୍ଗତ ସମେତ ନାହିଁ ; ଅଲଜ ଲତାପଦ୍ମର ସମେ ଇହାର ସମ୍ପର୍କେର କଥା ମେଘନ୍ତପ୍ରସମେ † ବଳା ହିୟାଛେ, ଯେବେଳେ ତାହାର ପୁକରାହ୍ର ନାମାନ୍ତର ଦେଖା ଥାଯ । ହୁଦ୍ଦମରୋବରସାରିଥେ ଦଲେ ଦଲେ ହୁଖାବହ୍ୟ ପ୍ରାଯାଇ ସାରସ ଏବଂ ଅଲାଭ୍ୟିତେ ବିଚରଣ କରେ ବାହାର ତୃତ୍ୟାଙ୍କ ବା ଶର୍ଵବନସମାଜଙ୍ଗ ଆବେଟ୍ଟିଲେ ବିହଙ୍ଗଶାର ଅଛନ୍ତି ଜୀବନଧାରନେର ଅନୁକୂଳ ।

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah, and Ceylon, Vol III (1881), p. 2.

† ୩୦ ପୁଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ।



ମହାଦେଶ ମହାଦେଶ ମହାଦେଶ



সারস, অনুর ও চকোর

ঝোকমধ্যে আমরা দেখিতে পাই পশ্চাসলিলোগাস্টে বানীরবনের অন্তর্বালে সারস উৎসৃষ্ট হইতেছে। বানীর এছলে অন্ধেতস।

কালিদাস অন্তর্ভূতোরণশ্রদ্ধের শার ঝৌপিক সারসগুচ্ছের চির দিল্লাহেন। অতঃই মনে হয় যে সেই চির তাহাদের উৎপত্তি ভঙ্গী সম্পর্কে। তবে এইরূপ উৎপত্তিরভঙ্গী—এমন করিয়া খৃষ্টে মালাগাঁথার ছবি—কচিং দেখা যায়। পক্ষিতত্ত্ববিং * লিখিয়াছেন, "Their flight is powerful and by no means slow but they rise off the ground with difficulty, generally running some yards with flapping wings until they gain sufficient impetus; once started, however, they fly great distances with ease, though the flight is noisy and generally close to the ground, seldom more than fifty feet from it and often far less. They never soar as the Cranes of the preceding genus do and their flight is inferior in every way to that of these migrating birds." এই বিবরণ হইতে সারসের সাধারণ উৎপত্তিরীতি বিশেষজ্ঞপে দৃঢ়যুক্তম করা যায়; তবে পক্ষিতত্ত্ববিং † খৃষ্টে মালাগাঁথার ছবিও সম্পূর্ণ করিয়াছেন,—"It should be noted that Osmaston twice saw these cranes flying in flocks, once of 20 and once

* Stuart Baker, E. C., The Game Birds of the Indian Empire—Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XXXIII, p. 4.

† Ibid., p. 4.

ରମ୍ଭୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ରୟ

of 24 birds and that in the former case they adopted the ‘V’ shape flight and in the second flew in a long line.” ଗୋଦାବରୀବକ୍ଷେ ସାରସେର ଯେ ଉଂପତନେର ଉଲ୍ଲେଖ ହିଁଯାଛେ ତାହା ଏହି ମାଲାଗାଁଧାର ଶ୍ଥାଯ ଭଙ୍ଗୀ ହିତେ ପୃଥିକ ମନେ ହୟ, କାରଣ କାଲିଦାସ ଏହୁଲେ ଅନ୍ତଭୂତୋରଗନ୍ତରେ ଆଭାସ ଆଦୌ ଦେନ ନାହିଁ ।

କାଲିଦାସ ଗୋଦାବରୀସାରସପଞ୍ଜିର କଥା ତୁଳିଯାଛେ । ଆମାଦେର ଦେଖିତେ ହିଁବେ ଏହି ଉତ୍କି ସତ୍ୟ କିନା ? ପୂର୍ବେ ସାରସପରିଚୟେ ମେଘଦୂତପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମରା ଦେଖିଯାଛି ଯେ ଏହି ବିହଙ୍ଗ କୋନଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଝତୁତେ ନବୀନ ଆଗନ୍ତୁକ ହିସାବେ ଉଡ଼ିଯା ଆସିଯା ଭାରତବର୍ଷେର ଖାଲ, ବିଲ, ନଦୀ, ତଡ଼ାଗ ଅଧିକାର କରିଯା ବସେ ନା ; ତାହାର ଅନ୍ତାନ୍ତ ଜ୍ଞାତିବର୍ଗେର ମତ ସାରସ ଯାଯାବର ପାଖୀ ନୟ, ଭାରତବର୍ଷେ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ଵାସୀ ଅଧିବାସୀ ହିସାବେ ସେ ଜୀବନ୍ୟାପନ କରେ । ତବେ କି ତାହାକେ ଭାରତବର୍ଷେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚୟା ଯାଯ ? ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନାର ଫଳେ ଜ୍ଞାନ ଗିଯାଛେ ଯେ ସାରସକେ ଭରତବର୍ଷେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖା ଯାଯ ନା ; ଉତ୍ତର ଭାରତେ ଅଧିବାସୀ ହିସାବେ ତାହାକେ ଦେଖା ଯାଯ ସିନ୍ଧୁନଦ ହିତେ ପଞ୍ଚମ ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣଭାରତେ ତାହାର ବିଶ୍ଵତିରେଖାର ଏକ ସୀମାଯ ବୋମ୍ବାଇବିଭାଗେର ଖାନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଅପର ସୀମାଯ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଅବସ୍ଥିତ । ବ୍ରାହ୍ମି * ବଲେନ—“The Sାରାସ * * is rare south of the Godaverry.” ଅତେବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାତ୍ରେଇ ମାନିଯା ଲାଇବେନ ଯେ

* The Natural History of the Cranes (1881), p. 47.

সারস, ময়ুর ও চকোর

কালিদাসের সারস সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ আশ্চর্যজনক নিভূল।

এখন ময়ুরের কথা তুলিব, তাহার সম্বন্ধে একেত্রে বিশেষ কিছু নৃতন তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে এমন নহে, তবে কালিদাস কখনই ময়ুরকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই; মেঘদূত ঝর্তুসংহারে এই বিহঙ্গজীবনের যে সমস্ত তথ্যের সম্মানলাভ আমরা করিয়াছি, আংশিক অথবা খণ্ডিতভাবে সেই তথ্যই রঘুবংশকুমার-সন্তুরের মধ্যেও সন্নিবেশিত দেখিতে পাই। সেই পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন কখনও অনাবশ্যক মনে করা চলে না। নৃতন নৃতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে অভিনব সৌন্দর্যে মণিত হইয়া উহা স্বতঃই আমাদের চিন্তা আকৃষ্ট করে। যে পাখীর মেঘদর্শনে পর্বতে পর্বতে আনন্দন্ধনতের কথা মেঘদূতপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, ঝর্তুসংহারের মধ্যে যে নৃত্যপরায়ণ শিখী তাহার নন্দনে ভূধরগুলি আকুলিত করিয়া প্রকৃতিকে সমৃৎসুক করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের রঘুবংশের কবি লিখিয়াছেন

কলাপিনাং প্রাণৃষ্টি পশ্য নৃত্যং কান্তাস্তু গোধৰ্ধনকল্পাস্তু ।

মনে হয় দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া বহিজীবনের একটি প্রধান অতিবাস্তব তথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কালিদাস প্লোকটি রচনা করিয়াছেন। বর্ণাকালে কলাপী কেন তাহার কলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্যে প্রবৃত্ত হয় পূর্বে * তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি,

* ১২-১৩ পৃষ্ঠা জটিল।

ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଂକ୍ଷିପ୍ତ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବେ ଉହାର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟାଓ କରା ହଇଯାଛେ ; ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ତାହାର ପୁନରୁତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ କରି ନା । ତବେ ପାଠକଙ୍କେ ମୁରଗ କରାଇତେ ଚାଇ ଯେ ମୟୁର ସ୍ଵଭାବତଃ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଜୁଙ୍ଗଲମୟ ସ୍ଥାନେ ବାସ କରେ । ମେଘର ସହିତ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ହିସାବେ ମତ୍ୟ ଯେ ବର୍ଷାକାଳରେ ତାହାର ଗର୍ଭାଧାନେର ପ୍ରଶନ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ଏହି ସମୟେ ତାହାର ନତ୍ୟ, କଳାପବିସ୍ତାରେ ଏବଂ କେକାର୍ଧନିତେ ବିହଙ୍ଗଜୀବନେର ଏକ ନିଗ୍ରଂତ ତଥ୍ୟେର ସନ୍ଧାନ ପାଇୟା ଯାଏ । ଜୀବଜଗତେ ଜୀବବିଶେଷେର ଦାମ୍ପତ୍ୟଜୀବନେର ଆରଣ୍ୟେ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକୃତିର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାଯ ଯେ ସମସ୍ତ ନିୟମପଦ୍ଧତି କ୍ରମବିକାଶେର ଫଳେ ନିରାପିତ ହଇଯାଛେ ତମ୍ଭେ ପ୍ରାଞ୍ଚମିଥୁନଲୀଲା ଅଗ୍ରତମ । ମୟୁରେର ବର୍ଷାଯ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ କଠରନି, ମୟୁରୀର ସମ୍ମୁଖେ ତାହାର କଳାପବିସ୍ତାର ଏବଂ ନତ୍ୟ ମେହି ପ୍ରାଞ୍ଚମିଥୁନଲୀଲା ମୁଚ୍ଚିତ କରେ । କାଲିଦାସ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପ୍ଲୋକେ ନତ୍ୟେର କଥା ବଲିଯାଛେ, ବର୍ଷାଯ କେକାର୍ଧନିର କଥାଓ ତିନି ଉଲ୍ଲେଖ କରିତେ ଭୁଲେନ ନାଇ,—

ସ୍ଥଳୀ ନଧାମଃ ପୃଷ୍ଠାଭିଵୃଷ୍ଟା ମୟୁରକେକାଭିରିଦ୍ଵାପ୍ରବୃନ୍ଦମ् ।

ଏହି କ୍ଷଣିକେ ତିନି ଆର ଏକ ଶ୍ଲେ ସତ୍ତ୍ଵସଂବାଦିନୀ କେକା ବଲିଯାଛେ । ଇହା ଟିକାକାରେର ମତେ ତପ୍ତୀକଠିଜମା ଶ୍ଵରବିଶେଷ ।

ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟ କାଲିଦାସ ମୟୁରେର ଆବାସବ୍ସକ୍ରେ କଥା ତୁଳିଯାଛେ—

ସ ପଲ୍ୟଲୋକୀର୍ଣ୍ଣରାହୃଥ୍ୟାନ୍ୟାଧାସଦୃଳୋନ୍ମୁଖର୍ଦ୍ଦିତ୍ୟାନି ।

ଯଦୌ ମୃଗାନ୍ୟାସିତଶାଦ୍ଵଲାନି ଶ୍ୟାମାୟମାନାନି ଧନାନି ପଶ୍ୟନ୍ ॥

সারস, ময়ুর ও চকোর

আসন্ন সঙ্ক্ষায় শামায়মান হিংস্রজন্মসঙ্কল বনানীর মধ্যে
আবাসবৃক্ষেগুথ বহিসকল অবলোকিত হইতেছে।

কুমারসন্ধিবে দেখিতে পাই—

অন্তুপাদজনিতপ্রবৃত্তিভিন্নান্তকান্তজলধিন্তুভির্গিরিঃ ॥

মেললাতক্ষু নিরিতানমূলোধ্যত্যসময়ে শিখবিঙ্গনঃ ॥

এই গিরিমেখলার মধ্যে তরঁগলি ময়ুরের রাত্রিযাপনের জন্য
আশ্রয় প্রদান করে।

পূর্বে মেষদৃতপ্রসঙ্গে * ময়ুরের নিবাসবৃক্ষ সমষ্টে আলোচনা
করিয়াছি। এই বিহঙ্গজীবনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে রাত্রিযাপনের
জন্য নির্দিষ্ট নিবাসবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করা। বৈজ্ঞানিক হিসাবে
ইহা অতিসত্ত্ব এবং বাস্তব। উক্ত শ্ল�কে বনানীর মধ্যে ময়ুরকে
পাওয়া যাইতেছে। বাস্তবিক সে প্রায় জঙ্গলময় স্থানে বাস করে;
নগরোপকর্ত্তার জঙ্গলাকীর্ণ স্থানেও তাহাকে দেখা যায়। কালিদাসও
ইহার নির্দেশ করিয়াছেন—

পুরুণকর্ত্তাপবনাপ্রযাণাং কলাপিনামুজ্জতনৃত্যহেতৌ ।

অন্তর মঢাকবি লিখিয়াছেন—

তীরস্থলীবহুভিন্নকলাপে: প্রস্তিঘকেকৰভিনন্দ্যমানম् ।

ময়ুরগণ এখানে তীরস্থলীতে দৃষ্ট হইতেছে।

* ১৩ পৃষ্ঠা জাত্য।

ରମ୍ଭୁବଂଶ ଓ କୁମାରମନ୍ତ୍ରବ

এই বিহঙ্গের নিবাসভূমি সমক্ষে কাব্যহৃষীটির মধ্যে অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। পর্বতকল্পে সে বিরাজ করিতেছে ; গিরিমেখলায় তরঙ্গলি তাহার রাত্রিযাপনের আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; যে বনানীতে তাহাকে দেখা গেল তথায় বনবরাহযুথ এবং মৃগসমূহ রহিয়াছে ; পুরোপকষ্ঠোপবনে সে আশ্রয় গ্রহণ করে ; তীরস্থলীতেও সে দৃষ্ট হয়। মহাকবির এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বিহঙ্গবিদের বিরোধ দেখা যায় না। বাস্তবিক পক্ষিতত্ত্ববিং লক্ষ্য করিয়াছেন যে সাধারণতঃ ময়ুর অন্তিউচ্চ পর্বতে অথবা পার্বত্য অঞ্চলে এমন কি সমতলস্থেত্রে বাস করে, যদিও তাহাকে উচ্চর ও দক্ষিণ ভারতের অত্যচ্চ পার্বত্য স্থানেও দেখা যায়। হিন্দুস্থানের মধ্যে যেখানে তাহার হিংসা করা হয় না সেখানে ময়ুর গ্রামোপকষ্ঠে অসক্ষেত্রে দলে দলে বিরাজ করে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার* লিখিয়াছেন—“Here he haunts the immediate vicinity of villages, feeding openly in the cultivation in the early mornings and evenings, * * * and leading his wives and their families into groves and orchards, or into the low scrub jungle so often found all round Indian villages, where they may be sought, found, and watched by whosoever will.” এই বিবরণে পুরোপকষ্ঠোপবনের স্পষ্ট উল্লেখ

* The Game-Birds of India, Burma and Ceylon, Vol. III (1930), pp. 80-81.

সারস, ময়ুর ও চকোর

হইয়াছে। তৌরস্থলীর উল্লেখও মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার তাহার কাছাড়পর্যটন উপলক্ষে করিয়াছেন। তিনি * লিখিয়াছেন— “On the banks of the hill streams which run north from the North Cachar Hills into the Brahmapootra River the bird was by no means rare.” এই সমস্ত নদীবক্ষে ময়ুরের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়াছিলেন; তখন অনেক শ্বাপদ ও বন্য জন্তু তাহার নয়নগোচর হয়। তাহাদের উল্লেখ করিয়া তিনি † লিখিয়াছেন— “On these rivers our usual mode of travel was upon two dug-outs fastened together with a platform of plaited split bamboo, upon which was erected a semicircular grass hut * * * most wild animals and birds allowed a very close approach before taking to flight. Buffalo, when wallowing at the water’s edge, would allow us to approach, if the wind was right, within 40 or 50 yards. * * Deer seldom moved until we were within long shot * *. Bear and pig, of course, in their usual stolid manner would quietly go on feeding and rooting about until we

* The Game-Birds of India, Burma and Ceylon, Vol. III (1930), p. 81.
† Ibid., p. 81.

ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ଧବ

had glided past and once more disappeared from sight.” ଉପରେ ଉଦ୍‌ଧୃତ ଶ୍ଳୋକେ ମହାକବିବରିତ ପଞ୍ଚଲୋକ୍ତୀର୍ଗ ବରାହ୍ୟୁଥ-
ସଙ୍କୁଳ ଓ ମୃଗାଧ୍ୟାସିତଶାନ୍ତିଲ ବନାନୀର ସହିତ ଇଂରାଜ ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵରେ
ବିବରଣୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁପ ମିଳ ଦେଖା ଯାଏ । କାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲେର ଆକୃତିକ
ଦୃଶ୍ୟର କୋନ କଥା କାବ୍ୟମଧ୍ୟେ ନାହିଁ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଲିଯା ଇଂରାଜ
ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵବିଦେର ଚାକ୍ରୁସ ପ୍ରମାଣେ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା ଅବାନ୍ତର ବଲା ଚଲେ ନା,
କାରଣ ମୟୁର ଯେଥାନେ ନଗର ଓ ମାନବାବାସେର ବାହିରେ ବନାନୀର ମଧ୍ୟେ
ତାହାର ସ୍ଵର୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନ ଧାପନ କରେ ମେଥାନେ ମୃଗବରାହ ଓ ତଦିତର
ବଳ ହିଂସା ଜନ୍ମ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଅତ୍ରେବ ଦେଶକାଳନିର୍ବିଶେଷେ କାବ୍ୟବରିତ
ବନାନୀପଟ୍ଟମିକାଯ ମୟୁରଚିତ୍ର ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵର ଦିକ ହଇତେ ମୋଟାମୁଟି
ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାୟ ଦୋଷ ଦେଖା ଯାଏ ନା ।

ମୟୁର ପୁରାକାଳ ହଇତେ ମାନବାବାସେ ପୋଷା ପାଖୀର ଶ୍ରାୟ
ପାଲିତ ହଇଯା ଆସିତେଛେ । ମେଘଦୂତପ୍ରସଙ୍ଗେ * ଆମରା ଦେଖିଯାଛି
ଯେ କବି ଭବନଶିଥୀର ନିମିତ୍ତ ବାସୟଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯା
ଏହି ପକ୍ଷିପାଲନ ପ୍ରଥାର ଆଭାସ ଦିଯାଛେ । ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ ଓ
ଇହାର ଇଞ୍ଜିତ ପାତ୍ରୟା ଯାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟକେ ନିମ୍ନେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ
ଉଦ୍‌ଧୃତ ହଇଲ—

ଅଂସଲମିବକୁଟଜାର୍ଜନମଜମ୍ବତସ୍ୟ ନୀପରଜ୍ଞସାଙ୍ଗ୍ୟାଗିଣ୍ୟः ।

ମାତୃଷି ପରମବର୍ହିଷ୍ଟେଷ୍ଵଭୂକ୍ତରିମାଦ୍ରିଷ୍ଟ ଵିହାରବିପ୍ରମଃ ॥

ଏଥାନେ କୃତ୍ରିମ ଅନ୍ତିତେ ବର୍ଧାୟ ପ୍ରମୋଦବହୀର ଉଲ୍ଲେଖ ହଇଯାଛେ

* ୫୬ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରତିବା ।

সারস, ময়ুর ও চকোর

দেখা যাইতেছে যে কৃত্রিমতার মধ্যে পালিত ময়ুরগণের স্বাভাবিক পার্কত্য বাসস্থানের অনুকরণে রচিত কৃত্রিমাস্তির সম্বিশে সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে।

বৃন্দেশ্যা যষ্টিনিধাসভঙ্গান্তুবঙ্গহস্যাপণমাহলাস্যা: ।
প্রাপ্তা দ্বোহকাহতশৈথৰ্বহ্বাঃ ক্ষীড়ামগুৱা ঘনবর্ণহ্যাত্বম্ ॥

ক্ষীড়াময়ুর বনবর্হীতে পরিণত দেখা যায় ; বাসযষ্টির বিনাশে এখন সে বৃক্ষে রাত্রিযাপন করে।

মুখ্যভাবে আমাদের সঙ্গে ময়ুরের সাক্ষাৎ করাইয়া তৎসমস্তকে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনার স্থূলগ করি আমাদিগকে দিয়াছেন। এখন যে পাখীর কথা আসিয়া পড়িতেছে তাহার সহিত পরোক্ষ আলাপের বাবস্থা কালিদাস করিয়াছেন মাত্র। কাব্যবর্ণিত “চকোরাঙ্গি” ও “মন্ত্রচকোরনেত্রা” শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থিবার সঙ্কানলাভ হইল, সেটির কথা এপর্যন্ত আলোচনা করিবার স্থূলগ হয় নাই। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন নির্দেশ করিয়াছেন—“রক্তাঙ্গে বিষমৃচক স্বনামাখ্যাতঃ ।” হিমাস্তি বলেন—“রক্তহাচকেরস্ত অঙ্গলীবাঙ্গলী যস্যাঃ সা ।” দেখা যাইতেছে, চকোরের রক্তচক্ষুই তাহার বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণ। অগ্রকোষের টীকায় চকোরসম্পর্কে লিখিত আছে—“যোগ্যঃ চন্দ্রিকয়া তৃপাতি” অর্থাৎ জ্বোংস্নারাত্রে এই বিহঙ্গের পরিষ্ঠিপ্তি হয়।

ରତ୍ନୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଙ୍କ୍ଷିପ୍ତ

ଚକୋର ସମ୍ବନ୍ଧେ ପକ୍ଷିତଥ୍ରେ ଦିକ ହିତେ କିଛୁ ଆଲୋଚନା ଯାଇବା କ୍ଷତି ନାହିଁ । ମୟୁର ଏବଂ ଚକୋର ଉଭୟଙ୍କ ଏକବର୍ଗେର (ଅର୍ଥାତ୍ Phasianidæ) ବିହଙ୍ଗ । ଉଭୟଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷେ ବିଶେଷ ପରିଚିତ ପାର୍ଥି । କାବ୍ୟଗୁଣିତେ ମୟୁରର ଯେମନ ଶୁଳ୍କାପାଞ୍ଜେର ପରିଚୟ ଆଛେ, ଚକୋରେର ରଙ୍ଗାକ୍ଷିର ପରିଚୟରେ ତେମନ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଯାଏ । ମାଧ୍ୟାରଣ ଲୋକେ ଯାହାରା ପାର୍ଥି ପୋଷେ ତାହାରା ଅନେକ ସମୟ ତିତିରେର ଶ୍ଵାସ ଚକୋରଙ୍କ ପିଞ୍ଜରେ ପାଲନ କରେ । ଇଂରାଜ ଶିକାରୀଙ୍କ ତିତିରେର ଶ୍ଵାସ ଇହାର ଖୋଜ ରାଖେ—ପାଲନ କରିବାର ଜୟ ନୟ, ଶିକାରେର ଜୟ । ଚକୋରେର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ Alectoris g. chukar (Gray); ଏହି ନାମେର ପରିଚାତେ ଚକୋର ସଂଜ୍ଞା ସନ୍ନିବେଶିତ ଥାକାଯ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ବୁଝା ଯାଏ ଯେ ଚକୋର ଅଭାସ୍ତ ପରିଚିତ ପାର୍ଥି । ଚକୋରେର ରଙ୍ଗାକ୍ଷିର ବର୍ଣନା ଇଂରାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ * ଦିଯାଛେ—“The irides are brown, yellowish, orange or even reddish brown; the margins of the eyelids crimson or coral to brick red” । ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟେ ଜ୍ଞୋତ୍ସ୍ନାୟ ଇହାର ରମଣେର କଥା ଅମରକୋଷେର ଟାକାକାର ବଲିଯାଛେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବେ ଏହି ଉକ୍ତିର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ କଟକଟା ଧରିଯା ଲୋହା ଯାଇତେ ପାରେ, ଯେହେତୁ ପକ୍ଷିତଥ୍ରେ ଲଙ୍ଘ କରିଯାଛେ ଯେ ଏହି ବିହଙ୍ଗ ତାହାର ନିକଟ ଜାତିଦିଗେର ଶ୍ଵାସ ସଙ୍କ୍ଷୟାୟ ଓ ପ୍ରଭ୍ଲ୍ୟାମେ ବିଶେଷକୁପେ ମୁଖର ହ୍ୟ । ଏହି ମୁଖରତା ସମ୍ପର୍କେ ଲିଖିତ ହିୟାଛେ—“It is uttered indiscriminately at various

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah, and Ceylon, Vol. II (1879), p. 42.

সারস, ময়ুর ও চকোর

intervals of the day, but most generally towards evening.” *

* Hume and Marshall, *The Game Birds of India, Burmah, and Ceylon*,
Voll. II (1879), p. 38.

৩

হারীত ও পারাবত

রঘুবংশে কালিদাস হারীতের কথা তুলিয়াছেন—

ষষ্ঠীরঘৃতাস্তস্য বিজিগীষ্মোর্গতাভ্যনঃ ।
মারীচোদ্ধুন্তহারীতা মলযাদ্রৈষ্টপল্যকাঃ ॥

মলয়পর্বতের উপত্যকায় প্রকৃতির যে পটভূমিকায় এই
বিহঙ্গকে দেখা গেল তথায় মরীচ বন রহিয়াছে ; পার্বতা
উপত্যকাগুলির মরীচজঙ্গলে হারীত বিহঙ্গেরা উদ্গমনশীল অবস্থায়
নয়নপাথে পতিত হইতেছে ।

হারীতের পরিচয় হিসাবে সংস্কৃত অভিধান বিশেষ কিছু
বিবরণ দেখা যায় না ; তবে যে ইহা বিশেষ পরিচিত পাথী
তৎসমৰ্থকে সন্দেহ নাই । সংস্কৃত অভিধানগুলার ইউরোপীয়

হারীত ও পারাবত

টীকাকারগণ * সকলেই হারীতকে Green Pigeon বলিয়াছেন মুঞ্চতের টীকাকার ডল্লন লিখিয়াছেন—“হরীতপীতবর্গ হারিতায ইতি লোকে”। অমরকোষের মহেশ্বরকৃত টীকায লিখিত আছে, “হারীতো দেশান্তরভাষয়া হরিল”। বাংলাদেশে ইহার হরিয়াল নাম প্রচলিত।

পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে হারীত যে বংশের বিহঙ্গ বলিয়া নিরাপিত হইয়াছে, সাধারণ পারাবত এবং কপোত বা ঘুঘুও সেই বংশের অন্তর্ভুক্ত, যদিও অন্তর্বৎশ হিসাবে শেষোক্ত বিহঙ্গগুলি হইতে হারীত স্বতন্ত্র। এই অন্তর্বৎশের নাম Treroninae এবং তৎসম্পর্কে মিঃ ছুয়ার্ট বেকার † বলেন—“This subfamily contains the Green Pigeons, beautiful birds recognizable by their bright green or yellowish-green plumage and the exceptionally broad, fleshy soles to their feet.” ডল্লনমিঞ্চও হারীতের এই বর্ণবৈশিষ্ট্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। মলয়াদ্বির উপত্যকায় হারীতের সন্ধিবেশ বৈজ্ঞানিক হিসাবে ভুল হয় নাই, কারণ দক্ষিণ-ভারতের যে অংশে মলয়াদ্বি অবস্থিত তথায় green pigeon বিরলদর্শন নয় এবং সেখানে তাহার একাধিক জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। মলয়াদ্বির ভৌগোলিক পরিচয় ‡ এইরূপ—“The southern parts of

* Oppert, Gustav, The Vaijayanti of Yadavaprakasa (1893), p. 881; Colebrooke, H. T., Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha, Third Edition (1891), p. 134.

† Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. V (1928), p. 179.

‡ Dey, Nundo Lal, The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, Second Edition (1927), p. 122.

ବ୍ରାହ୍ମିଶ ଓ କୁମାରସଙ୍କର

the Western Ghats, south of the river Kaveri, called the Travancore Hills, including the Cardammum Mountains, extending from Koimbatur gap to Cape Comorin." ଏই ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରଧାନତଃ ତିନି ଜାତିର green pigeon ଦେଖିତେ ପ୍ରାୟେ ଯାଯା ; ତମିଧ୍ୟେ ଦୁଇଟା ଜାତିର ବିହଙ୍ଗ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଳେ ଥାକେ ; ଇହାରା ସାଧାରଣ ଇଂରାଜେର ନିକଟେ Grey-fronted ଏବଂ Orange-breasted Green Pigeon ନାମେ ପରିଚିତ । ଅପର ଜାତିଟା Southern Green Pigeon ନାମେ ଅଭିହିତ ; ସମତଳ ଭୂମିତେ ମେ ବହୁଲ ପରିମାଣେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ବଟେ, ଅନୁମତ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟେ ତରକୁବହୁଲ ସ୍ଥାନେଓ ତାହାକେ ଦେଖା ଯାଯା । ଜାତିନିର୍ବିଶେଷେ ଇହାରା ସକଳେଇ ଫଳଭୁକ ; ଆହାରମଙ୍କାନେ ବୃକ୍ଷଶୀର୍ଷେ ଇହାରା ଯେମନ ବିଚରଣ କରେ, ଅନୁମତ ଝୋପେ, ଲତାଗୁଲ୍ମେର ମଧ୍ୟେଓ ନାନା ବନଫଳ ସଂଗ୍ରହେ ତାହାରା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ । ବନେ ଜଙ୍ଗଳେ, ବୃକ୍ଷଶୀର୍ଷେ ଯେଥାନେ ଇହାରା ପରିଣିତ ଫଳବୀଜେର ମଙ୍କାନ ପାଇ ସେଥାନେଇ ହାରୀତକେ ଦାଳେ ଦାଳେ ପକ୍ଷିଭାବେ ଯାତାଯାତ କରିତେ ଦେଖା ଯାଯା । କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ମାରୀଚୋତ୍ତାନ୍ତହାରୀତ ଶବ୍ଦେ ଏଇ ବିହଙ୍ଗଚରିତ୍ରେ ସମ୍ଯକ ପରିଚଯ ଆମରା ପାଇ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ-ତ୍ରୈବିଦ୍ୟା * ଇହାର ବିବୃତି କରିଯାଛେ—“Vast numbers are killed in the southern and western provinces by noticing what trees are in fruit, and watching at their foot for the birds, which are continually

* Leggo, Capt. W. V., A History of the Birds of Ceylon (1880), p. 727.

হারীত ও পার্বত

going and coming.” কালিদাস মরীচঙ্গলে হারীতের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়াছেন ; এসম্পর্কে যদিও বিহুতত্ত্ববিদের চাক্ষুষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ দেখা যায় না, দক্ষিণ-ভারতের বশ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনে মরীচঙ্গলের মধ্যে হারীতকে দেখিতে পাওয়া কিছু বিচ্ছিন্ন নয়। মরীচ অর্থে অমরকোষে লিখিত আছে, “অথ বেলজং মরীচং কোলকং কুষ্মূণং ধৰ্মপতনম্” ; বাংলায় কোলকুরি * লিখিয়াছেন pepper। বৈজয়ন্তীর টীকাকার গাষ্ঠিত অপাট † বলেন ইহা black pepper, *Piper nigrum*, Tamil *Milaku*। বাংলায় যাহাকে গোলমরীচ বলা হয় তাহা *Piper nigrum*-এর বীজ বা ফল মাত্র। বিশেষজ্ঞ সার জর্জ ওয়াট ‡ লিখিয়াছেন—“*P. nigrum*, Linn.; The Black and White Pepper. A climber, usually dioecious, wild in the forests of Travancore and Malabar, and cultivated in the hot, damp localities of Southern India.” আসাম, বাংলা এবং বোম্বাই-এর স্থানবিশেষে মরীচের চাষ করা হয় ; মহীশূর ও মাজাঙ্গে বশ্য পূর্ব হইতে ইহার চাষের উল্লেখ ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখা যায় এবং তাহার কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া ওয়াট § লিখিয়াছেন—“It is like a vine climbing on trees :

* Dictionary of the Sanskrit Language by Umara Singha, Third Edition (1891), p. 229.

† The Vaijayanti of Yadavaprakasa (1893), p. 686.

‡ The Commercial Products of India (1908), p. 896.

§ Ibid., p. 898.

ରତ୍ନବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ଵ

from each of the branches are produced five to eight clusters of berries, a little longer than a man's finger ; they are like raisins but more regularly arranged, and are as green as unripe grapes." ଅତଏବ ବୁଝା ଯାଯ ସଥିନ P. nigrum ଲତା ଏକପ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ତଥିନ ଫଳଗୋଡ଼େ ଆକୃଷ୍ଟ ହାରୀତେର ମରୀଚବିନେ ଆବିର୍ଭାବ କିଛୁ ଆଶ୍ରମ୍ୟେର ବିଷୟ ନୟ । ଆରେକଟି କଥା ଶ୍ଵରଣ ରାଖା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳେ ଉକ୍ତ ଲତାକେ ନାନା ବୃକ୍ଷର ଉପର ତୁଳିଯା ଚାଷ କରା ହୟ ; ଆମ କାଠାଳ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ବୃକ୍ଷର ସଙ୍କେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମରୀଚେର ଚାଷ ହଇଯା ଥାକେ । ଏକପ ସ୍ଥଳେ ହାରୀତେର ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟକାବୀ । ହାରୀତ ବିହଙ୍ଗେର କାହେ ମରୀଚଫଳ ଭକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବେ ଗଣ୍ୟ ହେୟା ଅସ୍ଵାଭାବିକ ମନେ ହୟ ନା, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗାହେର ଅଧିବା ଲତାଗୁଲ୍ମେର ବୀଜ ତାହାର ଥାଉ ; ଏମନ କି ଶସ୍ତ୍ରଓ ତାହାର ଅଗ୍ରାହ ହୟ ନା ।

ପୂର୍ବେ ବଲିଯାଛି ଯେ ହାରୀତ ଯେ ବଂଶେର ବିହଙ୍ଗ କପୋତ ଏବଂ ପାରାବତ୍ତେ ସେଇ ବଂଶେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କୁମାରସନ୍ତ୍ଵବେ ଏହି କପୋତେର ବର୍ଣ୍ଣେର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖା ଯାଯ—

ତହିଦିଂ କଣ୍ଠାଁ ଘିକୀର୍ଯ୍ୟତେ ପଦନୀର୍ମସମ କପୋତକର୍ବୁଦ୍ଧେ ।

ଏହିଲେ ଭସ୍ତ୍ରକଣା କପୋତକର୍ବୁଦ୍ଧେର ଆଭା ବିକୀରଣ କରିତେଛି ।

କପୋତେର ଦେହେର ରଂ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣମିଶ୍ରଣେ ସଞ୍ଚାତ ; କାବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିତ କର୍ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦେଓ ତାହାଇ ସ୍ମୃତି ହୟ । ଅମରକୋଷେ ଲିଖିତ ଆଛେ—

ଛାରୀତ ଓ ପାରାବତ

“ଚିତ୍ରং කିଞ୍ଚିରକଲ୍ୟାଷଶ୍ଵରଲୈତାଶ୍ଚ କରୁରେ ।” କର୍ବୁର ଏଥାନେ ବୁଝାଯ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚିତ୍ର, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଯ ଯାହାକେ ଟିକାକାର କୋଲକ୍ରକ * variegated ବଳେନ ।

ପାରାବତେର ବିଶଦ ବର୍ଣନା କୁମାରସନ୍ତବେର ଯେ ଶ୍ଲୋକଗୁଲିତେ ଦେଖା ଯାଯ ନିମ୍ନେ ତାହା ଉଚ୍ଚତ ହଇଲ—

ସ୍ତ୍ରକାନ୍ତକାନ୍ତାଭ୍ୟାତାନ୍ତକାର୍ତ୍ତ କୁଜନ୍ମାଧୂର୍ମିତରକନେପମ् ।
ପ୍ରସକାରିତୋଜପ୍ରବିନପ୍ରକରତଃ ମୁହଁମୁହଁର୍ଯ୍ୟତିତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ॥
ଘିମ୍ବନ୍ତରଳଂ ପନ୍ତିଯୁମମିଷିଧାନମାନନ୍ଦଗାରି ମଦନ ।
ଶ୍ରୀପ୍ରାଣୁଷ୍ଠାର୍ଣ୍ଣ ଜାତିଲାପ୍ରଦାତାମିତିତତୋ ମୟାଙ୍ଗକିପ୍ରରନ୍ତମ୍ ॥

ପାରାବତ ମଣ୍ଡଳାକାରେ ବିଚରଣ କରତଃ କାନ୍ତାର ଭଣିତ ଅନୁକରଣ କରିଯା କୁଜନ କରିତେଛେ ; ତାତାର ରଙ୍ଗନେତ୍ର ଆଘୂଣିତ, କଞ୍ଚଦେଶ ପ୍ରଫାରିତ, ଉନ୍ନତ ଓ ବିନ୍ଦୁ ହଇତେଛେ ; ତାହାର ଚାର ପୁଚ୍ଛ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ କୁଞ୍ଚିତ ହଇତେଛେ ; ତାହାର ପଞ୍ଚଦୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳ, ଗତିଭଙ୍ଗୀ ହର୍ଷମୁଚକ, ତାହାର ବର୍ଣ ଶ୍ରାବଣ୍ଣବ୍ରଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଗ୍ରପାଦ ଜଟାୟୁକ୍ତ ।

ପାରାବତେର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ମହାକବିର ଅତୁମ ତୁଳିକାଯ କାବ୍ୟମଧ୍ୟେ ଏତ ପୁଞ୍ଚାରୁପୁଞ୍ଚକପେ ଚିତ୍ରିତ ହଟିଯାଇଛେ, ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟେର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ମେଟ ଚିତ୍ର ତିଳନାତ୍ର ସତ୍ୟ ହଟିତେ ବିଚୁତ ହୁଯ ନାଇ । ମୂଳଦର୍ଶୀ କାଲିଦାସେର ଏହି ପାରାବତବର୍ଣନା ଅତି ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକେର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣପ୍ରସ୍ତୁତ ରଚନାର ସଙ୍ଗେ ପାଶାପାଶ ମିଳାଇଯାଇଥାଏ ।

* Dictionary of the Sanskrit Language by Umara Singha, Third Edition (1891), p. 38.

ରତ୍ନୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଙ୍ଗସ

ଲାଗ୍ଯା ଚଲେ । ପ୍ରଫେସର ହିଟମ୍ୟାନ୍ * ପାରାବତେର ପ୍ରାଇମିଥୁନ ଲୀଳା ମ୍ୱାପକେ ଲିଖିଯାଛେ—“preening and shaking the feathers ; elaborate bowing and cooing * * approaching the mate ; giving amorous glances ; wagging the wings ; lowering the head ; swelling the neck ; raising the wings ; raising and spreading the tail and feathers on the back and rump ; alternately stamping and striking the feet and wagging the body from side to side, and strutting with drooping wings.” କାବ୍ୟମଧ୍ୟେ ଯାହା “ଶୁକାନ୍ତକାନ୍ତାଭଗିତାମୁକାରଂ କୁଜନ୍ତଃ” ବଳା ହଇଯାଛେ ବିଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ † ତାହାର ବିସ୍ତି ଦିଯାଛେ—“gives the driving coo consisting (in bronze-wing pigeons) of three notes, with raised wings, raised and spread tail, while the beak is on the floor.” ଶୋକୋକ୍ତ “ବିଶ୍ଵରୂପଂ ପକ୍ଷତିଯୁଗମୀଷଦ୍ଧାନମାନନ୍ଦଗତିଃ ମଦେନ” ବାକ୍ୟ ପାରାବତେର ଗତି ଓ ପକ୍ଷସଂଧାନଭକ୍ତି ସୁଚିତ କରିତେଛେ ; ପୂର୍ବୋଦ୍ଧତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବର୍ଣନାତେ ଏ ଇହାର ସମର୍ଥନ ଦେଖିତେ ପାଇ ; ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ କତକଟା ପୁନର୍କର୍ତ୍ତି ହଟିଲେଓ ପଣ୍ଡିତପ୍ରଭର ଡାକ୍ଟର ଯାହା ଲିଖିଯା ଗିଯାଛେ ତାହାର କିଞ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧବ୍ରତ କରିତେଛି,—“walking with its wings raised and arched in an elegant manner.”

* Thomson, J. Arthur, The Biology of Birds (1923), p. 178.

† Ibid., p. 178.

ଗୁଡ଼, ଶ୍ରେନ ଓ କୁରରୀ

ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ପରିବେଳେନୀର ମଧ୍ୟେ ରଘୁବଂଶେ ଏବଂ କୁମାରସଙ୍ଗବେ କାଲିଦାସ ଗୁଡ଼ ଓ ଶ୍ରେନର ଚିତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞପେ ଅନ୍ତିମ କରିଯାଛେ । କାବ୍ୟଦ୍ୱୟରେ ଯେ ଶୋକଫୁଲିତେ ଗୁଡ଼ର ଉତ୍ତରଥ ଦେଖା ଯାଏ ତାହା ନିମ୍ନେ ଉତ୍କୃତ ହାତେ ।

ସା ବାଣୀର୍ଦ୍ଧିଣ୍ୟ ରାମ ଯୋଧାଧିତ୍ୱା ମୁରଦ୍ଵିଷାମ ।
ଆପବୋଧାୟ ମୁଖ୍ୟାପ ଗୃହଚ୍ଛାୟେ ଧର୍ଯ୍ୟନୀ ॥

ପୁନଃ

ଉନ୍ମୁଖ: ସପଦି ଲକ୍ଷମଣାପଜୋ ବାଣମାପ୍ରୟମୁଖାତ ସମୁଦ୍ରରମ ।
ରକ୍ଷସାଂ ବଳମପଦ୍ୟଦମରେ ଗୃହପଦ୍ୟପଦନେରିତପ୍ରଜମ ॥

ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହ

ନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟମାଣୀରମିତୋଜନ୍ୟାୟମିର୍ଗହିତୁକାମେରିଷ ତ ମୁହଁମୁହଁ: ।
ଅପାତି ଗୃହେରମି ମୌଳିମାକୁଳେର୍ଭବିଷ୍ୟଦେତନମରଯାପଦେଶମି: ॥

ରୂପଃଂଶ ଓ କୁମାରସଂକ୍ଷିତ

ଏই ସମ୍ବନ୍ଧ ଗ୍ରୋକେ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇ ବୋମପଥେ ଗୃହ ଉଡ଼ିତେଛେ ; ତାହାର ଛାଯାର ଅନ୍ତରାଳେ ବର୍ଣ୍ଣିନୀ ଚିରନିଜ୍ଞାୟ ମଧ୍ୟ ; ଗୃହପକ୍ଷବିଧୂତ ସମୀରଣ ସୈନିକଧର୍ବଜାକେ ଆକାଶେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିତେଛେ ; ଜୀବିତେର ଉପର ଗୃହେ ମୁହଁମୁହଁଃ ପତନେ ମରଣୋପଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗପ୍ରକୃତିର ପରିଚୟ ପାଓୟା ଯାଇତେଛେ ।

ପକ୍ଷିତଥ୍ରେ ଦିକ ହିତେ ଦେଖିଲେ ଶବ୍ଦୁକ ଗୃହେ ଚିତ୍ର ସମର ପରିବେଷ୍ଟନେ କାଲିଦାସ ଯେଭାବେ ଅକ୍ଷିତ କରିଯାଇନ ତାହା କବିକଣ୍ଠିତ ନହେ । ବାନ୍ତବିକ ବିଗତ ଇଉରୋପୀୟ ମହାସମରେ ପୂର୍ବେଓ ଆଫଗାନ- ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଗିଯାଇଁ ଯେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପଞ୍ଚାତେ ଗୃହ ତାହାର ଚିରାଭ୍ୟନ୍ତ ବାସ ଓ ବିହାରସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଯା ଶତ ଶତ ମାଇଲ ଦୂରେ ଧାବବାନ ହିତେ ଦ୍ଵିଧା କରେ ନା ।* ଗୃହେ ଆହାର୍ୟମନ୍ଦାନେର ରୀତି ଏଇ ଯେ ହତ୍ୟାକ୍ଷାନେ ଅଥବା ହତାହତେର ଉପରେ ଆକାଶେ ଅନେକଟଳି ବିହଙ୍ଗ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପକ୍ଷଭବେ ଉଡ଼ିତେ ଉଡ଼ିତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଇଂରାଜ ପକ୍ଷିତର୍ବିଂ † ଇହାର ବିବୃତି ଦିଯାଇଛେ—“They mount high into the air and float on outstretched pinions 3000 or 4000 feet or more above the level of the earth, and thence scan its surface with eager eye. When the hand of death strikes any terrestrial creature, down comes the soaring vulture. His

* Ticehurst, C. B., The Birds of Mesopotamia.—Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XXVIII (1922), p. 314.

† Dewar Douglas, Glimpses of Indian Birds (1913), pp. 56-57.

ଗୃହ, ଶ୍ରେଣ ଓ କୁରାରୀ

earthward flight is observed by his neighbour, floating in the air a mile away, who follows quickly after number one. In a few seconds numbers three, four, five, six, and others are also making for the quarry, so that the stricken creature, before life has left it, is surrounded by a crowd of hungry vultures * * *. Nor do these wait for death to set in before they begin their ghastly repast. It suffices that their wretched victim is too feeble to harm them ; they then set to work to tear it to pieces, utterly indifferent to its cries of agony. Such behaviour is characteristic of all birds and beasts of prey." ଏଟି ବିବରଣ ପାଠେ ବୁଝା ଯାଯ ଯେ ସମ୍ଭବ ହତ ନା ହିଲେଓ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କେ ଆସନ୍ତ ଯତ୍ଥାର ସନ୍ତୋଷନା ଘଟେ, ଗୃହେର ଆଗମନ ବା ଉପଚିହ୍ନିତି ତଥାଯ ଅନିବାର୍ୟ । ସେଇ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତି ଗୃହେର ଆଚରଣ ଯେକୁପ ତିଂଶ୍ର ବା ନୃଶଂସ, ଗୃହେତର ଅନ୍ତାଙ୍ଗ ମାଂସାଶ୍ରୀ ବିହଙ୍ଗଦିଗେରେ ତାହାଦେର କରତମଗତ ଶିକାରେର ପ୍ରତି ଆଚରଣ ତର୍କୁପ ନୃଶଂସ ଇହା ମିଃ ଡେଓୟାର ବଲେନ । କାଲିଦାସ ଯଜ୍ଞେ ହତ ସୈନିକେର ଅଥବା ମୈତ୍ରୀବାହନେର ଛିମ୍ବ ମୁଣ୍ଡ ଲଟ୍ଟୀଆ ଶ୍ରେଣପକ୍ଷୀର ଆଚରଣେର ବିବୃତି କରିଯାଛେନ । ନିମ୍ନେ ତାହା ଉନ୍ନ୍ତ କରିଲାମ ।

ଶିରାସି ଧର୍ଯ୍ୟୋଧାନାମର୍ଜ୍ଜନ୍ମହତୋନ୍ୟଳମ୍ ।

ଆଦ୍ୟଧାନା ଭୂଷଂ ପାଇଁ : ପ୍ରେଲା ଭ୍ୟାଲାଗିରେ ନମ : ॥

ରତ୍ନବଂଶ ଓ କୁମାରସଙ୍ଗସ

ଶେନପକ୍ଷିଗୃହିତ ହତ୍ସୈଶେର ଛିମ୍ବ ମଞ୍ଚକ ରଣକ୍ଷଳେର ଉପରେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖା ଯାଇତେ ଲାଗିଲ ।

ଆଧୋରଣୀନାଂ ଗଜସଂନିଧାତେ ଶିରାଂସି ଚକ୍ରନିଶିତୀଃ କୃତାପ୍ରେଃ ।
ଦୃତାନ୍ୟପି ପ୍ରେନନାମକୋଟିବ୍ୟାସକକେଶାନି ଚିରେଣ ପେତୁଃ ॥

ଗଜ୍ୟୁଦ୍ରେର ଦୃଶ୍ୟେ ଦେଖା ଗେଲ ଗଜାରୋହିଗରେ ଛିମ୍ବ ମଞ୍ଚକ ଶେନନଥାଙ୍ଗେ ଧୃତ ହଇଯା ବିଲମ୍ବେ ଭୂମିତେ ନିପତ୍ତି ହଇତେଛିଲ ।

କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ମୁମ୍ଭୁ ଜୀବେର ପ୍ରତି ଶେନେର ନୃଂସ ଆଚରଣେର ସନ୍ଧାନ ମିଲେ ନା, ମାତ୍ର ହତେର ଛିନ୍ନାବସର ଲାଇୟା ତାହାର ତାତ୍ତ୍ଵର ଚିତ୍ରିତ ରହିଯାଛେ ଦେଖା ଯାଯ ।

ବାନ୍ଧବିକ ରଣକ୍ଷଳେର ଦୃଶ୍ୟ ହଇତେ ଏହି ରକ୍ତମାଂସପ୍ରିୟ ଶେନ ଅଥବା ଶବ୍ଦକ ଗୁଡ଼କେ ବାଦ ଦେଓୟା ଚଲେ ନା; ଏମନ କି ଶେନଗ୍ରୁ ବ୍ୟାତୀତ ଆରା ଅନେକ ବିହଙ୍ଗ ପ୍ରାୟଟି ସମରପରିବେଷ୍ଟନ ଅବିଚଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ଇହା ପକ୍ଷିତ୍ସବିଂ ବିଗତ ଇଉରୋପୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଯାଛେ । ଏହି ସମ୍ପର୍କେ ମିଃ ଫ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ * ଲିଖିଯାଛେ—“It is therefore remarkable that the outstanding feature of all the notes which I have collected is the unanimity with which all observers insist on the remarkable indifference displayed by birds to the noise of battle. At the beginning of the War it was expected that the battle-fronts

* Birds and the War (1919), pp. 101-102.

ଗୁଡ଼, ଶ୍ରେନ ଓ କୁରଙ୍ଗୀ

would be deserted by all birds except those grim followers of war, the Vulture, Raven * *, but facts proved these expectations to be entirely wrong.” ତାହାର ଉକ୍ତିର ପୋଷକତାଯ ତିନି * ସଂବାଦପତ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକଟି ମତ ଉନ୍ନ୍ତ କରିଯା ଲିଖିଯାଛେ—“He was a cynic who said even the birds are birds of prey” (*Scotsman*, 25.iii.16). ବିମାନାରୋହୀ ସୈନିକେର ବୈରୀ ହିସାବେଓ ଏହି ସମସ୍ତ ବିହଙ୍ଗେର ଆଚରଣ ପ୍ରତକ୍ଷଫ କରା ହଟ୍ଟିଯାଛେ ଏବଂ ତଂସମ୍ପାକେ ମିଃ ଫ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ୍ † ଲିଖିଯାଛେ—“There is a story, so far back as 1911, of the French aviator Garros having shot with his revolver at an Eagle which attacked him while flying over the mountains in Spain, when on his way from Paris to Madrid.”

ଇଂରାଜ ପକିତସ୍ଵବିଂ ଯେ ସକଳ ବିହଙ୍ଗକେ “grim followers of war” ବଲିଯାଛେ ଗୁଡ଼ ତାହାଦେର ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ର ହତାହତର ଉପରେ ଆକାଶେ ଏହି ଗୁଡ଼ର ଉଂପତନ ଏତ ଆଭାବିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଉଠା ସହଜେ ଆମାଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଟିତେ ପାରେ ନା, କାଲିଦାସୀ ମେଟ ଦୃଶ୍ୟକେ ଅପରିହାର୍ୟ ମନେ କରିଯା କାବ୍ୟାଦ୍ୟମଧ୍ୟେ ପୁନଃପୁନଃ ଗୁଡ଼ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଛେ । ବୋମପଥେ ବିନ୍ତୁତ ପକ୍ଷଭାବେ ଉଂପତନଶୀଳ ଗୁଡ଼ ଯଥନ ହତ୍ୟାକ୍ଷାନେର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତଥନ ଏକଟିର ପର ଏକଟି ବିହଙ୍ଗ କ୍ରମଶଃ

* Gladstone, H. S., Birds and the War (1919), p. 102.

† Ibid., p. 92.

ରମ୍ବୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଙ୍ଗ୍ରହ

ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଇଯା ଏକତ୍ରେ ଉଡ଼ିତେ ଥାକେ; ଏହି ସମୟ ତାହାରେ
ପକ୍ଷଚାୟା ଭୂତଳଶାୟୀ ହତାହତେର ଉପର ନିପତିତ ହୟ; ଉଂପତନଶୀଳ
ଗୃହେର ପକ୍ଷପବନେ ସୈନ୍ୟଧଜା ଯେ ସହଜେ ଆନ୍ଦୋଲିତ ହଇତେ ଥାକେ
ତାହାତେ ବିଶ୍ୱାସେର କିଛୁଇ ନାହିଁ। ଇଂରାଜ ପର୍ଯ୍ୟାବେକ୍ଷକ ଝିଗଲ ପକ୍ଷୀକେ
ବିମାନବାହୀ ସୈନିକେର ଆତତାୟୀ ହଇତେ ଦେଖିଯାଛେନ। ଏହି ଝିଗଲ
ଶ୍ରେଣ୍ବଂଶେର ପାଖୀ ।

କାଲିଦାସ ଶ୍ରେଣେର ବିରମ ଚୀଏକାରେର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଛେ—

ଧିମିଲଂ ଧନ୍ଵିନାଂ ବାତୀର୍ବ୍ୟଥାର୍ତ୍ତମିଵ ବିହ୍ଲମ୍ ।
ରୋମ ଵିରମ୍ ଵ୍ୟାମ ପ୍ରେନପ୍ରତିରବ୍ଦଲାନ୍ ॥

ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବେ ଶ୍ରେଣେର କଷ୍ଟସ୍ଵରେର ପରିଚୟ ଲାଇତେ ହଇଲେ ତାହାର
ଜାତିବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ ହଟ୍ଟୟା ପଡ଼େ ଏବଂ ଗୃହେର ସହିତ ତାହାର
କୋନଓ ସମସ୍ତ ଆଛେ କିନା ଦେଖା ଦରକାର ହୟ । ବେଦିକ ଇନ୍‌ଡେଙ୍କ
ଗ୍ରନ୍ଥେ * ଶ୍ରେଣ ପରିଚୟେ ଲିଖିତ ଆଛେ—“Syena is the name
in the Rigveda of a strong bird of prey, most
probably the ‘eagle’ ; later (as in post-Vedic Sanskrit)
it seems to mean the ‘falcon’ or hawk.” ଆରା ଲିଖିତ
ଆଛେ † ଯେ ଗୃହ ଶକେ ବୁଝାଯା—“More generally to designate
any bird of prey, the eagle (Syena) being classed

* Macdonell, A. A., and Keith, A. B., Vedic Index of Names and Subjects, Vol. II (1912), p. 401.

† Ibid., Vol. I (1912), p. 229.

গৃহ, শ্বেন ও কুরুী

as the chief of the Grdhras” অর্থাৎ শ্বেন হইতেছে গৃহপতি। অতএব এখানে শ্বেনের দুইপ্রকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ বেদোল্লিখিত শ্বেন বলবান শিকারী বিহঙ্গ বুধায় বটে, কিন্তু সেই বিহঙ্গকে গৃহ হইতে পৃথক গণ্য করা হয় না। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে শ্বেনপক্ষী পালন প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। শিকারের নিমিত্ত অথবা মৃগয়ার সাহায্যার্থ নানা জাতীয় শ্বেনের পালনবিধি শ্বেনিকশাস্ত্র গ্রন্থে * লিপিবদ্ধ আছে। সেই শ্বেন বিহঙ্গগুলা গৃহ হইতে পৃথক, আকারে আয়তনে ক্ষুদ্র এবং আরও নানা লক্ষণে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র। পক্ষিতন্ত্রের দিক হইতে দেখিলে এই বিহঙ্গগুলা Falconidae বংশের পাখী, সাধারণ টংরাজ যাহাকে falcon বা bird of prey বলেন। পক্ষিবিজ্ঞানে এই falcon বিহঙ্গদিগকে গৃহের সঙ্গে একই বর্গভূক্ত করা হয়; সেই বর্গের নাম Accipitres। অতএব বর্গ হিসাবে সম্বন্ধ বিচার করিলে গৃহ এবং শ্বেনকে একই পঞ্জিকিতে বসাইতে হইবে। কাব্যবর্ণিত শ্বেনগৃহ সমবর্গ ধরিয়া লইলেও বংশ হিসাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। শ্বেনকে যদি গৃহ হইতে পৃথক করিয়া Falconidae বংশভূক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে কাব্যবর্ণিত আবেষ্টনে হত সৈন্যের ছিন্ন মুণ্ডের প্রতি টহার আক্রমণ সহজে উপলক্ষ্য করিবার কোনও অস্তরায় দেখা যায় না। Falcon পক্ষীর জাতি-

* Shastri, Mahamahopadhyaya Haraprasad (Edited by), Syainika Sastra or A Book on Hawking (1910).

ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତବ

ବିଶେଷେର ଆହାର୍ୟମଙ୍ଗଳରେ ରୀତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵବିଂ * ବିବୃତ
କରିଯାଛେ—“When hunting it travels at great speed.
The ‘stoop’ is incredibly swift. * * The ‘stoop’
is of two distinct natures. When well above the
victim the Falcon descends with half-closed wings
at a steep angle, and the victim is struck with
the hind talon, falling to the ground, followed by
the Falcon, who then proceeds to devour his
victim. In the second case, when the Falcon is
more on a level with his victim, acceleration is
accomplished by increased wing strokes, and when
the victim is on the point of being overhauled,
the Falcon suddenly throws its body back, expands
the tail and seizes its victim with both feet,
when, if the victim is not too heavy, it is retained
and brought to ground.” ଏହି ବିବରଣେର ସଙ୍ଗେ ମହାକବିବରିତ
ଶ୍ଲେଷର ପା ଏବଂ ନଥାଗ୍ରକୋଟିର ସାହାଯ୍ୟ ଶିକାର ମଙ୍ଗଳରେ ମିଳ
ଦେଖା ଯାଯାଇଲେ। ହୟ ତୋ କାବ୍ୟାଳ୍ପିତ ଏହି ଶ୍ଲେଷ ସେନାନୀର ଶିକାର-
ଗ୍ରହଣଚତୁର ପାଲିତ ବିହଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ରୁଦ୍ର ଶାସନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ
ଆୟୁନିର୍ଭରଶୀଳ ବନେର ପାଖୀ, କବି ତାହାର କୋନ ଆଭାସ ଦେନ ନାହିଁ ;

* Meinertzhagen, Col. R., Nicoll's Birds of Egypt, Vol. II (1930),
p. 368.

গৃহ্ণ, শ্বেন ও কুরুলী

কিন্তু বিহঙ্গটির কাব্যবর্ণিত এই বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাকে গৃহ্ণবংশ হইতে পৃথক গণ্য করিতে দ্বিধা হয় না। কালিদাস গৃহ্ণবর্ণনায় শ্বেনের ত্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার পদনথাগ্র সাহায্যে শিকার বা আহার্য সংগ্রহের কথা বলেন নাই। পক্ষিবিজ্ঞানেও গৃহ্ণবংশের কোনও পাখীর শিকার সংগ্রহ বিষয়ে উল্লিখিত শ্বেনপ্রকৃতির সহিত সাম্যের আভাস পাওয়া যায় না। অতএব মনে হয় বংশ হিসাবে কালিদাসবর্ণিত শ্বেন গৃহ্ণ হইতে স্বতন্ত্র, Falconidae বংশভূক্ত বিহঙ্গ।

রঘুবংশে কালিদাস শ্বেনের পক্ষের বর্ণের কথা তুলিয়াছেন—

শ্বেনপ্রদৰিধুসরালক্ষাঃ সাংঘমেঘমধিরাত্রিঘাসসঃ ।

এই বর্ণকে পরিধূসর আখ্যায় বিশেষিত করা হইয়াছে। “ঈষৎ পাতুল্স্ত ধূসরঃ” ঈষৎ অমরাকোষে পাই। শব্দার্গবে দেখা যায় “ধূসরস্ত সিতঃ পীতলেশবান বকুলচ্ছবিঃ”। অভিধানরত্নমালায় লিখিত আছে—“ধূসরস্তোকপুঁধুরঃ”। অতএব ধূসর অর্থে বুঝায় ঈষৎ পাতুল্স্ত অথবা পীতলেশবান সিতবর্ণ। সিত যে নিছক শাদা রং নয় তাহার আলোচনা পূর্বে * করিয়াছি; শাদার সঙ্গে পীত অথবা অন্য কোনও রং অল্পবিস্তর মিশিলে ধূসর বলা হয়। শ্বেনের বর্ণের বিবৃতি করিতে গিয়া ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিং † লিখিয়াছেন—“greys and browns predominating”。 এই বর্ণ বুঝাইতে

* ১৪-১৬ পৃষ্ঠা জাহান।

† Finn, F., The World's Birds, (1908), p. 25.

ରଙ୍ଗୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ଵ

ଆରାଓ କତକଣ୍ଠି ଶନ୍ଦବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷିବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହେ ଦେଖା ଯାଏ, ସଥା—dark brown with a dull purplish gloss, purplish brown, deep rich umber brown, bright ferruginous, blackish brown, dirty buffish brown, silver grey, ashy grey। ବାନ୍ଧବିକ ଶ୍ରେଣ୍ବଂଶେର ଅଧିକାଂଶ ପାଖୀଦେର ବର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ତାଟି ଜାତିବିଶେଷେର ବର୍ଣ୍ଣର ସାମୟିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଥବା ଇତରବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ମୋଟାମୁଟି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟେର ପରିଚୟ ପକ୍ଷିତସ୍ଵବିଂ ସମୀଚୀନ ମନେ କରେନ ଏବଂ ତଜ୍ଜନ୍ମ ଦ୍ଵିବିଧ ବିବରଣ କୋନ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତିସମ୍ପର୍କେ ଲିପିବନ୍ଦ କରିତେ ବାଧ୍ୟ ହନ। ଇହାକେ ବଲା ହୁଏ—(୧) pale or rufous phase ଏବଂ (୨) dark phase। ଧୂମର ସଂଜ୍ଞା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୈଚିତ୍ରୋର ପରିଚାଯକ ହିସାବେ ଅନାୟାସେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଚଲେ ।

ଶ୍ରେନେର ବିରମ କଟ୍ଟଷ୍ଵରେର କଥା ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକେ କାଲିଦାସ ତୁଳିଯାଛେନ । ଗୃହ ହିତେ ପୃଥକ କରିଯା ବିହଙ୍ଗଟିର ସ୍ଵରପନିର୍ଣ୍ୟ ତାହାର ଏହି ସ୍ଵରବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟେର ଦ୍ୱାରା ସହଜିନ୍ଦ ହୁଏ । ଟଙ୍ଗରାଜ ପକ୍ଷିତସ୍ଵବିଂ * Falconidae ବିହଙ୍ଗେର କଟ୍ଟଷ୍ଵରେର ପରିଚଯେ ଲିଖିଯାଛେ “Note.—Usually harsh, a yelp or scream * *.”

ଆରେକଟି ପାଖୀର କଥା ଏଟି କଟ୍ଟଷ୍ଵରେର ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଉଥାପନ କରା

* Finn, F., The World's Birds (1908), p. 26.

ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରେନ ଓ କୁରାଣୀ

ଆବଶ୍ୟକ । ରଯୁବଂଶେର ଯେ ଶ୍ଲୋକେ ତାହାର ନାମୋଦ୍ଦେଖ ହଇଯାଇଁ ତାହା ଉଦ୍‌ଧୃତ କରିତେଛି ।

ତୟେତି ତସ୍ୟା: ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟ ବାଚ୍ ରାମାନୁଜେ ଦୃଷ୍ଟିପଥ ଅତୀତି ।
ସା ମୁକକର୍ଯ୍ୟାତି ଅସନାତିଭାରାସନ୍ଧ ବିଗ୍ନା କୁରରୀଷ ଭୂଯଃ ॥

ଏଇ ଶ୍ଲୋକେ ବିଗ୍ନା କୁରରୀର ପୁନଃପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରିତ କ୍ରମନର୍ଧନିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିତେଛେ । ମାତ୍ର କଷ୍ଟକରେର ପରିଚିଯେ ପାଖୀଟାର ସ୍ଵର୍ଗନିର୍ଣ୍ୟ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ନା ହଇଲେଓ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନା ହଟିଲେ ପାରେ ; କିନ୍ତୁ କାଲିଦାସେର ନାଟକାବଳୀର ମଧ୍ୟେ ଯଥନ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆରା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପାଞ୍ଚ୍ୟା ଯାଇଲେ ପାରିବେ ତଥନ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗେର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଏହିଲେ ସଙ୍ଗତ ମନେ କରି ନା । ଅମରକୋଷେ କୁରରୀର ନାମାନ୍ତର ପାଞ୍ଚ୍ୟା ଯାଇ—ଉଂକ୍ରୋଶ । ବୈଜ୍ୟନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଧାନେ ଲିଖିତ ଆଛେ—“ଉଂକ୍ରୋଶଃ କୁରରୋ ମଂସ୍ୟନାଶନଃ” । ସୁର୍କ୍ଷତମଂହିତାୟ ଏଇ ବିହଙ୍ଗେର ଯେ ପରିଚିଯ ପାଞ୍ଚ୍ୟା ଯାଇ ତାହାତେ “ପ୍ରସତ” ବିହଙ୍ଗଗଣେର ଅନ୍ୟତମ ବଲିଯା ତାହାକେ ଧରିଯା ଲାଇଲେ ହଟିବେ । ଏଇ ପ୍ରସତ ପାଖୀଗୁଲା ବଳପୂର୍ବକ ଚପ୍ପ ଅଥବା ପଦନଥର ସାହାଯ୍ୟ ଆତତାଯୀର ମତ ଆକ୍ରମଣ କରିଯା ଶିକାର ସଂଗ୍ରହ କରେ । ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନେର ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଟାକାକାରଗଣ * ଏଇ ପ୍ରସତାନ୍ତର୍ଗତ କୁରର ବା ଉଂକ୍ରୋଶକେ osprey ବଲିଯା ପ୍ରତିପଦ କରେନ । ପଞ୍ଜିତଦେଇ ଦିକ ହଟିଲେ ବିଚାର କରିଲେ osprey ବିହଙ୍ଗ Accipitres ବର୍ଗେର

* Colebrooke, H. T., Dictionary of the Sanskrit Language by Umara Singha, Third Edition (1891), p. 132; Oppert, Gustav, The Vaijayanti of Jadavaprakasa (1893), p. 433.

ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଶ ଓ କୁମାରସଂଶ

ଅନ୍ତର୍ଗତ; ବଂଶ ହିସାବେ ତାହାର ପରିଚୟ ଲହିତେ ହଇଲେ ତାହାକେ Pandionidæ ବିହଙ୍ଗଗଣେର ଅନ୍ତର୍ମ ବଲିତେ ହୁଏ । କୁରରେର ଆର୍ଟ କଷ୍ଟସ୍ଵରେର ସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଖୋକେ ଆମରା ପାଇୟାଛି । ତାହାର ଏହି କଷ୍ଟସ୍ଵର ଓ ମୃଦୁଳାଶନ ସ୍ଵଭାବେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିଯା ଇହାକେ osprey ବଲିଯା ପରିଚୟ ଦେଓୟା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ ନା । ବାନ୍ତବିକ ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵବିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯାଛେ ଯେ ସଥିନ୍ ବିହଙ୍ଗ ଜଳ ହିସାବେ ତାହାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ସନ୍ଧାନେ ମୃଦୁ ଶିକାର କରିଯା ଆକାଶେ ଉତ୍ସତିତ ହିସାବେ ଥାକେ ମେହି ସମୟ ତାହାର କଷ୍ଟସ୍ଵର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ; ତଥିନ୍ ପ୍ରାୟଇ ତାହାର କରତଳଗତ ମୃଦୁଲେ ଶୈନବଂଶେର ଅପର ବୃତ୍ତକାଯ ବିହଙ୍ଗ ତାହାର ପଞ୍ଚକାବନ କରେ ଏବଂ ଏଇରୂପ ହୁଲେ ତାଡ଼ନାୟ ଏବଂ ଭାଯେ ତାହାର ଧରି କରିବାକୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦେ ପରିଗତ ହୁଏ । ଇଂରାଜ ଗ୍ରୁହକାର * ମେହି ଆର୍ତ୍ତନାଦେର ବିବୃତି ଦିଯାଛେ—“a sudden scream, probably of despair and honest execration.” କାବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୃଶ୍ୟ ରାମାନୁଜେର ଅମୁପାଷ୍ଠିତିତେ ଅସହାୟା ସୀତାର ପୁନଃପୁନଃ କ୍ରମନେର ମଙ୍ଗେ ଏଇରୂପ ଶୈନ ବା ଉଗଲତାଡ଼ିତ osprey ବିହଙ୍ଗେର ଚିଂକାରେର ଉପମା ସୁମନ୍ତ ହେଇୟାଛେ ମନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

* Johns, Rev. C. A., British Birds in their Haunts, Fourth Edition (1917), p. 155.

কঙ্ক ও অন্যান্য পাখী

রঘুবংশকুমারসন্তবের গৃহপ্রসঙ্গে যে তিনটি শিকারী পাখীর পরিচয় লাভ হইল, তাহাদের সঙ্গে আরেকটি বিহঙ্গের সম্বন্ধিচার আবশ্যিক হয়। সেটি কঙ্ক; রঘুবংশের মধ্যে তাহার উল্লেখ হইয়াছে,—

যামেতরস্তস্য করঃ প্রহর্তুন্ত্রমভাষুদিতকঙ্কয়ে ।
সন্কাঙ্গুলিঃ সায়কত্তুল্লঃ এব চিপ্রার্পিতারম্ম ইবাবতস্থে ॥

কঙ্কের পালক শরমূলে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে নথপ্রভার সৌন্দর্য লঞ্জ করা যায়।

এষ কঙ্কের জাতিবিচার লক্ষ্য পশ্চিতসমাজে মতবৈধ দৃষ্ট হয়। বেদিক ইনডেঙ্গ গ্রন্থ* লিখিত আছে—“Kanka is the

* Macdonell, A. A., and Keith, A. B., Vedic Index of Names and Subjects, Vol. I (1912), p. 132.

ରାଜୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ର

name of a bird, usually taken to mean ‘heron’, but, at any rate in some passages, rather denoting some bird of prey”। Heron অর্থাৎ বক এবং গুৰাদি শিকারী বিহঙ্গের পরম্পর যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কঙ্কের জাতি এবং স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে, বকের এবং গুৰের জাতিগত লক্ষণাদি তাহাতে আছে কিম্বা নাই তাহার বিচার আবশ্যিক। এই আলোচনার স্মৃতিধার জন্য সংস্কৃত অভিধানগুলিতে কঙ্কের যাহা কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উন্নত করিতে চাই। অমরকোষে লিখিত আছে “লোহপৃষ্ঠস্ত কঙ্কঃ স্ত্রাং”। ত্রিকাণশেষে ইহার পরিচয় পাই “দীর্ঘপাদস্ত কঙ্কঃ”। অতএব অমরকোষের পরিচয়ে দেখি যে কঙ্কের পৃষ্ঠদেশ লোহবর্ণ এবং ত্রিকাণশেষের পরিচয়ে তাহাকে দীর্ঘপাদ বিহঙ্গ বলিয়া জানিতেছি। বিহঙ্গটির বর্ণ এবং অবয়বগত লক্ষণ দুইটির সমন্বয়ের পরিচয় উক্ত অভিধানকারদ্বয়ের মধ্যে কেহ দিলেন না। কিন্তু বৈজ্যস্তী অভিধানে এষ সমন্বয়ের কথা দেখিতে পাই,—“কঙ্কস্ত কক্টিকঙ্কঃ পর্কটঃ কমলচৰ্দঃ দীর্ঘপাদঃ প্ৰিয়াপত্যো লোহপৃষ্ঠশ্চ”। এখানে এমন অনেকগুলি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য অভিধানে পাওয়া যায় না, তবে দীর্ঘপাদ এবং লোহপৃষ্ঠ লক্ষণ দুইটি একসঙ্গে দেখা যায় এবং মনে হয় এই লক্ষণ দুইটি কঙ্কের পরিচায়ক হিসাবে একরূপ সর্ববাদিসম্মত। সুশ্ৰাবের টীকাকার ডল্লন লিখিয়াছেন—“কঙ্কঃ দীর্ঘচক্রমহাপ্ৰমাণঃ”। কঙ্ক যে দীর্ঘচক্র এবং মহাকায় বিহঙ্গ হইতে পারে তাহার এই প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাইলাম। ডল্লন আৱে লিখিয়াছেন “উক্তক্ষণ

କଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ରୀ

‘କଙ୍କଃ ଶ୍ଵାଂ କଙ୍କମଲ୍ଲାଖ୍ୟୋ ବାଣପାର୍ହିପକ୍ଷକଃ । ଲୋହପୃଷ୍ଠୋ ଦୀର୍ଘପାଦଃ
ପକ୍ଷାଧଃ ପାଞ୍ଚୁବର୍ଣ୍ଣଭାକ୍’ ଇତି” । ଡଲ୍ଲନେର ଏହି ଶୈଖୋକ୍ତ ବିବରଣେ କଙ୍କର
ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବସବଗତ ଯେ ଛୁଟି ଲକ୍ଷଣେର କଥା ତୋଳା ହଟ୍ୟାଛେ
ବୈଜ୍ୟନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଧାନେତ୍ର ମେହି କଥାଟ ଆଛେ । ଏଥାନେ ବଲା ଆବଶ୍ୟକ
ଯେ ବୈଜ୍ୟନ୍ତ୍ରୀର ବିଦେଶୀ ଟୀକାକାର ଗାଢ଼ିତ ଅପାର୍ଟ * କଙ୍କର ପରିଚୟ
ଦିଆଇଛନ—“kind of vulture.” ତିନି ଅଭିଧାନପ୍ରଦତ୍ତ ବିହୁଙ୍ଗ-
ଲକ୍ଷଣେର ଆଲୋଚନା ଆଦୌ କରେନ ନାହିଁ ; ଅପିଚ କଙ୍କକେ *vulture* ବଲିଯା
ଗଣ୍ୟ କରିବାର ଏମନ କୋନ୍ତେ କାରଣନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଯୁକ୍ତିପ୍ରଦର୍ଶନ କରେନ
ନାହିଁ ଯାହାତେ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧେ ନିଃମଂଶ୍ୟ ହେଁବା ଯାଇତେ ପାରେ ।
କାଲିଦାସବନିତ ଶ୍ଳୋକେ କଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଅବସବଗତ ଲକ୍ଷଣେର କୋନ
କଥା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ପତତ୍ର ସାଯକପୁଷ୍ଟେ ଅର୍ଥାଂ ବାଗେର ମୂଳେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ
ହଟ୍ୟାବାର କଥା ବଲା ହଟ୍ୟାଛେ । କିନ୍ତୁ ତା’ ବଲିଯା ତାହାର ଜାତିନିର୍ଣ୍ୟ
ବିଷୟେ ନୌରବ ଥାକା ଚଲେ ନା, ବିଶେଷତଃ ସଥନ ଟଙ୍ଗ ଲଟ୍ୟା ପଣ୍ଡିତସମାଜେ
ମତଦୈଵ ଦେଖା ଯାଏ । ଶରମୂଳେ ବକେର ଏବଂ ଗ୍ରହେର ଉଭୟ ବିଶ୍ୱସରଟି
ପାଲକ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିବାର ପ୍ରଥା ଭାରତବର୍ଷେ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଚୀତିହାସିକ
ଯୁଗ ହଟ୍ୟାତେ ପ୍ରଚଲିତ । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଶାର୍କଧର + ହଟ୍ୟାତେ ଏକଟି ଶ୍ଳୋକ
ଉଦ୍‌ଧୃତ କରିଲାମ ।

କାକହଂସଶାବୀନାଂ ମନ୍ତ୍ସ୍ୟାଦ୍ଵାୟୈସଚକିନାମ୍
ଗୃଘାଣାଂ କୁରାଣାଚର ପନ୍ନା ପନ୍ନେ ସୁଶାମନାଃ
ଏକୈକର୍ଥ ଶରସ୍ତ୍ୟେ ଚନ୍ଦ୍ରପନ୍ନାନି ଯାଜୟେତ୍ ।

* The Vaijayanti by Yadavaprakasa (1893), p. 393.

+ cf. Peterson, Peter (Edited by), The Paddhati of Sarangadhara,
Vol. I (1888), p. 269.

ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତବ

ଅତଏବ ପାଖୀଟାର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅବସ୍ଥାବଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାକରିଯା ମାତ୍ର “ବାଣପତ୍ରାର୍ହପକ୍ଷକ” ହିସାବେ ଅଥବା “ବାଣୋପଯୋଗିପତ୍ରଶ୍ଵର ପକ୍ଷିଭେଦଶ୍ଵର” ଏହି ପରିଚିଯେ ଦେଖିତେ ଗେଲେ କଙ୍କକେ ବକେର ମଧ୍ୟେ ଯେମନ ଗଣ୍ୟ କରା ଚଲେ, ତେମନିଟି *vulture* ବଲିଯା ଗଣ୍ୟ କରିତେ ବାଧା ହୁଯା ନା ; କିନ୍ତୁ ମେ ପରିଚିଯେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଵରୂପନିର୍ଣ୍ୟ ହଇତେ ପାରେ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହଇଲେଓ ମେଟି ଗୋଲ ଥାକିଯା ଯାଯା, ଯେହେତୁ ଲୋହପୃଷ୍ଠ ଆଖ୍ୟା ବକବିଶେଷେର ପ୍ରତି ଯେମନ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହଇତେ ପାରେ, ଗୃହେର ପ୍ରତିତି ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଅନାଯାସେ ଚଲିତେ ପାରେ । ପକ୍ଷିତବ୍ରେ ଏହେ ଗୃହ ବିହିନ୍ଦେର ପୃଷ୍ଠଦେଶେର ବର୍ଣ୍ଣର ବିବରଣ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଯାଯା—“upper plumage fulvous, varying considerably in shade; in some pinkish, in others browner, in others again more fawn.” ଆରା ଦେଖା ଯାଯା—“ruddy sheen on the upper parts” । ବଲା ବାହୁଲ୍ୟ ଏହି ସବ ସଂଜ୍ଞାଯ ଗୃହେର ପୃଷ୍ଠଦେଶେର ଲୋହବର୍ଣ୍ଣର ପରିଚଯ ଲାଭ ଘଟେ । ଅଭିଧାନୋକ୍ତ ଅବସ୍ଥାବଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ପାଖୀଟାର ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଲକ୍ଷଣେର ସମସ୍ତୟେ ତାହାର ଜାତିବିଚାର ସହଜମନ୍ଦ ହଇଯା ପଡ଼େ । ପକ୍ଷିତବ୍ରେ ଦିକ ହଇତେ ବିଚାର କରିଲେ ଗୃହକେ ଦୀର୍ଘପାଦ ଲକ୍ଷଣାବିତ ବଲା ଚଲେ ନା, କାରଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୃହବଂଶେ (*Egypiidae*) ଆଦୌ ନାହିଁ । ବକେର ମଧ୍ୟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷରୂପେ ପ୍ରକଟ । ଏସମ୍ବନ୍ଦେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଉଟନେର ଉତ୍କି ପୂର୍ବେ * ଆମରା ଉନ୍ନତ କରିଯାଛି, ଏଥାନେ ତାହାର ପୁନନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୀଚୀନ ମନେ କରି । ତିନି ଲିଖିଯାଛେ—“Heron a long-necked,

* ୨୯ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରତ୍ୟେ ।

କଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖୀ

long-winged, and long-legged bird, the representative of a very natural group, the Ardeidae." ଏই ବିବରଣେ ବୁଝା ଯାଯ ଯେ ଦୀର୍ଘପାଦ ଲକ୍ଷଣ ବକେର ବଂଶଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ଲକ୍ଷଣଟିର ଦ୍ୱାରା କଙ୍କକେ ଗୃହ ହିତେ ପୃଥିକ ସାବ୍ୟନ୍ତ କରା ଆନାଯାସେ ଚଲେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ନିଃସଂଶୟେ ବକ ବଲିଆ ମିଳାନ୍ତ କରିତେ ପାରା ଯାଯ ନା, କାରଣ ଦୀର୍ଘପାଦ ଲକ୍ଷଣ ବକେତର ଅନ୍ୟ ବିହଙ୍ଗେରେ ବଂଶଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିସାବେ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚୋ ଯାଯ । ଅତିଏବ କଙ୍କର ସ୍ଵରୂପନିର୍ଣ୍ଣୟେ ଏଥିନେ କିଛୁ ଗୋଲ ଥାକିଯା ଯାଇତେଛେ । ଡଲ୍ଲନ କଙ୍କକେ ବଲିଆଇଛେ "ଦୀର୍ଘଚଢୁଃ ମହାପ୍ରମାଣଃ" । ଇହାତେ ପାଖୀଟାର ଅବୟବଗତ ଆରେକଟି ଲକ୍ଷଣେର ପରିଚୟ ପାଞ୍ଚୋ ଯାଇତେଛେ । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ବକେର ବଂଶଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏହି ଲକ୍ଷଣେର ଦ୍ୱାରା କଙ୍କ ଯେ ବକ ବିହଙ୍ଗ ତାହା ନିଃସଂଶୟେ ବଲା ଚଲେ ନା, କାରଣ ବକେତର ଅନ୍ୟ ବିହଙ୍ଗେରେ ଦୀର୍ଘପାଦେର ଯାଯ ଦୀର୍ଘଚଢୁଃ ଅବୟବଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଛେ । ପଞ୍ଜିତାରେ ଦିକ ହିତେ ଦେଖିଲେ Herodiones ବର୍ଗେର ଅର୍ଥଗତ ବିହଙ୍ଗଗୁଲାର ମଧ୍ୟେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ ହୟ । ବକ ଏହି ବର୍ଗେର ଅର୍ଥଗତ ବିହଙ୍ଗ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିହଙ୍ଗ ଏହି ବର୍ଗୀନ । ସାରମ ଏବଂ ତାହାର ନିକଟ ଜ୍ଞାତିଦିଗେର (cranes) ମଧ୍ୟେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଆଛେ । ମିଃ ବ୍ରାନଫେର୍ଡ * ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଲିଖିଆଇଛେ—“All (ଅର୍ଥାଏ Herodiones ବର୍ଗେର ବିହଙ୍ଗଗୁଲା) are marsh birds, and resemble Cranes and Limicola in having lengthened bills, necks, and legs * * .” ଅତିଏବ ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘପାଦ ଅଥବା

* Fauna of British India, Birds, Vol. IV (1898), p. 359.

ରଙ୍ଗୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତବ

ଦୀର୍ଘଚଞ୍ଚୁ ସଂଜ୍ଞାର ଦ୍ୱାରା କଙ୍କେର ଜ୍ଞାତିବିଚାର କରା କଠିନ । ଲୋହପୃଷ୍ଠ ଆଖ୍ୟାୟ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଯେ ପରିଚୟ ଆମରା ପାଇତେଛି ତାହାର ସନ୍ଦେ ତାହାର ଚଞ୍ଚୁଚରଣେର ଲକ୍ଷଣ ଦୁଇଟିର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହଇଲେ କଙ୍କକେ ବକେର ମଧ୍ୟେ ଗଣ୍ୟ କରିତେ ଦ୍ଵିଧା ହୟ ନା । କତକଗୁଲା ବକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାଯ କାକ (ଏହି ଶବ୍ଦ କଙ୍କେର ଅପଭ୍ରଂଶ) ପାଖୀ ବଲିଯା ପରିଚିତ । ତମ୍ଭେ ଏକଟା ପାଖୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ *Ardea purpurea manillensis Meyen* ; ବାଂଲା ନାମ ଲାଲ କାକ । ତାହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶେର ବର୍ଣ୍ଣ * ଲାଲଚ୍— “back, wings, and tail, reddish-ash ; the scapulars purple * *.” ଅତ୍ୟବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିହିନ୍ଦେର ପରିଚୟ ହିସାବେ ଦୀର୍ଘପାଦ, ଦୀର୍ଘଚଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଲୋହପୃଷ୍ଠ କଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଲି ବ୍ୟବହାର କରା ଚଲେ । ବାଂଲାର ହାଡ଼ଗିଲା ବିହିନ୍ଦକେ ଯାହାରା କଙ୍କ ବଲିଯା ମନେ କରେନ, ତୁମ୍ହାରା ପର୍ଯ୍ୟାଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବ୍ୟବଗତ ଲକ୍ଷଣଗୁଲିର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦିଯାଛେନ ବଲିଯା ମନେ ହୟ ନା । ରାଜନିଘଟ୍ଟୁର ଟୀକାଯ + ଏଟରପ ପରିଚୟ ଦେଖିତେ ପାଓୟା ଯାଯ । ହାଡ଼ଗିଲା ବକେର ଘ୍ୟାୟ ପୂର୍ବୋକ୍ତ *Herodiones* ବର୍ମେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିହିନ୍ଦ ବଟେ ଏବଂ ତାହାତେ ସେଇ ବିହିନ୍ଦେର ଅଭିଧାନୋକ୍ତ ଅବ୍ୟବଲକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଛେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ଲୋହପୃଷ୍ଠ ବଳା ଚଲେ ନା, କାରଣ ତାହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶେର ରଂ କାଳୋ, ଝୟଣ ସବୁଜ ଆଭା ସମ୍ବନ୍ଧିତ । ଲୋହପୃଷ୍ଠ ଶବ୍ଦେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଚିତ ହୟ ନା, ଲୋହିତ ବୀ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଯ ; *ferruginous* ଇହାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ।

* Jerdon, T. C., The Birds of India, Vol. III (1864), p. 743.

+ ଶ୍ରୀଜୀବାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାମାଗର, ଶ୍ରୀଆଶ୍ରମେଧ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀନିତ୍ୟବୋଧ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ କର୍ତ୍ତ୍ବକ ସଂସ୍ଥତ ଓ ଅକାଶିତ ନରହରି ପଞ୍ଜିତ ରାଜନିଘଟ୍ଟୁଃ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ (୧୮୯୧), ୪୦୭ ପୃଷ୍ଠା ।

କଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖୀ

ଯେ ସେ କାରଣେ କଙ୍କକେ ଗୃହ ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ନା ତାହା ପୂର୍ବେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଛି । ଉଭୟେର ମଧ୍ୟେ ପୃଷ୍ଠେର ବର୍ଣ୍ଣାମ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଥାକିଲେଓ, ଗୃହକେ କଥନଇ କୋନ ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵବିଂ ବିଶେଷଭାବେ long-legged ଏବଂ long-billed ବଲିବେନ ନା । ଅତେବ ବୈଜ୍ୟନ୍ତୀର ଟୀକାକାରେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନିଯା ଲାଗ୍ଯା ଯାଇତେ ପାରେ ନା । ଅମରକୋଷେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟ କୋଲକ୍ରକ * କଙ୍କର “A heron” ବଲିଯା ଜାତିନିର୍ଦ୍ଦେଶେ କୋନ ଭୁଲ କରେନ ନାହିଁ । ବାନ୍ତବିକ ଦେଖା ଯାଯ ଅମରକୋଷେ ବକ ଅର୍ଥେ ଲେଖା ଆଛେ “ବକଃ କଙ୍କଃ”, ଟିହାର ପାଠ୍ୟନ୍ତରରେ ଦେଖା ଯାଯ “ବକଃ କଙ୍କଃ”; ତାହାତେ ଆମାଦେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଭିତ୍ତି ଆରା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ।

କଙ୍କର ଆର ଅଧିକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରୋଜନ ନାହିଁ । ଏଥିନ ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରମନ୍ତ୍ରବେର ଆର ସେ କୟାଟି ପାଖୀର କଥା ଉଥାପନ କରିତେ ବାକି ଆଛେ, ତାହାଦେର ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବେ ଆମାଦେର ଏକଙ୍କପ ପରିଚୟ ହଟିଯା ଗିଯାଛେ । ଶୁକ, ପିକ ଓ ଚାତକକେ ଲଟିଯା ନାଡ଼ାଚାଡ଼ାର ସ୍ମୂଯୋଗ ମେଘଦୂତଝତୁମଂହାରେର ବିହଙ୍ଗପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମରା ପାଇୟାଛି ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିନ କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ସେ ସମସ୍ତ ପରିବେଳେନୀର ମଧ୍ୟେ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ପୁନରାୟ ଦେଖିତେ ପାଇତେଛି, ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ନା କରିଯା ଥାକା ଯାଯ ନା । ଝତୁମଂହାରେର କବି ସେ କିଂଶୁକ ପ୍ରମ୍ପର ପରିଚୟେ ଶୁକମୁଖଛ୍ଵବିର ଆଭାସ ଦିଯାଛେନ, ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ ରଜନୀପ୍ରଭାତେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଇ ଶୁକର ବାକ୍ୟାଲାପଚେଷ୍ଟାର ପରିଚୟ ଏଇକାପେ

* Dictionary of the Sanskrit Language by Umara Singha, Third Edition (1891), p. 130,

ବ୍ରାହ୍ମିଣ ଓ କୁମାରସଂକ୍ଷିପ୍ତ

ପାଞ୍ଚା ଯାୟ,—

ଭବତି ବିରଳଭକ୍ତିର୍ମଳନପୁଷ୍ପୋପହାର: ସ୍ଵକିରଣୀପରିବେଶୋଦ୍ଦେଶୁନ୍ୟା: ପ୍ରଦୀପା
ଅୟମପି ଚ ଗିରି ନସ୍ତିତପ୍ରବୋଧପ୍ରୟୁକ୍ତାମନ୍ତ୍ରବଦତି ଶ୍ରୁକ୍ଷସ୍ତେ ମର୍ଜ୍ଜୁବାକ୍ଷୟଙ୍ଗରମ୍ଭ:

ପ୍ରଭାତେ ସଥନ ପୁଷ୍ପାପହାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିରଳଭକ୍ତି ହଇତେ ଥାଏ
ପ୍ରଦୀପଗୁଲି ନିର୍ଜ୍ୟାତିଃ ଓ ନିଷ୍ଠେଜ ହ୍ୟ, ପିଞ୍ଜରଙ୍ଗ ମଞ୍ଜୁବାକ୍ ଶୁକ ତଃ
ମନୁଷ୍ୟବାକ୍ୟୋଚାରଣେ ଲିପ୍ତ ଥାକେ ।

ଶୁକେର ଯେ ସ୍ଵଭାବେର ଉଲ୍ଲେଖ ଏହୁଲେ ହଇଯାଛେ ତାହା ଗୃହପାଳି
ବିହଙ୍ଗସମ୍ପର୍କେ ମାତ୍ର; ବନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ଏହୀକପ ବାକ୍ୟାରୁକର
ପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟି ହ୍ୟ ନା । ପିଞ୍ଜରପାଲିତ ଶୁକକେ ଅନାୟାସେ ଅପରେ
ଭାବା ଏବଂ ନାନା ସ୍ଵରବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଶିଖାଇତେ ପାରା ଯାୟ । ଏହି ଶୁକ
ବିହଙ୍ଗତତ୍ତ୍ଵବିଂ *Psittacidæ* ବଂଶେର ବିହଙ୍ଗ ବଲିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ
ବିଶେଷଭାବେ ତାହାର ଜାତିନିର୍ଣ୍ୟ ଚଲେ ନା, କାରଣ ଶୁକ ସଂ
ଇଂରାଜୀ *Parrot* ଶବ୍ଦେର ଆୟ ସାଧାରଣଭାବେ କୟେକଟି ପିଞ୍ଜରବିହଙ୍ଗ
ପ୍ରତି ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହ୍ୟ । ଭାରତବର୍ଷେ ମଧ୍ୟେ ଯେ କୟ ଜାତିର *Parakeets*
ଗୃହପାଲିତ ଅବଶ୍ୟ ମାନୁଷେର କଥା ବଲିତେ ଶିଖେ, ତାହାରା ସକଳ
ଏକଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣଭୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ; ପଞ୍ଚିତତ୍ତ୍ଵବିଂ ମେହି ଗଣେର ଆ
ଦିଯାଛେନ *Psittacula* । ଭାରତବର୍ଷେ ଶୁକ ଏହି *Psittacula* ଗଣ୍ୟ
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏହିଟୁକୁ ସ୍ମର୍ଭଭାବେ ବିଚାର କରିଆ ବଲା ଯାଇତେ ପାଇଁ
ପଞ୍ଚିପାଲନଦକ୍ଷ ମିଃ ଡେଭିଡ ସେଟ-ଶିଥ * ଏହି ବିହଙ୍ଗଦିଗେର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି

* *Parrakeets*, Revised Edition (1923), p. 94.

କଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ

ଅମୁକରଣପ୍ରଭତି ସମ୍ପର୍କେ ଲିଖିଯାଛେ—“There are no Parakeets that surpass the members of the present genus in intelligence, and in the ease with which they learn to imitate sounds and to repeat words, and even sentences. They can also, with little difficulty, be taught to perform tricks.” ରଘୁବଂଶେର ପୁର୍ବୋଦ୍ଧୃତ ଶ୍ଳୋକେ ଆମରା ଦେଖି କିମ୍ବାପେ ଏହି ମଞ୍ଜୁବାକ୍ ପଞ୍ଜରଙ୍ଗ ଶୁକ ପ୍ରଭାତେ ଆମାଦିଗେର ବାକ୍ୟ ସ୍ଵକଟେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଯା ଆମାଦିଗକେ ନିଜୀ ହିତେ ଜାଗରିତ କରିତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଇଯାଛେ ।

ଏହି ପଞ୍ଜରବିହଙ୍ଗେର ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ କ୍ରୀଡ଼ାପତତ୍ରୀ ବଲିଯା ପରିଚୟ ଦେଓଯା ହଇଯାଛେ—

କ୍ଷିତ୍ତାପତତ୍ତ୍ଵିଯୋଽମୟସ୍ୟ ପଞ୍ଜରକ୍ଷ୍ୟା: ଶୁକାଦୟଃ ।
ଲବ୍ଧମାନ୍ମାନ୍ମଦ୍ଵାଦୟାତ୍ସ୍ତଗତ୍ୟୋଽଭବନ ॥

ଉଦ୍ଧୃତ ଶ୍ଳୋକେ ଦେଖି ଯାଯା ଯେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକେର କାଳେ ଶୁକ ପ୍ରଭତି କ୍ରୀଡ଼ାପତତ୍ରିଗଣକେ ମୁଣ୍ଡି ଦିବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଲିତ ଛିଲ ।

ପିକେର କଞ୍ଚକରେର ପରିଚୟ ଖତୁସଂହାରେ ଆମରା ପାଇୟାଛି । ଯେ ପାଞ୍ଚିକେ ମହାକବି ବିତମୁର ବନ୍ଦୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଯାଛେ, ଯାହାର କଳକଟେ ମଦନେର ବୈତାଲିକ ଗୀତ ଖବିତ ହୟ, କୁମୁମମାସେର ସାଥେ ତାହାର ଯେ ଅଛେନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହେ ତାହାର ଆଲୋଚନାର ମୁଯୋଗ ଆମରା

ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ରବ

ଇତିପୂର୍ବେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଛି । ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ ସେଇ ମଧୁମାସେର ଆବିର୍ଭାବ କିରାପେ ସଂଘଟିତ ହୟ,—କୁମୁଦେର ଜମ୍ବେ, ପଲ୍ଲବୋଦନାମେ, କୋକିଳଭୃଙ୍ଗନାଦେ ତାହାର ମୃତ୍ତିପରିଗ୍ରହେର କ୍ରମବିକାଶ ଯେତାବେ ପରିଷ୍ଫୁଟ ହୟ କବି ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଶ କରିଯାଛେ,—

**କୁମୁଦଜନମ ତତୋ ନବପତ୍ରବାସ୍ତବନ୍ତୁ ଷହ୍ପଦକୌକିଳକୁଜିତମ୍ ।
ହତି ଯଥାକ୍ଷମମାଵିରଭୂମଧୁର୍ଦ୍ଧମବତୀମବତୀର୍ଥ ଘନଥଳୀମ୍ ॥**

ଏହି ସମୟେ କୋକିଳାର ପ୍ରଥମ କଞ୍ଚାଲାପେର ସଙ୍ଗେ କବି ଆମାଦେର ପରିଚୟ କରାଇତେଛେ—

**ପ୍ରଥମମନ୍ୟଭୂତାଭିଜ୍ଞୀରିତା: ପ୍ରବିରଳ ଇଷ ମୁଧବୟୁକ୍ତଥା: ।
ସୁରଭିଗନ୍ୟଷ୍ଟ ଶୁଷ୍ଠୁରି ଶିର: କୁମୁଦିତାଷ୍ଟ ମିତା ଘନରାଜିଷ୍ଟ ॥**

ପ୍ରବିରଳା ମୁଖବ୍ୟୁକ୍ତଥାର ସଙ୍ଗେ ପରାତାର କଷ୍ଟଧବନିର ଯେ ତୁଳନା ଏହି ଶ୍ଲୋକେ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇଁ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଯ ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଯେ ଶୀତଳାତ୍ମର ଅବସାନେ ବସନ୍ତେର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସେଷେ ଶ୍ରୀବିହଙ୍ଗଟୀର ରବ ପ୍ରାୟଟି ଶୁନା ଯାଯ ନା, ମେଟେଜନ୍ୟ ମହାକବି ଡିହାକେ “ମିତ” ବଲିଯାଛେ, କ୍ରମଃ ଯତଟ ଦିନ ଯାଯ ବିହଙ୍ଗଟି ମୁଖର ହଟିତେ ଥାକେ । କୋକିଳାର ଏହି କଞ୍ଚାଲାପେର ପରିଚୟ ଯେ କେବଳ ବଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ପାଇଁ ତାହା ନାହିଁ, କୁମାରସନ୍ତ୍ରବେଣ ବସନ୍ତେ ତାହାର ଆଲାପ-ସନ୍ତାଷଣେବ କଥା ତୋଳା ହଟିଯାଛେ—

**ତୟା ବ୍ୟାହୃତସଂଦେଶ୍ୟା ସା ବମ୍ବୀ ନିଭୂତା ମିଥେ ।
ବୁନ୍ୟଷ୍ଟିରିଦ୍ୱାରାସେ ମଧ୍ୟୀ ପରଭୂତୋନ୍ମୁଖୀ ॥**

କନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ରୀ

କୋକିଲାର କଞ୍ଚକରେ ପରିଚିଯେ ଯେ ମାଦକତାର ଆଭାସ କବି
ଦିଯାଛେ, ପଞ୍ଜିତବ୍ରେ ଦିକ ହିଟେ ତାହାର ଆଲୋଚନାର ପୂର୍ବେ
ରସ୍ତୁବଂଶ ହିଟେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ ଉନ୍ନ୍ତ କରିଲାଗ—

अरुणरागनिषेधिभिरंशुक्तैः अवणलब्धपदैक्ष्यं यवाङ्कुरैः ।
परभूताविरुद्धैश्च विलासिनः स्मरदलैरुवलैकरसाः कृताः ॥

ପୁନଃ୍ୟ

त्यजत मानमलं बत विप्रहैर्न पुनरेति गतं चतुरं वयः ।
परभूताभिरतीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधुजनः ॥

ନରନାରୀର ସାମ୍ୟିକ ଚିତ୍ରବିକାରେର ଜଣ୍ଡୀ ବସନ୍ତେର ଅଞ୍ଚଳୋଷ୍ଠବ୍ଦ
ହିସାବେ କୋକିଲାକେ ଦାୟୀ କରିତେ କବିଗଣ କୁଣ୍ଡିତ ତନ ନା ସତା,
କିନ୍ତୁ ବିହଙ୍ଗତବିଦ୍ୱାତ୍ମକ ଅନେକ ସମୟ କୋକିଲଦମ୍ପତ୍ତୀର ସ୍ଵରବୈଚିତ୍ରୋର
ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ବିଚନ୍ନୀୟ ଉତ୍ୱଜନାର ସନ୍ଧାନ ପାନ । ମିଃ ଲେଟେମ୍ପାର ଟାଙ୍କାର
ବିରତି କରିଯାଛେ *—“with an indefinable sound of
excitement in it.” କୋକିଲେର ବିହାରଭୂମିର ପରିଚୟ ପୂର୍ବେ +
ଆମରା ପାଇୟାଛି । ଫଳଭୂକ ବିଶ୍ଵାସକେ ଏଥାଲେ ଆମରା ଦେଖି
ଚାତ୍ୟଷ୍ଟିର ଅନ୍ତିକେ ଆଆଗୋପନ କରିଯା କଟ୍ଟଦ୍ୱବେର ସାହାଯ୍ୟ ନବବସନ୍ତେର
ସମ୍ଭାଷଣ ଜ୍ଞାପନ କରିତେଛେ । ବନଶ୍ଳାନୀର ମଧ୍ୟ ଦମ୍ପତ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବେର
ମଙ୍ଗେ ତାହାର ଉପଶ୍ରିତିର ଚିତ୍ର ରଘୁବାଶେବ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଶ୍ରୋକଣ୍ଠାଲିର

• ১০৭ পৃষ্ঠা অন্তিম।

† ১০৮-১১০ পঠা ফলো।

ରଘୁବଂଶ ଓ କୁମାରସଂକ୍ଷିପ୍ତ

ମଧ୍ୟେ ଦେଓଯା ହଇଯାଛେ ; ସୁରଭିଗଙ୍କୀ କୁଶୁମିତ ବନରାଜୀତେ ପରଭୂତାର ମୃତ ମିତ ଆଲାପେର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛେ । ପଞ୍ଜିତରେ ଦିକ ହଇତେ ଦେଖିଲେ ପିକଚରିତ୍ରେ ବର୍ଣନା ମହାକବି ଯେ ଭାବେ ଦିଯାଛେ ତାହା ଅତିରଙ୍ଗିତ ହ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଯେ ଚାତକକେ ଏଥିନ ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ କାଲିଦାସ ଅସୁଗର୍ଭ ଜୀମୁତେର ଉପାସକ ହିସାବେ ଆମାଦେର ସମକ୍ଷେ ଉପଶ୍ରାପିତ କରିଯାଛେ ତାହାର କଥା ପୁର୍ବେ ମେଘଦୂତପ୍ରସଙ୍ଗେ * କିଞ୍ଚିତ ବଳା ହଇଯାଛେ । ଏଥିଲେ ତାହାର ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କିଛୁ ନୃତ୍ନ ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା କବି କରେନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମେଘର ସହିତ ତାହାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କେର ଆଭାସ ଦିଯାଛେ । କବି ବଲିଯାଛେ—

ଅମ୍ବୁଗଭୋ ହି ଜୀମୁତଶ୍ଵାତକୈରଭିନନ୍ଦତେ ।

ପୁନଃ

ପ୍ରଭୁର ହୃଦୟ ପର୍ଜନ୍ୟଃ ସାରଜ୍ଞୀରଭିନନ୍ଦିତଃ ॥

ବର୍ଷାକାଳେ ଚାତକେର କଷ୍ଟସ୍ଵରେ ତାହାର ଏଇ କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପିତ ହ୍ୟ । ସାରଜ୍ଞ ଚାତକେର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର । ଏଇ ବିବରଣେ ବିହଙ୍ଗଚରିତ୍ରେ ଯତ୍ତୁକୁ ସନ୍ଧାନ ଆମରା ପାଇ ତାହାତେ ବୁଝିତେ ପାରି ଯେ ମୁଖରତା ଚାତକେର ସାମୟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାତ୍ର ; ଅସୁଗର୍ଭ ମେଘର ଆଗମନକାଳେ ତାହାର ଏଇ ଚାପଳ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଯ । ବର୍ଷାଶେଷେ ଶରଦାଗମେ

* ୫୨ ୫୮ ପୃଷ୍ଠା ଛାଇବା ।

କଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖୀ

ସେଥିନ ବାରିଗର୍ଭୋଦର ମେଘେର ଅଭାବ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତଥିନ ଚାତକେର କଠ୍ସର
ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ ନା । କବି ଲିଖିଯାଛେ—

ସ୍ଵସ୍ତ୍ୟମୁଁ ତେ ନିର୍ଗଳିତାମ୍ବୁଦ୍ଧର୍ମ ଶରସ୍ତ୍ରନଂ ନାର୍ଦ୍ଦିତ ଚାତକୋଯି ।

କୁମାରମୟୀବେ ଏକଟି ନୃତ୍ୟ ପାଖୀର ପରିଚୟ ପାଞ୍ଚାଯା ଯାଏ—

ଦିବାକରାଦ୍ରତ୍ତି ଯୋ ଶୁହାମୁଁ ଲୀନଂ ଦିଵାଭୀତମିଦାନ୍ଧକାରମ् ।

ହିମାତ୍ରିଗୁହାୟ ଏଟ ଦିବାଭୀତ ବିହଙ୍ଗ ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ଲୀନ
ଥାକିଯା ଦିବାକରେର ହାତ ଏଡ଼ାଟିତେ ପାରେ । ଉଲ୍ଲକ୍ଷମ୍ପାର୍କେ ଏଟ
ସଂକ୍ଷାର ଜନସାଧାରଣେର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦମୂଳ ଯେ ପେଚକ ଦିବାରଣ୍ଣି ମହା
କରିତେ ପାରେ ନା ; ମେ ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ଗୁହାୟ କିଞ୍ଚା କୋଟିରେ
ଦିନେର ବେଳାୟ ଲୁକାଯିତ ଥାକେ । ପଞ୍ଚିତଦ୍ଵେର ଦିକ ତଟିତେ ଦେଖିଲେ
ପେଚକ ନିଶାଚର ବିହଙ୍ଗ, ରାତ୍ରିକାଲେଟ ଟହାବ ଚାନ୍ଦଲା, ଗତିବିଧି ଓ
ମୁଖରତା ଦେଖା ଯାଏ ଏବଂ ଦିବାଭାଗେ ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ମେ ଆୟାଗୋପନ
କରିଯା ବିଶ୍ରାମ କରେ । ଉଲ୍ଲକ ଯେ ଏକେବାରେ ଦିବାନ୍ଧ ମେ ସଂକ୍ଷାରେର
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିନ୍ନି ନାଟ, କାରଣ ବାନ୍ଧବିକ ମେ ଦିନେର ବେଳାୟଣ ବେଶ
ଦେଖିତେ ପାଏ । ଉଦ୍‌ଭୂତ ଶ୍ଲୋକାଙ୍କେ ଯେ ବିହଙ୍ଗେର ସଙ୍କାନ ଲାଭ ହୁଏ
ମେଟି ସନ୍ତ୍ଵବତ୍ : ପାର୍ବତୀ ପେଚକ ଯାହାର ସଭାବେର ଉଲ୍ଲେଖ ନି : ତଟେମଳାର *

ଏଇଙ୍କପ କରିଯାଛେ—“It lives by preference in hollows

* Popular Handbook of Indian Birds (1925), p. 262

ରମ୍ୟଃ ଓ କୁମାରସନ୍ତ୍ଵ

and clefts of rocky cliffs or ruined buildings, in
broken rain-worn ravines * * *.”

ବଲାକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂତନ କରିଯା ତୁଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନା,
ମେଘଦୂତେର * ଆଲୋଚନାଯ ତାହାର ପରିଚୟ ହଇଯା ଗିଯାଛେ । କୁମାର-
ସନ୍ତ୍ଵେର କବି ତାହାର ଯେତାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଛେ ତାହା ମାତ୍ର ଉନ୍ନତ
କରିଯା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେର ଶେଷ କରିତେ ଚାଇ—

ଧଳାକିନୀ ନୀଳପ୍ରୟୋଦରାଜୀ ଦୂରଂ ପୁରଃଦ୍ଵିଷଶତହିତ ।

ନୈଲମେଘେର କୋଳେ ବଲାକାର ଦର୍ଶନ ଏଥାନେ ପାଓଯା ଯାଇତେଛେ ।

* ୨୬-୩୨ ଶୃଷ୍ଟା ଜାହେୟ ।

নাটকাবলী

১

নাটকে হংসপরিচয়

এ পর্যন্ত মহাকবির যতগুলি কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে বিহঙ্গচরিত্র আলোচনার স্থুবিধা পাইয়াছি, তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে মানুষের সঙ্গে পাখীর সম্পর্ক তাহাদের উভয়ের জীবননাট্টের সহিত বিচ্ছি রহস্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। কালিদাসের নাটকাবলীর মধ্যে বিহঙ্গপরিচয়ের চেষ্টায় সর্বপ্রথমে এই সম্বন্ধের চিত্রই আমাদের চোখে পড়ে। বস্তুতঃ আমরা দেখি, মাত্র কাব্য কিম্বা নাটক নয়, সমগ্র কালিদাসসহিতের ভিতর হইতে যেমন নায়কনায়িকাকে বাদ দেওয়া যায় না, তজ্জপ সেই নায়কনায়িকার জীবননাট্টের সঙ্গে যে সব পাখী অনায়াসে মিশিয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে হেয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বিহঙ্গত্বের উপর মহাকবির নাটকবর্ণিত বিষয়বস্তু ঠট্টাত কোন আলোকরশ্মি নিপত্তি হয় কি না তাহাটি এখন আমাদের আলোচ্য। বিক্রমোর্বস্তী, মালবিকায়িমিত্র ও অভিভানশকৃত্তল নাটকঅয়ের রচনা

১৮৫

নাটকাবলী

ও রচয়িতা সম্মের কোন তর্ক বা সমালোচনার কথা এছলে উখাপন করিতে চাই না, নাটকগুলির গল্পাংশের প্রতি প্রধানতঃ পাঠকপাঠিকার মন আকৃষ্ট করিবার জন্যও আমি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি না; কাব্য হিসাবে বা চরিত্রাঙ্কনের দিক হইতে তাহাদের বিচিত্র সৌন্দর্য পণ্ডিতসমাজের অগোচর নাই। সাহিত্যরসিক কাব্যামোদী ব্যক্তি কালিদাসসাহিত্যের স্তরে স্তরে মাঝের সুখচূড়ের সহিত বিহঙ্গজীবনের সম্বন্ধসূত্রের সঙ্গান পাইয়া পরিতোষ লাভ করেন সত্য, কিন্তু তাহার চিত্রে প্রায়ই এমন কোনও কোতৃল হয় না কि যাহা পক্ষিতত্ত্ববিদ্ব ব্যতীত আর কেহ পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না? নাট্যাল্লিখিত উপাখ্যানগুলির মায়কনায়িকার background রূপে যে বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহাতে পার্থী কতখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, পক্ষিতত্ত্বের সাহায্যে আমাদের বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে বৈজ্ঞানিক হিসাবে মহাকবির সেই বর্ণনা কত দূর সত্য।

বিক্রমোর্বশী নাটকের যে চিত্রে মৃগালসূত্রাবলম্বিনী রাজহংসীর উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্বপ্রথমে পাঠকসমক্ষে উখাপিত করিতে চাই। বস্তুতঃ শুধু রাজহংসরাজহংসী কেন সাধারণ অথবা বিশেষরূপে সকল হংস সম্মের কালিদাস তাহার নাটকত্রয়ে যে পরিচয় দিয়াছেন, সে পরিচয়ে মাঝের সঙ্গে পার্থীর সম্বন্ধের উল্লেখ থাকিলেও আমাদের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যিক তাহাতে হংসগুলার বাস্তব জীবনের কতটুকু তথ্যের সঙ্গান আমরা পাইয়া থাকি। উল্লিখিত নাটকচিত্রে আমরা দেখি রাজা পুরুরবা আঙ্গেপোক্তি করিতেছেন—

नाटके हंसपरिचय

राजा—(उर्ध्वोदयोमुखः ।) * * *

एवा मनो मे प्रसमं शरीरात्पिन्तुः एवं मध्यममुत्पत्त्वे ।

सुराङ्गला कर्षति खयिहतामाल्सुनं मृणालादिव राजहंसी ॥

सर्वीपरिवृता उर्कशी राजार मन्ति काढ़िया लहिया आकाशपथे
उड़िया गेलेन । कबिर चक्षे सेहे हरणव्यापार राजहंसीर
चक्षुपुटसाहाये खण्डाग्रम्णामसूक्तग्रहणेर छवि जागाटया तुलिल ।

नाटकेर चतुर्थ अङ्क हइते आर एकटि दृश्य उक्त इटेल ।
उम्बुद राजार प्रलापवाक्य श्रवण करुन—

(सक्षम् ।) हा धिक् कष्टम् ।

मेघश्यामा दिशो हङ्गा मानसोत्पुक्षेतसा ।

कृजितं राजहंसेन नेदं नुपुरशिखितम् ॥

मध्यन्तु । यावदेते मानसोत्पुकाः पतञ्जिणः सरसोऽस्माज्ञोत्पत्तिसि
तावदेतेभ्यः प्रियामधुलिरवगमयितव्या । (वलन्तिकयोपस्थृत्य ।) अहो
जलविहङ्गमराज,

पश्चात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानसं त्वं

पादेयमुत्पृज दिसं प्रहणाय भूयः ।

मां तावदुद्धर श्रुतो दथितापवृत्या

स्वार्थात्सतां गुह्वरा प्रणयिकिरीय ॥

(पश्चेष्टुजो विलोकयति ।) मानसोत्पुकेन मया न लङ्घितेत्वैर्य
वक्षामाह ।

नार्डिकावली

(उपविष्ट्य वर्चरी ।)

रे रे हंसा कि गोहजाइ

(इति नर्तित्वा उत्थाय ।)

यदि हंस गता न ते नतम्
सरसो रोधसि दक्षयं पिया मे ।

मदखेलपदं कथं तु तस्याः
सकलं ओरगतं त्वया गृहीतम् ॥

(वर्चरी ।)

गइचण्णुसारे मह लक्ष्मिजाइ ।

(वर्धरिक्योपसूत्याङ्गलिं बद्धा ।)

हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया इता ।
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥

(पुनर्वर्चरी ।)

कंइ पंह सिक्खिड प गइलालस
सा पंह दिही जहणभरालसा ॥

(पुनर्वर्चरी । 'हंस प्रयच्छ' इत्यादि पठित्वा द्विपदिक्षया निरूप्य । विहस्य ।)
एव स्तेनानुशासी राजेति भयानुत्पतितः ।

"नशूनभिजिठेन यड कि उना योग ? शा शिक ! ए तो
मझौदरक्षनि नग । पियाउन मेषभुज मेषिङा मानगोऽशूकचिष्ठ
द्रावदेश रूपन रुपिठेह ; एहे यमच मानगोऽशूक द्रावदेश एहे



ପ୍ରକାଶକ - ପାତାଲିମାଳା - ମୁଦ୍ରଣକାରୀ - ମୁଦ୍ରଣକାରୀ - ମୁଦ୍ରଣକାରୀ

ପ୍ରକାଶକ - ପାତାଲିମାଳା

ନାଟକେ ହଂସପରିଚିତ

ସରୋବର ହଇତେ ଉଡ଼ିଯା ଯାଇବାର ପୂର୍ବେ ଇହାଦିଗକେ ଆମାର ପ୍ରିୟାର କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରି—ହେ ଜଲବିହଙ୍ଗରାଜ ! ତୁମି ମାନସରୋବରେ କିଛୁ ପରେ ଯାଇଓ ; ଏକବାର ତୋମାର ବିସକିଶ୍ଲୟ ପାର୍ଥେୟଟୁକୁ ରାଖ ; ଆବାର ତୁମି ତୁଳିଯା ଲାଇଓ । ଆମାର ଦୟିତାର ସଂବାଦଟୁକୁ ଦିଯା ଆମାକେ ଶୋକମୁକ୍ତ କର । ରେ ହଂସ ! ତୁଟ ଯଦି ସରୋବରଭାଟେ ଆମାର ନତକ ପ୍ରିୟାକେ ନା ଦେଖିଯା ଥାକିସ, ତାହା ହଟିଲେ କେମନ କରିଯା ତୁଟ ତାହାର କଳଣ୍ଠିତ ଗତିଭଙ୍ଗୀଟୁକୁ ଚୋରେର ମତ ଅପହରଣ କରିଲି ? ତୁଟ ଆମାର ପ୍ରିୟାକେ ଫିରାଟ୍ଟୟା ଦେ । ଜସନଭାରମନ୍ତରା ପ୍ରିୟାର ଗତି ଦେଖିଯା ତୁଟ ନିଶ୍ଚଯଟ ତାହା ଚୁରି କରିଯାଛିସ । * * ଏ କି ! ଚୌର୍ଯ୍ୟାପରାଧେ ଦଣ୍ଡିତ ହଟବାର ଭୟେ ରାଜାର ନିକଟ ହଟାଇ ଏ ଯେ ପଲାଯନ କରିଲ !”

ଉପରେ ଉନ୍ନତ ନାଟକଚିତ୍ରେ ଚଞ୍ଚପୁଟେ ଖଣ୍ଡିତାଗ୍ରମାଳମୃତଗ୍ରହଣେର ବର୍ଣନାୟ ମହାକବି ଯେ ବିହଙ୍ଗଚରିତ୍ର ପରିଷ୍ଫୁଟ କରିଯା ତୁଳିଯାହେନ, ମେଘମନ୍ଦର୍ଶନେ ମାନ୍ମୋଂସୁକଚିନ୍ତି ସେଇ ରାଜହଂସ ଏବଂ ରାଜହଂସୀ ବିକ୍ରମୋର୍ବିଜୀନାଟକେର ନାୟକନାୟିକାର ଜୀବନନାଟ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ କେମନ ସହଜେ ମିଶିଯା ଗିଯାଛେ । ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷିଜୀବନେର ଯେ ସମସ୍ତ ନିଗୃତ ତଥ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଏଥାନେ ପାଓଯା ଯାଇତେଛେ ପୂର୍ବେ * ମେଘଦୂତର୍ଭୁସହାରପ୍ରସଙ୍ଗେ ତାହାଦେର କିଞ୍ଚିଂ ଆଲୋଚନା କରିଯାଛି । ଏଟ ରାଜହଂସ ଜଲବିହଙ୍ଗ-ରାଜକୁପେ ଏଥିନ ଆମାଦେର ସମ୍ମୁଖେ ଆବାର ଉପହିତ । ପ୍ରଧାନତଃ ସେ ଯେ ଯାଯାବର ବିହଙ୍ଗ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରାକାଳେ ତାହାର ମାନସପ୍ରୟାଗ ଆରଣ୍ଟ

* ୧୪-୨୧ ଏବଂ ୮୧-୮୩ ପୃଷ୍ଠା ଜ୍ଞାପନ ।

মাটকাৰলী

হয়, তাহার পরিচয় মেঘদৃতেৱ “মানসোৎক আকৈলাসাদ্বিসকিশলয়-চ্ছেদপাথেযবন্ত” বৰ্ণনায় পাইয়া থাকিলেও এখানে বিশেষ কৱিয়া সেই বিহঙ্গচিৰিত্ৰেৱ প্ৰতি আমাদেৱ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। দিষ্ঠণল মেঘশ্বাম দেখিয়া মানসোৎসুক রাজহংস কৃজন কৱিত্বেছে। কবি মেঘেৱ সঙ্গে রাজহংসকৃজনেৱ সম্বন্ধ নিৰ্দেশ কৱিয়াছেন। মানসপ্ৰয়াণেৱ প্ৰাক্কালে তাহার এই কৃজনেৱ সন্ধান মিলিত্বেছে। মেঘেৱ অভ্যন্তৰ দেখিয়া কৃজনৱত মানসোৎসুকচিত্ত রাজহংসেৱ সন্মোবৰ হইতে উড়িয়া যাইবাৰ আৱ বড় বেশী দেৱী নাই। তাহি সে বিসকিশলয় বা খণ্ডিতাগ্ৰমণালম্ভুত্সংগ্ৰহে তৎপৰ হইয়াছে। তাহার কৃজন ও আহাৰ্যসংগ্ৰহেৱ সন্ধান কবি যেমন দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গটাৰ গতিভঙ্গী নিৰ্দেশ কৱিতে ভুলেন নাই,—তাহার কষ্টস্বৰ ও গতিভঙ্গী এক সঙ্গে মিশিয়া কবিৱ চক্ষে কলণ্ঠপ্রিত গতিভঙ্গীকাপে প্ৰতিভাত হইতেছে।

পূৰ্বে * আমৱা রাজহংসেৱ জাতিনিৰ্গ঱্যেৱ চেষ্টা কৱিয়াছি; যে যে কাৱণে তাহাকে *Anser indicus* (Lath.) বিহঙ্গ বলিয়া সনাক্ত কৱা চলে তাহা নিৰ্দেশ কৱিয়া বিশদ আলোচনা কৱিয়াছি। পুনৰায় সেই প্ৰসঙ্গেৱ উপাপন আবশ্যক মনে কৱি না। বিহঙ্গটিৰ যামাৰৱৰছেৱ কথাও তুলিতে চাই না। তাহার আহাৰ্যোৱ বিচাৰও পূৰ্বে † কৱিয়াছি। অতুসংহারণসঙ্গে ‡ তাহার গতিভঙ্গীৰ

* ১০-১১ পৃষ্ঠা জ্ঞানী।

† ২০ পৃষ্ঠা সুষ্ঠী।

‡ ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা সুষ্ঠী।

ନାଟକ ହେସପରିଚୟ

ଆଲୋଚନାଯ ଆମରା ଦେଖିଯାଛି କିକୁପେ ଶୋହିତଚକ୍ଷୁଚରଗ ସିତାବୟବ
ଏହି ରାଜହଙ୍ସେର କର୍ଣ୍ଣବିରତ ଜୟନଭାରମସ୍ତରା କାମିନୀର ଅଳକ୍ଷାକ୍ରୁ ଚରଣେର
ନୂପୁରଶିଙ୍ଗିତକେ ସ୍ଵରଗ କରାଇଯା ଦେଇ,—ମହାକବିର ମାନମଚକ୍ଷେ ଏହି
ଚିତ୍ର ଭାସିଯା ଉଠା ସହଜ ହଇଲେଓ, ବାନ୍ଧବ ହଟାଇଁ ଟହ ମଞ୍ଜୁର
ବିଚିହ୍ନ ଏମନ କଥନଇ ବଲା ଚଲେ ନା । “ହେସେରିତାମୁଲଲିତାଗତି-
ରମ୍ଭନାନାଂ” ମହାକବିର ଏହି ଶୋକାଂଶେ ନାରୀମଞ୍ଜୁରବର୍ଦ୍ଧନେ ହେସଗତିର
ସାର୍ଥକତା କି ତାହା ପୂର୍ବେ* ଆଲୋଚନା କରିଯାଛି । ଉପରେ ହିସାବେ
କାବ୍ୟମୌଳର୍ଧ୍ୟକେ ବାଡ଼ାଇତେ ଗିଯା ଇହାତେ ସତ୍ୟେର ଅପଲାପ ହୟ ନାହିଁ ।
ଯେ ଗତିଭଙ୍ଗୀର ବିବରଣ ଦିତେ ଗିଯା ଇଂରାଜ ପକ୍ଷିତସ୍ତବି “a rolling
gait”, “a swaying walk” ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରେନ, ଏକା
ରାଜହଙ୍ସେର ତାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୟ, ସାଧାରଣ ହେସେରର ତାହା ଲକ୍ଷণ
ବଢ଼େ । ବିକ୍ରମାର୍ଦ୍ଧଶୀର କବି ନାରୀର ଏହି ହେସଗତିର ଉଦ୍ଦେଶ ବାରବାର
କରିଯାଇଛେ,—

**ଶିଶୁମହି ମିଅଙ୍ଗୁମରିସେ ଘର୍ମୟ ହେସଗଈ
ଏ ଚିଯାଇ ଜାତିହିସି ଆଶ୍ରମିତ୍ରତ ତୁମ ମହି ॥**

ସନ୍ତିନୀବିରହେ ଉତ୍ସାଦଗ୍ରନ୍ଥ ରାଜା ପୁରୁରବା ନୌମକଟ୍ ମୟୁରକେ
ସମ୍ମୋଦନ କରିଯା ବଲିଅଇଛେ—“ତେ ଶିଥି, ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବେ
କରିବେ ତୁମି କି ଆମାର ପ୍ରିୟାକେ ଦେଖିଯାଇ ? ଚାନ୍ଦେର ମତ ମୁଖ,
ହେସେର ଶାୟ ଗତି ଯାହାକେ ଏହି ସମ୍ମତ ଲକ୍ଷଣେ ଚିନିବେ
ପାରିବେ ।”

* ୮୨ ୮୩ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକଟିତ ।

ନାଟକାବଳୀ

ଅନ୍ତରେ, ନନ୍ଦନବନେ ବିରହମସ୍ତପୁ ରାଜା ବିଚରଣ କରିତେ କରିତେ
ହଠାଂ କୃଷ୍ଣାର ମୃଗ ଦେଖିଯା ବଲିଲେନ—

ଶ୍ରୀମୁନ୍ଦରି ଜହଣମରାଲସ ଧୀତୁତ୍ୱଯଣତ୍ୟଣି
ଥିରଜୋତ୍ସତ୍ତ୍ଵଣ ତତ୍ତ୍ଵସରୀରି ହଂସଗଢ଼ ।
ଗନ୍ଧାର୍ଜୁଜାଲକଣ୍ଠାୟେ ମିଥ୍ରଲୋତ୍ସବି ଭମନ୍ତେ
ଦିନ୍ତି ପଂହଁ ତହବିରହମୁହନ୍ତରେ ଉତ୍ସାରହି ମଞ୍ଚ ॥

ପ୍ରକୃତିର ଯେ ପଟ୍ଟଭୂମିକାଯ ହଂସ ସାଧାରଣତଃ ବିରାଜ କରେ
ମହାକବିର ଅତୁଳ ତୁଳିକାଯ ମେଇ ଚିତ୍ର କିରାପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଇଯାଛେ
ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବାର ବଳ ସୁଯୋଗ ଇତିପୂର୍ବେ ପାଇଯାଇଛି;
ନାଟକଚିତ୍ରେ ମେଇ ପରିଚୟ ଏଥିନ ଆବାର ନୃତ୍ୟ କରିଯା ପାଇତେଛି ଏବଂ
ମେଇ ପରିଚୟେ ମାନୁଷ ଏବଂ ପାଖୀର ପରିପ୍ରେରର ଜୀବନଯାତ୍ରାୟ ତାହାଦେର
ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ବିଶେଷଜ୍ଞାପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହ୍ୟ । ନଦୀ ବା ନଦୀ-
ମୈକତ ଏବଂ ସରୋବର ପ୍ରଧାନତଃ ହଂସେର ପ୍ରକୃତି ବିହାରଭୂମି, ଏହି ସକଳ
ପ୍ରାକୃତିକ ଆବେଷ୍ଟନେର ଜ୍ଞାନଲାଭ ନା କରିତେ ପାରିଲେ ହଂସପରିଚୟ
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକିଯା ଯାଯ, ଏ କଥା ପୂର୍ବେ * ବଲା ହଇଯାଛେ । ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀ
ନାଟକେର ଏକଟି ଦୃଶ୍ୟ ଏଥିନ ଉନ୍ନତ କରା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହିଁବେ ନା ।

ଇମାଂ ନଧାମ୍ବୁକନ୍ତ୍ରାଂ ନୋତୋଷହାଂ ପଞ୍ଚ୍ୟତା ମୟା ରତିହୟଲମ୍ବ୍ୟତେ । କ୍ରମ: ।
ତରଙ୍ଗଭୂଭଙ୍ଗା ଭୁମିତବିହାପ୍ରେତିରହାନା
ବିକର୍ଷନ୍ତୀ ଫେନଂ ଘସନମିଷ ସଂମେଘିଧିଲମ୍ ।

* ୧୨୨-୧୨୫ ପୃଷ୍ଠା ହଇବା ।

नाटके हङ्सपरिचय

एवाविद्धं यान्तो स्वलितमभिसंधाय बहुशो
नदीभावेनेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥

भवतु । प्रसादयामि तावदेनाम् ।

(अनन्तरे कुटिलिका ।)

पसीश्च पिग्गम्भम सुन्दरि पण्ण
खुहिआकरणविहङ्गमप णप ।
सुरसरितीरसमूसुअपणप
अलिलझंकारिप णप ॥

(तेन कुटिलिकान्तरे चर्चरी ।)

पुञ्चविसापवणाहश्चकल्पोलुग्गम्भाहश्चां
मेहशङ्गः गाढ्है सललिङ्गं जलगिहिणाहश्चो ।
हंसरहङ्गसङ्गकुडुमकश्चाभरणु
करिमश्चराउलकसणाकमलकश्चावरणु ।
बेलासलिलुञ्जेष्टिश्चहत्यदिगणतालु
ओत्थरह दसदिस रुञ्जेविणु णष्मेहश्चालु ॥

* * * * *

कथं तूष्णीमेघास्ते । अथवा परमार्थतः सरिदियं नोर्वशी ।
अन्यथा कथं पुरुषसमपहाय समुद्राभिसारिणी भवेत् ।

विरहमसुपु राजा नवाशुक्लुषा नदो देखिया धारणा करिलेन
निश्चयइ ठाहार प्रिया नदौरापे परिणता हठेयाछेन,—एठे नदौर

ନାଟକାବଳୀ

ତରঙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସେଇ ପ୍ରିୟାର ଅଭଙ୍ଗୀ, ତରଙ୍ଗବେଗେ କୁଭିତ ବିହଗଶ୍ରେଣୀ
ଠାର କାଞ୍ଚିଦାମସ୍ଵରପ, ନଦୀର ଫେନପୁଣ୍ଡ କୋପବଶେ ଶିଥିଲୀଭୂତ ପ୍ରିୟାର
ବସନ * * । ରାଜା ତଥନ ଠାହାର କୋପପ୍ରଶମନେ ସଚେଷ୍ଟ ହଇଲେ—
“ହେ ନଦୀରପିନି ! ଆମାର ନମଙ୍କାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋ ।” ପରକ୍ଷଣେ ଉଦ୍‌ମାଦାତିଶ୍ୟ
ବଶତଃ ସେଇ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଇତେଛେ—ଜଳନିଧିନାଥ ମୁଲଲିତ-
ନୃତ୍ୟପରାୟନ, ମେଘାଙ୍ଗେର ଶ୍ରାୟ ତାହାର ପୂର୍ବଦିକପବନାହତ କଲ୍ପାଲୋଦଗତ
ବାହୁ ; ହଂସ, ରଥାଙ୍ଗ, ଶଞ୍ଚ, କୁକୁମ, କରୀ, ମକର ପ୍ରଭୃତି ତାହାର
ଆଭରଣ ; ବେଳାସଲିଲେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହଟିଯା ହନ୍ତଦନ୍ତ ତାଲେର ଶ୍ରାୟ
ଧନିମୁଖରିତ, ଦଶ ଦିକ ପରିବାପ୍ତ କରିଯା ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ।

* * * ରାଜା ବଲିତେଛେ—“ଆମାର କଥାର ଉତ୍ତର ନା ଦିଯା ଚୁପ
କରିଯା ରହିଲେ କେନ ? ତବେ କି ଏ ପ୍ରକୃତତି ନଦୀ, ଉର୍ବଶୀ ନୟ ?
ନଚେ ପୁରୁରବାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ମେ ସାଗରାଭିମୁଖେ ଅଭିସାରିଣୀ
ହଇବେ କେନ ?”

ନାଟକେର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ନଦୀତରଙ୍ଗ ଓ ବେଳାସଲିଲେର ମଧ୍ୟେ ହଂସେର
ସମାବେଶ ଦେଖା ଯାଯ । ନଦୀପ୍ରବାତେ ବିଚରଣଶୀଳ ଏହି ହଂସ ନାରୀର
କୃପାବୟବେର ଉପମାଚ୍ଛଳେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଇଯାଛେ ଇହା ପୂର୍ବେ * ଆମରା
ଦେଖିଯାଇ ।

ଅଭିଜ୍ଞାନଶକୁନ୍ତଳ ନାଟକେ ମାଲିନୀସୈକତମାନ ହଂସମିଥୁନେର ଉପରେ
ଆଛେ—

କାର୍ଯ୍ୟ ସୈକତମାନହଂସମିଥୁନା ମୌତାଧା ମାଲିନୀ ।

* ୧୨୬ ପୃଷ୍ଠା ଛଟା ।

নাটকে হংসপরিচয়

ସହନ୍ତାକ୍ଷିତ ଶକୁନ୍ତଲାର ପ୍ରତିକୃତି ଦେଖାଇଯା ରାଜୀ ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ବୟାସକେ
ବୁଝାଇତେଛେ ଶ୍ରୋତୋବହା ମାଲିନୀ ନଦୀ ଏହି ସ୍ଥାନେ ଏଥନେ ଅକ୍ଷିତ
ହଟେତ ବାକୀ ରହିଯାଛେ ଏବଂ ମେଟେ ନଦୀମୈକାତେ ହଂସମିଥୁନେର ଚିତ୍ର
ଦିଲ୍ଲିତ ହଟେବେ * * ।

সরোবরের মধ্যে তৎসচিত্র কবি যেভাবে অঙ্কিত কবিয়াছেন
তাতার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উক্ত করিতেছি।

सहधरिदुखालिद्धश्चं सरवरभ्रम्मि सिणिद्धश्चम् ॥
वाहोवग्निश्रवणश्चण्डं तम्मै हंसोजुश्रलश्चम् ॥

শ্বেতকোক্ত সরোবরচিত্রে সহচরীবিয়োগে হংসীর যে দশা
সমৃপস্থিত হয়, উর্বরশীবিয়োগে সহজন্মা ও চিরালেখাব মেষ অবস্থা
সমৃৎপর্ণ হইয়াছে। এষ্টেরূপ চিত্র আবাব পাণ্ড্যা যায়—

विन्तादुमिथमाणसिशा सहश्रिदिंसणलालसिशा ।
विश्वसिश्रकमलमनोहरए विहरए हंसी सरवरप ॥

উদ্ঘাদগ্রস্ত রাজা পুরুরবার চক্র অশ্বপরিষ্ঠত , মঙ্গলৌভিরাতে
সরোবরমধ্যে কম্পিতপক্ষ হংসযুবার শ্যায় তিনি কাতর হষ্টয়া
পড়িলন—

हिंदूश्चाहिंदूपिंदूदुक्लश्चो सरवरए धुरपत्त्वश्चो ।
वाहोवभिंदूश्चण्डूश्चो तम्मइ हंसजुश्चाण्डू ॥

নাটকাবলী

রাজাৰ চঞ্চল চিত্তে সৱোবাৰে প্ৰেমাভিষিক্ত ক্ৰীড়াশীল হংসযুবাৰ
চিৰ ফুটিয়া উঠিল—

এককমবদ্ধিশৃঙ্খলৰ পেমৰসে ।

সৰে হংসমুস্তাণত্বো কীলহ কামৰসে ॥

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকেও সৱোবৰমধ্যে হংসেৰ অবস্থিতিৰ
চিৰ কবি নিপুণভাৱে অক্ষিত কৰিয়াছেন,—

এন্দ্ৰজ্ঞাযাম্বু হংসা মুকুলিতনযনা দীৰ্ঘিকাপঘিনীনাম ।

বিৱহাতুৰ রাজা অনৰ্থক কালক্ষেপে ভোজনেৰ বিলম্ব কৰিতেছেন ;
মধ্যাহ্ন সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন আহাৰান্তে বিশ্রামেৰ সময় ;
প্ৰকৃতিপাটে নানা বিহঙ্গ প্ৰথৰ আতপত্তাপে অবসন্ন হইয়া ছায়াশীলল
স্থানে ক্রান্তি অপনোদনে রত হইয়াছে,—মধ্যাহ্নেৰ এটি চিৰে দীৰ্ঘিকাৰ
মধ্যে হংসগুলি পদ্মপত্ৰচায়ায় নিমীলিত নয়নে অবস্থান কৰিতেছে ।

পাঠক সহজে বুঝিতে পাৰিবেন নাট্যাল্লিখিত আবেষ্টনেৰ
মধ্যে হংসচিৰ যেভাৱে প্ৰদত্ত হইয়াছে, অনেক সময় কৃপক অথবা
কল্পনা হিসাবে তাৰা কতকটা কৃত্ৰিম বলিয়া অনুমিত হইলেও
বাস্তব পক্ষজীবনেৰ নিগৃত তথাটি তন্মধ্যে অন্তনিহিত রহিয়াছে ;
পক্ষিতদেৰ দিক হইতে সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰিয়াও কোন বৈজ্ঞানিক
তাৰা অস্বীকাৰ কৰিতে পাৰিবেন না ।

নাটকেৰ হংসচিৰ হইতে চক্ৰবাকক বাদ দিল আমাদেৱ

ନାଟକେ ହଂସପରିଚୟ

ହଂସପରିଚୟ ଅମ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକିଯା ଯାଯା । କାଲିଦାସେବ ତିନିଥାନି ନାଟକେଟି ତାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳା ହଠୟାଛେ; କାବ୍ୟାନୈପୁଣ୍ୟ ହିସାବେ ମାନୁଷେର ସଙ୍ଗେ ପାଖୀଟି କେମନ ମିଶିଯା ଗିଯାଛେ ସେ କଥା ବାର ବାର ପାଠକସମକ୍ଷେ ତୁଳିତେ ଚାଟି ନା, ବାସ୍ତବ ପଞ୍ଜିଜୀବନ ହଠେ ସେଇ ଚିତ୍ର ବିଶ୍ଵିଷ୍ଟ ନୟ ଟହାଟ ବଲିତେ ଚାଟି ମାତ୍ର । ଅଭିଜ୍ଞାନଶକ୍ତୁତଳ ନାଟକେର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କେ ଚକ୍ରବାକବ୍ୟକ୍ତିକେ ରଜନୀବ ଉପଶ୍ରିତିର କଥା ଶ୍ଵରଣ କରାନୋ ହଠେତେଛେ; ସହଚରକେ ତାହାର ଏଥିନ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାପନ କରିତେ ହଠେବେ । ଶକ୍ତୁତଳାତୁମ୍ଭାନ୍ତର ପରମ୍ପର ପ୍ରଣୟାଳାପେବ ବାବଧାନକାଳ ଅତି ସହସା ସମାଗତ ଟହାଟ ମହାକବିର ନିପୁଣ ତୁଳିକାଯ ଚକ୍ରବାକଚକ୍ରବାକୀର ଜୀବନେର ବାସ୍ତବ ତଥାଟି ଲଟିଯା ମୁନ୍ଦରଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଠୟାଛେ,—**ଅନୁଷ୍ଠାନିକବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆମନ୍ତରେହି ସହସ୍ରରିଂ** । ଉଦ୍‌ଦୃଶ୍ୟା ରଘୁଣୀ ।

ମାନବିକାଗ୍ରହିତ୍ରେଣ ଏଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳା ହଠୟାଛେ,—

ଅହଁ ରଧାକୁଳାମେଵ ପିଯା ସହଚରୀଷ ମେ ।
ଅନୁଷ୍ଠାନସଂପର୍କ ଧାରିଣୀ ରଜନୀଯ ନୌ ॥

ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମାଲବିକାର ମିଳନେର ମାଧ୍ୟାନେ ରାଣୀ ଧାରିଣୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହିସାବେ ରାଜାର ମାନସକ୍ଷେ ରଜନୀର ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ରବାକଚକ୍ରବାକୀର ସମ୍ପର୍କେର ତୁଳନା ମହଜ ହଠୟାଛେ ।

ଅଭିଜ୍ଞାନଶକ୍ତୁତଳ ନାଟକେ ଏଟ ପଞ୍ଜିମଧୁନେର ଜୀବନେର ଆର ଏକଟି ତଥ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଓଯା ଯାଯା । କୁଳପତି କଥ ଶକ୍ତୁତଳାକେ ପତିଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣେର ବାବସ୍ଥା କରିତେଛେ; ତାହାର ଆସନ୍ନ ବିବାହ ସମଗ୍ରୀ

ନାଟକାବଳୀ

ଆଶ୍ରମଭୂମି କାତର ଓ ଉେକଟିତ; ଚକ୍ରବାକୀର ବିରହକ୍ରମନେର ଛବିଏ
ତଥାଧ୍ୟେ ଆମାଦେର ଚୋଥେ ପଡ଼େ,—

ଶାଲିଣୀପତନତରିଦିଂ ବି ସହଶରଂ ଅଦେଖବନ୍ତି ଆଦୁରା ଚକ୍ରଧାଇ
ଆରଡି ଦୁକ୍ରର ଆହ କରେମି ତି ।

ଏଠେ ଦୃଶ୍ୟ ନଲିନୀପତାମୁରାଲେ ପ୍ରକ୍ଷମ ସହଚରକେ ନା ଦେଖିଯା
ଚକ୍ରବାକୀର ଡାକାଡାକି ଚଲିଗାଛ ।

ବିକ୍ରମାର୍ଦ୍ଧଶୌ ନାଟକେର ଚତୁର୍ଥ ଆକଷ ଏଠେ ଡାକାଡାକିର କଥା
ଆଛେ,—

ଗୋରୋଶ୍ରୀକୁଦ୍ରମବ୍ୟଗ୍ରୀ ଚକ ଭଣାଇ ମହ ।

ମହୁଵାସର କୌଳନ୍ତି ଧଣିଆ ଣ ଦିହୀ ତୁହ ॥

(ଚର୍ଚରିକ୍ୟୋପସୃତ୍ୟ ଜାନୁଭ୍ୟାଂ ସିଥିତ୍ୱା ।)

ରଥାଙ୍ଗ୍ନ ନାମ ବିଗୁତୋ ରଥାଙ୍ଗ୍ନୋଣିବିମ୍ବ୍ୟା ।

ଅୟ ତ୍ଵାଂ ପୃଞ୍ଜତି ରୟୀ ମନୋରଥଶତୈର୍ଵତ: ॥

କଥଂ କ: କ ଇତ୍ୟାହ । ମା ତାଵତ् । ନ ଖଲୁ ବିଦିତୋऽହମସ୍ୟ ।

* * * *

କଥଂ ତୁଷ୍ଣୀଂ ସିଥିତଃ । ଭବତୁ । ଉପାଲମେ ତାଵଦେନମ୍ । (ଜାନୁଭ୍ୟାଂ
ସିଥିତ୍ୱା ।) ତୟୁକୁ ତାଵଦାତମାନୁମାନେନ ଵର୍ତ୍ତିନୁମ୍ । କୁତଃ: ।

ସରସି ନଲିନୀପତ୍ରେଣାପି ତ୍ୱମାଵୃତବିଗ୍ରହାଂ

ନନୁ ସହଚରିଂ ଦୂରେ ମତ୍ୟା ବିରୋଧି ସମୁତସୁକଃ: ।

ଇତି ଚ ଭବତୋ ଜାୟାଙ୍ଗେହାତୃଥକିସ୍ଥତିଭୀରୂତା

ମଧ୍ୟ ଚ ବିଧୁରେ ଭାବଃ କୋତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିପରାଙ୍ଗୁଳଃ: ॥

ନାଟକେ ହଂସପରିଚର

ବିରହୋମତ ରାଜା ପୁରୁଷବା ବନେର ମଧ୍ୟେ ନାନା ଜୌବକେ ପ୍ରିୟାର କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଗେଛେ । ଚକ୍ରବାକକେ ଦେଖିଯା ତିନି ବଲିଲେନ— । “ହେ ପ୍ରିୟାସହାୟ, ଗୋରୋଚନାକୁଞ୍ଚମବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରବାକ ! ଆମାର ପ୍ରିୟାକେ ତୁମି କି ଦେଖ ନାଟ ? * * ତୁମି ଉତ୍ତର ଦାଓ । ଚୁପ କରିଯା ରହିଲେ କେନ ? ମନେ ହୟ ତୋମାର ଆମାର ଦଶାଟ ହଇଯାଇଁ । ସମ୍ରାବରବକ୍ଷେ ତୋମାର ଓ ଚକ୍ରବାକୀର ମଧ୍ୟେ ସାମାନ୍ୟ ପଦ୍ମପତ୍ରେର ବାବଧାନ ଥାକିଲେ ତୋମାର ଜାଯା ବହୁ ଦୂରେ ଅପ୍ରସତ ହଟିଯାଇଁ ମନେ କରିଯା ବିଲାପ କରିଗେ ଥାକ । ପହିଁମେତବଶତଃ ତୋମାର ପୃଥକସ୍ଥିତିଭୌରତୀ ଏତ ଯଥନ, କେନ ତବେ ଆମାର ମତ ପ୍ରିୟଜନବିରହବିଧରେର ପ୍ରତି ତୁମି ପରାଞ୍ଜୁଥ ?”

ଚକ୍ରବାକଚକ୍ରବାକୀର ନୈଶବିରହ ଓ ପରମ୍ପର ଡାକାଡାକି ଲଟିଯା ବିଶ୍ୱଦ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବେ * ମେଘଦୂତ ଓ ରଘୁଶକୁମାରମଣ୍ଡବପ୍ରମଙ୍ଗେ କରିଯାଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବେ ତାହାଦେର ଏଟ ବିରହକାଠିନୀକେ ଏକେବାରେ ତୁଳି ଜ୍ଞାନ କରା ଚାଲେ ନା । ବିହଙ୍ଗତସ୍ଵରିଂ ଚକ୍ରବାକପ୍ରକରିତର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯତ୍ନକୁ ସାକ୍ଷ୍ଯ ଦେନ ତାହାତେ ଆମରା ଜାନିତେ ପାରି ଯେ ବିହଙ୍ଗମିଥୁନ ଦିନେର ବେଳାୟ ଏକସଙ୍ଗେ ପାଶାପାଶି ବିଶ୍ରାମ କରେ, ବାତେ ଯଥନ ଉଭୟେ ଆହାରମନ୍ଦାନେ ବ୍ୟାପ୍ତ ତୟ, ତଥନ ପରମ୍ପରରେ ମନ୍ଦତ୍ତାଗ ପ୍ରାୟଟି ଅନିବାର୍ୟ ହଟିଯା ପଡ଼େ । ତଥନ ନିଶ୍ଚିରେ ଅନ୍ଧକାରେ ପରମ୍ପର- ବିଜ୍ଞିନୀ ପତ୍ରାମ୍ଭରିତ ପଞ୍ଜିମିଥୁନେର ପରମ୍ପର ଡାକାଡାକି ଭିନ୍ନ ଗତ୍ୟମର ଥାକେ ନା । ରାତ୍ରିକାଳେ ତାହାଦେର ବିରହ ଡାକାଡାକିଟେ ପରିଣତ ତୟ ଏ ସଟନା ଶୁଦ୍ଧ କବିକଲ୍ପିତ ବଲିଲେ ମନ୍ତ୍ରେ ଅପଲାପ କରା ତୟ ।

* ୨୨-୨୩ ଏବଂ ୧୨୭-୧୨୯ ପୃଷ୍ଠା ଛଟିଥା ।

ନାଟକାବଳୀ

ଉଦ୍‌ଭବ ନାଟକରେ ଚକ୍ରବାକକେ “ପ୍ରିୟାସହାୟ” ବଲା ହଇଯାଛେ । ଇହାର କାରଣ ଏହି ଯେ ପଞ୍ଜିପଞ୍ଜିନୀର ଅୟୁଗ୍ମ ଅବସ୍ଥାୟ ବିଚରଣ କରାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ଯାଯା ନା । “ଦୁଷ୍ଟର” ଏବଂ “ଅବିୟୁକ୍ତ” ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ବିହଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କେ ପାଓୟା ଗିଯାଛେ; ତାହାର ଆମୋଚନା ପୂର୍ବେ* କରିଯାଇଛି ।

ଚକ୍ରବାକେର ବର୍ଣ୍ଣର ପରିଚୟ ମହାକବି ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀ ନାଟକେ ନୃତ୍ୟ କରିଯା ଦିଆଛେ,—ତାହାର ଗୋରୋଚନାକୁଦ୍ଧମବର୍ଣ୍ଣ । “ଗୋରୋଚନା”ର କଥା ପୂର୍ବେ+ ତୁଳିଯାଇଛି । ଏଥିନ ଯେ ପରିଚୟ ପାଇତେଛି, ତାହାତେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋରୋଚନାର ପୀତତରେ ସଙ୍ଗେ ବିହଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣମାତ୍ର ଦେଓୟା ଚଲେ ନା; କୁଦ୍ଧମକେ ମେହି ବର୍ଣ୍ଣର ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇତେ ହଟିବେ; ତାହାତେ ଫଳ ଯେ ଦ୍ଵାରା ତାହାର ସଙ୍ଗେ ଇଂରାଜ ପଞ୍ଜିତଦ୍ୱାରା ruddy ochreous † ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଶର୍ଯ୍ୟକାପେ ମିଲିଯା ଯାଯା ।

* ୧୨୮ ପୃଷ୍ଠା ଜାଟ୍ୟା ।

+ ୧୦୧-୧୦୨ ପୃଷ୍ଠା ଜାଟ୍ୟା ।

† ୧୦୨ ପୃଷ୍ଠା ଜାଟ୍ୟା ।

পরভৃত ও চাতক

কালিদাসের নাটকত্রয়নধ্যে পরভৃতের পরিচয় কি পাওয়া
যায় তাহা দেখা যাক। বিক্রমোর্বশীর প্রারম্ভে সূত্রধার দুরে
আকাশে একটা আর্ণ স্বর শ্রবণ করিয়া স্থিব করিতে পারিতেছেন
না উহা কুরৌর শব্দ, না কুসুমরসমাত্ব ভূমরের গুণ্ঠন, অথবা
ধীর পরভৃতনাদ ;—

মত্তানাং কুসুমরসেন পত্ত্বানাং
গন্ধোত্যং পরভৃতনাদ এষ ধীরঃ ।

সেই পুনঃপুনঃ উচ্চারিত আর্ণ কঠিন পরক্ষণেষ্ট কিন্তু কোমল
মধুর ভূমরগুণ্ঠন বলিয়া মনে হইতে ন। হইতেষ্ট উহা ধীর
পরভৃতনাদ কি ন। এটোৱপ সংশয় উপস্থিত কেমন করিয়া হইতে
পারে? দেখা যাইতেছে শব্দটা প্রথমে খুব তৌত্র,—তাহাতে বিশ-

ମାଟକବଳୀ

କୁରାରୀର * ଆର୍ତ୍ତ କଷ୍ଠବନିର ଆଭାସ ପାଓୟା ଯାଯା ; ପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କୋମଲ ଅଥଚ ଯେନ ସେଇ ଖନିତରଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ମତ ପ୍ରବାହ ରହିଯାଛେ ; ତାରପରେଇ ଧୀର, କୋକିଲେର ରବେର ମତ,—କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ନୟ, ମତ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତ ନୟ । କୋକିଲେର କଷ୍ଠସ୍ଵରେର ଯେ ପରିଚୟ ଏହୁଲେ ପାଓୟା ଯାଇତେଛେ ତାହାତେ ଆମରା ଦେଖି ଯେ ପାଖୀଟାର ଇହା ସେଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଵର ନୟ, ଯାହା ଚିରଦିନ ଭାରତବର୍ଷେ ଆବାଲବୁଦ୍ଧବନିତାକେ ମୁଢ଼ କରିଯା ଆସିଥେଛେ ଏବଂ ଯେ ସ୍ଵର ଶୁଣିଯା ସମୟେ ସମୟେ ବିଦେଶୀୟଦିଗେର ମନ୍ତ୍ରିକବିକୃତି ଘାଟ । ପାଠକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେନ ଯେ କୋକିଲେର ଗଲାର ସେଇ ଆଓୟାଜ୍ଜ୍ଞାର ପ୍ରତି ବିକ୍ରମୋର୍ବଣୀର କବି ନଜର ଦିତେଛେନ ନା । ପୂର୍ବେ † ଝତୁସଂହାର-ପ୍ରସଙ୍ଗେ କୋକିଲଦମ୍ପତୀର ସ୍ଵରବୈଚିତ୍ରୋର ଆଲୋଚନା ବିଶଦଭାବେ କରା ହଇଯାଛେ ; ଏଥନ ସେଇ ଖନିତରେ ପୁନରାଲୋଚନାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁବାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନା । ଆମି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠକପାଠିକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିତେ ଚାଟି ଆମାର ସେଇ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଂପତନଶୀଳ ପୁଞ୍ଚକୋକିଲେର ମିଟ ରବଟିର ପ୍ରତି, ଇଂରାଜ ପଞ୍ଜିତତ୍ତ୍ଵବିଂ ‡ ଯାହାର “melodious and rich liquid call” ବଲିଯା ବିବୃତି କରିଯାଛେ ;—ଏହି ରବ ଶୁନା ଯାଯା ପ୍ରାୟଇ ସଥନ ପାଖୀଟା ଆକାଶମାର୍ଗ ଉଡ଼ିତେ ଉଡ଼ିତେ ଡାକେ । ଏଥନ ବୋଧ କରି ବିଶେଷ କରିଯା ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାଟି ଯେ କେମନ କରିଯା ଆକାଶପଥେ ଅନୁହିତା ଉର୍ବଣୀର କାତରାକ୍ତି ଅବଶ୍ୟେ ପରାଭୃତେର ଧୀର ନାଦ ବଲିଯା ଭର ହଟାଇ ପାରେ ।

* ୧୬୭-୧୬୮ ପୃଷ୍ଠା ଜ୍ଞାତ୍ୟ ।

† ୧୦୭-୧୦୮ ପୃଷ୍ଠା ଜ୍ଞାତ୍ୟ ।

; Jerdon, T.C., The Birds of India, Vol I (1862), p. 343.

ପରଭୂତ ଓ ଚାତକ

ମିଃ ଫ୍ରାଙ୍କ ଫିନ୍ଗ୍ * “fine mellow call” ପରିଚଯେ ପାଖୀଟାର କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଧୀର ନାଦେର ଯାଥାର୍ଥୀ ସମ୍ପ୍ରମାଣିତ କରେନ । କିନ୍ତୁ ତାଟ ବଲିଯା କି ନାଟକେର ମଧ୍ୟେ ପରଭୂତେର ସେଠି ଉଚ୍ଚ ତୌତ୍ କଟେର କଥା ଏକେବାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଶ୍ରୋତାର କାନେ ପ୍ରାୟଟି ଏତ ଅଧୀର, shrill ଏବଂ ବିସନ୍ଦଶ ଶୁଣାଯ ? ବିକ୍ରମୋର୍ବଣୀ ନାଟକେର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କେ ଆମରା ବାଢ଼ମାନ ପରଭୂତତୁର୍ଯ୍ୟେର ଧ୍ୱନି କିଛାତେଟି ଧୀର ପରଭୂତନାଦ ବଲିଯା ଭୁଲ କରିବ ନା,—

ଗନ୍ଧୁମାତ୍ରମହୁଅରଗୀପାହି
 ବଜ୍ରନ୍ତେହି ପରତୁଅତୁରେହି ।
 ପ୍ରସରିଅପବ୍ୟାବେଳିଅପଲ୍ଲବ୍ୟାଗିଅର
 ମୁଲଲିଅଵିଵିହପାରେହି ଗାନ୍ଧା କଷ୍ଟଅର ॥

ପୁଙ୍କୋକିଲ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୋକିଲେର କଟ୍ଟନ୍ତର ଯେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମେ କଥାର ଡେଲେଖ ପୂର୍ବେ କରିଯାଛି । ବିକ୍ରମୋର୍ବଣୀ ନାଟକେ କୋକିଲାବ କଥା ତୋଳା ହାଟେଯାଇଛେ,—

ପରତୁଅ ମହୁରପଲାଧିଣି କନ୍ତୀ
 ଗନ୍ଧୁମାତ୍ରମହୁ ମମନ୍ତୀ ।
 ଜାହ ପାହ ପିଅଘମ ସା ମହୁ ବିଦ୍ଵା
 ତା ଆଶକତାହି ମହୁ ପରପୁଦ୍ରୀ ॥

ଜୟୁବିଟପମଧ୍ୟ ଆତପାନ୍ତେ ସଂଧୁକ୍ଷିତମଦା ଏଟି ପରଭୂତାକେ ମଦନମୃତୀ

* Garden and Aviary Birds of India (1906), p. 149.

ନାଟକାବଳୀ

ସମ୍ବୋଧନେ ଅଭିହିତ କରା ହିଁଯାଛେ ; ତାହାର ପ୍ରଲାପ ମଧୁର ।

ପୁଂକ୍ଷୋକିଲେର ରହତେର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଭିଜାନଶକୁନ୍ତଳ ନାଟକେ ଦେଖା
ଯାଏ,—

କ୍ୟାଟେପ୍ରସ୍ତରଲିତିଂ ପୁଂକ୍ଷୋକିଲାନାଂ ହତମ ।

ସାଧାରଣ ସଂକ୍ଷାରେ ଆମରା ମନେ କରି ଯେ ବିହଙ୍ଗଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରୀ
ପାଖୀଟା ଗାନ କରେ ନା । କୋକିଲ ସମ୍ବନ୍ଧେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଥାଟେ
ନା । ପୁଂପାଖୀଟାର ଯାଯ କୋକିଲାରେ କଠିଷ୍ଟରେ କବି ଯେ ପ୍ରଲାପେର
ସନ୍ଧାନ ଦିଆଛେନ ବିଦେଶୀ ପଞ୍ଚିତସ୍ତବିଂ ତମାଧ୍ୟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରିଯା ଥାକେନ ଏ କଥାର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବେ * କରିଯାଛି ।

କୋକିଲାର “ମଦନଦୂତୀ” ଆଖ୍ୟା ସହଜେ ହୃଦୟନ୍ତମ ହୁଯ । ଶିଶିରାପଗମେ
ବସନ୍ତଋତୁର ଆଗମନବାର୍ତ୍ତା ନବପୁଞ୍ଜକିଶଲୟଶାଭିତ ଭାରତେର କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ
ଏହି ପରଭୂତ ଯେମନ କରିଯା ଘୋଷଣା କରେ ତେମନ ଆର କେହ କରେ
ନା । ମାଲବିକାଗିମିତ୍ରେ ମେ ପରିଚୟ କବି ଦିଆଛେ,—

**ଉତ୍ତମକାନାଂ ଅଧୟାତ୍ମମାର୍ଗୀଃ କୁଜିତିଃ କୌକିଲାନାଂ
ସାନ୍ତ୍ରକ୍ଷୋଶାଂ ମନସିଜରଜାଃ ସାହାତାଂ ପୃଷ୍ଠାତେ ଵ ।**

ନିଶ୍ୟଇ ବସନ୍ତଋତୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହିଁଯାଛେ ; ସଥେ ! ଦେଖ ଉପରେ
କୋକିଲେର ଶ୍ରବଣମୁଖଗ ରବେ ବସନ୍ତେର ସଦୟ ସମ୍ଭାବନ ଜ୍ଞାପିତ
ହିଁତେହେ ।

* ୧୯୨୩ ପୃଷ୍ଠା ଛଟା ।

পরভৃত ও চাতক

আবার নাটকের পঞ্চম অঙ্কে সেই পরভৃতকলকুজনে বসন্তের আবির্ভাব কবি প্রকাশ করিতেছেন,—

পরভৃতকলব্যাহৰেষু ত্বমাত্মরতির্মধুং
নয়সি ধিদিশাতীরোদানেজ্জনত্ব ইবাঙ্গুম্বান ।

বিদেশী কবির চিত্তেও কোকিলের গীতে বসন্তের প্রেরণা জাগে ; তাট কিলিং গাহিয়াছেন—

Oh Koel, little Koel, singing on the siris bough,

*

*

*

Can you tell me aught of England or of spring in England

Now ?

শুধু কবির উক্তি বলিয়া নয়, সেই উক্তির মধ্যে সত্ত্বের সঙ্কান মিলে, তদৃষ্টে ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদ্ব কোকিলের পরিচয় দিয়াছেন— “It is the darling of the spring”*. পুনর্চ “Just as the Cuckoo in England is the typical bird of spring, so the Koel—also a Cuckoo—is out here.”† বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে পরভৃতের কলস্বরের সম্বন্ধ কোন বৈজ্ঞানিক অস্থীকার করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে মহাকবির বর্ণনাগুলিকে অগ্রাহ্য বা অতিরঞ্জিত বলা চলে না। স্বত্বাবতঃ

* EHA., The Common Birds of Bombay (Second Edition), p. 54.

† Dalgleish, G., Familiar Indian Birds (1909), p. 25.

ନାଟକାଷ୍ଟଳୀ

ଯେ ବିହଙ୍ଗଟି ଭାରତବର୍ଧେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆଂଶିକ ଯାଯାବର ହଟିଲେଓ
ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଝତୁଚକ୍ରେର ଆବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶଦେଶାନ୍ତରେ ଘୂରିଯା
ବେଡ଼ାଯ ନା, ଦେଶେର ମଧ୍ୟେଇ ବଂସରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବେ
ଅଞ୍ଜାତବାସ କରେ—ଆଶ୍ରୟେର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ମେ ସମୟ ତାହାର
ମୌନବ୍ରତ ପ୍ରାୟ ଭଙ୍ଗ ହୁଯ ନା—ମେହି ମୌନୀ ପିକ କିନ୍ତୁ ଶିଶିରାପଗମ
ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ରେ ଯଥନ ଦକ୍ଷିଣ ବାତାସ ପ୍ରକୃତିକେ ଚଖଳ କରିଯା ତୋଲେ,
ତଥନ ମେହି ବାୟୁଭାବେ କମ୍ପମାନ ଶାଖାପତ୍ରାନ୍ତରାଲେ ଲୁକାଯିତ ଥାକିଯା
ତାହାର କଲକଟେ ଚତୁର୍ଦିକ ମୁଖରିତ କରିଯା ବସନ୍ତର ଆଗମନ ଘୋଷଣା
କାରେ । ବିକଶିତ ସହକାରକୁମୁମେର ସଂସର୍ଗ ମଧୁରକଞ୍ଚି କୋକିଲାକେ
ନାଟକମଧ୍ୟେ ଦେଖା ଯାଯ,—

ମଧୁରସ୍ଵରା ପରଭୂତା ପ୍ରମରୀ ଚ ବିନ୍ଦୁଦ୍ଵାତସକ୍ରିଳ୍ୟୌ ।

ଅଭିଜ୍ଞାନଶକ୍ତିଲ ନାଟକେଓ ମେ କଥା ବଲା ହଇଯାଛେ—
ଅୂତକଳିଅ ଇକିଲାଅ ଉମାତିଦ୍ୟା ପରହୁଦିଦ୍ୟା ହୌଦି । ଯେ ପାଖୀ
ଏତ ଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତରାଲେ ମୂଳ ଓ ମୌନ ଅବସ୍ଥାଯ ପରିଚାଳନା
ବସନ୍ତର ପ୍ରାକ୍ତାଳେ ତାହାର ମୌନବ୍ରତଭଙ୍ଗେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସେ ମହାକବି
ତାହାର “କଷ୍ଟେମୁ ଅସିତଂ ଗତେହପିଶିଶିରେ ପୁଂଷ୍ପାକିଲାନାଂ ରତ୍ନଂ” ବଲିଯା
ଯେ ବର୍ଣନା କରିଯାଛେନ, ଇଂରାଜ ପକ୍ଷିତସ୍ତବିଦେର ବର୍ଣନାର ସଙ୍ଗେ ତାହାର
ମିଳ ଦେଖା ଯାଯ । ମିଃ ଟ୍ୟୁର୍ଟ ବେକାର * ଲିଖିଯାଛେ—“In March
it practises its voice and gets its throat into working order * * .” ପ୍ରବିରଳା ମୁଖବଧୁକଥାର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XVII, p. 695.

পরভৃত ও চাতক

করিয়া মধুমাসের আবির্ভাবে অন্যভূতার এই প্রথম কঠিখনির উল্লেখ কবি পূর্বেও * করিয়াছেন।

কালিদাসের নাটকের মধ্যে যে কোকিলাকে বিকশিত সহকার-কুসুমের সংসর্গে ভ্রমীর সহিত দেখিতে পাইতেছি, কোথাও বা চৃত্যুকুল দেখিয়া সে উম্মতা হইয়া থাকে এ আভাস পাওয়া যাইতেছে; আবার কোথাও বা বিজ্ঞ পাখীটিকে দেখা গেল,—

অঘরমিষ মহান্যা পাতুমেষা পন্তুতা
ফলমভিনবদ্যাক রাজজমুদ্রমস্য ।

সেই পরভৃতার বিহারভূমি ও আহার্যের সঙ্কান আমাদের এখানে মিলিতেছে। পূর্বে ঝুতসংহারপ্রসঙ্গে † এ সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছিলাম তদতিরিক্ত বিশেষ কিছু নৃতন পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তবে যে রাজজমুদ্রমের সংগৃপক ফলের উল্লেখ হইয়াছে পাখীটার খাড়হিসাবে তাহা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে ফলট তাহার প্রধান আহার। পাখচাত্য দর্শয়িতাও ‡ তাহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—“They are the most frugivorous of all the Cuculinae.” তাহার অন্যান্য জাতিবর্গের তুলনায় পরভৃত প্রায় সম্পূর্ণরূপে ফলভুক্ত।

এখন এই পরভৃতের জীবনের যে রহস্যময় অধ্যায়টির প্রতি

* ১৭৮ পৃষ্ঠা জটিল।

† ১০১ পৃষ্ঠা জটিল।

‡ Jerdon, T. C., The Birds of India, Vol. I (1862), p. 342.

ନାଟକାବଳୀ

ପାଠକେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି କାଲିଦାସେର ମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି
ସେ ତାହାର ଉପର ନିପତିତ ହଇଯାଛିଲୁ ତାହା ଅଭିଜ୍ଞାନଶକୁନ୍ତାନେର
ନିମ୍ନୋଦୃତ ଶ୍ଳୋକ ହଇତେ ବୁଝିତେ ପାରା ଯାଯ়—

କୁଣ୍ଡଳିମହିମିତପଦ୍ମମାନୁଷୀୟ
ସଂଶ୍ଲୟତ କିମୁତ ଯା: ପରିବୋଘସତ୍ୟ: ।
ପ୍ରାଗନ୍ତରିଦ୍ଵାମନାତ୍ସମପତ୍ୟଜାତ
ମନ୍ୟଦ୍ଵିଜୀ: ଦରଖ୍ତା: ଜ୍ଞାନ୍ତ ପୌଷ୍ଟ୍ୟନ୍ତି ।

ଆର୍ଯ୍ୟପୁଣ୍ଡେର ବିଶ୍ୱାସ ଅପନଯନେର ଜନ୍ମ ଶକୁନ୍ତଳାର ଆସ୍ତରିଚିଯେର
ବାର୍ଥ ଉତ୍ତାମେର ପ୍ରତି ବିଦ୍ରପ କରିଯା ରାଜା ବଲିତେଛେନ—“ହେ ଗୌତମ !
ତପୋବନେ ଲାଲିତ ହଇଯାଛେନ ବଲିଯା କି ଈହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ଵୀକାର
କରିତେ ହଇବେ ? ମଧ୍ୟେତର ଜୀବେର ଦ୍ଵୀଦିଗେର ମଧ୍ୟ ସଥନ ଅଶିକ୍ଷିତ
ପଟୁତ୍ତ ଦେଖୋ ଯାଯ, ତଥନ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀର ମଧ୍ୟେ ଓ ସେ ତାହା
ପ୍ରକଟିତ ହଇବେ ଇହାତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ? ପରଭୂତ ଅନୁରୀକ୍ଷଗମନେର
ପୂର୍ବେ ସ୍ବୀଯ ଅପନ୍ତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପାଖୀର ଦ୍ୱାରା ପୋଷଣେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯା
ଲୟ ।”

ଉଦ୍ଧରିତ ଶ୍ଳୋକେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଅବତାରଣା କରା ହଇଯାଛେ ତାହାର
ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭେ ବିହଙ୍ଗଟିର ଜନ୍ମକାହିନୀର ବିବୃତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ତବେଇ ବୁଝିତେ ପାରା ଯାଇବେ ସେ କବିର ଉତ୍କି ଏହି ପାଖୀର ପ୍ରତି
ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କି ନା, ଅଥବା ତାହା ଅଲୀକ ଅପବାଦ ମାତ୍ର । କାହାର ନୀଡେ
ଈହାର ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ, ଜନକଜନନୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଡିମ୍ବଟିକେ ଆର କେହ
ଫୁଟାଇଯା ତୋଲେ କି ନା, ଜୀବନାରଙ୍ଗେ କେ ଇହାକେ ପୋଷଣ କରେ,

ପରଭୂତ ଓ ଚାତକ

ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର କମ ରହଣ୍ଡମୟ ନହେ । ତାହାର “ପରଭୂତ”, “ପରପୁଷ୍ଟ” ଆଖ୍ୟାର ସାର୍ଥକତା କି ? ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀ ନାଟକେ ପରଭୂତେର ପରିଚୟ ପାଇ,—

ଓୟ, ହ୍ୟମାତପାନ୍ତସଂଘ୍ରନ୍ତମଦା ଜମ୍ବୁଧିତପମଧ୍ୟାସ୍ତେ ପରଭୂତା ।
ବିହେସ୍ତୁ ପଯିତ୍ରତୀଷା ଜାତିଃ । ଯାଧିନାଁ ପୃଞ୍ଜାମି ।

ଜାତି ହିସାବେ ଏହି ପରଭୂତ କି ସତ୍ୟଟି “ବିହଗେୟ ପଣ୍ଡିତଃ” ?— ଇହାର ପ୍ରମାଣ କି ? ପକ୍ଷବିଜ୍ଞାନେର ଦିକ ହଟାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନାୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଳା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୋକିଳ ଡିଶ୍ଟପ୍ରସବେର ଅଥବା ଡିଶ୍ଵରକ୍ଷାର ଜୟ ମାଟେ ହଟିଯା କୋନ ନୀଡ଼ ରଚନା କରେ ନା, ଅର୍ଥତ ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଶ୍ଵ ଫୁଟାଇଯା ଶାବକୋଣପାଦନେର ଜୟ ଯେ ଆଯାସ ସ୍ଥିକାର କରିତେ ହୟ ତାହା ହଟିତେଓ ସେ ପରେର ନୀଡ଼େ ଚୌର୍ଯ୍ୟବ୍ରତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ନିକ୍ଷତିଲାଭ କରିଯା ଥାକେ । ଡିଶ୍ଵ ମୁକୋଶଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖୀର ନୀଡ଼େ ଯଥନ ଉପନୀତ କରା ହୟ, ତଥନ ମେଇ ନୀଡ଼େର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ବିଜାତୀୟ ପକ୍ଷମିଥୁନ ଅସଂଶ୍ୟୟ ମେଟି ଡିଶ୍ଵକେ ସ୍ଥିଯ ଡିଶ୍ଵର ମତ ଫୁଟାଇଯା ତୋଲେ । ଆବହମାନ କାଳ ହଟିତେ ଏହିରୂପ ପ୍ରଥା ଚଲିଯା ଆସିଥିଛେ ; କଥନେ କୋଥାଓ ଏମନ କୋନ ବିଷମ ବାଧାବିପତ୍ର ଘଟିଲ ନା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ବିପୁଲ ପ୍ରାକ୍ତନ ହଟିତେ ଏହି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପରନିର୍ଭର ପାର୍ବତୀଟିର ଜୀବନେତିହାସ ଏକେବାରେ ଲୁପ୍ତ ହଟିଯା ଗେଲ । କେମନ କରିଯା ମେ ବାଚିଯା ଯାଯ ଏବଂ ଏଥନେ ଉପାଯାମ୍ବନ ଅବଲମ୍ବନ ନା କରିଯା ମେ ବାଚିଯା ଯାଇଥିଛେ, ଏହିଟାଟି କୌତୁକମୟୀ ପ୍ରକୃତିର ବିଶ୍ୱଯକର ରହଣ୍ୟ ।

ମାଟକାବଲୀ

ତାହାକେ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧିମୁଖୀ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇବା ଅଶିକ୍ଷିତପଟୁତ୍ତ—“ଶ୍ରୀଗାମ୍ ଅଶିକ୍ଷିତପଟୁତ୍ତମ୍”—ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖୀର ତୁଳନାଯି ଏତ ବେଶୀ ଯେ ବାସ ପ୍ରଭୃତି ଯେ ସକଳ ପାଖୀ କୋକିଲେର ଡିମ ନିଜ ନିଜ ନୀଡ଼େ ଫୁଟାଇଯା ତୋଳେ, ତାହାଦେର ସହଜ ପ୍ରଥର ବୁଦ୍ଧିଓ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇଯା ଯାଏ । କଥାଟା ଆର ଏକଟୁ ପରିଷାର କରିଯା ବଲା ଆବଶ୍ୟକ । କାକ ସ୍ଵଭାବତଃ ତୀଙ୍କୁବୁଦ୍ଧିମୟ, ସୁଚତ୍ତର *; କିନ୍ତୁ ପରମ କୌତୁକେର ବିଷୟ ଏହି ଯେ, ସଥନରେ ମେ ନୀଡ଼ରଚନା କରିଯା ତମ୍ଭଧେ ଡିମ୍‌ପ୍ରସବ କରେ, ତଥନ ହଇତେଇ ମେ ଏମନ ନିର୍ବୋଧ ହଇଯା ଯାଏ ଯେ ମେ ଆର କୋନ କିଛୁରଇ ହିସାବ ରାଖିତେ ସମର୍ଥ ହଯ ନା; ହଟା ଏକଟା ଡିମ ବାଡ଼ିଲ କି ନା ଏବଂ ମେଇ ନବୀନ ଡିମଣ୍ଡଲାର ବର୍ଣ ଏବଂ ପରିମାଣ ବିଷୟେ ତାରତମ୍ୟ ଆହେ କି ନା ଏ ସକଳ ମେ ଆଦୌ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ନା । ଏହି ଯେ ଅନ୍ଧ ଭାବ, ସବ ଡିମଣ୍ଡଲାକେଇ ସଞ୍ଚାଲିତେର ମତ ତା' ଦେଉ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ,—ଇହା ନା ଥାକିଲେ ପରଭୂତ ଟିକିଯା ଯାଇତ ନା । ତବେଇ ଦ୍ୱାଢ଼ାଟିଲ ଏହି ଯେ, ଏକ ଦିକେ ମହାକବିବରିତି “ବିହଗେମୁ ପଣ୍ଡିତେବା ଜାତି”ର “ଅଶିକ୍ଷିତପଟୁତ୍ତ,” ଆର ଏକଦିକେ ତାହାର ପ୍ରମୃତ ଡିମ୍‌ପ୍ରସବ ଆଶ୍ୟଦାତା ବାସନାଦିର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତା ଓ ସଞ୍ଚାଲିତେର ଶ୍ୟାମ ବ୍ୟବହାର,—ଏହି ଉଭୟେ ମିଲିଯା ସମଗ୍ର ଜାତିଟାର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିଯା ଆସିଥିଛେ । ପୁଞ୍ଚୋକିଲ ନୀଡ଼େର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଇବାମାତ୍ର କୁନ୍କ ବାସ କର୍ତ୍ତକ ତାଡ଼ିତ ହଇଯା ପଲାଯନେର ଭାନ କରିଯା ବାସକେ ନୀଡ଼ ହଇତେ ବହୁ ଦୂରେ ଲହିଯା ଯାଏ; ମେଇ ଅବସରେ ସଥନ

* ଏ ପରିଚୟରେ ଭିନ୍ନ ଏ ଦେଶେ କିଂବଦ୍ଦୀ ମାତ୍ର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭଙ୍କେ ଇଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏଇରୂପ ଲିପିବର୍କ ଆହେ—“That the Crow, credited with being the most sagacious of birds, * * .”—Dalglish, G., Familiar Indian Birds (1909), p. 27.

পরভৃত ও চাতক

সুচতুরা কোকিলা স্বীয় ডিষ্টকে কাকডিষ্টগুলার মাঝখানে সংযুক্ত প্রসব করিয়া অথবা প্রসূত ডিষ্টকে রক্ষা করিয়া চলিয়া আসে, কোকিলের অনুসরণকারী পূর্বোক্ত বায়স প্রত্যাবর্তন করিয়া অসমিক্ষ চিতে সব ডিমগুলিকে সমানভাবে তা' দিতে থাকে। অঙ্গ হইতে কোকিলশাবক নির্গত হইলে তাহার প্রতি কাকের কোনও আক্রমণের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন “পরভৃত” ও “পরপুষ্ট” শব্দ দুইটির তাংপর্য ও সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। বায়সের তুলনায় কোকিলের বিচারবুদ্ধি অথবা সহজ সংস্কার এই দুইয়ের মধ্যে কোন্টা অপেক্ষাকৃত প্রবল, সেই reason ও instinct-এর প্রসঙ্গ এন্ডেল উৎপাদিত করিতে চাই না।* তবে এই কোকিল যে বিহগদিগের মধ্যে “পণ্ডিত” তাহা তাহার কার্যপ্রণালী হইতে বুঝা যায়;—সে যেভাবে কাককে বোকা বানায় এবং কাকের নিকট হইতে কাজ আদায় করে, শুধু সেইটুকু অনুধাবন করিলেই ইহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য অথবা ইহার “পাণ্ডিতা” স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিং † লিখিয়াছেন—“Considerable respect is due to the Koel as the one living creature that persistently gets the better of that clever scoundrel the Crow.” বায়সরচিত নীড়ের মধ্যে নিজের ডিষ্টকে রাখিয়া আসিবার জন্য কোকিলের চাতুরি ও লুকোচুরি বিশ্বজনক তো বটেই; কিন্তু এইখানেই তাহার

* এই সমস্ত অটিল রহস্যময় ব্যাপার বিশদভাবে আমার “গান্ধীর কথা” (১৩২৮) প্রস্তুত হইয়াছে।

† Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 253.

নাটকাবলী

কাজ শেষ হইল না। যদি সে মনে করে যে নীড়স্থ কাকডিষ্টগুলি থাকিলে তাহার ডিস্ট ফুটিয়া শাবকোৎপাদনের বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে সে নির্দিয়ভাবে আশ্রয়দাতা কাকের ডিস্টগুলি নীড়চুত করিয়া নষ্ট করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কৌতুকের বিষয় এই যে কাক আদৌ বুঝিতে পারে না যে তাহার নিজের ডিম সেখানে নাই; সে অভ্যাসমত কোকিলের ডিমের উপর বসিতে থাকে। হয় তো কাকের সব ডিমগুলি কোকিল নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই; প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোকিলশাবক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ডিস্ট হইতে নির্গত হয়; কিছুদিন পরে যখন কাকের ছানা অণ্ণ হইতে বাহির হইল, তখন অপেক্ষাকৃত বয়োজ্ঞেষ্ঠ অতএব বলিষ্ঠতর কোকিলশাবক কাকের ছানাগুলিকে নীড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করে। এই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার হিংস্র ও নিষ্ঠুর বটে; কিন্তু এই হিংসাপ্রবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতা কোকিলের জীবনরক্ষার যে সহায়তা করিয়া আসিতেছে ইহাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদি প্রশ্ন উঠে যে কাকের ডিম নষ্ট করিবার কি দরকার ছিল, কোকিলশাবকের অশিক্ষিতপটুত অথবা instinct কেন তাহাকে হিংস্র করিয়া তুলিল তত্ত্বের আমরা বলিব যে হয় তো কোকিলের ডিস্টগুলি থাকিলে যদি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা হইতে কাকশিশু নির্গত হয় (কারণ কাকের ডিমগুলা অনেক পূর্বে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে এত দিনে তন্মধ্য হইতে ছানা বাহির হইবার সম্ভাবনা) তাহা হইলে ধাঢ়িকাক আর কোনও ডিস্টের উপর না বসিতেও পারে, এবং তাহা হইলে

পরভৃত ও চাতক

কোকিলডিম্ব ফুটাইয়া তুলিবে কে ? বায়সকোকিলের জীবননাটে এই প্রথম tragedy। পরে যখন কোকিলশাবক সংস্কৃত কাকের ছানাকে নীড়চুত করিয়া কাকের বাসার ঘোল আনা অংশ দখল করিয়া বসে, তখন যে করণ tragedyর অঙ্গ অভিনীত হয় তাহাতেও তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টাই উৎকর্ষপে দেখা দেয় মাত্র।

এই পরভৃতকে শুধু কি বায়সের উপর নির্ভর করিতে দেখা যায় ? আর কেহ কি ইহাকে পোষণ করে না ? অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাকের বাসায় ইহার ডিম্ব পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকেও তাহার পরিচয় পাই “অন্যেন্দ্বিজ়েং পরভৃতাঃ খলু পোষযন্তি”— এই যে অন্য পক্ষিগণের দ্বারা কোকিলশাবক পালিত হয়, ইহার মধ্যে নানা জাতির কাক তো আছেই অন্য পাথীর বাসা হইতেও কোকিলের ডিম পাওয়া গিয়া থাকে। কাপ্টেন হারিংটন * বলেন যে তিনি Magpie (*Pica ructien*) পাথীর বাসায় দুইবার কোকিলের ডিম পাইয়াছেন। এইখানে বলা আবশ্যক যে সংস্কৃত অভিধানগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় “পরভৃত” শব্দটি সর্বত্রই কোকিলকে বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু “পরভৎ” বলিতে বায়সকে বুঝায়। এখন দাঢ়াটিল এই যে কাক কোকিলকে পোষণ করে বলিয়া সে “পরভৎ”, কোকিল বায়স কর্তৃক পুষ্ট হয় বলিয়া সে “পরভৃত”। তাট বলিয়া কোকিলশাবক কাকেতর বিহঙ্গ কর্তৃক পুষ্ট হইবে না এমন কোনও কথা নাই;

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XVII, p. 695.

ନାଟକାବଳୀ

ବରଂ ଅନେକ ସ୍ଥଳେ ଏହିରୂପ ସ୍ଟଟନା ବିହଙ୍ଗତତ୍ତ୍ଵବିଦେର ନଜରେ ଆସିଯାଛେ, ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବେଇ କରିଯାଇଛି । “ପରଭୃତ” ଏବଂ “ପରଭୂତ” ଶବ୍ଦବ୍ୟେର ତାଂପର୍ୟ ହିତେ ବୁଝା ଯାଯ ଯେ, ଯେ ପାଖୀ ଅପର ପାଖୀର ଶିଖକେ ପୋଷଣ କରେ ସେ ପରଭୃତ ଏବଂ ଯେ ପାଖୀ ଅପରର ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ଡ ହୟ ସେ ପରଭୂତ । କାକେର ବାସାୟ କୋକିଲଶିଖ ଆୟଇ ପୁଣ୍ଡ ହୟ, ଏହିଜଣ୍ଠ ପରଭୃତ କାକେର ନାମାନ୍ତର ଦାଡ଼ାଇଯାଛେ ଏବଂ କୋକିଲ ପରଭୂତ ସଂଜ୍ଞାୟ ଅଭିହିତ ହିୟାଛେ । ଅନେକ ସମୟେ ଏକରୂପ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ ପରଭୃତ ଶୁଦ୍ଧ କାକ ନୟ, କାକେତର ବିହଙ୍ଗ (ଯଥା Pica ructica) ଯାହାର ନୀଡ଼େ କୋକିଲେର ଡିସ୍ବ ରକ୍ଷିତ ହୟ, ତତ୍କରୁ ପରଭୂତ ଶୁଦ୍ଧ କୋକିଲ ନୟ, କୋକିଲେର ଜ୍ଞାତିମ୍ପକର୍ମୀ ପକ୍ଷିମୂଳ୍କ, ଯାହାରା ବିହଙ୍ଗତତ୍ତ୍ଵବିଦେର ମତେ କୋକିଲେର ସହିତ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବଂଶ(Cuculidae)ଭୁକ୍ତ ।

ମହାକବିର ନାଟକତ୍ରୟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଭୂତେର ଯତ୍ତୁକୁ ପରିଚୟ ପାଓଯା ଗେଲ ତାହା ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଵାଧୀନ ବିହଙ୍ଗମ୍ପକ୍ରମେ ମାତ୍ର । ପୋଷା ପାଖୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରେ ଇଞ୍ଜିତ ଆଛେ,—

ଆ ବିଡାଲଗିହିବାଟ ପରତୁଦିଲ୍ଲାଟ ।

ବିଡାଲେ ଧରିଲେ କୋକିଲାର ଯେ ଅବଶ୍ଵା ସଟେ ବିଦ୍ୟୁକ୍ତ ସେ କଥା ରାଜାର ନିକଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେନ । ବଜା ବାହୁଳ୍ୟ ଯେ ପୋଷା ପାଖୀ ନା ହିଲେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ମୁଣ୍ଡବପର ନୟ । ପଞ୍ଜରପାଲିତ କୋକିଲ ଆମାଦେର ଦେଶେ କିରିପ ଆଦୃତ ହୟ ତାହା ବିଶେଷ କରିଯା ବୁଝାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖି ନା ।

পরভৃত ও চাতক

পরভৃতের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন চাতকের পরিচয়লাভের চেষ্টা করা যাক। পুরো * মেঘদূতের আলোচনায় এই বিহঙ্গের স্বরূপনির্ণয়ের উত্থম আমরা কতকটা করিয়াছিলাম এবং তৎসঙ্গে আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম cuckooবংশের Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গের সহিত চাতকের identification সম্বন্ধে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মত কত দূর সত্য। অস্মৃগর্ভ জীব্যাতের উপাসক হিসাবে এই cuckooবংশের বিহঙ্গটির সঙ্গে চাতকের মিল আছে সে কথা কবি অথবা অকবি বৈজ্ঞানিকও অস্বীকার করিতে পারেন না বটে, কিন্তু বিহঙ্গ দুইটির পরস্পরের identification-এর পথে প্রধান অন্তরায় দাঢ়াইতেছে মেঘদূতোক্ত চাতকের “অস্ত্রাবিন্দুগ্রহণচতুর” বৃত্তি। শুধু কাব্যে নয় কালিদাসের নাটকের মধ্যেও চাতকবৃত্তির একাধিকবার উল্লেখ হইয়াছে। বিক্রমোর্বশী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা দেখি—

অহো দাষ্ট নৃতে বিশ্বেমাছিলাসিণা চাদম্বৰ্বদ্ধ গহিদম্ ।

মালবিকাগ্নিমিত্রেও দেখিতে পাই—

ময় শ্যাম সুক্ষমঘণ্যমজ্জিদে অন্তরিক্ষে জলপাণ্যে চাদম্বাহৰ্দ ।

নাটকদ্বয়ে কালিদাস যেভাবে চাতকবৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যেন মহাকবির মনে এমন কোন সংশয় নাই যে আপামর সাধারণের পক্ষে সেই চাতকবৃতের মৰ্ম্মগ্রহণ দুষ্কর হইতে পারে; পাখীটার প্রকৃতি যেন এতে

* ১০-১৮ পৃষ্ঠা জাইব্য ।

ଆଟକାବଳୀ

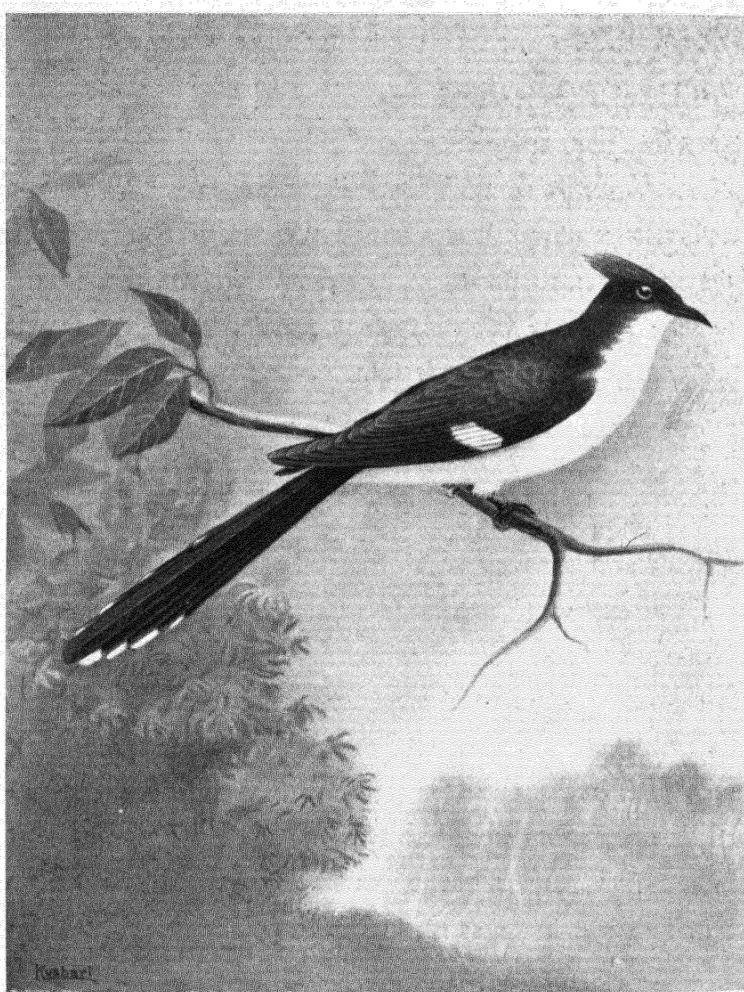
ପରିଚିତ । ଉର୍ବନୀର ସଜଲିଶାୟ ରାଜା ପୁନ୍ଦରବାକେ ଦିଦ୍ୟମସପିପାନ୍ତୁ
ସହୋଦନେ ବିଦୂଷକ ତାହାର ଚାତକବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନେର କଥା ଉତ୍ଥାପନ
କରିଯାଇଛେ । ମାଲବିକାଗିମିତ୍ରେ ପୂର୍ବୋକୃତ ବାକ୍ୟେ ବିଦୂଷକେର ମୁଖେ
ଏହି ଚାତକବ୍ରତେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇୟା ଯାଉ—“ଆମି ଶୁକ ମେଘଗର୍ଜିତ
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଜଳପାନେର ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ଚାତକବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯାଇଛି” ।
ପାଠକ ଲଙ୍ଘ କରିବେଳେ ଯେ ଏହି ଚାତକବ୍ରତ ମେଘଗର୍ଜିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ
ଜଳଧାତ୍-ଶାୟ ଅର୍ଥାଏ ପାଖିଟାର ସାମୟିକ କାତରତାୟ ପ୍ରକାଶ
ପାଇତେହେ । ଏହି କାତରତା ବୁଝିତେ ହିଲେ ତାହାର କାତରୋତ୍ତି
ଅର୍ଥାଏ ମୁଖରତାର ଅତି ବିଶେଷ କରିଯା ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ।
ପୂର୍ବୋକୃତ ବିଦୂଷକେର ବାକ୍ୟେ ଜଳପାନେର ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ସେଇ କାତରୋତ୍ତିର
ସଜ୍ଜାନଳାଭ ହିତେହେ ସମେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଖରତାୟ ଯଦି ଏହି
ଚାତକବ୍ରତେର ପର୍ଯ୍ୟବସାନ ହୁଏ, ତାହା ହିଲେ ମେଘଦୂତେର ପରିଚୟେ
ଯାହାକେ “ଅଞ୍ଜୋବିନ୍ଦୁଶ୍ରଦ୍ଧାହନ୍ତରୁ” ବଳା ହିଯାଇଁ ସେଇ ବିହଜେର
ଅକ୍ରତିଗତ ଚତୁରତା ହୃଦୟକ୍ଷମ କରିତେ ହିଲେ ତାହାର ଏହି
କାତରୋତ୍ତିର ଛବି ବଡ଼ କରିଯା ଆମାଦେର ଚୋଖେ ପଡ଼େ ନା କି ?
ଚାତକଶବ୍ଦେର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ “ଚତ୍ତି ଯାଚତେ ସତତଞ୍ଜୋମେଘୟ”,—
ଇହାତେଓ ପାଖିଟାର ବର୍ଣ୍ଣା ଜଳପ୍ରାର୍ଥନାବ୍ୟଙ୍କ କାତର କଷ୍ଟହରେର ଇଞ୍ଜିତ
ହିଯାଇଁ । ଅତୁ ଶହାରେର ବର୍ଣ୍ଣାବର୍ଣ୍ଣନାୟ ଚାତକେର ଉତ୍ତରେ ଦେଖା ଯାଇ,—

ମୁଖକୁଳୀକରିଯାଇବା କୁଳି:

ମୁଖକୁଳୀକରିଯାଇଯମ୍ପାଦକମିଳି:

ମୁଖକୁଳି ମନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧାବେରିବା

ବୃଦ୍ଧାବା: ମୁଖମବୋହରେବା: ॥



Kushari

চাতক

শিল্প—শৈনারাম কুশারি

পরভূত ও চাতক

এখানেও তাহার সেই মেঘসন্দর্শনে জলযাচ্ছান্নোতক কষ্টস্বর
ব্যাতীত অন্য পরিচয় আমরা পাই না। তবেই দাঢ়াইতেছে
এই যে জলবিলুগ্রহণের জন্য পাখীটার কাব্যোল্লিখিত চতুরতায়
যে তাহার প্রকৃতিগত পটুত্ব কিন্তু জলপানের উচ্চম মানিয়া লইতে
হইবে এমন কোন কথা নাই, চাতকের আভিধানিক পরিচয়
এবং নাট্যোল্লিখিত চাতকব্রতের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া
সেই চতুরতায় মেঘসন্দর্শনে বিহঙ্গস্বভাবস্মলভ ব্যাকুলতা বিশেষজ্ঞে
সক্ষ করা চলে। মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমরা চাতকের কবিবর্ণিত
প্রকৃতি বুঝিবার নিমিত্ত *Clamator jacobinus* (Bodd.)
বিহঙ্গের বর্ধার সহিত সম্পর্ক এবং তাহার সাময়িক চাকুল্য ও
তৌর স্বরলহরীর কথা উৎপন্ন করিয়াছিলাম। বারিগর্ডেনের
মেঘের মধ্যে তাহার যে উৎপত্তনশীলতা ও নাদ পাখীটার
বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই ঋতুতে প্রকটিত হয় তাহাতে তাহার
ব্যাকুলতা বিশেষজ্ঞে হৃদয়ঙ্গম করা চলে। বস্তুতঃপক্ষে
কিন্তু যদি চাতকের কাব্যোক্ত অস্ত্রোবিলুগ্রহণচতুরতার পরিচয়ে
জলপানের উচ্চম স্থীকার করিতে হয়, বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক
হইতে বিচার করিলে তাহা অস্বাভাবিক গণ্য হওয়া কিছু আশ্চর্য
নয়; কারণ এক্ষেত্রে আমাদিগকে এমন একটি বিহঙ্গের পরিকল্পনা
করিতে হয় যাহার তৃক্ষানিবারণের জন্য আকাশমার্গে উর্মিতচক্র
হইয়া বারিগর্ডেনের মেঘের মধ্যে সঞ্চরমান থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর
নাই। বর্ধাপগমে ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোবিলুর অভাবে
এই তৃষ্ণাতুর বিহঙ্গের দশা কি দাঢ়ায় ইহা ভাবিয়া দেখিলে

ନାଟକାବଳୀ

କବିବର্ণିତ ଚାତକବୃତ୍ତିର ସ୍ୟାଖ୍ୟାୟ ବିହଙ୍ଗଟିର ଅଞ୍ଜୋବିନ୍ଦୁଗ୍ରହଣପୂର୍ବ
ତାହାର ପ୍ରକୃତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିସାବେ ସ୍ଵୀକାର କରିତେ ଦ୍ଵିଧା ଉପଶିତ
ହୁଁ । ବଡ଼ଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟେର ବିଷୟ ଯେ ସେ ଦ୍ଵିଧା ଆମାଦେର ଦେଶେ
ସଂକ୍ଷତସାହିତ୍ୟେ ମୋଟେଇ ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ସଂକ୍ଷାରେର
ବଶେ ସଂକ୍ଷତଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମଙ୍ଗଳୀ ଚାତକପ୍ରକୃତିର ପରିକଳ୍ପନା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ
ବଲିଯା ମାନିଯା ଆସିତେଛେନ ତାହାର ମୂଳେ ଅବାସ୍ତବ, ଅପ୍ରାକୃତ ବା
ଅଲୀକ କିଛୁ ଥାକିତେ ପାରେ କି ନା ତ୍ରୀହାଦେର କେହିଇ ତାହା ଭାବିଯା
ଦେଖିଲେନ ନା । ତ୍ରୀହାଦେର ଉଲ୍ଲିଖିତ ସଂକ୍ଷାରେର କଥା ତୁଲିଯା ଜାର୍ମାଣ-
ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରୋଫେସର ଏଇ୍ଚ, ଡି, ଇଣ୍ୟାଲ୍ଡ * ଲିଖିଯାଛେ—“Nach
dem Volksglauben nun welcher sich an ihn
geknüpft hat, hat dieser Vogel die seltsame
Eigenschaft nie vom irdischen Wasser, wo dieses
auch in Flüssen oder Teichen oder Sümpfen seyn
mag, zu trinken; nur das reine Wolkenwasser ist
ihm mundrecht. So fliegt er stets hoch in die
Lüfte seinen Trank dort zu hohlen und wär's
auch nur ein Tropfen; und bliebe auch die Wolke
mit ihrem Nass noch so lange aus oder stände
gleichsam unbeweglich starr am fernsten Himmel
ohne mit ihrer Erquickung näher zu kommen, und

* Das Indische Gedicht vom Vogel Tschataka.—Zeitschrift für die
Kunde des Morgenlandes, Bd. IV (1842), p. 368.

ପରତ୍ତ ଓ ଚାତକ

würde der auf sie wartende Vogel noch so arg von Durst gequält, dennoch verschmähte er an anderem Wasser sich zu laben; zieht aber endlich die Regenwolke nahe heran, dann fliegt er gesättigt zur Erde und wird so den Menschen zugleich ein sicherer Vorbote des Regens. Auf welchem Grunde dieser Volksglaube beruhe, könnte man nur an Ort und Stelle (wenn er etwa auch im heutigen Indien noch lebendig wäre) sicher erkennen:"

ନଦୀ, ଜଳଶୟ ଅথବା ପୃଥିବୀକୁ ଅଞ୍ଚ କୋନାଗୁ ଜଳାଧାର ହଇତେ ଚାତକପଞ୍ଚି ଜଳପାନ ନା କରିଯା ତୃଷ୍ଣାନିବାରଣେର ଜୟ ମେଘେର ପାନେ ଧାବିତ ହୟ,—ଏ ସଂକ୍ଷାରେର କାରଣନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତବାସୀର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହଇଲେଓ ହଇତେ ପାରେ, ସଂକ୍ଷାରଟି ଯଦି ଆଜିଓ ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ବଲବଂ ଥାକେ । ପ୍ରୋଫେସର ଟିଏୟାଲ୍ଡର ଏଟ ଉତ୍କିର ମଧ୍ୟେ ହୟ ତୋ ଶ୍ଲେଷ୍ଟୋତକ ଇଙ୍ଗିତ ନାଟ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବୁନ୍ଦିବୁନ୍ଦିସମ୍ପନ୍ନ ମାନ୍ୟରେ ପକ୍ଷେ କବିବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ଚାତକପ୍ରକୃତିର ମର୍ମଗ୍ରହଣ ସହଜ ହଟିଲ ନା ଭାରତବର୍ଷେ କବିଗଣ ତାହା ଅସଂକ୍ଷୋଚେ ମାନିଯା ଲଟିଲେନ, ତାଟ ବୋଧ ହୟ ଯେନ କତକଟା ମୈରାଣ୍ଡେର ଆଭାସ ଦିଯା ତିନି ଐରାପ ଲିଖିତେ ବାଧ୍ୟ ହଇଯାଛେ । ଲଭାପାତାୟ, ବୃକ୍ଷଶୀର୍ଷେ ଅଥବା ଭୂମିତଳେ ପତିତ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିତ ବାରି ଚାତକ ଅଗ୍ରାହୀ କରିଯା କେବଳ ବାୟୁମ୍ଭଲେ ସନ୍ଧରମାନ ମେଘରାଜିର ନିକଟ ହଇତେ କେନ ତାହାର ତୃଷ୍ଣାନିବାରଣେର ଜୟ ଜଳକଣାସଂଗ୍ରହେ ସାଚେଷ୍ଟ ଥାକେ, ବାନ୍ଧବ ପଞ୍ଜିଜୀବନେର ମୀହାରା ଝୋଜ

ମାଟ୍ଟକାବଳୀ

ରାଖେନ ତ୍ରୀହାଦେର ଅଭିଜ୍ଞତାୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତର କୋଥାଓ ଏମନ ବିହଙ୍ଗ
ଆର ଦେଖିତେ ପାନ ନା, ଚାତକବୁନ୍ଦି ତ୍ରୀହାଦେର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳେ
ବାସ୍ତବିକିଇ ଯେ ତ୍ରୀହାଦେର ନିକଟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅସତ୍ୟେ ପରିକଳ୍ପନା
ବିବେଚିତ ନା ହଇଲେଓ ଅସାଭାବିକ ପରିଗଣିତ ହଇବେ ଇହା ଆର
ବିଚିତ୍ର କି । ଅର୍ଥଚ ଭାରତବର୍ଷେ କବିଗଣ ଏୟାବଂ ତାହା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ
ବଲିଯା ମାନିଯା ଆସିତେଛେନ, କୋନ ଦିନ ତ୍ରୀହାଦେର ମନେ ସଂଶୟ
ଉପସ୍ଥିତ ହୟ ନାହିଁ ଯେ ତ୍ରୀହାଦେର ପରିକଳ୍ପିତ ଚାତକପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବିକ
ବିହଙ୍ଗସ୍ଵଭାବମୂଲଭ ହଇତେ ପାରେ କି ନା । କାଲିଦାସମାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାୟ
କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଇତେଛେ ଯେ ମହାକବି ଚାତକ ସମ୍ପର୍କେ ଏଦେଶେର କବିଗଣେର
ସଂକ୍ଷାରେର ପୋଷକତାୟ କିଛୁ ବିବୃତି କରେନ ନାହିଁ ; ଯତ୍କୁ ବିବରଣ ତ୍ରୀହାର
ନାଟକେର ମଧ୍ୟେ ଲିପିବନ୍ଦ କରିଯା ଗିଯାଛେନ ତାହାତେ ଚାତକବ୍ରତେର
ମର୍ମଗ୍ରହଣ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୟ ନା । ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ଏହି ଯେ କାଲିଦାସେର
ଭାଷାର ତାଂପର୍ୟ ଅମୁଖାବନ କରିଯା ବିହଙ୍ଗଟିର ସ୍ଵଭାବ ସହକ୍ରେ ଯେ
ବୃତ୍ତପତ୍ରିଲାଭ ଘଟେ ତାହାତେ ଆମରା ଦେଖି ଯେ ଚାତକ ମେଘାଲୋକେ
ଜ୍ଞଲ୍ୟାଚ୍ଛାତ୍ରଙ୍କାଳେ ତାହାର କାତରୋକ୍ତି ଓ ମୁଖରତାୟ ତାହାର ଚାତକବ୍ରତେର
ପରିଚୟ ଦେଯ ମାତ୍ର । ତାହାର ଏହି ମୁଖରତା କିନ୍ତୁ ସାମ୍ଯିକ, ଝତୁ-
ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିହଙ୍ଗଟିର ସେ ମୁଖରତା ଓ ଚାକ୍ଷଣ୍ୟ ଆର
ଧାକେ ନା, ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତରୂପ ଧାରଣ କରେ । ରଘୁବଂଶେର କବି
ସ୍ପଷ୍ଟ ବଲିଯାଛେ—ସବ୍ରମ୍ୟମୁନ୍ତ୍ର ତି ନିର୍ଗଲିତାମ୍ବୁଦ୍ଧର୍ଭ ଶରଦୁଘନଂ ନାର୍ଦ୍ଦିତି
ଆତକୋତ୍ସି । ଶରଦ୍ୟନେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଚାତକେର କର୍ତ୍ତ୍ସର ଉଚ୍ଚାରିତ
ହୟ ନା,—ମହାକବିର ଏହି ବର୍ଣନାୟ ବିହଙ୍ଗଟିର ସ୍ଵଭାବ ବେଶ ବୁଝା
ଯାଇତେଛେ । ଯେ ଚାତକଚିତ୍ର ଏଦେଶେର କବିଗଣେର ସଂକ୍ଷାରେର ଫଳେ

ପରମ୍ପରା ଓ ଚାତକ

ସଂକ୍ଷିତସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ତିମ ଦେଖା ଯାଏ, ମହାକବିର ଅଭିମତ ଡଃସମ୍ବନ୍ଦୀ ଆର ଯାହାଇ ହୁଏ, କାଲିଦାସସାହିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାହା ଥାନ ପାଇତେ ଦେଖା ଯାଏ ନା । ଶକୁନ୍ତଳାନାଟକେର ମଧ୍ୟେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସଂକ୍ଷାରେର ସନ୍ଧାନଲାଭ ହୟ ବଲିଯା ସଂକ୍ଷତାଭିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଛେ । ନାଟକେର ଯେ ପ୍ଲୋକଟିର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିଯା ଏକପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଇଯାଛେ ତାହା ନିମ୍ନେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିତେଛି,—

ଅୟମରଧିଵରେଭ୍ୟଧାତକୈନ୍ୟତଦ୍ଵି-
ର୍ହରମିରଚିରଭାସାଂ ତେଜସା ଘାନୁଲିମୀଃ ।
ଗତମୁପରି ଘନାନାଂ ଧାରିଗଭରିରାମା
ପିଶୁନ୍ୟତି ରଥସ୍ତେ ସୀକରଙ୍ଗିମନେମିଃ ॥

ପ୍ଲୋକେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିବାର ପୂର୍ବେ ଆମାର ଜିଜ୍ଞାଶ ଏହି ଯେ ବାଞ୍ଚିବିକଇ କି କାଲିଦାସ ପ୍ଲୋକଟି ଛବି ରଚନା କରିଯାଛେ ? ମହାକବିର ଭାଷା, ଭାବ, ରଚନାଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷଭାବେ ବିଚାର କରିଯା ଏହି ପ୍ଲୋକମଧ୍ୟେ କୋନ କିଛୁ ପ୍ରକିଞ୍ଚାଂଶ ପ୍ରଥିତ ହଇଯାଇଥାଏ କି ନା ପଣ୍ଡିତଗମ ଭାବିଯା ଦେଖିଯାଛେ କି ? ଉଦ୍ଧୃତ ପ୍ଲୋକେ ଯେ ଚାତକଚିତ୍ର ମୃଷ୍ଟ ହିତେଛେ ତାହା ନିତାନ୍ତ ଅସାଭାବିକ ନହେ କି ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲିଦାସସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନାଯ ମହାକବିପ୍ରଦତ୍ତ ନିର୍ଗତି ବିଶେଷଗେର ଚେଷ୍ଟାଯ ଆମରା ପୂର୍ବେ କୋଣ୍ଠାଓ ଏମନ କିଛୁ ରଚନା ପାଇଲାମ ନା ଯାହା ଅବାଞ୍ଚବ ଓ ଅପ୍ରାକୃତ ବଲିଯା ଗୃହିତ ହିତେ ପାରେ, ଅଥଚ ଏଇଥାନେ ଏମନ ଚିତ୍ର କାଲିଦାସେର ଲେଖନୀପ୍ରମୃତ ବିବେଚିତ

ନାଟକାବଳୀ

ହିତେହେ ଯାହା ବାନ୍ଦବ ହିତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । କାଲିଦାସେର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି କି ଏହିଥାନେ ଏକେବାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ? ଉଦ୍ଭୂତ ଶ୍ଳୋକେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିବାର ଚେଷ୍ଟା କରା ଯାକ । ରାଜୀ ହୁମ୍ତ ମୁରଲୋକ ହିତେ ରଥେ ଆକାଶପଥେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିତେହେନ, ରଥେର ଉପର ହିତେ ମନୁଷ୍ୟଲୋକ ଅଚିରେ ତାହାର ନୟନପଥେ ପତିତ ହଇଲ ; ତୃପୂର୍ବେ ତାହାର ରଥ ଯେ ମେଘପଦବୀମଧ୍ୟେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଯାଛେ ମେ ସନ୍ଧାନ ତିନି ରଥଚକ୍ରେ ଦିକେ ତାକାଇୟା ଲାଭ କରିତେ ପାରିଲେନ ; ମାତଲିକେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଯା ମେ କଥା ତିନି ସବିନ୍ଦାରେ ଶୁନାଇତେହେନ,—ବାରିଗର୍ଭ ମେଘର ମଧ୍ୟେ ଧାବମାନ ରଥାଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭାମଣ୍ଡିତ ଦେଖା ଯାଇତେହେ, ଚକ୍ରନେମି ଶୀକରସଂସିଦ୍ଧ ହଇଯାଛେ ; ଅରବିବର (ଅର୍ଥାଂ ଚକ୍ରନେମିର ବ୍ୟବଧାନ) ମଧ୍ୟ ଦିଯା ଚାତକପକ୍ଷିଗୁଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ମିତ ହିତେହେ । ବାୟୁପଥେ ମେଘମଣ୍ଡଳେ ସଞ୍ଚରମାନ ରଥେର ଦ୍ରତ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟମାନ ଚକ୍ରନେମିର ଭିତର ଦିଯା ଏହି ଯେ ଚାତକେର ନିଷ୍ପତ୍ତନ ଶ୍ଳୋକମଧ୍ୟେ ବିବୃତ ହଇଯାଛେ, ବାନ୍ଦବ ପକ୍ଷିଜୀବନେର ଦିକ୍ ହିତେ ଭାବିଯା ଦେଖିଲେ ତାହା ଅସାଭାବିକ ଏବଂ ଅତିମାତ୍ରାୟ କଣ୍ଠିତ ବଲିଯା ବିବେଚିତ ହୟ ନା କି ? ରଥଟି ବାୟୁପଥେ ସଞ୍ଚରମାନ ଅବଶ୍ୟାୟ ପାଖୀର ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ ହିତେ ପାରେ କି ନା ଈହା ପ୍ରଥମତଃ ବିବେଚ୍ୟ ; ଅଥବା ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ ନା ହଇଯା ତାହାର କାହେ ଭୌତିକପ୍ରଦ ଗଣ୍ୟ ହୟ ? ରଥେର ଆୟତନ, ଗତିବେଗ ଓ ରଥଚକ୍ରେ ଶବ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିଯା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ରଥ ଯେ ପାଖୀର ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ ନୟ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ସହଜେ ଉପନୀତ ହିତେ ପାରା ଯାଯ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ରଥ ବିହଙ୍ଗଭୌତିକପ୍ରଦ କି ନା ତୃପ୍ତମଙ୍କେ ଆଧୁନିକ ବିମାନବିଦ୍ୟାଯ ଯତ୍ନୁକୁ

পর্যবেক্ষণ ও চাতক

অভিজ্ঞতা * উৎপত্তনশীল বিহঙ্গ সম্পর্কে আজ পর্যাপ্ত লাভ করিতে পারা গিয়াছে তাহার ফলে এইটুকু বলা চলে যে সকল ক্ষেত্রে ইহা না হইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বিবেচ্য ঘূর্ণমান চক্রনেমি-বিবরের মধ্য দিয়া একসঙ্গে কতকগুলা বিহঙ্গের নিষ্পত্তি সম্ভবপর কি না এবং যদিচ সম্ভবপর হয় তবে তাহা পাখীর পক্ষে কতদুর নিরাপদ অথবা বিপজ্জনক। শ্লোকমধ্যে “চাতকেনিষ্পত্তিঃ” বাকা পাওয়া যায়, তাহাতে দলে দলে এই সমস্ত চাতক অনায়াসে অরবিবরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে এইরূপ বুঝায়। এইরূপ বিরুতি করিবার পূর্বে মৃক্ষদর্শী কালিদাসের দৃষ্টিতে কি বাস্তব পক্ষিজীবনের ছবি এইরূপে ধরা পড়িয়াছিল? তিনি কি চাতকগুলার এইরূপ নিষ্পত্তনের প্রয়াসে বিপদাশঙ্কা হেতু তমাধ্যে অবাস্তব কিছু লক্ষ্য করেন নাই? আধুনিক বিমানবিদ্যার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি; যতটুকু অভিজ্ঞতা সেই বিদ্যাচর্চার ফলে আজ পর্যাপ্ত লাভ করিতে

* এ সংক্ষেপে পর্যবেক্ষণকার্যগ্রের মতোর লিপিবদ্ধ দেখা যাই। ইংর. নিকলসন প্রণীত The Art of Bird-Watching (1931) এতে লিখিত আছে (১৪৮ পৃষ্ঠা)—“the noise of engine and airscrew, with heavier-than-air machines, or the noise and immense size of airships probably prejudice the chances of birds flying in their vicinity behaving in a normal way.” মি: এফ. এম. ম্যাদ্রাটন Birds and the War (1919) এতে লিখিয়াছেন (৮০ পৃষ্ঠা)—“That birds should regard an aeroplane, specially one of the monoplane type, as a huge Falcon, or other Raptor, might be considered as not only probable but natural, and there are numerous records of birds being obviously terrified by them.” মি: এ. এল. টমসন ভাস্তুর Problems of Bird-Migration (1926) এতে কিছু নিম্ন অভিজ্ঞত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৬১ পৃষ্ঠা),—“It may be added that it is now well known that birds are generally very little alarmed by aircraft, and that the paucity of records at high levels cannot be explained away on any theory of avoidance.”

নাটকাবলী

পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ঐরূপ বিপদাশঙ্কা অহেতুক নয়। মি: হিউ প্লাডফোন প্রণীত Birds and the War গ্রন্থে* লিখিত হইয়াছে—“birds were not infrequently killed by coming into contact with aeroplanes.” অতএব যে সমস্ত যুক্তিকের অবতারণা এক্ষেত্রে করা হইল এদেশের পশ্চিমগঙ্গী সেই সমস্ত ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। নতুবা তাহারা শ্লোকোক্ত বিহঙ্গপ্রকৃতির অসঙ্গতির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন না কেন? শকুন্তলানাটকের এদেশীয় প্রায় সমস্ত সংস্করণের টীকায় চাতক সম্বন্ধে অসঙ্গত উক্তি লিপিবদ্ধ দেখা যায়, তাহার কারণ টীকাকারণের চিত্তে চাতকপ্রকৃতির সংস্কার বন্ধমূল ছিল। তাহাদের সকলের ব্যাখ্যায় পাখীটার অস্ত্রবিন্দুগ্রহণচেষ্টার কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। একজন টীকাকার + লিখিয়াছেন—“ইত্যাত্ম অরবিবরেভ্য ইতি পাঠেতু অরাণাম্ নাভিনেমিবেধিনঃ শলাকাকৃতি-কাষ্ঠাদিময় চক্রাবয়ববিশেষাস্তেষামন্তরান্তর। যে অবকাশাস্তান্ত্যবিবরাণি তেভঃ নিষ্পত্তিনিগচ্ছত্তিঃ ইত্যৰ্থঃ। চক্রশীকরিতনীরবিন্দুলোভাং ইতি ভাবঃ।” ব্যাখ্যায় টীকাকার চাতকপাখীগুলার অরবিবরের মধ্য দিয়া নিষ্পত্তনপ্রয়াসের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন,—“শীকরিত-নীরবিন্দুলোভাং” অর্থাৎ চক্রনেমিসংস্পর্শে যে শীকরিতনীরবিন্দু চক্রগাত্রে অথবা চক্রাবয়ববিশেষে সংস্পর্শ হইতেছে তাহার লোতে

* Pp. 93-94.

+ শ্রীকৃষ্ণনাথ স্বামপঞ্জানন ভট্টাচার্য বিমিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮২৪ শকাব), ২১০ পৃষ্ঠা।

পরম্পরা ও চাতক

তৃঞ্জাতুর চাতকের এইরূপ আচরণ। এক্ষেত্রে বিহঙ্গগুলার আচরণ যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পূর্বালোচিত সংস্কারের বাশে চাতকপ্রকৃতি এদেশের কবিগণের যতদূর বিদিত তাহার সঙ্গে এই আচরণের প্রভেদ দেখা যায় না কি? মেঘের নিকট ছাড়া অন্তর কোথাও যে পাখী তৃঞ্জানিবারণে অতী হয় না, কেমন করিয়া সে রথচক্রে সঞ্চিত বারিকণাগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? টীকাকারের এই কল্পনা এবং ব্যাখ্যা সেই চিরস্মৃত সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে না কি? অবশ্য আমি এই ব্যাখ্যা এবং সেই প্রাক্তন সংস্কার লইয়া উভয়ের তুলনামূলক সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কথা এক্ষেত্রে তুলিতেছি না, সংস্কৃতাভিজ্ঞ টীকাকারের মনে কেমন করিয়া চাতক-প্রকৃতির এমন ছবি জাগিতে পারে যাহা সেই সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া যায় ইহাই আমার প্রশ্ন। যাক সে কথা। এখন নাটকের উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রতি পাঠকের পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। শ্লোকের প্রথম চরণের পাঠান্তরের কথা অনেক সংস্করণে আছে, কিন্তু পাঠদ্বয়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ততা দোষ আছে কি না সে সম্বন্ধে টীকাকারণ একেবারে নীরব। বাস্তবিক কি কালিদাস উভয় পাঠের রচয়িতা? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শুভ্রসূলানাটকের কোন কোন সংস্করণে টীকাকার পাঠদ্বয়ের অর্থ একত্র করিয়া ব্যাখ্যা* দিতে সাহসী হইয়াছেন, অথচ তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হয় নাট ছুটিটি পাঠেরটি রচয়িতা যে কালিদাস

* অগবিবরেভা ইত্যাত্ম অরবিবরেভা ঈতি রচিঃ পাঃ। রথচক্রাহত মেগনিঃ মৃত অগকগপানার্গঃ বৈডীভৃতপৰ্বতবিবরেজ্য। নিশ্চিতেকাতকেঃ”—শ্রীজগোহন শর্মাকার বিরচিত অভিজ্ঞানশুভলম্ (১৯২৬), ২০০ পৃষ্ঠা।

নাটকাবলী

এমন না হইতে পারে। বাস্তবিক কিন্তু মহাকবি উভয় পাঠের জন্য দায়ী নহেন একথা এখন অসঙ্গোচে বলা চলে। নাটকের বিভিন্ন পাঞ্জলিপি অবলম্বনে পণ্ডিতপ্রবর আর, পিশেল গবেষণা-পূর্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার ফলে তাহার সম্পাদকত্বে যে শকুন্তলাসংক্রণ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে পূর্বোক্ত শ্লোকসম্পর্কে “অয়মরবিবরেভ্যঃ” ইত্যাদি পাঠ অগ্রাহ হইয়াছে। পিশেলসম্পাদিত শকুন্তলা হইতে সমগ্র শ্লোকটি * নিম্নে উক্ত হইল—

অয়মগবিষয়েভ্য়াতকৈনিষ্টতন্ত্রি-
হরিমিরবিভাসাং তেজসা ব্রান্তলিমৈঃ ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগৰ্ভবৰাণ্যঃ
পিশুনয়তি রথস্তে সীকহন্তিমনেমিঃ ॥

পাঠক লক্ষ্য করিবেন এখানে চাতকের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে যে বিহঙ্গগুলা অগবিবর হইতে নিষ্পত্তি হইতেছে। শ্লোকের পাদটাকায় “চাতকৈনিষ্পত্তিঃ” বাক্যের পাঠান্তর প্রদত্ত হইয়াছে “চাতকেনঃ পত্তিঃ”। এই পাঠান্তরের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ইহাতে যে অর্থবোধ হয় তাহাতে আমরা বুঝি যে পাখীগুলা অগবিবর হইতে আমাদের (রথের) দিকে উড়িয়া আসিতেছে। “নিষ্পত্তিঃ” শব্দের অর্থ বুঝায় নিঙ্কান্ত হইতেছে

* Pischel, R., Edited by, Kalidasa's Cakuntala, the Bengali recension with critical notes (1877), p. 150.

পর্বতু ও চাতক

অর্থাৎ পাখীগুলা অগবিবর মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে, কিন্তু “নঃ পতঙ্গঃ” পাঠে পাখীগুলার আচরণ অন্যরূপ বুঝায় অর্থাৎ অগবিবরের দিক হইতে তাহারা আমাদের দিকে (রথাভিমুখে) উৎপত্তি হইতেছে। “অগবিবরেভ্যঃ” শব্দের ব্যাখ্যা * পাওয়া যায় “স্বনীড়ভূত পর্বতবিবরেভ্যঃ নির্গতৈশ্চাতকৈঃ”। দেখা যাইতেছে টীকাকারগণ চাতকের পর্বতবিবরে নীড় আছে এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। তাহাদের এই কল্পনার ভিত্তি কোথায় ? মহাকবির শ্লোকে চাতকের উৎপত্তনের কথা ছাড়া অপর কিছু বলা হয় নাই। অতএব নীড়ের কল্পনা যে অমূলক ইহা জোর করিয়া বলা চলে। ধাহারা † “অগবিবরেভ্যঃ” শব্দের ব্যাখ্যায় “শৈলরঞ্জেভ্যঃ” লিখিয়াছেন তাহারা এইরূপ ভুল করেন নাট বটে, কিন্তু তাহারা বাস্তু পক্ষজীবনের দিক হইতে সেই শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া তলাইয়া দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এইখানে আমি পাঠকপাঠিকাকে মেঘদূতবর্ণিত ক্রৌঢ়রঞ্জের কথা শ্রবণ করাইতে চাই। এই রঞ্জিত কোনও ক্ষুদ্র ছিদ্র বুঝায় না যথায় কোনও বিশিষ্ট পক্ষীর নীড়নির্মাণের সন্তান। থাকে; ইহা পর্বতমধ্যবর্তী অমূলক মুক্ত পথ যদ্বারা পর্বত অতিক্রমনের সুবিধা হয়। রঞ্জমধ্যে বিশাল ও অত্যুচ্চ শৈলশিখের প্রায় দেখা যায় না, তজ্জ্বল এই পথ দিয়া বহু যায়াবর বিহঙ্গের প্রবর্জন হইয়া থাকে

* শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাণীশ ভট্টাচার্য কৃত বিমলব্যাপ্যাসবেত্ত্ব অভিজ্ঞানশূলকম (১৯৮০ পৰ্বত), ১০৮ পৃষ্ঠা ।

শ্রীজগন্ধোহন তর্কালক্ষ্মী বিহচিত অভিজ্ঞানশূলকম (১৯২৬), ২০৫ পৃষ্ঠা ।

† শ্রীকৃতনাথ শাহপাঞ্চানন ভট্টাচার্য বিহচিত অভিজ্ঞানশূলকম (১৮২৮ পৰ্বত), ২১০ পৃষ্ঠা ।

ନାଟକାବଳୀ

ପୁର୍ବେ * ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିଯାଛି । ଏହି ରଙ୍ଗପଥ ଜ୍ଞାନବିଶେଷେ ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତାର ଅର୍ଥରେ ସ୍ଵଲ୍ପପରିସର କିମ୍ବା ବିଶେଷଭାବେ ସଙ୍କିର୍ଣ୍ଣ ହୁଯ । ସଙ୍କିର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ଵଲ୍ପପରିସର ରଙ୍ଗପଥେର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମୁକ୍ତ ନା ହିତେ ପାରେ, ତଥନ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରା ଚଲେ ନା ; ଏକପଥଲେ ରଙ୍ଗାଟି ପର୍ବତଗାତ୍ରେ ବୁଝନ ବିବରେର ମତ ଦେଖାଯ । ଇହାର ଆପେକ୍ଷିକ ଅଭ୍ୟନ୍ତି ଏହିରୂପ ରଙ୍ଗେର ବିଶେଷ । ଏହି ଜ୍ଞାନାବଳୀ ନାତିଶୀତୋଷ ଆବହାନ୍ୟ ଏବଂ ଝାଡ଼ବୁଣ୍ଡି ହିତେ ସଂରକ୍ଷିତ ଆବେଛନ୍ତ ପଞ୍ଜିଜୀବନେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟନ୍ତ । ଶ୍ଲୋକୋକୁ ଅଗବିବର ଅର୍ଥେ ଏହିରୂପ ଶୈଳରଙ୍ଗ ବଲିଯା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉୟା ସମୀଚିନ ମନେ ହୁଯ ; କିନ୍ତୁ ମେଇ ଶୈଳରଙ୍ଗମଧ୍ୟେ ଚାତକେର ନୀଡ଼ ଆଛେ ଏହିରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଟ୍ଟକଲ୍ପିତ ବଟେଇ, ଅଧିକନ୍ତ ଦୋଷାବହ । ଚାତକକେ cuckooବଂଶେର Clamator jacobinus (Bodd.) ବିହଙ୍ଗ ବଲିଯା ସନାକୁ କରିବାର ପକ୍ଷେ ଇତଃପୁର୍ବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିର୍କେର ଅବତାରଣା କରିଯାଛି ତାହାତେ ପାଠକ ବୁଝିତେ ପାରିବେନ ଯେ ଏହିରୂପ ସିନ୍କାନ୍ତେ ଉପନୀତ ହିବାର ଅନ୍ତରାୟ ଦେଖା ଯାଯ ନା । ନାଟ୍ୟାଲ୍ଲିଖିତ ଚାତକଭ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମହାକବିର ଭାଷାର ତାତ୍ପର୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ଉକ୍ତ cuckooବିଶେଷେର ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗେ ମେଇ ଚାତକଭ୍ରତେର ମିଳ ଅନାୟାସେ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚାନ୍ଦୀ ଯାଯ । ତବେ ଯେ ମେଘଦୂତେର ପରିଚୟେ ତାହାକେ ଅନ୍ତୋବିନ୍ଦୁଗ୍ରହଣଚତୁର ବଲିଲେ ସନ୍ଦେହେର କାରଣ ଘଟେ ତଃସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଲୋଚନାଯ ଆମି ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଛି ଯେ ପାଖୀଟାର ଚତୁରତା ବର୍ଣ୍ଣକାଳେ ତାହାର ମୁଖରତାଯ ଏବଂ ସାମୟିକ ଚାନ୍ଦିଲ୍ୟେ ପ୍ରକାଶ ପାଯ ମାତ୍ର । ଏଇଥାନେ ବଳା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ

* ୧୨ ପୃଷ୍ଠା ଛଟ୍ଟୟ ।

পরাত্ম ও চাতৰ

মেঘদূতের কোন কোন সংস্করণে * “অঙ্গোবিন্দুগ্রহণরভসান্” এই পাঠ্যন্তর দেখা যায়; তাহাতেও কিন্তু সেই সন্দেহের নিরাকরণ হয় না, যেহেতু এছলেও পাখীটার প্রাকারান্তরে মেঘের নিকট হইতে জলবিন্দু আহরণের অভ্যাস সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাইতেছি। এইরূপ ইঙ্গিত কিন্তু কালিদাসসাহিত্যের আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু শরদ়ঘনসন্দর্শনে চাতকের ভিন্ন আচরণের যে পরিচয় কালিদাস রঘুবংশের মধ্যে দিয়াছেন তাহাতে অঙ্গোবিন্দু ব্যাতীত অন্য কোনও বারি সে তৃঞ্চনিবারণের জন্য গ্রহণ করে না একপ সংস্কার নির্বিচারে তাহার চিত্তে স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। শ্লোকোক্ত বিহঙ্গপ্রকৃতির সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কথা মেঘদূতের টাকাকারণ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে মল্লিনাথ সমগ্র শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত † বলিয়া ধার্য করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফল আর যাহাই হউক, চাতকপ্রকৃতির অসঙ্গত উক্তির জন্য আর কালিদাসকে দায়ী করা চলে না। নিসর্গ-চরিত্রাঙ্কনে ধীহার সূক্ষ্মদশিতা অসম্ভোর প্রশ্নয় দেয় নাট, কালিদাস-সাহিত্যের স্তরে স্তরে যে সমস্ত গাছপালা, ফলফুল, জীবজন্ম, সরিদরণ্য স্ব স্ব আবেষ্টনে অঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায় কোথাও তাহাদের অসঙ্গত পরিকল্পনা হয় নাট, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াও সেই চিত্রকে প্রকৃতির উম্মুক্ত প্রাঙ্গণের অবিকল প্রতিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করা চলে, তখন মাত্র একটি শ্লোকের আশ্রয় লইয়া

* কশীনাথ পাতুয়ার পরবর্তী সম্পাদিত মেঘদূতম, বিটোর মংস্তুক (১৮৮৩), ১১ পৃষ্ঠা।

† Hultzsch, E., Kalidasa's Meghaduta (1911), P. 60.

নাটকা বলী

কালিদাসের নিসর্গচরিতাক্ষন মিথ্যা প্রতিপন্থ করা চলে না। কায়েই শ্লোকের রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। টীকাকার মল্লিনাথ সেই দ্বিধা নির্শূল করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এইমাত্র cuckoo-বংশের যে বিহঙ্গটির আলোচনা করিতেছিলাম বিশেষভাবে তাহার বর্ণার সহিত সম্বন্ধ আছে এবং জলবহুল সরস আবেষ্টনের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক বেশ বুঝা যায় একথা মেঘদূতপ্রসঙ্গে * বলিয়াছি। খাত্তসংগ্রহের নিমিত্ত ভূমির নিকটে তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকে বটে, আকাশমার্গে মেঘমণ্ডলে তাহার বিচরণ প্রয়াসও পক্ষিতত্ত্ববিদের অগোচর নয়। শরুন্তলানাটকের উদ্বৃত্ত শ্লোকে “চার্টকৈঃ” শব্দ দেখা যায়, ইহাতে বুঝায় যে একাধিক বিহঙ্গ উৎপত্তনশীল অবস্থায় লক্ষিত হইতেছে। Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গেরও এইরূপ স্বভাবের পরিচয় পূর্বে † উল্লেখ করিয়াছি। বর্ষায় মেঘমণ্ডলের মধ্য হইতে ইহার কাকলি প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, তখন উর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে কয়েকটা পাখী একসঙ্গে উড়িয়ে উড়িতে ছ'একটা স্ত্রীপক্ষীর পক্ষাঙ্কাবন করিতেছে। নাটকে পার্বত্য পরিবেষ্টনীর মধ্যে মুষ্যলোকের বাহিরে মেঘপদবীতে চাতকের যে উল্লেখ হইয়াছে সেই চাতকপ্রকৃতি পূর্বোক্ত cuckoo-বংশের বিহঙ্গে লক্ষ্য করা গিয়াছে। পক্ষিতত্ত্ববিদ মি: হইস্লার ‡ লিখিয়াছেন—“In India

* ১১ পৃষ্ঠা জটিল।

† ১১ পৃষ্ঠা জটিল।

‡ Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 250.

পরভূত ও চাতক

it is found throughout the plains and hills alike, and in the Outer Himalayas extends up to about 8000 feet." মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * উল্লেখ করিয়াছেন—"the Everest Expedition obtained one specimen at 14,000 feet in Tibet, and Babault obtained a second at Rotung, Lahul, at about 12,000 feet." অতএব Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গটির এইরূপ সাগরপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে অত্যন্ত শৈলমধ্যে অবস্থিত, তাহার বর্ধার সহিত সম্বন্ধ, ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত † তাহার নাম, আতুবিশেষে তাহার মুখরতা ও চাপ্পল্য, ছোটখাটো দল লইয়া মেঘমণ্ডলে তাহার পরিভ্রমণ ইত্যাদি লক্ষণগুলি বিশেষকরণে বিচার করিয়া তাহাকে চাতক বলিয়া সাব্যস্ত করা চলে। এই সিঙ্কাস্টের ফলে দাঢ়াইল এই যে মহাকবিবর্ণিত চাতক cuckoo বা পরভূতবিশেষ। সেই পরভূতবিশেষের শৈলবিবরে নীড়ের পরিকল্পনা নিতান্ত দোষাবহ, কারণ পরভূতের স্বভাব নয় স্বীয় নীড় রচনা করা কিম্বা স্বরচিত নীড় অঙ্গপ্রসব ও শাবকোৎপাদন করা; পূর্বে এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। নাটকোলিখিত প্লোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া শুধু যে এদেশের টিকাকারগণ তুল করিয়াছেন এমন নহে, বিদেশীয় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীও এই অমে পতিত হইয়াছেন। মহামতি স্বার উলিয়ম জোন্সের

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 169.

† ৪৪ পৃষ্ঠা ইষ্টেন্ট।

ମାଟକାବଲୀ

ଅମୁରାଦେ * ଦେଖି ଯାଏ—“and I now see the warbling Chátacas descend from their nests on the summits of mountains.” ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ତାହାରା ଚାତକକେ cuckooବିଶେଷ ବଲିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯାଛେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ସେହି cuckooବିଶେଷର ଅଗବିବରେ ନୌଡ଼ର ପରିକଳ୍ପନାଯ କୁଣ୍ଡା ବୋଧ କରେନ ନାହିଁ। ବିହଙ୍ଗଜୀବନେର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନେର ଅଭାବରୁ ଯେ ତାହାର କାରଣ ମେ ବିଷୟେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।

* 'Sacontalá or The Fatal Ring'.—The Works of Sir William Jones, Vol. VI (1799), p. 299.

৩

সারস, কারণ্তব, শুক ও পারাবত

এহাকবির কাব্যসাহিত্যের মধ্যে মুখ্যভাবে যে সারসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ হইয়াছিল কালিদাসের নাটকে তাহার সম্বন্ধে যৎসামান্য ইঙ্গিত হইয়াছে মাত্র। সারস যে পরিপ্রব বিহঙ্গ তাহা রঘুবংশের আলোচনায় * দেখিয়াছি। মেঘদূতপ্রসঙ্গে † যখন শিপ্রাতটে তাহার মদকলক্ষিত আমাদের চিন্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল তখন হয় তো নদীর সহিত বিহঙ্গটির নিবিড় সম্পর্ক আমাদের চক্ষে বড় করিয়া পড়ে নাই; সেই সম্পর্কের কথা কিন্তু রঘুবংশের ‡ মধ্যে বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়। ঝাতুসংহারেও § এ সন্দান মিলে, কিন্তু প্রকৃতিপটে শরতের যে আবেষ্টনে তাহার চিত্র অঙ্গিত দেখা যায়

* ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা জটিল।

† ৩০ পৃষ্ঠা জটিল।

‡ ১১০ পৃষ্ঠা জটিল।

§ ১১ পৃষ্ঠা জটিল।

ନାଟକାବଳୀ

ତଥାୟ ମାତ୍ର ଏକା ତାହାର ସମ୍ବିଶେ ହୟ ନାହିଁ, ଆରା କତକଣ୍ଠିଲି
ବିହଙ୍ଗ ସାରସେର ସଙ୍ଗୀ ହିସାବେ ତଥାୟ ସମୁପଶ୍ଚିତ । ସବ ବିହଙ୍ଗଣ୍ଠିଲି
କିନ୍ତୁ ଜଳଚାରୀ, ଅର୍ଥଚ ସମଜାତୀୟ ନହେ । ପଞ୍ଜିତସେର ଦିକ ହଇତେ
ଏଇନ୍ନପ ସମାବେଶକେ bird association ବଳା ଯାଇତେ ପାରେ;
ତା' ବଲିଆ କିନ୍ତୁ ସବ ସମୟେଇ ଏବଂ ସକଳ ଅବସ୍ଥାତେଇ ଯେ ସାରସ
ଏହି ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀ ଲଈଆ ବିଚରଣ କରେ ଏମନ ନହେ । ତାଇ ମହାକବିର
ବର୍ଣନାଗୁଲିର ମଧ୍ୟେ ହୟ ତୋ କୋଥାଓ ହଂସକାରଗୁବେର ସଙ୍ଗେ ତାହାକେ
ଏକତ୍ର ଚିତ୍ରିତ ଦେଖିତେ ପାଇ, କୋଥାଓ ବା ମାତ୍ର ଏକା ସାରସେର
ସମ୍ବିଶେ ଲଙ୍ଘ କରିଆ ଥାକି । କାଲିଦାସେର ନାଟକମଧ୍ୟେ ଓ ସାରସ ଓ
କାରଣବକେ ଦେଖା ଯାଯ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଏକଇ ଆବେଷ୍ଟନେ ସହଚର
ହିସାବେ ନହେ । ପୁର୍ବେଇ ବଲିଆଛି ଏହି ସାରସେର ଦୃଶ୍ୟ ଏକେତେ
ମୁଖ୍ୟଭାବେ ଆମାଦେର ସମକ୍ଷେ ଉପଶ୍ଚିତ ହୟ ନା । ତାହାର ର୍ଦ୍ଧକେ ମାତ୍ର
ଯେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଖା ଯାଯ ତାହା ବୁଝିତେ ହଇଲେ ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରେର
ଶ୍ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧୃତ କରା ଆବଶ୍ୟକ ;—

ଦ୍ୱୟାପକମ୍ବୟ ସମୀପଗତାଂ ମିଯା
 ହୃଦୟମୁଦ୍ରାସିତଂ ମମ ଜୀବିତଂ ।
 ମହୁତାଂ ପଥିକମ୍ବ୍ୟ ଜାତାର୍ଥିଃ
 ସରିତମାରସିତାବିଷ ସାରମାତ୍ ॥

ବୟଶ୍ଚମୁଖେ ମାଲବିକାର ଉପଶ୍ଚିତିର ସଂବାଦ ଶୁଣିଆ ବିରହାର୍ତ୍ତ ରାଜୀ
ଏଇନ୍ନପ ଉତ୍କି କରିଲେନ—“ସାରସେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରେ ଜଳାର୍ଥୀ ପଥିକେର ଚିତ୍ତେ

سیاه

نگاره ای از مادر و فرزند



সারস, কারণ্য, শুক ও পারাবত

তরুণত সরিতের চির আনন্দ জাগায়, সেইস্থলে তোমার এই সংবাদ
আমার মনে উৎফুল্লতা আনয়ন করিল।”

শ্লোকপ্রদত্ত বিবরণে সারসের চাকুষ পরিচয় পাওয়া যায় না,
মাত্র তাহার উচ্চ কষ্টস্থরের উল্লেখ দেখা যায়। সেই উল্লেখের
সঙ্গে তরুসমাবৃত নদীর অবস্থিতির ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাই।
নদী ও জলাশয়ের সঙ্গে সারসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আলোচনা
পূর্বে আমরা করিয়াছি। এখন যে ইঙ্গিত পাইতেছি তাহাতে এই
সম্পর্কের কথা বুঝিতে পারিতেছি। বিশেষ করিয়া এই প্রসঙ্গের
পুনরালোচনার প্রয়োজন দেখি না।

নাটকচিত্রে কারণ্যবের সংগ্রহে দেখিতে পাই সারসের সঙ্গী
হিসাবে নয়, স্বতন্ত্রভাবে মধ্যাহ্নের আতপত্তি সলিলাবেষ্টনে,—

তপ্তি ধারি ধিহায তীরললিনী কাযেতৰঃ সেবন্তে ।

কারণ্যবের যে পরিচয় এখানে হয় তাহাতে তাহার জলচারিহের
ছবি বিশেষ করিয়া আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখি এই
বিহঙ্গ রিপ্রেহে জলাশয়ের তপ্ত বারি ত্যাগ করিয়া আশ্রয়স্থৰ
গ্রহণে রত হইয়াছে। এই আশ্রয়স্থৰ হইতেছে তীরললিনী।
যেহেতু জল ব্যতীত শুক ডাঙ্গায় জলজ লতাপদ্ম অস্থাইতে
পারে না, শ্লোকোক্ত বিবরণে স্ফুরাং এমন স্থানের নির্দেশ
হয় যেখানে জলাশয়তীরের জলরাশি নলিনীসমাজের রহিয়াছে।
পদ্মসমাকুল লতাশুল্পপরিবেষ্টিত এই তীরভাগের জলরাশির আপেক্ষিক

ନାଟକାବଳୀ

ଶୈତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା ତଥାୟ କାରଣବ ଏଥିନ ଆଶ୍ରଯ ଗ୍ରହଣ କରିତେହେ ;
ଏତକ୍ଷଣ ମେ ହୁଯ ତୋ ଜଳାଶୟେର ଅନାବୃତ ଜଳଭାଗେ ଆହାର୍ୟସନ୍ଧାନେ
ରତ ଛିଲ, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଆତପତାପେ ମେଇ ଜଳଭାଗ ଏତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଇଯା
ଉଠିଯାଇଛେ ଯେ ଏଥିନ ବାଧ୍ୟ ହଇଯା ତାହାକେ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିତେ
ହଇତେହେ ।

କାରଣବେର ସ୍ଵରୂପନିର୍ଗ୍ରୟେର ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ଵଦଭାବେ ଝତୁସଂହାର-
ପ୍ରସଙ୍ଗେ * ଆମି କରିଯାଛି ଏବଂ ମେଇ ଆଲୋଚନାର ଫଳେ କାରଣବ
ଯେ ଜଳକୁକୁଟ ତାହା ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଛି । ସାଧାରଣ
ଇଂରାଜେର ନିକଟ ମେ ୦୦୦୮ ବଲିଯା ପରିଚିତ ; ତାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ
ନାମ Fulica a. atra Linn. । ଲତାପାତାବିହୀନ ଅନାବୃତ ଜଳରାଶିର
ମଧ୍ୟେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବିହଙ୍ଗେର ବିହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖା ଯାଯ,
ତେସମ୍ବନ୍ଦେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷିତବ୍ରବ୍ଦେର † ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏଇକୁପ ଲିପିବଳ୍କ
ହଇଯାଇ—“In ordinary jheels it will always be found
out in the open water” । ଏଇକୁପ ଜଳଭାଗ ମେ ଯେ ସହସା
ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେ ଚାଯ ନା ତାହା ସହଜେ ଅମୁମେଯ । ତବେ ନାଟକଚିତ୍ରେ
ତାହାକେ ଯେ ବାରି ତ୍ୟାଗ କରିଯା ତୌରନଲିନୀର ଆଶ୍ରଯ ଗ୍ରହଣ କରିତେ
ଦେଖିତେ ପାଇ ତାହାର କାରଣବ ସହଜେ ଅମୁମାନ କରା ଚଲେ ।
ଅନାବୃତ ଜଳଭାଗ ଏବଂ ଆବୃତ ତୌରଭାଗେର ଜଳରାଶିର ଆପେକ୍ଷିକ
ଉଷ୍ଣତା ଏବଂ ଶୈତ୍ୟ ବିଚାର କରିଯା କାରଣବେର ଆଚରଣେ ବିଶ୍ଵିତ
ହଇବାର କାରଣ ଦେଖା ଯାଯ ନା ; ବାଧ୍ୟ ହଇଯା ତାହାକେ ଦ୍ଵିପରହରେ

* ୧୯-୧୦୩ ପୃଷ୍ଠା ଛଟ୍ୟ ।

† Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 339.

সারস, কারণ্তু, শুক ও পারাবত

ছায়াশীতল স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি তাহার একুপ ক্ষেত্রে স্থানভ্যাগ ভিন্ন বাস্তবিকই গত্যন্তর নাই তবে শ্লোকোক্ত তৌরেনলিনী শব্দ ভিন্নার্থ-বোধক ধরিয়া লইয়া বিহঙ্গটির ডাঙ্গার উপরে লতাগুলোর ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণের কল্পনা করা চলে না কি। প্রত্যন্তরে বলা যায় coot বা কারণ্তুকে যে ডাঙ্গার উপরে বিচরণ করিতে দেখা যায় না এমন নহে। বাস্তবিক পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসায় coot-এর স্বভাব সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে প্রাবিত শম্ভুক্ষেত্রে তাহাকে কখনও কখনও আহার্যসংগ্রহের নিমিত্ত বিচরণ করিতে হয় বটে; কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিছু অতি প্রত্যাষে ভিন্ন দিবসের অন্য সময়ে তাহার একুপ বিচরণ পক্ষিতত্ত্ববিদের নয়নগোচর হয় নাই। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন—“They spend nearly all the daytime swimming in the open water”。 অতএব দ্বিপ্রহরে বারিরাশি পরিভ্যাগ করিয়া ডাঙ্গার উপরে কারণ্তুবের আগমনের কি কারণ থাকিতে পারে? এমন সময়ে ডাঙ্গার উষ্ণতা নিশ্চয়ই জলরাশি অপেক্ষা নূন নহে। তরুণমূলে কারণ্তুবের অবস্থান পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে স্বীকার করা কঠিন। তাহার খাচসংগ্রহের জন্যও ডাঙ্গার উপরে আগমনের এখন প্রশংস্ত সময় নয়।

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VI. (1929), p. 35.

ନାଟକାବଳୀ

କାରଣବକେ ଛାଡ଼ିଯା ଏଥନ ଶୁକେର କଥା ପାଇବ । ବିକ୍ରମୋର୍ବଣୀ
ନାଟକେ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇ,—

କୀତାଷ୍ଵିଷମନି ଚିତ୍ତ ପଞ୍ଜମୁକ୍ତଃ ହ୍ରାନ୍ତି ଜଳ ଯାଚନେ ।

ଏ ପରିଚୟେ ତାହାର ପଞ୍ଜରଶୁକ ବଲିଯା ଉଲ୍ଲେଖ ହଇଯାଛେ ।
ପଞ୍ଜରମଧ୍ୟେ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ୍ତ ବିହଙ୍ଗଟିର ମୁଖରତାର ପରିଚୟ ଆମରା ଏଥାନେ
ପାଇତେଛି । ପୂର୍ବେ * ଏହି ଗୃହପାଲିତ ବିହଙ୍ଗେର ଅନୁକରଣପଟୁଛ ସମ୍ବନ୍ଧେ
ଆଲୋଚନାୟ ଯାହା ବଲା ହଇଯାଛେ ତଦତିରିକ୍ତ ବିଶେଷ କିଛୁ ନୂତନ
ତଥ୍ୟେର ଅବତାରଣା ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଅପ୍ରାସଂଗିକ ମନେ ହୟ । ତବେ ନାଟକେର
ମଧ୍ୟେ ଶୁକେର ଆରଓ ପରିଚୟ ଦେଖିତେ ପାଓୟା ଯାଯ । ତାହା ଏଥନ
ଉଦ୍ବୃତ କରା ଆବଶ୍ୟକ,—

ରାଜା—(ଦ୍ଵିପଦିକ୍ୟ ପରିକଳ୍ୟାବଳୀକ୍ୟ ଚ ସହର୍ଥମ ।) ଉପଲବ୍ଧମୁଧ-
ଲନ୍ତଣ ଯେନ ତମ୍ୟା: କୌପନାୟା ମାର୍ଗୋତ୍ତମୀୟତେ ।

ହୃତୋଷ୍ଟରାଗୀନ୍ୟନୋଷ୍ଟବିନ୍ଦୁଭି-
ନିର୍ମଲନାଭେର୍ନିପତଦ୍ଵିରଙ୍ଗିତମ ।
ଚୁତଂ ହସା ଭିଜଗତେରସଂଶାୟଂ
ଶୁକୋଦରମ୍ୟାମମିଦଂ ସ୍ତମାଂଶୁକମ ॥

ଭବନ୍ତୁ । ଆଦ୍ଵାସ୍ୟେ ତାବତ୍ । (ପରିକଳ୍ୟ ବିଭାବ୍ୟ ଚ ସାମାଦ ।) କର୍ଣ୍ଣ ସେନ୍ଦ୍ରଗୋପ
ନବଶାହ୍ଲମିଦମ । ତତ୍କୁତୋଽଭିମନ୍ତିପିନେ ପ୍ରିୟାପ୍ରବୃତ୍ତିମାଗମୟେଯମ ।

* ୧୧୦-୧୧୧ ପୃଷ୍ଠା ଜଣେବ୍ୟ ।

সারস, কারঙ্গুর, শুক ও পারাবত

বিরহাতুর পুরুরবার প্রলাপ ও উদ্ভ্রান্ত গতির দৃশ্য নাটকের উদ্ভৃতাংশ হইতে আমরা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু রাজার উশ্মান্ত আচরণের মধ্যে যে ভুলভাস্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা আদৌ মন্ত্রযোচিত নয় এমন বলা যায় না। উদ্ভৃত পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে সেন্দ্রগোপ নবশান্ত্বল দেখিয়া রাজার চিত্তে উর্বরীর পরিত্যক্ত অঙ্গসিক্ত হৃতোষ্টরাগাঙ্গিত শুকোদরশ্যাম স্তনাংশুক বলিয়া অম উপস্থিত হইল। এখানে শুকপক্ষীর উদরের শ্যামবর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। শকুন্তলা নাটকেও পুনরায় ইহার উল্লেখ হইয়াছে—

মিয়বদ্বা—হুমসিং সুস্পোদৰমুত্তমার শ্যালিয়াপন্ত শেষেহিং
শিক্ষিতব্দব্যয় করেহি ।

মুঢ়া শকুন্তলার মনোভাব ছান্তের নিকট জ্ঞাপন কি উপায়ে করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে সংবীদ্যয় পরামর্শ করিতেছেন। প্রিয়স্বদা শকুন্তলাকে প্রণয়পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে এই পত্রকে তিনি পুর্ণে ঢাকিয়া দেবতাপ্রসাদচ্ছলে রাজার হস্তে দিবেন। প্রত্যাক্তরে শকুন্তলা বলিলেন যে তিনি কি লিখিবেন তাহা স্থির করিয়াছেন, মেখার উপকরণ পাইলে লিখিতে পারেন। প্রিয়স্বদা বলিলেন—“এই শুকোদরশুকুমার নলিনীপত্রে আপনার নথ দিয়া লিখিয়া ফেল”।

নাটকদ্বয়ে শুকপক্ষীর যে বর্ণের বিবৃতি হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের * উক্তি উদ্ভৃত করা

* Finn, F., The World's Birds (1908), p. 89.

ନାଟକାବଳୀ

ଆବଶ୍ୱକ—“the prevailing colour is grass or leaf-green” ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନତଃ ବର୍ଣ୍ଣର ମତ କିଞ୍ଚିତ୍ ପତ୍ରର ମତ ସବୁଜ । ଏଥିନ କବିର ବର୍ଣନାର ସଙ୍ଗେ ମିଳାଇଯା ଲହିଲେ ପାଠକେର ବୁଝିତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ଯେ ଏହି grass-green ଆର ଶ୍ଵାମଳ ଶାଦଲେ କିଛୁମାତ୍ର ଅଭେଦ ନାହିଁ ; ଆବାର ଶ୍ଵକୁମାର ନଲିନୀପତ୍ର ଯେ leaf-green ପାଥିଟିର ଉଦରକେ ଶ୍ଵରଣ କରାଇଯା ଦିବେ ଇହା ଆର ବିଚିତ୍ର କି ?

ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକେ ଏହି ବିହଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆରଓ କିଛୁ ପରିଚୟ ଲାଭ ହୁଏ—

ନୀଧାରା: ଶ୍ରୁକଗର୍ଭକୌଟରମୁଖପ୍ରଥାସତରୁଣାମଧଃ

ପ୍ରମିଳା: ପ୍ରବିଚିତ୍ରିବୀଫଳମିଦଃ ସୁତ୍ୟନତ ପଦୋପଳା: ।

ବିପ୍ରାସୋପଗମାଦଭିନ୍ନଗତଯଃ ଶାଙ୍କଂ ସହନତେ ମୃଗା-

ସ୍ତୋଯାଧାରପ୍ଥାଞ୍ଚ ଷଳକଳଶିଖାନିଘନ୍ଦରେଖାଡୁଲା: ॥

ତପୋବନଦୃଶ୍ୱେର ବର୍ଣନା ରାଜା ହୃଦୟର ମୁଖେ ଯେକଥିପ ପାଞ୍ଚୋମ୍ବା ଯାଇତେହେ ତାହାତେ ବୁକ୍ଷକୋଟିରେର ମଧ୍ୟେ ଶୁକେର ଅବଶ୍ତିତିର ବିବୃତି ଦେଖା ଯାଏ ; ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ବିହଙ୍ଗେର ଆହାର୍ୟ ହିସାବେ ନୀବାରଶମ୍ଶେର ଉଲ୍ଲେଖ ହଇଯାଛେ ; ଏହି ନୀବାରଶମ୍ଶ ଶୁକମୁଖଭାଷ୍ଟ ହଇଯା ତରମ୍ବଲେ ପତିତ ରହିଯାଛେ ।

ତପୋବନଦୃଶ୍ୱେ ଶୁକବିହଙ୍ଗେର ଉପଶ୍ତିତିର ଚିତ୍ର ଅନିବାର୍ୟ ଏକଥା ବୋଧ କରି ଭାରତବାସୀକେ ବିଶେଷ କରିଯା ବୁଝାଇତେ ହଇବେ ନା । ମିଃ ଷ୍ଟୁଯାର୍ଟ ବେକାର * ଲିଖିଯାଛେ—“This is the most widely-

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 203.

সারস, কারণ্তু, শুক ও পারাবত

spread and best known of all our Indian Paroquets, being common in all open, well-wooded country round about towns, villages and cultivation." ভারতবর্ষের মধ্যে যে পাথির বিহারভূমি এত বিস্তৃত, বনে জঙ্গলে, গ্রামাভ্যন্তরে, নগরসাম্প্রদায়ে, কৃষিক্ষেত্রে চতুঃপার্শ্বে যাহাকে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, হিংসাদ্বেষবিহীন তপোবনমাবেষ্টনের মধ্যে তাহার অবস্থিতি লক্ষ্য করা কিছু আশ্চর্য্যর বিষয় নহে। নাট্যাল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে তপোবনমধ্যে অথবা তপোবনসামীপ্যে কৃষিক্ষেত্র নিশ্চয় অবস্থিত, নতুবা শুকমুখে নীবারশস্ত্রের আহরণের উল্লেখ হইত না। শস্ত্র যে শুকের বিশিষ্ট আহার তাহা বলা বাহ্যিক মাত্র, তবে তরুমূলে বিক্ষিপ্ত নীবারশস্ত্রের সেই উল্লেখে শুকের স্বভাবের সন্ধান লাভ হয়। নৌড়রচনার জন্য বৃক্ষকোটিরে শুক নীবারশস্ত্র আনয়ন করে নাই একথা পক্ষিতব্যবিং অসঙ্গে বলিতে পারেন, যেহেতু সে খড়কুট। সাহায্যে বাসা রচনা করে না, তরুকোটেরই তাহার নৌড় ও ডিম্বাধার। তবে শস্ত্র আনয়নের প্রয়োজন কি? আহার্য্য হিসাবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই শস্ত্র শুকের মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িল কেন? ইহার সহিত দিতে হইলে তাহার দৃষ্টি প্রকৃতির প্রতি কঠোর্ণ না করিয়া থাকা যায় না। শুক যে মামুষের একটি প্রধান ঈতি বলিয়া গণ্য হয়,—

অতিদৃষ্টিনাদৃষ্টিঃ মুণিকাঃ শালভাঃ শুকাঃ
প্রত্যাসমাধ রাজানঃ ষড়তে ঈতয়ঃ সমৃতাঃ।

নাটকাবলী

তৎসম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিদের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মিঃ ফিল *
বলেন—“They are often extremely destructive to grain and fruit crops.” তিনি আরও † লিখিয়াছেন—
“Parrots are usually not only non-provident, but, like monkeys, wantonly wasteful, * * with this suicidal tendency to squander their supplies.”

শুককে ছাড়িয়া পারাবতের পরিচয় মহাকবির নাটকাবলীর
মধ্যে কি পাওয়া যায় তাহা এখন দেখা আবশ্যিক। মেঘদূত-
প্রসঙ্গে ‡ আমরা ভবনবলভিত্তে যে সুপ্ত পারাবতের সঙ্কান
পাইয়াছিলাম বিক্রমোর্ধী নাটকে দিবাবসানে প্রাসাদগবাক্ষে পুনরায়
তাহার সাক্ষাত্কার করি,—

ঘূর্ণজ্ঞালবিনি:সূর্তৈর্ঘলভয়: সংবিঘ্নপ্যায়বতাঃ ।

সঙ্ক্ষ্যার প্রাকালে পারাবতগুলির স্বপ্নি ও বিশ্বামের ব্যাঘাত
ঘটিতেছে, গবাক্ষজ্ঞালবিনি:সৃত ধূপই তাহার কারণ। নাটকচিত্রে
দেখা যায় তাহারা এইজন্য সন্দিপ্তভাব ধারণ করিয়াছে।

* The World's Birds (1908), p. 91.

† Bird Behaviour, p. 311.

‡ ১১ পৃষ্ঠা রচিত্য।

সারস, কারঙ্গুৰ, শুক ও পারাবত

মালবিকাপ্রিমিত্রেও সৌধবলভিপ্রিয় পারাবতের উল্লেখ দেখা
যায়,—

সৌধান্যব্যবস্থাপাদ্বুলভিপরিচয়েষিপারাবতানি ।

মধ্যাহ্নের আতপত্তাপে অতিশয় উত্তপ্ত সৌধবলভির প্রতি
পারাবতগুলার দ্বেষ লক্ষিত হইতেছে ।

পারাবতের রাত্রিযাপনের অভ্যাস সম্বন্ধে পূর্বে * আলোচনা
করিয়াছি । সে যে দল বাঁধিয়া মানবাবাসে বিশেষতঃ অট্টামিকায়
সন্ধাকালে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা লোকচক্ষুর অগোচর নয় ।
মানবাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও এই পারাবত যে বনবিহঙ্গ,
পোষা পাখী নয় ইহা সহজে অনুমেয় । মানবপালিত গৃহক্ষেত্রের
উল্লেখও এই নাটকমধ্যে দেখা যায়,—

বন্ধুজ্ঞমন্ত্রো গৃহক্ষেত্রাদ্যো বিড়ালিপ্রাণ স্মালোৎ পড়িবাং ।

বন্ধুনব্রষ্ট বিড়ালীর দৃষ্টিপথে নিপত্তি গৃহক্ষেত্রের দশার
ইঙ্গিত নাটকের এই পরিচয়ে পাওয়া যায় ।

* ৬০ পৃষ্ঠা ইষ্টব্য ।

ମୟୁର, ଗୃଷ୍ଣ ଓ କୁରାରୀ

କାଲିଦାସେର କାବ୍ୟମାହିତେ ମୟୁରକେ ଏତ ବେଶୀ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚୋ
ଯାଯ ଯେ ମେଘଦୂତେଇ ବଲୁନ ଆର ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରେଇ ବଲୁନ କୋଥାଓ
ତାହାକେ ଅନ୍ଧେଷଣ କରିବାର ଆୟାସ ସ୍ଵୀକାର କରିତେ ହୟ ନା । ଆସନ୍ତ
ବର୍ଧାୟ ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଅଙ୍ଗନେ ତାହାର ଲାସ୍ତଳୀଲା ଓ ପର୍ବତେ ପର୍ବତେ
ବିହାରଭଞ୍ଜୀର ଦୃଶ୍ୟ ବହିବାର ଆମାଦେର ସମକ୍ଷେ କବି ଉପହାପିତ
କରିଯାଛେନ ସତ୍ୟ, ନାଟକଚିତ୍ରେ ମୟୁରକେ ଆବାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟନୀର
ମଧ୍ୟେ ଦେଖିବାର ଶୁଯୋଗ ତିନି ଆମାଦିଗକେ ଦିଯାଛେ । ମହାକବିର
ବିକ୍ରମୋର୍ଧବୀ, ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର ଓ ଅଭିଜାନଶକୁନ୍ତଳ ହିଁତେ ମେହି
ଚିତ୍ର ଏଥିନ ଉନ୍ନତ କରା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି । ଝତୁବିଶେଷେ ଅଥବା
ଝତୁଭେଦେ ଶିରୀଚରିତ୍ରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦିଓ ଏଇ ଚିତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟଭାବେ ଅଥବା
ବିଶଦକ୍ରମେ ତୋଳା ହୟ ନାଇ, ଦିବସେର ମଧ୍ୟେ ନାନା କ୍ଷଣ ଅଥବା

ମସ୍ତୁର, ଶୃଷ୍ଟ ଓ କୁରୁରୀ

ପରହରେ ବିହଙ୍ଗଟିର ଆଚରଣେର ଚିତ୍ର ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀ ନାଟିକେ ଦେଓୟା
ହଇଯାଛେ ;—

ଉତ୍ତରାର୍ଥଃ ଶିଶିରେ ନିଷିଦ୍ଧି ତରୋର୍ମଲାଲବାଲେ ଶିଖି

ଇହା ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ବର୍ଣନା ; ବିଦୂଷକ ରାଜାକେ ଶ୍ଵରଣ କରାଇତେହେଲ
ଯେ ସ୍ନାନଭୋଜନେର ସମୟ ହଇଯାଛେ । ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଚାହିୟା ରାଜା ବଲିଲେନ—
ତାଇ ତୋ, ଅର୍କଦିବସ ଅତୀତ ; ଉଷାର୍ତ୍ତ ଶିଥି ତରମୂଳେ ମିଳି ଆଲବାଲେ
ଶାୟିତ ରହିଯାଛେ ।

ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନବର୍ଣନାୟ ଆମରା ଦେଖି—

ବିନ୍ଦୁଲ୍ଲୋପାତ୍ମିପାତ୍ରୁଃ ପରିମରତି ଶିଖି ଭାନ୍ତିମଦ୍ବାରିଯନ୍ତମ୍ ।

ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରେ ଯେ ଉଷାର୍ତ୍ତ ଶିଥି ମିଳି ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିତଳେ ତରର
ଛାୟାଯ ଶୟାନ ଛିଲ, ଏଥନ ଏହି ଦୃଶ୍ୟେ ମେ ଏତ ପିପାସାର୍ତ୍ତ ଯେ
ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଜଳଯନ୍ତ୍ରୋଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାରିକଣାର ଦିକେ ଧାବିତ ହିତେଛେ ।

ଦିବାବସାନେ ଆସମ ସନ୍ଧାୟ ରାଜପ୍ରାସାଦେର ମଧ୍ୟ ଶିଥିଚରିତ୍ରେର
ପରିଚୟ ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀ ନାଟିକେ ଦେଖା ଯାଯ,—

ଉତ୍କର୍ଷୀୟ ହସ ଧାସ୍ୟତ୍ତ୍ଵେ ନିଶାନିଦ୍ରାଲ୍ଲସା ବର୍ହିଣଃ ।

ବାସ୍ୟଷ୍ଟିଗୁଲିର ଉପରେ ନିଶାନିଦ୍ରାଲ୍ଲସ ବର୍ହୀ ଚିଆର୍ପିତେର ଶ୍ୟାଯ
ଦେଖା ଯାଇତେଛେ ।

ବର୍ଧାର ବାରିଧାରାବର୍ଧନେର ମଧ୍ୟେ ଶୈଳତଟଙ୍ଗୁମୀର ପାଷାଣେର ଉପରେ

ନାଟକାବଳୀ

ନାଟକଚିତ୍ରେ ସଥନ ନୌଲକଠ ମୟୁରେର ଦର୍ଶନଲାଭ ହ୍ୟ ତଥନ କବିର
ବର୍ଣନା ଏହିରୂପ—

ବିଦୁଲ୍ଲେଖାକଳକଚିରଂ ଶ୍ରୀଵିତାନଂ ମମାଞ୍ଚଂ
ବ୍ୟାଘ୍ୟନ୍ତେ ନିଚୁଲତତଭିର୍ମଞ୍ଜରୀଚାମରାଣି ।
ଘର୍ମଚକ୍ରେଦାତପଦ୍ମତରଗିରୋ ବନ୍ଦିନୋ ନୌଲକଣଠା
ଘରାସାରୋପନୟନପରା ନୈଗମାଧ୍ୟାମୁଘାହା: ॥

ବିଦୁଲ୍ଲେଖାଯୁକ୍ତ କଣକରୁଚିର ମେଘସନ୍ଦର୍ଶନେ ନୌଲକଠ ମୟୁରେର ବନ୍ଦନା
ଗାନ ଆରଣ୍ୟ ହଇଯାଛେ; ସେ ଆକାଶେ ମେଘେର ପାନେ ତାକାଇୟା
ଉନ୍ନତକଠେ କେକା ରବ କରିତେଛେ, ପ୍ରବଳ ପୁରୋବାତେ ତାହାର ପୁଞ୍ଜ
କମ୍ପିତ ହଇତେଛେ ।

ଉର୍ବଣୀବିରାହେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରାଜୀ ଏମନ ସମୟେ ବିହନ୍ଦିଟିକେ ଦେଖିଯା
ତାହାକେ ସମ୍ମୋଧନ କରିଯା ବଲିତେଛେ,—

ନୌଲକଣଠ ମମୋତ୍କଣଠା ବନେଃସମିନ୍ ଘନିତା ତ୍ଵଥା ।
ଦୀର୍ଘପାଙ୍ଗ୍ନା ସିତାପାଙ୍ଗ୍ନ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରମା ଭବେତ୍ ॥

ହେ ଶୁକ୍ଳାପାଙ୍ଗ ନୌଲକଠ ମୟୁର ! ତୁ ମି କି ଆମାର ଦୀର୍ଘପାଙ୍ଗ
ବଣିତାକେ—ଆମାର ମୂର୍ତ୍ତିମ୍ଭତୀ ଉକ୍ତକଠାରପିନୀ ପ୍ରିୟାକେ ଦେଖିଯାଇ ?

ନାଟକବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଶେଷୋକୁ ଦୃଶ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଫୁଲିର
ତୁଳନା କରିଲେ ସହଜେ ହୃଦୟକ୍ଷମ ହ୍ୟ ଯେ ମାନୁଷେର ସଙ୍ଗେ ମୟୁରେର
ଏତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ଵାରାଇୟା ଯାଯ ଯାହାତେ ରାଜୋଦ୍ଧାନେ ଅଥବା
ରାଜପ୍ରାସାଦେର ମଧ୍ୟେ ସଞ୍ଚନ୍ଦବିଚରଣଶୀଳ ଶିଖୀକେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଡ଼େ

ମୟୁର, ଶୃଷ୍ଟି ଓ କୁରାଣୀ

ଲାଲିତ ବିହଙ୍ଗ ହଇତେ କୋନେ ଅଂଶେ ପୃଥକ ବିବେଚନା କରା
ଚଲେ ନା ।

ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀର ପୂର୍ବୋଦ୍ଧୃତ ବନାନୀ ଦୃଶ୍ୟେ ଯେ ନୌଲକଞ୍ଚ ମୟୁର ମେଘଶ୍ୟାମ
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେର ପ୍ରତି ତାକାଇଯା କେକାରବ କରିତେଛେ ତାହାର ସହିତ
ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର ନାଟକେର ଶୁଦ୍ଧବାଟେ ଜୀମୃତସ୍ତନିତବିଶକ୍ତି ଆସାଦ-
ମୟୁରେର ତୁଳନା କରିଲେ ଦେଖା ଯାଇବେ ଯେ ଉଭୟ ଚିତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସ୍ଵାଭାବିକ ହଇଯାଇଛେ । ଶ୍ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧରିତ କରିଲାମ—

ଜୀମୂତସ୍ତନିତବିଶାଙ୍କିଭିର୍ମୟୁରୈ-
ହନ୍ତିଷ୍ଠିରନୁଗମିତସ୍ୟ ପୁଷ୍କରସ୍ୟ ।
ନିର୍ଭାଦିନ୍ୟୁପହିତମଧ୍ୟମସ୍ଵରାତ୍ୟା
ମାୟୁରୀ ମଧ୍ୟତି ମାର୍ଜନା ମନାଁସି ॥

ମେଘର୍ଜନ ବା ମେଘସଦୃଶ ଶୁଦ୍ଧଗର୍ଜନ ଶିଥିଚରିତ୍ରେ ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଉତ୍କ୍ରେଞ୍ଜନ ଆନ୍ୟନ କରେ; ତାହାର ଫଳେ ଘନ ଘନ କେକାରବ ଶୋନା
ଯାଏ ।

ଅଭିଜ୍ଞାନଶୁନ୍ତଳ ନାଟକେ ଯେ ତଥୋବନେର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ
ହଇଯାଇଛେ ତଥାଯ ମୟୁରେର ଦର୍ଶନଲାଭ ସ୍ଵାଭାବିକ; ସେ ଚିତ୍ରେ ମୟୁର
ନୃତ୍ୟପରାଯଣ ନୟ;—

ଉମାଲିଅଦଭୁକ୍ଷବଳା ମିଥ୍ରା ପରିଷକ୍ଷଣଶ୍ୟାମ ମୋରା ।

ସେ ଯେନ ଶକୁନ୍ତଳାର ଆସନ୍ନ ବିରାହେ ଆଶ୍ରମବାସୀଦେର ସଙ୍ଗେ
ସମହୃଦୟଭାଗୀ । ଏଇ ଆଶ୍ରମ ବା ମାନବବାସବନ୍ଦିତ ଶିଥି ଯେ ମାତ୍ରମେର

ନାଟକାବଳୀ

সঙ୍ଗେ ମିଶ୍ରିଆ ନିର୍ଭୀକଟିତେ ତାହାର ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଯାପନ କରିତେ
ଅନେକ ସମୟ ସାହସୀ ହଇବେ ତାହା ଆର ବିଚିତ୍ର କି? ଏ ଅବଶ୍ୟାୟ
ବାଲକେର ଅକ୍ଷେ ଶିଖଗୁକଗୁଯମେ ସୁଖବୋଧ କରିଯା ଶିଥିର ନିଜା
ଯାଓୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଆମରା ବିକ୍ରମୋର୍ବନ୍ଧୀ ନାଟକେ ଦେଖିତେ ପାଇ,—

ଯ: ସ୍ତ୍ରୁମଧାନମଦ୍ଦଙ୍କ ଶିଖଯାତ୍କରାହୁୟନୋପଲଘସ୍ତ୍ରଃ ।

ତଂ ମେ ଜାତକଳାଧି ପ୍ରେସ୍ୟ ଶିତକଯଠକଂ ଶିଖିନମ୍ ॥

ତାହା ଅସାଭାବିକ ବଲିଯା ମନେ କରା ଚଲେ ନା । ଏଇ ଗୃହନୀଲକଞ୍ଚ
ବନାନୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ମେଘପ୍ରତିଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରାସାଦଶିଥରେ ଆରୋହଣ
କରେ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞାନଶକ୍ତିଲେ ହଇଯାଛେ,—

ତସ୍ୟାପ୍ରଭାଗାଦ୍ରୁଗୃହନୀଲକଞ୍ଚିରନେକବିଶ୍ଵାମଧିଲଭ୍ୟ ପ୍ରମାତ୍ ।

ତାହାତେଓ ବିଶ୍ଵିତ ହଇବାର କିଛୁଇ ନାଟ ।

ମାମୁରେର ସଙ୍ଗେ ମଯୁରେର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖା ଗେଲେଓ ବାନ୍ଧବ ପକ୍ଷିଜୀବନେର
କୋନଓ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମହାକବିବର୍ଣ୍ଣିତ ମଯୁରଟିତେ ଲକ୍ଷିତ ହୟ ନାଇ ଇହା
ପକ୍ଷିତବ୍ରେର ଦିକ ହଇତେ ଆଲୋଚନା କରିଯା ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ।

ମଯୁରେର ରୂପବର୍ଣ୍ଣନାୟ “ଶୁକ୍ଳାପାଞ୍ଚ”, “ନୀଲକଞ୍ଚ” ଆଖ୍ୟାଦୟରେ ସାର୍ଥକତା
କି ତୃତୀୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ଵଦ ଆଲୋଚନା ମେଘଦୂତପ୍ରସଙ୍ଗେ * କରିଯାଛି । ଏଇ
ଆଖ୍ୟାଦୟର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିଯା ନିଶ୍ଚଯକାପେ ଆମରା ତାହାର ଜ୍ଞାତିବିଚାର
କରିତେ ପାରିଯାଛି । ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗେର ପୁନରୁଥାପନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନା ।

* ୪୦-୪୧ ପୃଷ୍ଠା ଛଟ୍ଟୟ ।

ମୟୁର, ଶୃଷ୍ଟ ଓ କୁରୁକୀ

ମୟୁରକେ ଛାଡ଼ିଯା ଶୃଷ୍ଟର କଥା ପାଡ଼ା ଯାକ । ବିକ୍ରମୋର୍ବନୀ ନାଟକେ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ ହଇଯାଛେ ତାହା ପାଠକମଙ୍କେ ଉପଶ୍ରାପିତ କରା ଆବଶ୍ୟକ ।

ହଜୀ ହଜୀ । ସ୍ଵର୍ଗୀ ତଳାବେନ୍ତପିଧାଣ୍ ଶିକ୍ଷ୍ୱଦିଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ରମାଣୀୟ ଅନ୍ତରାଧିରହିଦେଣ ମୋଲିରୁଅଣାପ ଯୋହଦୀ ମଣୀ ଆମିସସଙ୍କ୍ଷିଣୀ ଗିର୍ଦେଣ ଆକିଙ୍କିତୋ ।

* * *

ରାଜା—ବୈଧକ ବୈଧକ,

ଆତମନୌ ଧଧମାହର୍ତ୍ତା କଥାସୌ ବିହଗତସ୍ଫରଃ ।

ଯେନ ତତ୍ପଥମଂ ସ୍ଲେଯଂ ଗୋମୁରେଷ ଗୃହେ ଛତମ ॥

କିରାତ:—ଏସୋ ଅମାମୁହଳମାହେମସୁରେଣ ମଣିଣୀ ଅଗ୍ନରଜଅନ୍ତରେ
ବିଶ୍ଵ ଆଚ୍ଚାସଂ ଭମଦି ।

ରାଜା—ଏତ୍ୟାମ୍ବେନମ ।

ଅସୌ ମୁଖାଲମ୍ବିତହେମସୁରଂ
ବିଶ୍ଵନମ୍ବିଣୀ ମଣଡଳଶୀପ୍ରଚାରଃ ।
ଅଳାତଚକପ୍ରତିମଂ ବିହଜୁ-
ସତଦ୍ରାଗଲେଖାବଲ୍ୟଂ ତନୋତି ॥

କଥ୍ୟ । କିଂ ଖଲ୍ୟତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ ।

ବିଦୁଷକ:—(ଉପେତ୍ୟ ।) ଭୋ:, ଅଳଂ ଏତଥ ଘଣାପ । ଅଷରାହୀ
ସାସଣୀଆଁ

नार्टकाचलौ

राजा—सम्यगाह भवान् । धनुर्धनुस्तावत् ।

परिजनः—जं भट्ठा आणवेदि । (इति निष्कान्तः ।)

राजा—न हृष्यते हि विहगाधमः ।

विदूषकः—इदोइदो दक्षिणांतरेण चलिदो सङ्गिहदासो ।

राजा—(हष्टा ।) इदानीं

प्रभापद्मवितेनासौ करोति मणिना खगः ।

आशोकस्तवकेनेव विद्वाखस्यावतंसकम् ॥

यवनी—(धनुर्हस्ता प्रविष्ट्य ।) भट्ठा, एवं ससरं चावम् ।

राजा—किमिदानीं धनुषा । बाणपथातीतः कव्यभोजनः ।

तथाहि ।

आभाति मणिविशेषो दूरमिदानीं पतञ्जिणा नीतः ।

नक्तमिव लोहिताङ्गः परुषघनच्छेषसंपृक्तः ॥

आर्य लातव्य ।

कञ्जुकी—आहापयतु देषः ।

राजा—मद्वचनादुच्यन्तां नागरिकाः सायं निवासवृक्षाप्रे विच्चीयतां
विहगाधमः ।

* * *

कञ्जुकी—जयति जयति देषः ।

अनेन निर्भिजतनुः स वध्यो ।

रोचेण ते मार्गणातां गतेन ।

प्राप्तापराधोचितमन्तरीक्षा-

त्समौलिरकः पतितः पतनी ॥

गङ्गूल, शैक्षणिकी

* * *

कञ्जुकी—नामाङ्कितो दृश्यते । नात मे वर्णविभावसदा दृष्टः ।
राजा—तदुपर्लेखय शरं यावन्निरूपयामि ।

* * *

(वाचयति ।)

उर्ध्वशीसंभवस्यायमैलसूनोर्धनुष्मतः ।
कुमारस्यायुषो वाणः संहर्ता द्विषदायुषाम् ॥
विदूषकः—दिहित्रा संताणेण वडुदि महाराष्ट्रो ।

* * *

कञ्जुकी—(प्रविश्य ।) जयति जयति देवः । देव, व्यथनाश-
मात्कुमारं गृहीत्वा तापसी संप्राप्ता देवं द्रष्टुमिञ्छति ।
राजा—उभयमप्यविलम्बितं प्रवेशय ।

* * *

तापसी—महाराष्ट्र, सोमवंसं धारश्चन्तो होहि । (आत्मगतम् ।)
मो, अणाचक्षिदो वि विगणादो एव तस्स रायसिण आउसो
अ ओरत्सो संबन्धो । (प्रकाशम् ।) जाद, पणम गुरुम् ।
(कुमारो वायगर्भमञ्जिलिं बद्धा प्रणमति ।)

राजा—वत्स, आयुष्मान्मव ।

* * *

राजा—मगदति, किमागमनप्रयोजनम् ।

तापसी—सुणाकु महाराष्ट्रो । एसो दीहाऊ आऊ जावमेतो
एव उव्वसीय किंवि यिमित्तमवेक्षणम् मम हृत्ये णासीकिदो ।

ନାଟକାଖଳୀ

ଜେ ଖତିଅରସ୍ତ କୁଲୀଶସ୍ତ ଜାଦକମାଦିବିହାନଂ ତଂ ସେ ତତ୍ତ୍ଵଭବଦା ଘବ-
ଶେଷ ସନ୍ତ୍ଵନ୍ତ ଅଗ୍ନିଦ୍ଵିଦମ୍ । ଗିହୀଦିବିଜ୍ଞୋ ଧଗୁବୈଦେ ଅ ବିଣୀଦୋ ।

ରାଜା—ସନାଥ: ଖମ୍ବ ସଂଘୃତ: ।

ତାପସୀ—ଆଜ ଫୁଲସମିଧକୁସଣିମିତ୍ ଇସିକୁମାର୍ଯ୍ୟହିଁ ସହ
ଗଦେଣ ଇମଣା ଅସ୍ସମବାସବିହଙ୍ଗ ସମାଅରିଦମ୍ ।

ବିଦୂଷକ:—କଥଂ ବିଗ୍ରହ ।

ତାପସୀ—ଗହିଦାମିସୋ କିଲ ଗିଜ୍ଞୋ ଅସ୍ସମପାଦବସିହରେ ଶିଲୀ-
ଅମାଣ୍ଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀକିନ୍ତୋ ବାଣସ୍ତ ।

ନାଟକେର ପଥମ ଅକ୍ଷ ହଟିତେ ଉନ୍ଦ୍ରତ ଘଟନାଟି ଅମୁଖାବନ କରିଲେ
ଦେଖା ଯାଏ, ଯେ ମଣିଟି ଉର୍ବଣୀପୂରୁରବାର ମିଳନ ଘଟାଇଯାଇଲି, ରାଜା
ତାହାର ବେଶ ରଚନାକାଳେ ସେଇ ମଣିଟି ରକ୍ତତାଲବୁନ୍ତେ ଆଛାଦିତ କରିଯା
ରାଖିଯାଇଲେନ ; ତାହା ଆମିଷଭ୍ରମେ ଏକଟା ଗୁରୁ ସହସା ଆକର୍ଷଣପୂର୍ବକ
ଲହିଯା ପ୍ରଶାନ କରିଲ । ବିଷମ ଗୋଲ ଉପସ୍ଥିତ । ରାଜା ଅଛିର
ହଇଯା ଉଠିଲେନ ଏବଂ ବଲିଲେନ,—“ମେଇ ବିହଗତକ୍ଷରେର ଅମୁସଙ୍କାନ କର ;
ଉଚ୍ଚେ ଅଦ୍ଭୁରେ ମୁଖାଗ୍ରେ ଚକ୍ରପୁଟେ ଅଳନ୍ତ ମଣିଟି ଲହିଯା ମେ ଯେ ମଣ୍ଡଳ-
ଶୀଘ୍ରଚାର ଅବଶ୍ୟ ଉଡ଼ିତେଛେ, ତାହାକେ ଦୁଗୁପ୍ରଦାନ କରାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,
ପ୍ରଥମେଇ ସଥନ ମେ ରଙ୍ଗକେର ଗୁହେ ଚୁରି କରିଲ । ଐ ଯେ ବିହଗାଧମ
ଦକ୍ଷିଣ ଦିକେ ଚଲିଯା ଯାଇତେଛେ ; ମଣିର ପ୍ରଭାୟ ତାହାର କାନ୍ତି
ଭାସ୍ଵର ହଇଯା ଉଠିଯାଇଛେ, ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ଦୀପ୍ତ ଓଜ୍ଜଳ୍ୟ ଯେନ ବୋଧ
ହଇତେଛେ ଅଶୋକସ୍ତବକଣ୍ଠେ ଦିଗନ୍ତନାର କର୍ତ୍ତ୍ଵବ୍ୟ ରଚିତ ହଇଯାଇଛେ ।
ଐ ଦେଖ ! କ୍ରୟାତୋଜନ ଗୁରୁ ବାଣପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଲ । ଏଥନ ଆର
ଶରାସନ ଲହିଯା ଫଳ କି ?” ତିନି ନାଗରିକଗଣେର ପ୍ରତି ଆଦେଶ

ମସ୍ତୁର, ଗୃହ ଓ କୁରାରୀ

ଦିଲେନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ଯେନ ତ୍ରୀ ବିହଗାଧମେର ନିବାସବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥେଣ କରା ହୁଏ । ଅଚିରେ ସହସା ଶରବିଦ୍ଧ ହଇଯା ଶିରୋରଙ୍ଗେର ସହିତ ବିହଗତକ୍ଷର ଭୂମିତେ ନିପତିତ ହଇଲ । ଶର ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ଦେଖା ଗେଲ ଇହ ଉର୍ବଣୀପୁରୁରବାର ପୁତ୍ର “ଆୟୁଃ” ନାମାଙ୍କିତ । ବିଶ୍ୱଯେର ସୀମା ରହିଲ ନା । ଉର୍ବଣୀ ଯେ ଜନନୀ ହଇଯାଛେନ ଇହ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦିତ । ଏମନ ସମୟେ ମହିର ଚାବନେର ଆଶ୍ରମ ହଇତେ ଏକଜନ ତାପସୀ କୁମାରେର ହାତ ଧରିଯା ରାଜାର ନିକଟ ଆସିଲେନ । ପରିଚ୍ୟାନ୍ତେ ରାଜା ବୁଝିତେ ପାରିଲେନ ଯେ ଏହି ବାଲକଟି ଆଶ୍ରମ ପାଦପଶିଥରେ ନିଲୀୟମାନ ଗୃହକେ ଭୂମିତଳେ ପାତିତ କରିଯା ଆଶ୍ରମେର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିଯାଛେ ବଲିଯା ତାହାକେ ରାଜସମୀକ୍ଷାପେ ପ୍ରେରଣ କରା ହଇଯାଛେ ।

ନାଟ୍ୟାଲ୍ଲିଖିତ ବିବରଣେ ଆମରା ଗୃହେର ପରିଚ୍ୟ ପାଇତେଛି ଯେ ଆମିଷଭାଗେ ସେ ମଣିଟିକେ ସହସା ଆକର୍ଷଣ କରିଯା ଲାଇଯା ଗେଲ ; ଆକାଶେ ସଥନ ତାହାକେ ଉଡ଼ିଯା ବେଡ଼ାଟିତେ ଦେଖା ଗେଲ ତଥନ ତାହାର ମୁଖାଟେ ସେଇ ମଣିସଂଲଗ୍ନ ହେମମୂତ୍ର ଝୁଲିତେଛିଲ । ତାହାର ଉଂପତନ-ଭଙ୍ଗୀର ବିବୃତି ପାଓୟା ଯାଯ,—“ମଣ୍ଡଲଶୀଅଚାର” ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଲାକାରେ ଭ୍ରତବିଚରଣଶୀଳ । ମହାକବିର ଏହି ଚିତ୍ରେ ଗୃହେର ଯେ ଉଂପତନ ଆମରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିତେଛି ପୂର୍ବେ ତାହା ଆମାଦେର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । ବନ୍ଦୁବଂଶକୁମାରମୟେର ସମରାବେଷନେ ପରୋକ୍ଷ ଗୃହେର ଉଂପତନେର ସନ୍ଧାନ ଆମରା ପାଇୟାଛିଲାମ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଥନ ନାଟକଚିତ୍ରେ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମାଦେର ନୟନପଥେ ପାତିତ ହଇଲ ତାହାତେ ବିହଙ୍ଗଟାର ବିଚରଣପ୍ରୟାସ ଓ ଉଡ଼ିବାର ଭଙ୍ଗୀ ବିଶେଷକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରା ଯାଇତେଛେ । ପଞ୍ଜିତ୍ସୁଦ୍‌ବିଦେଶ *

* EHA., The Common Birds of Bombay (Second Edition), p. 13.

নাটকাবলী

পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ইহা অনায়াসে মিলাইয়া লওয়া যায়,—
“For hours together they will sail in circles, or rather in spirals, without the slightest motion of their wings, beyond trimming them to the wind, like the sails of a boat.” মিঃ ফিন * এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উন্নত হইল—
“You may sometimes see a pair of these Vultures flap heavily from the ground * * into a tree, and presently launch themselves upon the air. Just a flap or two of their wide pinions and then a long glide * *. And so the soaring flight continues in widening circles ever higher and higher, with no visible movement of the wings, until the huge birds are mere specks in the far blue sky, where they will float, motionless as ever but always circling widely, for hours apparently.” ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদ্গণের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মাটোলিখিত বিবরণের মিল আছে একথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইলেও, মহাকবিবর্ণিত গৃহকে নিশ্চয়রূপে Vulture বলিয়া সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে আলোচনা আবশ্যিক। নাটক-চিত্রে আমরা যে পাখীটার চৌর্যবৃত্তির সন্ধান পাইতেছি,

* Finn. F., and Robinson, E. Kay, Birds of our Country, Vol. II, p. 508.

ମୟୁର, ଗୁଡ଼ ଓ କୁରାରୀ

ତାଳବୃକ୍ଷାଚାନ୍ଦିତ ଯେ ମଣିଟି ଆମିଷଭାବେ ଆକର୍ଷଣ କରିଯା ଲଈଯା ପଲାଇବାର ନିମିତ୍ତ ‘ବିହଙ୍ଗତକ୍ଷର’, ‘ବିହଗାଧମ’ ପ୍ରଭୃତି ଆଖ୍ୟା ତାହାର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରା ହିଁଯାଛେ, ତାହାକେ ‘କ୍ରବ୍ୟଭୋଜନ’ ବଲିଯା ସମ୍ବେଦନେ ଯେ ବିହଙ୍ଗସ୍ଵଭାବେର ପରିଚୟ ପାଓଯା ଯାଏ—ଏହି ସମସ୍ତ ବିଚାର କରିଯା ତାହାର ସ୍ଵରୂପନିର୍ଣ୍ଣୟେର ଚେଷ୍ଟା କରା ଯାକ । ପ୍ରଥମତଃ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ Vulture ବିହଙ୍ଗ କୋନେ ବସ୍ତ ଭୂମି ହିଁତେ ଏଇକ୍ଲପ ଅପହରଣ କରିଯା ଶ୍ଥାନାନ୍ତରେ ଲଈଯା ଯାଏ କିନା, ଏବଂ ଯଦିଚ ତାହାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଥାକେ, ତବେ କି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ବସ୍ତ ମେ ଶ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିତେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଚଢୁପୁଟେ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ଅଥବା ପଦନଥର ସାହାଯ୍ୟେ । ନାଟକେର ବିବରଣେ ମାତ୍ର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ଯାଏ ଯେ ଗୁଡ଼ ମଣିଟି ଆକୃଷିତ କରିଯା ଲଈଯା ଗେଲ; ଚଢୁପୁଟେ ଅଥବା ପଦାନ୍ତଲିର ସାହାଯ୍ୟେ ଏହି ଅପହରଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହଇଲ କି ନା ତୁସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ ନାହିଁ, ତବେ ଯଥନ ଅବସହିତ ପରେ ଉର୍କେ ଆକାଶେ ଗୁଡ଼କେ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଗେଲ ତଥନ ଅପର୍ହତ ମଣିଟି ହେମମୃତ ସହିତ ତାହାର ଅଗ୍ରମୁଖେ ଅର୍ଥାଏ ଚଢୁପୁଟେ ସଂଲଗ୍ନ ଛିଲ ଏଇକ୍ଲପ ବିବୃତି ହିଁଯାଛେ । ପକ୍ଷିତତ୍ତ୍ଵବିଂ ତାହାର ସଭାବ ଯତ୍ନୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଯାଛେ ତାହାତେ ଜ୍ଞାନ ଗିଯାଛେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ପାଯେର ସାହାଯ୍ୟେ କୋନେ ଦ୍ରବ୍ୟ Vulture ବିହଙ୍ଗ ବହନ କରେ ନା; ଏମନ କି ଶାବକେର ଆହାରାର୍ଥ କୋନେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତ ପାଯେର ଅଥବା ଟୋଟେର ସାହାଯ୍ୟେ ମେ ବହନ କରିଯା ଆନନ୍ଦନ କରେ ନା; ଆମିଷଭାବେ ଅଥବା ଅଶ୍ଵ କୋନେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତ ଗଲାଧଃକରଣ କରିଯା ମେ ଶ୍ଵୀଯ ନୌଡ଼େ ଉଡ଼ିଯା ଆମେ ଏବଂ ଉଦ୍‌ଗାର କରିଯା ଶାବକେର ଆହାର ଯୋଗାଯ । ତବେ ଚଢୁପୁଟେ Vulture ବିହଙ୍ଗ

ନାଟକାବଳୀ

ଯେ କୋନ ଦ୍ରୟାଇ ବହନ କରେ ନା ଏମନ ନହେ । ବଞ୍ଚତଃ ଦେଖା ଯାଯେ
ଯେ ତାହାର ନୀଡ଼ରଚନାର ସାମଗ୍ରୀ (ସୁକ୍ଷମାଖାଦି) ମେ ଠୋଟେ କରିଯା
ବହନ କରେ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପଞ୍ଜିତସ୍ବବିଂ * ଲିଖିଯାଛେ—“And
indeed I never saw a vulture carrying food, or any-
thing else, except a stick for its nest, and that
in its beak.” ନାଟକଚିତ୍ରେ ଗୃଧ୍ରମୁଖାଗ୍ରେ ଅପର୍ହତ ମଣିଟିର ଦୃଶ୍ୟ
ଆମାଦେର ଚୋଥେ ପଡ଼େ ; ପାଖୀଟାର ପାଯେର ସାହାଯ୍ୟେ ସେଇ ମଣି ଧୂତ
ହଇଯାଛିଲ କି ନା କାଲିଦାସ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ ନାହିଁ । ଅତେବା
ପାଯେର ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଯା ଆମାଦେର ମନେ ଦ୍ଵିଧା ଉତ୍ପାଦନ
କରେ ନା । ତବେ ଯେ ଆମିଷଭାବେ ଗୃଧ୍ର ମଣିଟି ଅପହରଣ କରିଲ
ନାଟକମଧ୍ୟେ ଏଇରୂପ ଉଲ୍ଲେଖ ହଇଯାଛେ ତେବେବେ ଆମାଦେର ମନେ କିଞ୍ଚିଂ
ସଂଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ହିତେ ପାରେ, ଯେହେତୁ Vulture ବିହଙ୍ଗକେ ସାଧାରଣତଃ
ଆହାର୍ୟ ବଞ୍ଚ ବହନ କରିତେ ପଞ୍ଜିତସ୍ବବିଂ ଦେଖେନ ନାହିଁ । ବାନ୍ଧବିକ
କିନ୍ତୁ ମଣିଟିକେ ଗୃଧ୍ର ଯେ ଆମିଷ ମନେ କରିଯା ଅପହରଣ
କରିଯାଛିଲ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟ କୋନଓ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟେ ତାହା ଆକୃଷି କରିଯା
ଦେଇଯା ଗିଯାଛିଲ ତାହାର ସଙ୍କାନ ନାଟକମଧ୍ୟେ କିରପ ପାଣ୍ଡୀ ବିଚାର
କରିଯା ଦେଖା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୃଧ୍ର କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଅପହରଣ କାର୍ଯ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଯେ ନେପଥ୍ୟଧର୍ମନି ଶୋନା ଗେଲ ତମାଧ୍ୟେ “ଆମିଷକ୍ଷିନା” ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ
ହଇଲ । ଗୃଧ୍ରଟି ଯେ ସହସା ଏଇରୂପ କରିଲ ତାହା ଆମିଷଭାବେ ଏଇ
ଅଭୂମାନ କରିଯା ସାଧାରଣେର ଅବଗତିର ଜନ୍ମ ସେଇ ନେପଥ୍ୟଧର୍ମନି
ଉଚ୍ଚାରିତ ହଇଲ । ଆମିଷଭାବ ବ୍ୟତୀତ ପାଖୀଟାର ଚୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୟ

* EHA, The Common Birds of Bombay, Second Edition, p. 13.

ମୟୁର, ଗୃହ ଓ କୁରାଣୀ

ସାଧାରଣେ ମନେ ଏଇକଥିଅମୁମାନ ସ୍ଵାଭାବିକ । ତାଇ ମେଇ ଅମୁମାନେର ବଶେ ପାଖୀଟାର ମଣି-ଅପହରଣ ସଂବାଦ ପ୍ରେଚାରେର ସମୟ “ଆମିଷଶଙ୍କିଳା” ବାକ୍ୟ ସ୍ଵତଃ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଇଯାଛିଲ ଇହା ପାଠକ ସହଜେ ବୁଝିତେ ପାରିବେନ । ନାଟକେର ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ବିବରଣ ପାଠ କରିଯା କିନ୍ତୁ ଏମନ କୋନ ସନ୍ଧାନ ଆମରା ପାଇ ନା ଯେ ଗୃହ ମେଇ ମଣିଟିକେ ଖାଚିହିସାବେ ଗଣ୍ୟ କରିତେ ଯଜ୍ଞବାନ ହିଁଲ । ଅତଏବ ଉଲ୍ଲିଖିତ ନେପଥ୍ୟକ୍ଷଣି ଯେ ଅହେତୁକ ଅମୁମାନ ମାତ୍ର ତାହା ବୁଝା ଯାଯ, କିନ୍ତୁ ଏକଥିଅମୁମାନ ବୁଝା ଗେଲେଓ ଆମାଦେର ମନେହତଙ୍କନ ହୟ ନା । ଆମରା ଯଦିଓ ବୁଝି ଅପର୍ଦ୍ଦତ ବସ୍ତ୍ର ଗୃହେର ନିକଟ ଆମିଷ ଗଣ୍ୟ ହୟ ନାହିଁ, ତାହାର ଏହି ଆଚରଣେର ହେତୁ ନିର୍ଣ୍ୟ ଏକଟା ସମଶ୍ଵା ଦୀଡ଼ାଇୟା ଯାଯ । କି ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ତବେ ମେ ମଣିଟି ଅପହରଣ କରିଲ ? ଆକାଶେ ଉଡ଼ିଯମାନ ଥାକିଯାଓ ମେ ତାହାର ଆମତ୍ୟାଗ କରିଲ ନା । ନାଟକେର ବିବରଣ ପାଠ କରିଯା ଦେଖା ଯାଯ ଯେ ଏହି ବିହିତେ ନିବାସବୃକ୍ଷେର ସନ୍ଧାନ କରିବାର ଜଣ୍ଯ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦିଲେନ । ମେଇ ନିବାସବୃକ୍ଷେର ଅମୁମକ୍ଷାନ ସନ୍ଧାୟ କରିତେ ହଟିବେ । ନାଟ୍ୟାଲ୍ଲିଖିତ ଗୃହେର ନିବାସବୃକ୍ଷେର ସଙ୍ଗେ ମେଇ ଅପର୍ଦ୍ଦତ ବସ୍ତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛୁ ଆଛେ କି ? ନା ଥାକିଲେ ରାଜାର ଐରାପ ଆଦେଶ କେନ ହଟିଲ ? ନିବାସବୃକ୍ଷେର ଅର୍ଥ କି ? ଗୃହ୍ଜୀବନେ ଇହାର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟାଜନୀୟତା ? ମତ୍ୟସତ୍ୟଇ କି ଗୃହ ତାହାର ନିବାସବୃକ୍ଷେ କୋନଓ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିଯା ଲାଇୟା ଯାଯ ? ନିବାସବୃକ୍ଷେର ତାଂପର୍ୟ ପକ୍ଷିତସ୍ତିଜ୍ଞାମାର ଦିକ ହିତେ Vulture ସମ୍ପର୍କେ ଯାହା ଜାନା ଗିଯାଛେ ତାହାତେ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ କୋନ କୋନ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷେର ଉପରେ ପ୍ରାୟଟ ମେ କରେକଟା ଜ୍ଞାତିର ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ରାମ କରେ । ଦିନେର ବେଳାଯ ଆହାରାନ୍ତେ (Vulturo

ନାଟକାବଳୀ

ବିହଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦଭୁକ୍ ଏବଂ ମୃତଦେହ ପାଇଲେ ଆକଷ୍ଟ ଉଦରପୃତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ତାହାର ଭୋଜନ ଶେଷ ହୁଯ ନା) ତାହାର ଏହିକଥା ବିଶ୍ଵାମ ଅନିବାର୍ୟ । ଅତେବ ନିବାସବୁକ୍ ଅର୍ଥେ ତାହାର resting place ଅର୍ଥାଏ ବିଶ୍ଵାମକ୍ଷାନ ବୁଝାଯ । କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିଯାପନେର ନିମିତ୍ତରେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିବାସବୁକ୍ ଥାକେ, ତାହା ତାହାର roosting place । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରେ resting place ଏବଂ roosting place ଏକଟି, କୋନେବେଳେ ବୁକ୍କେର ଆଶ୍ରଯେ ହଇଯା ଥାକେ ; ଅଭ୍ୟାସ ମତ ଆହାରାମ୍ଭେ ଅର୍ଥବା ରାତ୍ରିଯାପନେର ଜୟ କଯେକଟା ସଙ୍ଗୀ ସହ ପୁନଃପୁନଃ ତାହାକେ ଏହି ନିବାସବୁକ୍କେର ଶରଣ ଲାଇତେ ହୁଯ । ତାହାର ନୌଡ଼ରଚନାର ଜୟ କିନ୍ତୁ Vulture ଯେ ସମସ୍ତ ବୁକ୍ ବାହିଯା ଲୟ ତାହାଦିଗକେବେଳେ ନିବାସବୁକ୍ ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ; ଏହି ନିବାସବୁକ୍କେ ତାହାର ନୌଡ଼ରଚନାର ସାମଗ୍ରୀ ଚଞ୍ଚପୁଟେ ତାହାକେ ପୁନଃପୁନଃ ବହନ କରିତେ ହୁଯ ; ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଇଲେ ତାହାର ଏହି ବୁକ୍ ରାତ୍ରିଯାପନ ଅବଶ୍ୟକାବୀ । ଅତେବ ଇହା ତାହାର nesting place ହଇଲେଓ roosting place ବଟେ । ଅପର୍ହତ ମଣିଟିର ଥୋରେ ନିବାସବୁକ୍କେର କଥା ନାଟକେ ତୋଳା ହଇଯାଛେ । ବାସ୍ତବିକ କି Vulture ବିହଙ୍ଗେର ସ୍ଵଭାବ ଦେଖା ଗିଯାଛେ ଯେ ନିବାସବୁକ୍କେ ସେ କୋନେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହନ କରିଯା ଲାଇଯା ଯାଯ ? ଇତଃପୂର୍ବେ ତାହାର ନୌଡ଼ରଚନାର ଚେଷ୍ଟାଯ ଉପକରଣସାମଗ୍ରୀ ଚଞ୍ଚପୁଟେ ଆହରଣେର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଛି । ଏଥିନ ବିଚାର୍ୟ ଏହି ଯେ ନାଟ୍ୟାଲ୍ଲିଖିତ ହେମଶୁଦ୍ରସମ୍ବଲିତ ମଣିଟି ତାହାର ନୌଡ଼ରଚନାର ଉପକରଣ ହିସାବେ ଗଣ୍ୟ ହଇଯା ଅପର୍ହତ ହଇଯାଛିଲ କି ନା । ସାଧାରଣତଃ ବୁକ୍କଶାଖାର ସାହାଯ୍ୟ ବିହଙ୍ଗେର ନୌଡ଼ ରଚିତ ହୁଯ । ଅତେବ କିନ୍ନିପେ ମେଇ ମଣି

ମୟୁର, ଗୃଷ୍ଣ ଓ କୁରରୀ

ଗୃଷ୍ଣର ଚକ୍ର ସ୍ଵକ୍ଷଶାଖାର ଶାଯ ପ୍ରତିଭାତ ହଇତେ ପାରେ ? ତବେ କି ସ୍ଵକ୍ଷଶାଖା ଛାଡ଼ାଓ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟେ ତାହାର ନୀଡ଼ ରଚିତ ହୟ ? ଏହି ଭାଷ୍ଵର ମଣିଟି କି ମେଇ ହିସାବେ ଗୃଷ୍ଣ କର୍ତ୍ତକ ଆକୃଷ୍ଟ ହଇଯାଇଲି ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବଳା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ Vultureବିଶେଷେ ନୀଡ଼ରଚନାକରେ ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚିତସ୍ତବିଦେର ନୟନଗୋଚର ହଇଯାଇଛେ । ତେଣୁଥିଲେ ମିଂ ଫିନ୍ * ସବିଷ୍ଟାରେ ଲିଖିଯାଇଛେ—It builds its nest * * usually lining it with rags which it picks up in the course of its investigations among rubbish-heaps. Sometimes, however, it takes advantage for this purpose of a semi-religious practice of native travellers in India to hang strips of their garments upon certain trees which are well-known land-marks on their route. These trees consequently become adorned with a collection of many-coloured rags, and the Neophron comes thither for material to upholster its nest withal ; and, according to the well-known Indian ornithologist, Mr. A. O. Hume, the rags of various colours are sometimes laid out neatly in the nest, ‘as if a deliberate attempt had been made to please the eye.’ If this were so, the detested Neophron of India would deserve

* Finn, F., and Robinson, E. Kay, Birds of our Country, Vol. II, p. 504.

ନାଟକାବଳୀ

to be classed with the Bower-Birds of Australia for its aesthetic sense—rather an uplift for this ‘base and degrading object!’ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷିଜୀବନେର ଦିକ୍
ହିଟେ ପକ୍ଷିତସ୍ତବିଦେର ଯେ ସାଙ୍ଗ୍ୟ ପାଓୟା ଗେଲ ତାହାତେ ନାଟକବର୍ଣ୍ଣିତ
ବିହଙ୍ଗଟିର ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ବିଶେଷକାପେ ହୁଦ୍ୟନ୍ତମ ହୟ । Vulture
ବିଶେଷେର ସ୍ଵଭାବେର ଯେ ପରିଚୟ ଆମରା ପାଇଲାମ ତାହାତେ ବୁଝା
ଗେଲ ଯେ ତାହାର ଭାସ୍ତର ପଦାର୍ଥେର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଇବାର ସଂଭାବନା
ଆଛେ । ନାନା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବନ୍ଧୁଖଣ୍ଡ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ସେ ନୌଡ଼ରଚନାମାନସେ
ଅପହରଣ କରିତେ ଉତ୍ତତ ହୟ ତାହା ନହେ, ତାହାର ନୌଡ଼ାଧାରକାପେ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିବାସବୃକ୍ଷେର ଅମୁସନ୍ଧାନ କରିଯା ପକ୍ଷିତସ୍ତବିଂ ଆରା ଅନେକ
ଅପହରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯାଛେ । ମିଃ ଲେଗ * ଲିଖିଯାଛେ—“The
spots chosen by this bird to nest in are * * in
the upper branches of large trees in the vicinity
of houses. The nests are described by various
writers as untidy, rather loosely-put-together
structures of sticks and large twigs, with but a
slight depression in the centre, which is lined with
rags, pieces of cloth, wool, and the many suitable
substances to be found about human dwellings.
Mr. Hume found nests entirely lined with human
hair * * .” ଏଥିର ପାଠକ ବୁଝିତେ ପାରିବେନ ଅପହରଣ ମଣିଟିର

* A History of the Birds of Ceylon (1880), pp. 3-4.

ମୟୁର, ଗୃହ ଓ କୁରାଣୀ

ଖୋଜେ ନିବାସବଳ୍କେର ଅମୁସନ୍ଧାନେର ଜଣ୍ଡ କୋନ କଥା ଉଠିଲେ ତାହା ସହସା ଅବାନ୍ତର ବଲିଯା ଉଡ଼ାଇଯା ଦେଓୟା ଚଲେ ନା ।

ତାହାର ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତିର ଜଣ୍ଡ ‘ବିହଗତକ୍ଷର’ ଆଖ୍ୟା ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀ ନାଟକେ ପାଓୟା ଯାଏ; ଆରା ଯେ କଣ୍ଠି ଆଖ୍ୟା ପାଓୟା ଯାଏ,— ‘ବିହଗାଧମ’, ‘ଶକୁନିହତାଶ’,—ମେଇ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନେର ତାଂପର୍ୟ ଆମରା ବୁଝିତେ ପାରି ଯଥନ ପାଖିଟାର ଶାରୀରିକ ଗର୍ଭ ଏବଂ ତାହାର ଦେହବିନିର୍ଗତ ସହଜ ଦୁର୍ଗର୍ଭ ଆମାଦେର ନେତ୍ର ଓ ଆଗପଥବର୍ତ୍ତୀ ହୟ । ପକ୍ଷିତ୍ୱବିଦ୍ୱାୟ * ତାହାର ସାଙ୍କ୍ଷ ଦେନ—“On the ground Vultures are clumsy, heavy, and ungainly, as foul in aspect as in smell; but on the wing no bird has a grander and more powerful flight * * .” ସାଧାରଣ ଗୃହେର ପରିଚୟ ଏହିରୂପ ହୟ ବଟେ, ପୂର୍ବେ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହେର ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ମିଃ ଫିଲ୍-ଏର ଉତ୍କଳ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହଇଯାଛେ ତାହାର ପରିଚିଯେ ଓ ‘base and degrading object’ ବାକ୍ୟପ୍ରୟୋଗ ଦେଖା ଗିଯାଛେ । ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଶେଷ କରିଯା ମିଃ ଡେଓୟାର † ଲିଖିଯାଇଛନ—there can be no two opinions as to which is the ugliest bird in the world. This proud distinction, I submit, indubitably belongs to the white scavenger vulture

* Blanford, W. T., The Fauna of British India, Birds, Vol. III (1895), p. 316.

† Bombay Ducks (1906), p. 277.

ନାଟକାବଳୀ

(*Neophron ginginianus*), better known as ‘Pharaoh’s chicken.’ Naturalists vie with one another in calling the creature names. ‘Eha’ stigmatises it as ‘that foul bird.’

এখন এই বিহগাধম গৃহের স্বরূপনির্ণয় বোধ করি পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে। নাট্যালিখিত ‘ক্রব্যভোজন’ সংজ্ঞায় যাহার আহার্যের সন্ধান আমরা পাই, তাহার ভোজনের রীতি সম্বন্ধেও কালিদাস তাহার শকুন্তলানাটকে আভাস দিয়াছেন,—

ନିଜବଳୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମୁହଁ ବା ଦୁକିଜନାହିଁ ।

গৃহের সেই ভোজনব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্বরূপনির্ণয় আরও সহজসাধ্য হয়। নাটকের ষষ্ঠি অঙ্কে রাজপুরুষের মুখে ঐরূপ উক্তি হইয়াছে; চোরসন্দেহে ধীবরকে গ্রেফ্তার করিয়া তয় দেখান হইতেছে—“তুই গৃଧবলি হইবি অথবা কুকুরের মুখে যাইবি।” ‘গৃଧবলি’ যে বাস্তবিকই ভৌতিকসূচক, একটা নিতান্ত মৃশংস ব্যাপার তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। পূর্বে রঘুবংশকুমারসন্তবপ্রসঙ্গে * আমরা গৃহের ভোজনরীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। এখন এসম্বন্ধে বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষদর্শনের আরও কয়েকটি পরিচয় সম্বিবেশিত করা সমীচীন মনে করি;—

“The first bird at a ‘kill’ in Western India

* ১৯১৯ পৃষ্ঠা জাটব।

ମୁହଁ, ଶ୍ରୀ ଓ କୁରାଣୀ

is usually the crow, the second the Pariah kite, and the third *Neophron ginginianus* * *. Before these birds have got far with their meal, there comes from the upper air perhaps a typical vulture (*V. monachus*), but more commonly a griffon (*G. fulvus*), or his relative, the long-billed vulture (*G. indicus*). * * These four large vultures are pretty well-matched, and can seldom drive one another away. But the *Neophrons* and kites must stand off from them. Their revenge comes with the last vulture (commonly) at dinner; a fine blackish bird with a red head and legs; *Otogyps calvus*.”*

“As interesting, though somewhat repulsive, is it to watch a number of them collected round a carcase and fighting for a position from which they can tear out a lump of flesh.”†

“Horrible beyond measure they certainly are whilst gorging over the corpse of some large

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. X, p. 506.

† Stebbing, E. P., The Diary of a Sportsman Naturalist in India (1920), p. 36.

ନାଟକାବଳୀ

animal, struggling with one another for favourable places, buffeting with their huge wings, and foully besmeared with blood and grease. When so occupied they become quite reckless in their devouring greed.”*

“In starting their meal, the eyes and other soft parts are usually attacked first, then the abdomen is pierced—a revolting sight of selfish greed.” †

ଉଦ୍‌ଧୃତ ବିବରଣ୍ପାଠେ ନାଟକୋକ୍ତ ଗୁହ୍ରବଳି ସମ୍ପର୍କେ ପାଖୀଟାର ବୀଭଂସ ଆଚରଣେର ପରିଚୟ ହୟ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵଭାବତଃ ମେ ଯେ ଭୌରୁ ତଂସମ୍ବନ୍ଧକେ କାଲିଦାସେର ମାଲବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର ନାଟକେ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖା ଯାଯ,—

ଭବଂ ପି ସୁଣ୍ୟାପରିଚରୌ ଘିନ୍ଦୋ ଆମିସଲୋତୁଷ୍ଵା ଭୀହଞ୍ଚୋ ଅ ।

ରାଜା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରେର ଦଶ ବିଦୂଷକବାକ୍ୟେ ବୁଝା ଯାଇତେଛେ । ତିନି ମାଲବିକାଦର୍ଶନମୂଳ୍କ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଧାରିଗୀର ଭୟେ ଏତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ବିଦୂଷକ ତାହାର ଅବସ୍ଥାର ବିବୃତି ଦିତେଛେ—“ଆପନି ଶୂନ୍ୟପରିଚର (ଅର୍ଥାଂ ବଧ୍ୟଭୂମିତି ବିଚରଣଶୀଳ) ଆମିଯଲୋଲୁପ ଗୃହେର ମତ ଭୌରୁ ହଇଯାଛେ ।”

ଏହି ଆମିଯଲୋଲୁପ କ୍ରବ୍ୟଭୋଜନ ବିହଙ୍ଗଟି ବାନ୍ତବିକ ଭୌରୁସ୍ବଭାବ

* Cunningham, Lt. Colonel D. D., Some Indian Friends and Acquaintances (1903), pp. 239-40.

† Meinertzhagen, Colonel R., Nicoll's Birds of Egypt, Vol. II (1930), p. 425.

ମୟୁର, ଗୃହ ଓ କୁରଙ୍ଗୀ

କି ନା ପଞ୍ଚିତବ୍ରବିଂ ତେସମ୍ବନ୍ଦେ କିରାପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେନ ତାହା ଦେଖା
ଆବଶ୍ୟକ । ଏକଜନ * ଲିଖିଯାଛେ—“Great cowards, and
will be scared off their meal by a jackal or
pariah-dog.” ଅନ୍ତର † ଲିଖିତ ହିଁଯାଛେ—“As no one
disturbs them, they are not shy, but are cowardly
birds, giving way to dogs, jackals, and even
crows. (Extract from Dr. F. Buchanan Hamilton’s
Notes on Indian Birds).”

ନାଟୋଲିଖିତ ଗୃହପ୍ରମଙ୍ଗେ ଅନେକ କଥାର ଅବତାରଣା ପଞ୍ଚିତବ୍ରର
ଦିକ ହିଁତେ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁଯାଛେ ତଜ୍ଜନ୍ଯ ଆମାଦେର ଆଲୋଚନା ସ୍ଵଦୀର୍ଘ
ହିଁଯା ପଡ଼ିଲ । ଧୈର୍ଯ୍ୟଶିଳ ପାଠକପାଠିକାର ଦୃଷ୍ଟି ଏଥିନ ଆର ଏକଟି
ବିହଙ୍ଗେର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିତେ ଚାଇ । ପୂର୍ବି ତାହାର କଥା
ଉଥାପନ କରା ହିଁଯାଛେ ବଟେ, ଏଥିନ ନାଟକେର ଉପାଥ୍ୟାନ ହିଁତେ ଯେ
ପରିଚୟ ପାଇତେ ପାରା ଯାଯ ତାହା ଲାଇୟା କିମ୍ବିଂ ଆଲୋଚନା କରିଯା
ଆମରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନୀର ଦିକ ହିଁତେ କାଲିଦାସେର ନାଟକବର୍ଣ୍ଣି
ବିହଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଦେ ଆମାଦେର ବକ୍ରବ୍ୟ ଶେୟ କରିବ । ବିକ୍ରମାର୍ବଣୀ
ନାଟକେର କୁରରୀର କଥା ପାଇତେ ଚାଇ । ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଦେ ଉପ୍ରେକ୍ଷଣ

* Meinertzhagen, Colonel R., Nicoll's Birds of Egypt, Vol. II (1930), p. 425.

† Horsfield, T., & Moore, F., A Catalogue of The Birds in the
Museum of the East India Company, Vol. I (1854), p. 3

ନାଟକାବଳୀ

ହଇଯାଛେ,—

ମୁଖ୍ୟଧାରଃ—(କଣ୍ଠ ଦଲ୍ଲା ।) ଅୟ, କିଂ ତୁ ଖଲ୍ଲ ମହିଳାପଲାନ-
ନ୍ତରମାର୍ତ୍ତନାଂ କୁର୍ରୀଣାମିଦାକାଶୀ ଶାନ୍ଦଃ ଥୁଯତେ ।

ନାଟକେର ବିବରଣେ ଦେଖା ଯାଯ ଯେ ଉର୍ବଶୀ ଅଶ୍ଵରେର ହଞ୍ଚେ ବନ୍ଦୀ
ହଇତେଛେ କି ନା ଏ ସଂବାଦ ସଥନ କେହିଁ ଅବଗତ ଛିଲେନ ନା ତଥନ
ସହସା ଆକାଶ ହଇତେ କୁରରୀର କଞ୍ଚକନିର ଘ୍ୟାଯ ଯେନ କାହାର କରଣ
ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶ୍ରୀ ହଇତେଛେ ଏହିଟୁକୁ ସୂତ୍ରଧାର ପ୍ରମୁଖାଂ ଜାନିତେ ପାରା
ଗେଲ ।

ଉନ୍ନ୍ତାଂଶ ହଇତେ କୁରରୀର ଆର୍ତ୍ତ କଞ୍ଚକର ବ୍ୟତୀତ ପାଖୀଟାର
ବିଶେଷ କିଛୁ ପରିଚଯ ପାଓଯା ଯାଯ ନା । ପୂର୍ବେଓ ରଘୁବଂଶେର ମଧ୍ୟେ
ଇହାର ପରିଚଯେ ବିଗ୍ନା କୁରରୀର ପୁନଃପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରିତ କ୍ରମନବ୍ଧନିର ସନ୍ଧାନ
ଆମରା ପାଇୟାଛିଲାମ । ନାଟକେର ବିବରଣେ ଏଥନ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ
ଏହିଟୁକୁ ଅଭିରିକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ ଲାଭ ହଇତେଛେ ଯେ ପାଖୀଟାର କରଣ ସର
ଆକାଶେ ଶୁଣା ଗେଲ । ଇହାତେ ବୁଝିତେ ହୟ ଯେ ବୋମପଥେ ଉଡ଼ିଯିମାନ
ଅବସ୍ଥାଯ ତାହାର ସେଇ କଞ୍ଚକର ଉଚ୍ଚାରିତ ହଇଯାଛିଲ ।

କୁରରୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନେ ଯେ ପରିଚଯ ପାଓଯା ଯାଯ
ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ରଘୁବଂଶେର ବିହଙ୍ଗପ୍ରସଙ୍ଗେ କରିଯାଛି ; ସେ ପରିଚଯେ
ମାତ୍ର ତାହାର ମଂସ୍ତନାଶନ ସ୍ଵଭାବେର ସନ୍ଧାନ ଆମରା ପାଇୟାଛି ।
ଅଭିଧାନୋତ୍ତ ତାହାର ଏହି ମଂସ୍ତନାଶନ ସ୍ଵଭାବ ଓ ମହାକବିବରିତ ତାହାର
ଆର୍ତ୍ତ କଞ୍ଚକରେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିଯା ତାହାକେ osprey ବିହଙ୍ଗ ବଲିଯା
ସାବ୍ୟନ୍ତ କରାଯ ଦୋଷ ଦେଖା ଯାଯ ନା ଇହା ପୂର୍ବାଲୋଚନାଯ ବଜା
ହଇଯାଛେ । ପକ୍ଷିତ୍ରବିଦେର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେର ଫଳେ ଜାନା ଯାଯ ଯେ ଜଳ

ମୟୁର, ଗୁଡ଼ ଓ କୁରାଈ

ହିତେ ଛୋ ମାରିଯା ମନ୍ତ୍ର ଶିକାର କରିଯା osprey ବିହଙ୍ଗ ଉର୍ଜି ଉଡ଼ିତେ ଉଡ଼ିତେ ଚାଂକାର କରିତେ ଥାକେ; ତଥନ ପ୍ରାୟଇ ମେଇ ମନ୍ତ୍ରେର ଲୋଭେ ଶେନବଂଶେର ଅପର ବୁଝକାଯ ବିହଙ୍ଗ ତାହାର ପଞ୍ଚାନ୍ଦାବନ କରେ ଏବଂ ଏକପ ଷ୍ଟଳେ ତାଡ଼ନାୟ ଓ ଭାସେ osprey ବିହଙ୍ଗେର ଖଣି ଉଚ୍ଚ ଆର୍ତ୍ତନାଦେ ପରିଣତ ହୟ। ଆକାଶେ ଉତ୍ପତନଶୀଳ ବିହଙ୍ଗଟାର ଚାଂକାର ଏଥନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରା ଚଲେ ଏବଂ ଟିହାର ମଧ୍ୟେ ମାଟକବର୍ଣ୍ଣିତ କୁରାଈର ଆକାଶମାର୍ଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମିଳାଇୟା ଲଟିଲେ ତାହାର ସ୍ଵରପ-ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହଜ ହିୟା ପଡ଼େ । ତାହାର ଏହି ଆର୍ତ୍ତ କଷ୍ଟକର ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଶେଷଭାବେ ଆଲୋଚନାୟ ପୂର୍ବେ ଯାହା ବଲା ହିୟାଛେ ତାହାର ପୁନର୍କର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୱକତା ନାହିଁ । ଏଥନ ସଂକ୍ଷିତ ସାହିତ୍ୟେର ସାଠାଯେ କିନ୍ତୁ କୁରାଈର ପରିଚୟ ଲହିତ କ୍ଷତି ଦେଖା ଯାଯ ନା । ପୂର୍ବାଲୋଚନାୟ ସଂକ୍ଷିତ ଅଭିଧାନେର ଉଲ୍ଲେଖ ହିୟାଛେ । ଅମରକୋମେ କୁରାଈର ନାମାନ୍ତର ବ୍ୟାତୀତ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ ନାହିଁ,—ଉତ୍କ୍ରୋଷକୁରାରୋମନୋ । ସୁର୍କ୍ଷତ୍ସଂତ୍ତାଯ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇ ଯେ କୁରର ପ୍ରସହ ବିହଙ୍ଗେବ (ଗୁଡ଼, ଶେନ, ଚିନ୍ନ ପ୍ରଭୃତି) ଅନ୍ୟତମ । ଆବାର ଉତ୍କ ଗ୍ରାହେଟ ହଂସ, ସାବମ, କାନ୍ଦମ, କାରଣ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବ ବିହଙ୍ଗଣ୍ଡିଲିର ମଧ୍ୟେ ଉତ୍କ୍ରୋଷ ନିରାଜ କରିଛେଛ । ଏଥନ ଦ୍ଵାରାଇଲ ଏହି ଯେ ଅଭିଧାନକାରେର ମତେ କୁରର ଓ ଉତ୍କ୍ରୋଷ ଏକଇ ପାଖୀ ; କୁରର କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଭାବେ ପ୍ରସହ ବିହଙ୍ଗପର୍ଯ୍ୟାୟଭ୍ରତ ହିୟା ଦେଖା ଦିତେଛେ ; ଆର ଉତ୍କ୍ରୋଷ ପ୍ରବ ବିହଙ୍ଗେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ପଢ଼କ୍ରିତେ ବସିଯା ଗିଯାଛେ । ମୋଜାନ୍ତ୍ରଜି ଦ୍ଵାରାଇଲ ଏହି ଯେ, କୁରର = ଉତ୍କ୍ରୋଷ = ପ୍ରବ ଓ ପ୍ରସହ । ପ୍ରବ ପାଖୀଶ୍ଵରି ଜାଲପାଦ ହଃସାଦିର ଶ୍ୟାଯ ଜମ୍ବର ; ଆର ପ୍ରସହ ପାଖୀଶ୍ଵରି ବଲପୂର୍ବିକ ଚକ୍ରପୁଟ୍ଟ ଅଥବା ପଦଦୟସାହାଯେ ଆତତାୟୀର

ମାଟକାବଳୀ

ମତ ଆକ୍ରମଣ କରିଯା ଆହାର୍ୟ ଆହରଣ ବା ଶିକାର କରେ । ତାହା ହିଁଲେ ଏହି କୁରର ଅଥବା ଉତ୍କ୍ରୋଶେ ପ୍ରକୃତିତେ ଏହି ଉଭୟବିଧ ଲକ୍ଷণ ଦୃଷ୍ଟ ହ୍ୟ କି ନା ? Osprey ସମ୍ବନ୍ଦେ ବିଦେଶୀୟ ଜନ୍ମସାଧାରଣେର ଧାରଣା ଏତାବଂ ଏହି ଛିଲ ଯେ, ସେ ଫ୍ଲବ୍‌ଓ ବଟେ, ପ୍ରସହ୍‌ଓ ବଟେ । ଫ୍ରାଙ୍କ ଫିଲ୍ * ସେକେମେ ଜୀବତ୍ସ୍ଵବିଦେର ଆପେକ୍ଷିକ ଅବୈଜ୍ଞାନିକତାର ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ କରିଯା ଲିଖିଯାଛେ—“We laugh at the error of the old naturalists who credited the osprey, as a fishing bird of a prey (ପ୍ରସହ) with one taloned foot and one webbed one (ଫ୍ଲବ୍)” । ଏକପତାବେ ବିଷୟଟାକେ ଉପହାସ କରିଯା ଉଡ଼ାଇଯା ଦିବାର ଜିନିଷ ନହେ । ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଲକ୍ଷণ ଦୁଇଟି ପରମ୍ପର ବିରୋଧୀ ବଲିଯା ସହଜେଟି ପ୍ରତୀଯମାନ ହିଁତେ ପାରେ, ଏଇଜଣ୍ଠ ମିଃ ଫିଲ୍ ଇହାଦିଗକେ “odd extremities” ବଲିଯାଛେ । କିନ୍ତୁ ତାଇ ବଲିଯା ଯଦି ପୁରାତନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିହଙ୍ଗତ୍ସ୍ଵବିଦ୍ଗଣ ଏଟି ବିରଳ ଲକ୍ଷণଗୁଲିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯଥାୟଥ ବିବେଚନା କରିଯା ଥାକେନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଟା ପାଖୀର ପ୍ରକୃତିତେ ଫ୍ଲବ୍‌ରେ ଓ ପ୍ରସହ୍‌ରେ ସ୍ବଭାବେର ଅନୁତ ସଂମିଶ୍ରଣ ସମ୍ଭବପର ହିଁତେ ପାରେ ଏକଥା ଯଦି ତାହାରା ବଲିଯା ଥାକେନ, ତାହା ହାସିଯା ଉଡ଼ାଇଯା ଦିଲେ ଚଲିବେ ନା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଟା ପା web-footed ଆର ଏକଟା taloned ଏ ରକମ ବର୍ଣନା ହାସ୍ତକର ବଟେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁଗତ୍ୟା ଯଦି କୋନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଖୀର ସ୍ବଭାବେ web-footed ପାଖୀର ଓ taloned ପାଖୀର ବିଶିଷ୍ଟତା ପ୍ରକଟ ହ୍ୟ, ତାହା ହିଁଲେ ପକ୍ଷିବିଜ୍ଞାନ ହିସାବେ ବର୍ଣନାଟା ସ୍ତୁଲଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନା କରିଲେଓ ଉହାର

* Bird Behaviour, p. 10.

ମୟୂର, ଶୁଷ୍କ ଓ କୁରାଣୀ

ମାର ମର୍ମ ସତ୍ୟ ବଲିଯା ଗ୍ରହଣ କରିତେ ଆପଣି କି ? କୁରର ପାଖୀଙ୍କେ
ଫ୍ରେ ବଲା ଯାଇତେ ପାରେ ଏହି ହିସାବେ ଯେ, ମେ ଜଳାଶୟପ୍ରୟ, ମଂଞ୍ଚ
ତାହାର ଅଧିନ ଥାଏ; ଶୁତରାଂ ତାହାକେ ଜଳମନ୍ଦିକଟେ ଘୁରିତେ ଫିରିତେ
ହୁଯ । ଶୁଷ୍କତେର ଟୀକାକାର ଡଲନମିଶ୍ର ତାହାର ପରିଚୟ ଦିଆଛେ
ଏହିରୂପ—“ନଦୋଧାପିତମଂଞ୍ଚ” । ଅର୍ଥାଂ ନଦୀ ହାଇତେ ମାଛ ଉଠାଇଯା ଥାଏ ।
ଆବାର ଫ୍ରେବାନ୍ତଗତ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତେର ପରିଚୟ ତିନି ଦେନ—“ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତଃ
କୁରରଭେଦଃ ମଂଞ୍ଚାଶି” । କୁରର ସମ୍ବନ୍ଧେ ତିନି ଆରଓ ଲିଖିଯାଛେ—
“କୁରରଃ (ଫ୍ରେବାନ୍ତଗତଃ) ତମ୍ଭ ପ୍ରସାହନପି ପାଠଃ ତତ ଉଭୟଯାମପି ଶ୍ରୀ
ବୋଧ୍ୟାଃ”, ଅର୍ଥାଂ ଫ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରସହ ଏଇ ଉଭୟବିଦ୍ମ ଶ୍ରୀ କୁରରେ
ଦୃଷ୍ଟ ହୁଯ ।

কালিদাসের পাখীর তালিকা

সংস্কৃত নাম	ইংরাজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
উদকলোল বিহঙ্গ	Water-fowl	
কঙ্ক	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i> <i>manillensis</i> Meyen.
কপোত	Rock Pigeon ; also Dove	
কমলাকরালয় বিহঙ্গ	Water-fowl	
কাদম্ব	Grey Lag Goose	<i>Anser anser</i> (Linn.)
কারণুব	Coot	<i>Fulica a. atra</i> Linn.
কুরু, কুরুরৌ	Osprey	<i>Pandion h. haliaetus</i> (Linn.)
ক্রোঁক	Pond-heron	<i>Ardeola grayii</i> (Sykes.)
গুরু	Vulture	

কালিদাসের পাখীর ভালিকা

সংস্কৃত নাম	ইংরাজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
গৃহবলিভুক্ত	House Crow ; also House Sparrow	
চকোর	Chukar	<i>Alectoris g. chukar</i> (Gray)
চক্রবাক, হিরণ্যহংস	Brahminy Duck (Ruddy Goose)	<i>Oasarcia ferruginea</i> (Vroeg.)
চাতক	Pied Crested Cuckoo	<i>Clamator</i> <i>j. jacobinus</i> (Bodd.)
দিবাভৌত	Owl	
নীলকণ্ঠ, কলাপী, বহী, ময়ূর, শিথী	Peacock	<i>Pavo cristatus</i> (Linn.)
নীরপতঙ্গী	Water-fowl	
পরভৃত, কোকিল, পিক	Koel	<i>Eudynamis scolo-</i> <i>paceus</i> (Linn.)
পারাবত	Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> <i>intermedia</i> Strickl.
বল্কাকা	Heron	
রাজহংস	Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i> (Lath.)
শুক	Parrot	
শ্বেন	Falcon	
সরিদ্বিহঙ্গ	Water-fowl	

কালিমাটসের পাখীর ভালিকা

সংস্কৃত নাম	ইংরাজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
সারস	Sarus Crane	<i>Antigone a. antigone</i> (Linn.)
মারিকা	Common Myna	<i>Acridotheres t. tristis</i> (Linn.)
হারৌত	Green Pigeon	<i>Columba tristis</i> (Linn.)

বর্ণালুক্তিক সূচি

অগবিবর, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৮	অভিধানরঞ্জমালা, ৮৩, ৯৬, ১৬১
অগ্নিমিত্র, ১৯৭, ২৬৪	অমরাকাষ, ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৭,
অঙ্গুকর, ২০, ১২৮	২৮, ৩০, ৯৩, ৬০, ৬১, ৮৩,
অঙ্গুব করপো, ২০, ১২৪	৯৬, ৯৭, ১৪৭, ১৫৮, ১৭১,
অশ্বপুষ্টি, ১০৮, ১০৯	১৯৩, ১৫৪, ১৬১, ১৬৭, ১৭০,
অশ্বত্তা, ২০৭	১৭৯, ১৬৭
আপার্ট, গাষ্টেড, ৯৩, ১৫১, ১৫৩,	অমরাবতী, ১৩০, ১৩৩
১৬৭, ১১১	অশুকুকৃটি, ১৩৬
অবস্থা, ৩০	অস্ত্রাবিন্দুগ্রহণচতুর, ১১, ১৬,
অবিযুক্ত, ১২৭, ১২৮, ২০০	১১৭, ১১৬, ১১৭, ১১৮
অভিজ্ঞানশূক্রস্তল, ১৮৯, ১৯১,	অস্ত্রাবিন্দুগ্রহণরভস, ১১৯
১৯৭, ২০৮, ২০৬, ২০৮,	অরবিবর, ১১১, ১১৩, ১১৪
২৪৪, ২৪৭, ২৪৮	অর্জুন, ১৫
অভিধানচিক্ষামণি, ৬১, ৮৫, ৯৬	অলংকাৰ, ৯, ১৭, ৩৭, ৫৯, ৫১

২১০

বর্ণালুক্তমিক সূচি

অশিক্ষিতপটুন্ত, ২০৮, ২১০, ২১২	উইলিয়মস, মনিয়ার, ২৮, ৫০, ৫৪,
অগুভশংসী, ৬১	৮৯, ৯৬
অস্তস্তারণস্তজ, ১৩৭, ১৩৯	উৎক্রোশ, ১৬৭, ২৬৭, ২৬৯
আউফেন্টে, ৯৬	উত্তর এসিয়া, ৬
আধুসরচন্দ, ৮৫	উত্তরপশ্চিম ভারত, ১৩, ১৬, ৮৩,
আন্টেইন, কর্ণেল, ১৬	১১০, ১১১
আবক্ষালা বলাকা, ২৭	উত্তর ভারত, ১৯, ১৪০
আমিষশক্তি, ২৫৬, ২৫৭	উত্তর মেরুপ্রদেশ, ৮০
আয়ঃ, ২৫৩	উত্তর হিমালয়, ২০
আর্যাবর্ত, ৪৫, ৪৬	উদকলোল, ১৩৪
আসাম, ১৪, ১৪০, ১৫৩	উত্তিদ্বিষ্যা, ১১৭
ইউরোপ, ৬	উত্তুর বর্জ, ১২
ইওয়াল্ড, এইচ, ভি, ২১৮, ২১৯	উর্বশী, ১৮৭, ১৯২, ১৯৫, ২০২,
ইংলণ্ড, ৩১	২১৬, ২৩৯, ২৪৬, ২৫২,
ইন্দ্রধনু, ৩৯	২১৩, ২৬৬
“ইহা”, ৯২, ১০১, ২০৫, ২৫৩, ২৫৬	উলুক, ১৮১
ঈগল, ১৬২, ১৬৮	আতুসংহার, ৬৭-১১৭, ১২১, ১২২,
উইল্সন, হোরেস, ২৯, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৬২, ৮২, ৯৬	১২৫, ১৪১, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৯,
	১৯০, ২০২, ২০৭, ২১৬, ২৩৩,
	২৩৬
	এভান্স, ৪১

বর্ণানুক্রমিক সূচি

- এশিয়া, ৬, ১০, ৭৪
 এসিয়া-মাইনর, ১৯
 এ্যাডাম্স, ১৭
 ওটসু, ই, ড্রিও, ৪৩
 ওয়াট, সার জর্জ, ১৫৩
 ওয়েট, ড্রিও, ই, ১৯
 ওয়েল্স, ৩১
 কক্ষ, ১৬৯-১৭৫,
 কচ্ছাপসাগর, ২০
 কড়হন্স, ১৩, ১৭, ৮৪
 কথ, ১৯৭
 কতিপয়দিনস্থায়ী, ৫, ৬, ৯, ৩৩,
 ৩৫, ৬৯, ৮১, ১২৫
 কদলীকুম্বমোপম, ১৪
 কপিশঃ, ১৫
 কপোত, ৬০, ১৫১, ১৫৪
 কপোত (গ্রহ-), ৬০, ২৪৩
 কমলচ্ছদঃ, ১৭০
 কমলরেণুরাগরঞ্জিত, ৯৫
 কমলাকরালয়, ১৩৫
 করডুবা, ৯৭
 করহর, ৯৭, ১০৩
 করী, ১৯২
 কর্কটস্বন্ধঃ, ১৭০
 কর্বুর, ১৫৪, ১৫৫
 কলকষ্ঠ, ৭৩
 কলহংস, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১২৩, ১২৫
 কলহংসীর নিনাদ, ১২৫
 —গতি, ১২৫, ১২৬
 কলাপচক্র, ৩, ১১২
 কলাপী, ৩, ১১২, ১৪১
 কহু, ৩১, ৯২, ১৭৫
 কাক, ৬১, ৬২, ২১১, ২১৩,
 ২১৪
 —চঙ্গ, ৯৮
 —ডিম্ব, ২১২
 —তুণ্ড, ৯৭, ৯৮, ৯৯
 —বক্র, ৯৭, ৯৮, ৯৯
 —শিশু, ১১২
 কাকের নামাঞ্চর, ২১৬
 কাছাড়, ১৪৫, ১৪৬
 কাঞ্চনবাসমঞ্চ, ৩৭

বর্ণালুক্ষণিক সূচি

কাষ্ঠীদাম, ১৯৪	কুমুদচ্ছবি, ১৫
কাদম্ব, ৭১, ৭৩, ৮৩-৮৬, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১২৩, ১২৫, ২৬৭	কুরর, ১৬৭, ১৬৮, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯
কাদম্বের কলঘনি, ৭৮, ৮০	কুররৌ, ১৬৬-১৬৮, ২৬৫-২৬৯
কাদার্থোচা, ৯১	কুররৌর কর্তৃষ্঵র, ১৬৬-১৬৭, ১৬৮, ২০১, ২০২, ২৬৬, ২৬৭
কানিংহাম, লেঃ-কর্ণেল ডি, ডি, ৯৪, ২৬৪	—খাত্ত, ২৬৯
কামী, ৩৩	—স্বরাপনির্ণয়, ১৬৭-১৬৮, ২৬৭-২৬৯
কারণ্তব, ৭১, ৯৫-১০৩, ২৩৪, ২৩৫-২৩৭, ২৬৭	কুষ্মণ্ড, ১৫৩
কাশকুসুম, ৭০	কুষ্মার, ১৯২
কাশীর, ১৬, ১৮, ২১	কেকা, ৩৬, ৩৭, ৪২, ১১৫, ১১৬, ১৪২, ২৪৬, ২৪৭
কাঁক, ১৭৪	কেতক, ৬১
—(লাল), ১৭৪	কৈলাস, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৭, ১৮, ২১
কিথ, এ, বি, ৮৯, ১৬২, ১৬৯	কোক, ২২
কিপ্পিং, ২০৫	কোকিল, ৭৩, ১০৮-১১২, ২০৮, ২১৬
কিংশুক, ১১৬, ১১৭, ১৭৫	—ভঙ্গনাদ, ১০৫, ১৭৮
কুকুর, ১৯৪, ২০০	—শাবক, ২১১, ২১৩
কুমারসজ্জব, ১২৫, ১৩০, ১৩১, ১৩৮, ১৪৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৭৮, ১৮১, ১৯৯, ২৬২	—শিশু, ১০৯, ২১৪

ବର୍ଣ୍ଣଶୂନ୍ୟମିକ ସୂଚି

କୋକିଲଦମ୍ପତୀର କଳକଥ୍ତ, ୧୦୬, କ୍ରୋଙ୍କରଙ୍ଗ, ୧୧, ୧୨, ୧୦, ୧୧,	
୧୦୭, ୧୧୧, ୧୭୯, ୨୦୨	୮୦, ୧୨୨, ୨୨୭
କୋକିଲେର କର୍ତ୍ତସ୍ଵର, ୮୦, ୨୦୨,	
୨୦୮, ୨୦୫	ଥଣ୍ଡିତାଗ୍ରମ୍ଭାଲମୁତ୍ର, ୧୮୯, ୧୯୦
—ଜୟମରହଣ୍ୟ, ୨୦୯-୨୧୩	ଥାନ୍ଦେଶ, ୧୪୦
—ବିହାରଭୂମି, ୧୦୮-୧୧୦, ୧୭୯	
—ମୌନଅତଭ୍ୟ, ୨୦୬	ଗଙ୍ଗା, ୧୨୨, ୧୨୪, ୧୨୯, ୧୩୧,
କୋକିଲାର କର୍ତ୍ତସ୍ଵର, ୧୭୯, ୨୦୩, ୨୦୮	୧୩୩
—ପ୍ରଥମକର୍ତ୍ତାଳାପ, ୧୭୮	—ସୟମୁନାସନ୍ଧମ, ୧୨୩, ୧୨୪
କୋଲକଂ, ୧୫୩	—ସୈକତ, ୧୨୭
କୋଲକ୍ରକ, ଏଇ୍ଚ, ଟି, ୧୬, ୫୭,	ଗଙ୍ଗାଧର କବିରାଜ, ୯୯
୮୯, ୯୬, ୧୫୧, ୧୫୩, ୧୫୫,	ଗର୍ଭକେଶର, ୧୧୭
୧୬୭, ୧୭୫	ଗର୍ଭଧାନକାଳ, କୋକିଲେର, ୧୦୬,
କୋଚବକ, ୮୯, ୯୨, ୯୩, ୯୪, ୯୫	୧୧୦, ୧୧୧
“କ୍ର କ୍ର”, ୧୦୩	ଗର୍ଭଧାନକାଳ, ଚାତକେର, ୯୫
କ୍ରମ୍ୟଭୋଜନ, ୨୫୨, ୨୫୫, ୨୬୨,	— , ବଲାକାର, ୭, ୧୬, ୨୭,
୨୬୪	୩୧, ୯୫-୯୬
କ୍ରୀଡ଼ାପତତ୍ରୀ, ୧୭୭	— , ଘୟୁରେର, ୪୧, ୧୧୯,
କ୍ରୀଡ଼ାମୟୁର, ୧୪୭	୧୪୧
କ୍ରୋଙ୍କ, ୮୭-୯୫	— , ମାରମେର, ୩୪-୩୫
—ନିନାମ, ୮୭, ୯୦	ଗିରିବଞ୍ଚ, ୧୦, ୧୧
—ମାଳା, ୮୮, ୮୯, ୯୪	ଗିରିମେଖଳା, ୧୪୩, ୧୪୪

ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ସୂଚି

ଗୁପ୍ତ, ୧୫୭-୧୬୫, ୧୬୯, ୧୭୦, ୧୭୨,	ଗୋରୋଚନା, ୧୩୧, ୧୩୨, ୨୦୦
୧୭୩, ୧୭୫, ୨୪୯-୨୬୫	ଗୋରୋଚନାକୁଞ୍ଜମବର୍ଗ, ୧୯୯, ୨୦୦
—ପତି, ୧୬୩	ଗୋଲମରିଚ, ୧୫୩
—ବଲି, ୨୬୨, ୨୬୮	ଗୋଲାପାଯରା, ୬୦
ଗୃହେର ଆହାର୍ୟରୀତି, ୧୫୮-୧୬୦,	ଗୌର, ୧୫
୨୬୨-୨୬୪	ଶ୍ରୀଆଶ୍ଵତ୍ର, ୧୦, ୧୮, ୨୧, ୨୫, ୭୭,
—ଟ୍ରେପତନ, ୧୬୧-୧୬୨, ୨୧୩-	୮୧, ୧୧୨, ୧୧୪
୨୫୪	ଶ୍ରାଜଷ୍ଠୋନ, ଏଇ୯, ଏସ୍, ୧୬୦,
—ଚୌର୍ୟବ୍ୟକ୍ତି, ୨୫୯, ୨୬୦	୧୬୧, ୨୨୩, ୨୨୪
—ଜାତିବିଚାର, ୧୬୨-୧୬୫	
—ଦ୍ୱୟାଗ୍ରହଣରୀତି, ୨୫୫-୨୫୬	ସୂଚ୍ୟ, ୬୦, ୬୧, ୧୦୭, ୧୫୧
—ନିବାସବୃକ୍ଷ, ୨୫୩, ୨୫୭-୨୫୮	
୨୬୦	ଚକାଚକୀ, ୨୨, ୨୩, ୧୨୯
—ନୀଡ଼ୋପକରଣ, ୨୫୮-୨୫୯	ଚକୋର, ୧୪୭-୧୪୯
—ପାଲକ, ୧୭୧	ଚକୋରାଙ୍କି, ୧୪୭
—ପୃଷ୍ଠବର୍ଗ, ୧୭୨	ଚକୋରେର ରମଣ, ୧୪୮
—ଭୀରୁଷଭାବ, ୨୬୪-୨୬୫	ଚତ୍ରବାକ, ୨୨-୨୫, ୩୬, ୧୨୬-୧୩୬,
ଗୃହକପୋତ, ୬୦, ୨୪୩	୧୯୬, ୧୯୭, ୧୯୯
ଗୃହନୀଳକଟ୍ଟ, ୨୪୮	—ଅଙ୍ଗତି, ୧୯୯
ଗୃହବଲିଭୁକ୍, ୬୧-୬୩	—ବଧୁ, ୧୯୭
ଗୋଦାବରୀ, ୧୩୮, ୧୪୦	—ମିଥୁନ, ୨୨, ୨୪, ୧୨୭, ୧୨୮,
ଗୋନର୍ଦ୍ଦଃ, ୩୩	୧୯୭, ୧୯୯

বর্ণালুক্ষণিক সূচি

চক্রবাকের ডাকাডাকি,	২২, ২৪,	চাতকবৃত্তি সম্বন্ধে সংস্কার,	২১৮-
১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৯৮, ১৯৯		২২০, ২২৯	
—দেহবর্ষ,	১২৯-১৩০, ২০০	চাতকের কষ্টস্বর,	৩, ৭৭, ১৮০,
—বিরহ,	১২৮, ১২৯, ১৯৮,	১৮১, ২১৬, ২১৭, ২২০, ২৩০	
১২৯		—গতিবিধি,	৮৫, ১৩০
চক্রবাকী,	২৪, ২৫, ১২৭, ১৯৭,	—নিষ্পত্তন,	২১২, ১১৩, ১১৪,
১৯৯			২২৬
চক্রাঙ্গ,	২০, ৩৫	—নৌড়,	২১৮, ২০২
চশুচরণেলোহিটেঁ,	১৪, ২০, ৬৯,	চাহা,	৯১
৮৪		চিত্রলেখা,	১৯১
চটক,	৬২	চিক্কাত্তদ,	১৪
চরকসঃহিতা,	৯৯	চিঞ্জি,	২৬৭
চাতক,	৩, ৫২-৫৪, ১৭৫, ১৮০-	চ্যুন, মহার্থি,	১১৩
১৮১, ২১৫-২৩২		চ্যাগা।	৯১
—(অস্ত্রাবিন্দুগ্রহণচতুর),	৯১,		
২২৮		জপ্তকুম্ভ,	১০৭
—(অস্ত্রাবিন্দুগ্রহণরভস),	২২৯	জমুনন,	৬১
চাতক বৃত্তি,	২১৫, ২১৮, ২২০	জলকুকুট,	৯৯, ১০০, ১০১
—ব্রত,	২১৫, ২১৬, ২১৭, ২২০,	জলকুকুটের কষ্টস্বরনি,	১০৩
২২৮		জলপিপি,	৯৯, ১৩৬
—শরের আভিধানিক অর্থ,	৯৩,	জার্জন,	টি, সি, ৪৩, ৯৯, ৯৭,
২১৬, ২১৭			১০৮, ১১১, ১৭৪, ১০১, ১০৭
		২৭৯	

বর্ণালুক্তমিক সূচি

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| জামপাদ, ২৬৭ | তিতির, ১৪৮ |
| জন, রেভারেণ্ড সি, এ, ১৬৮ | তিক্বত, ১০, ১৭, ২০, ২৫ |
| জোন্স, শ্বার উইলিয়াম, ২৩১ | তিক্বতের হৃদ, ৭৪, ৮০ |
| জ্যোতির্লেখাবলয়ি, ৪০, ৪১ | তিলকব্যাখ্যা, ৯০, ১০০ |
| টমসন, এ, এল, ৮, ২২৩ | তীরনলিনী, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭ |
| টমসন, জে, আর্থার, ১৫৬ | তীরন্ত্রিনী, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫ |
| টাইসহাট, সি, বি, ১৫৮ | তুকৈশ্বান, ১৯ |
| টিট্রি, ১০৩ | তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৫০ |
| টিয়াপাখী, ১১৬, ১১৭ | ত্রিকাণ্ডশেষ, ১৭০ |
| টিয়াপাখীর ঠোট, ১১৭ | দক্ষিণ ভারত, ১৯, ১৪০, ১৫১, |
| | ১৫৩ |
| ডল্লনাচার্য্য, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ৯৯, | দর্বিঃ, ৯২ |
| ১০০, ১০৩, ১৪৭, ১৫১, | দর্বিতুণ্ডঃ, ৯২ |
| ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ২৬৯ | দর্বিদাঃ, ৯২ |
| ডারুইন, ১৫৬ | দশার্গ, ৬, ১১, ৬১ |
| ডালগ্লিস, জি, ২০৫, ২১০ | —গ্রামের চৈত্য, ৬১ |
| ডেওয়ার, ডগলাস, ১২, ৭৫, | দিবাভৌত, ১৮১-১৮২ |
| ১০১, ১০২, ১০৬, ১১০, ১১১, | দিব্যরসপিপাস্ত, ২১৬ |
| ১৫৮, ১৫৯, ২৬১ | দীর্ঘচতুঃঃ, ১৭০, ১৭৩, ১৭৮ |
| তন্ত্রীকৃতজ্ঞনা, ১৪২ | দীর্ঘপাদঃ, ০১৭০, ১৭১, ১৭২, |
| | ১৭৩, ১৭৪ |

বর্ণানুক্রমিক সূচি

দীর্ঘাঞ্চি, ১৭, ১৮	নিবাসবৃক্ষ, ময়ুরের, ১৪২-১৪৩
তুষ্টি, ১৯৩, ১৯৭, ২২২, ২৩৯, ২৪০	নির্বিক্ষা, ২৭
দে, নন্দমাল, ১২, ১৫১	নীরপত্ত্রী, ১৩৪, ১৩৫
দ্বন্দ্বচর, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ২০০	নীলকণ্ঠ, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ১১২, ১৯১, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮
ধৰ্মপত্ননম, ১৫৩	নৃপুরশিঞ্জিত, ৭০, ৭৭, ৮২, ৮৩, ১২৫, ১৮৮, ১৯১
ধারিণী, ১৯৭, ২৬৪	
ধূসরঃ, ১৬৫, ১৬৬	পাহাঙ্গিচর, ৯৪
ধোতাপাঙ্গ, ৪০	পঞ্জরবিহঙ্গ, ৪৯, ১১৭
নন্দনবন, ১৯২	পঞ্জরশুক, ২৩৮
নলিনীগত্র, ২৩৯, ২৪০	পম্পা, ১২৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯
নাটকাবলী, ১৮৩-২৬৯	পক্ষটঃ, ১৭০
নিউটন, ২৯, ১৭২	পরপুষ্ট, ২০৯, ২১১
নিকলসন, ই, এম, ২২৩	পরভৃত, ২০১-২১৪, ২৩১
নিতি বজ্র, ১২	—কলকৃজন, ২০৫
নিদার্ঘ, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৮১, ১২২	—তৃর্যাখনি, ২০৩
নিবাসবৃক্ষ, গৃহের, ২৫৩, ২৫৭- ২৫৮, ২৬০	—নাদ, ২০১, ২০২
—, বলাকার, ৯৫	পরভৃৎ, ২১৩, ২১৪
	—রহষ্য, ১০৬
	পরভৃতা, ২০৮

২৮১

বর্ণানুক্রমিক সূচি

- | | |
|----------------------------|---|
| পরভৃতার আহার্য, ২০৭ | পায়রা (গোলা), ৬০ |
| —কষ্টধনি, ১৭৮, ১৮০ | পিক, ৭৯, ১১০, ১৭৫, ১৭৭-১৮০,
২০৬ |
| —বিহারভূমি, ২০৭ | |
| পরাগকেশর, ১১৭ | পিকদম্পতীর কলকুজন, ১১১ |
| পরিধূসর, ১৬৫ | পিকের কষ্টস্বর, ১৭৭-১৮০, ২০৬ |
| পরিম্ব, ১৩৭, ১৩৮, ২৩৩ | পিঞ্জরপালিত, ১৭৬, ২৩৮ |
| পলাশ, ১১৬, ১১৭ | পিশেল, আর, ২২৬ |
| পশ্চিম আসাম, ১৪০ | পুরুরবা, ১৮৬, ১৮৭, ১৯১, ১৯২,
১৯৫, ১৯৯, ২১৬, ২৩৯, ২৫২ |
| পশ্চিম ভারত, ১৯ | পুরুষবাক, ৪৯ |
| পাইক্রাফ্ট, ৪৬ | পুরোপকঠোপবন, ১৪৪ |
| পাঞ্চব, ১৯, ১১০ | পুক্ষরাহবং, ৩৩, ১৩৮ |
| পাণুঃ, ১৬ | পুক্ষরাহবযং, ৩৩ |
| পাণুরঃ, ১৬ | পুংক্ষেকিলের ডাক, ১০৫, ১০৬,
১০৭, ২০২, ২০৪, ২০৬ |
| পানকোড়ি, ৯৯ | |
| পারস্ত, ১৯ | পূর্ববঙ্গ, ১৪ |
| পারাবত, ৫৯-৬১, ১৫১, ১৫৪- | পেচক, ১৮১ |
| ১৫৬, ২৪২-২৪৩ | প্রজননক্ষেত্র, হংসের, ১৭, ১৯ |
| —বর্ণনা, ১৫৫ | —Swanএর, ২২ |
| পারাবতের গতি ও পক্ষসংঘালন- | প্রমোদবর্ণী, ১৪৬ |
| ভঙ্গী, ১৫৬ | প্রসহ, ১৬৭, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯ |
| —প্রাত্মিথুন লীলা, ১৫৬ | প্রাসাদময়ুর, ২৪৭ |
| পায়রা, ৬০, ৬১, | |

বর্ণালুক্তমিক সূচি

প্রিয়মন্দা, ২৩৯	বর্ধাখতু, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১৮, ২১, ৩১, ৭৪, ৩৫,
প্রিয়াপত্যঃ, ১৭০	৩৭, ৪২, ৮৪, ৮৫, ৫৫, ৫৭, ৬৯, ৭০, ৭৬, ৭৭, ৯০,
প্রিয়াসহায়, ১৯৯, ২০০	১১১, ১১২, ১৪১, ১৭৯
প্লব, ১৩৮, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯	বর্হ (গলিত), ৪৪, ৪৫ —(অয়ঃস্থলিত), ৪৫
ফর্বস, হেন্রি, ৩০	বর্হী, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৭, ২৪৯
ফিন, ফ্রাঙ্ক, ৩০, ৮২, ৯৮, ১৬৫, ১৬৬, ২০৩, ২৩৯, ২৪২, ২৫৪, ২৫৯, ২৬৮	—(প্রমোদ), ১৪৬ বল্ডউইন, কাপ্টেন জে, এইচ, ১০,
ফিলিপ্স, রেভারেণ্ড, ৫৭	৭৫
বট-কথা-কও, ১০৩	বলাকা, ৩, ২৬-৩৩, ৩৬, ৯১, ৯৪, ৯৫, ১৮২
বক, ২৮, ২৯, ৩০, ৫২, ৯২, ৯৩, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫	বলাকাঙ্গনা, ২৭
—কষ্ট, ৩০	বলিপুষ্ট, ৬১
—কষ্টস্বর, ৩০, ৯৪	বলিচুক্ত, ৬১
—পত্রক্তি, ২৭	বসস্তুখতু, ১৯, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮৪, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৭৮, ১৭৯, ২০৪, ২০৯
বকের পালক, ১৭১	বাচস্পত্য অভিধান, ১৭, ৬১, ৮৯
বকোটঃ, ৯২	বাণপ্রার্থপক্ষকঃ, ১৭০, ১৭১
বগচা, ২৮	
বঙ্কিমচন্দ্র, ১১২	
বনবরাহ, ১৪৮, ১৪৬	

বর্ণানুক্রমিক সূচি

- | | |
|---|---|
| বালটোক, ২৮ | বেদিক ইন্ডেক্স, ১৬২, ১৬৯ |
| বাসযাষ্টি (কাঞ্চন), ৩৭ | বেলুচিস্থান, ১৯ |
| —, ময়ুরের, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৪৬,
১৪৬, ১৪৭, ২৪৫ | বেলজিয়ং, ১৫৩ |
| বায়স, ২১০, ২১১, ২১৩ | বৈজ্যস্তী, ৮৫, ৯২, ১৫৩, ১৬৭,
১৭০, ১৭১, ১৭৫ |
| বাংলা, ১৫১, ১৫৩ | বৈচত্কশকসিঙ্গু, ৯৯, ১০০ |
| বিক্রমোর্বশী, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯,
১৯১, ১৯২, ১৯৮, ২০০,
২০১, ২০৩, ২০৯, ২১৫,
২৩৮, ২৪২, ২৪৮, ২৪৫,
২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৬৫ | বোম্বাই, ১৪, ১৪০, ১৫৩
ব্যাঙ্গমার্যাঙ্গমৌ, ৫০ |
| বিত্তুর বন্দী, ১০৮, ১৭৭ | ত্রঙ্গদেশ, ১৪ |
| বিষ্ণু, ৩৮, ৩৯ | ব্রাহ্ম, ১৪০ |
| বিসকষ্টিকা, ২৭, ২৮, ৩০, ৯২ | ব্লানফোর্ড, ড্রিনও, টি, ২৩, ৮০,
১৩২, ১৭৩, ২৬১ |
| বিসকিসলয়পাথেয়, ৩, ৪, ৫, ১৮৯,
১৯০ | ভবনশিখী, ৩৭, ৪৫, ১৪৬ |
| বিহগতক্ষর, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫,
২৬১ | শ্রীমন্তাগবত, ৮৯ |
| বিহগাধম, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫,
২৬১, ২৬২ | ভাগুরকর, আর, জি, ২৮ |
| বিহগেশু পশ্চিতঃ, ২০৯, ২১০ | ভারতবর্ষ, ৩, ৫, ৬, ১০, ১১, ১২,
১৬, ২০, ২১, ২২, ২৯, ৩৫,
৪০, ৪১, ৬৮, ৭০, ৭৮, ৭৬,
৭৭, ৭৯, ৮৫, ৯০, ৯৩, ১০২,
১১০, ১২২, ১৪০, ১৪৮, ১৬৩,
১৭১, ১৭৬, ২০২, ২০৮, ২১৯ |
| বিহার, ৮৩ | |

বর্ণানুক্রমিক সূচি

- ভূমধ্যসাগর, ৬
 অমরণশ্চন, ২০১
 মকর, ১৯২
 মঞ্জীরক্ষনি, ১৮৮
 মঙ্গুবাক, ১৭৬
 মন্টেগিউ, কর্ণেল জি, ২৮
 মণ্ডলশীত্তচার, ২৫২, ২৫৩
 মন্তচকোরনেত্রা, ১৪৭
 মৎস্যনাশনঃ, ১৬৭, ২৬৬
 মদকলকৃজিত, ৩৩, ২৩৩
 মদনদূতী, ২০৪
 মদালস, ১২৬
 মধুমাস, ১০৫, ১০৯, ১৭৮, ২০৭
 মধুরকষ্টী, ২০৬
 মধ্যএশিয়া, ১০, ৭৮
 মন্দাকিনী, ১৩০, ১৩১
 মরাল, ৯৬
 মরালের কুঁজন, ১২২
 মরৌচ, ১৫৩, ১৫৪
 —বন, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪
 মরুলঃ, ৯৬
 মরুল, ৯৬
 মলয়পর্বত, ১৫০, ১৫১
 মল্লিনাথ, ২৭, ৪৪, ৬০, ৬১, ১৩১,
 ১৩৪, ১৩৫, ২২৯, ২৩০
 মহাপ্রমাণঃ, ১৭০, ১৭৩
 মহীশূর, ১১৩
 মহেশ্বর, ৯৭, ১৫১
 ময়না, ৫০, ৫১
 ময়ুর, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১,
 ৪৮, ৪৬, ১১২-১১৬, ১৪১-
 ১৪৭, ১৪৮, ১৯১, ২৪৪-২৪৮
 —(ক্রৌড়), ১৪৭
 —(নৌলকঠ), ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৫,
 ১১২, ১৯১, ২৪৬, ২৪৭
 —পুঁজি, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ২৪৬
 —(প্রামাদ), ২৪৭
 —(শুক্রাপাঙ্গ), ৩৬, ৪০, ১১১,
 ২৪৬
 —(সজলনয়ন), ৪০, ১১২
 ময়ুরের আবাসবৃক্ষ, ১৪১-১৪৭
 —কেকাখনি, ৩৬, ৪১, ১১১,
 ১১৬, ১৪২, ২৪৬, ২৪৭

ବର୍ଣ୍ଣମୂଳକ ସୂଚି

ମୟୁରେର ନୃତ୍ୟ, ୪୨-୪୩, ୧୧୫, ୧୧୬,	ମାଲବିକାଶିମିତ୍ର, ୧୮୫, ୧୯୬,
୧୮୧, ୧୮୨	୧୯୭, ୨୦୪, ୨୧୮, ୨୧୯,
—ବାସଭୂମି, ୧୮୨, ୧୪୪-୧୪୬	୨୭୪, ୨୮୩, ୨୮୮, ୨୮୯,
—ବାସୟଷ୍ଟି, ୩୭, ୪୦, ୪୫, ୪୬,	୨୮୭, ୨୬୪
୧୮୬, ୧୮୭, ୨୮୫	ମାଲିନୀ, ୧୯୨, ୧୯୩
ମୟୁରୀ, ୪୨, ୪୬, ୧୪୨	ମିନାର୍ଟ୍‌ସ୍ଲେଗେନ, କର୍ଣ୍ଣଲ ଆର, ୧୬୪,
ମାତଳି, ୨୨୨	୨୬୪, ୨୬୫
ମାଜ୍ଞାଜ, ୧୫୩	ମିଲ୍ଟନ, ୨୯
ମାନସପ୍ରୟାଣ, ୮, ୫, ୬, ୧୧, ୨୧,	ମୂର, ଏଫ, ଏ, ୨୬୫
୮୧, ୧୨୨, ୧୨୫, ୧୮୯, ୧୯୦	ମୂରକ୍କଟ୍, ଉଇଲିୟମ, ୧୧, ୧୩, ୨୧
ମାନସରାଜହଙ୍ସୀ, ୫, ୧୨୩	ମୃଗ, ୧୪୧, ୧୪୬
ମାନସମାରୋବର, ୫, ୯, ୧୦, ୧୧, ୧୨,	—(କୃଷ୍ଣମାର), ୧୯୨
୧୩, ୨୦, ୨୦, ୧୮୯	ମୃଣଳମୂର୍ତ୍ତାବଲଶ୍ଵିନୀ, ୧୮୬, ୧୮୭
ମାନସୋଂକ, ୩, ୫, ୧୭, ୧୮୭, ୧୯୦	ମୃଦୁଙ୍ଗବାଟ୍, ୨୮୭
ମାନସୋଂଶୁକ, ୧୮୭, ୧୮୮, ୧୮୯,	ମେଷଦୂତ, ୧-୬୭, ୬୭, ୬୮, ୬୯,
୧୯୦	୭୦, ୭୪, ୭୬, ୭୭, ୮୨, ୮୩,
ମାନସୌକମ୍ବାଳ, ୨୦	୮୪, ୧୧୨, ୧୧୫, ୧୨୧, ୧୨୨,
ମାରୀଚୋଷ୍ଟାଷ୍ଟ, ୧୫୨	୧୭୮, ୧୮୦, ୧୮୧, ୧୮୩,
ମାର୍କିନଦେଶ, ୩୧	୧୮୬, ୧୭୫, ୧୮୨, ୧୮୯,
ମାର୍କେଲ, ୧୭, ୨୭, ୪୨, ୮୪, ୧୨୮,	୧୯୦, ୧୯୯, ୨୧୭, ୨୨୯,
୧୩୮, ୧୪୮, ୧୪୯	୨୭୩, ୨୮୨, ୨୮୮, ୨୮୮
ମାଲବିକା, ୧୯୭, ୨୭୪	ମେଷପଦବୀ, ୨୨୨, ୨୩୦

ବର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରିତ ସୂଚି

- ମୈଥୁନୀ, ୩୩
 ମ୍ୟାକ୍ଡୋନେଲ, ଏ, ଏ, ୧୫, ୮୯, ୧୬୨,
 ୧୬୯
 ସଙ୍କ, ୨, ୯, ୧୧
 ସବସ୍ତ୍ରୀପ, ୬
 ସମୂଳା, ୧୨୪, ୧୨୫, ୧୨୬, ୧୩୦,
 ୧୩୧, ୧୩୩
 ଯାଦବ, ୩୩, ୯୨
 ଯାୟାବରତ, ୪, ୬, ୭, ୮
 ଯାୟାବରତେର କାରଣ, ୭-୮
 ରଘୁବଂଶ, ୮୫, ୧୩୪, ୧୩୫, ୧୩୭,
 ୧୪୧, ୧୪୨, ୧୫୦, ୧୫୭,
 ୧୬୫, ୧୬୯, ୧୭୭, ୧୭୮,
 ୧୭୯, ୧୮୦, ୧୯୯, ୨୦୩,
 ୨୬୨, ୨୬୬
 —ଓ କୁମାରମଞ୍ଜୁବ, ୧୧୯-୧୮୨,
 ୧୬୯, ୧୭୫
 ରଙ୍ଗକାଙ୍କ୍ଷା, ୧୪୭, ୧୪୮
 ରକ୍ତେନ୍ଦ୍ର, ୧୪
 ରଥାଙ୍ଗ, ୧୯୨
- ରଥାଙ୍ଗାହ୍ୟନାମକଃ, ୨୨
 ରବିନ୍‌ସନ୍, ଇ, କେ, ୨୫୯
 ରଯାଳ ଏଶିଆଟିକ ସୋସାଇଟୀ, ୫୫
 ରାତ୍ରି, ୨୩, ୭୪, ୯୦
 ରାଜନିଘଟ୍ଟୁ, ୯୪, ୧୭୮
 ରାଜହନ୍‌ସ, ୧୩, ୧୭, ୧୮
 ରାଜହନ୍‌ସ, ୩, ୪, ୫, ୬, ୧୦-୧୧,
 ୧୪, ୩୬, ୭୨, ୭୮, ୮୧-୮୭,
 ୮୫, ୮୬, ୯୭, ୧୧୩, ୧୧୫,
 ୧୮୬, ୧୮୮, ୧୮୯, ୧୯୦
 —ଗତି, ୧୨୫, ୧୨୬, ୧୯୦
 —ପଞ୍ଜି, ୧୨୭
 —କୃତ, ୮୧, ୧୧୯, ୧୯୧
 ରାଜହନ୍‌ମୌ, ୫, ୧୨୭, ୧୮୬, ୧୮୭
 —(ମାନମ-), ୫, ୧୧୭
 ରାଜହନ୍‌ସେର ଉତ୍କର୍ଷୀ, ୪, ୫, ୭, ୧୧୯
 —କଲଖଣି, ୮୦, ୧୧୧, ୧୯୦
 —ବର୍ଣ୍ଣ, ୧୬
 —ମାନମପ୍ରୟାଣ, ୪, ୬, ୧୧, ୮୧,
 ୧୧୯, ୧୮୯, ୧୯୦
 ରାମଗିରି, ୩୬
 ରାମାନୁଜ, ୧୬୮

বর্ণানুক্রমিক সূচি

- রামায়ণ, ১৯
 লাডাক, ১৪, ২১, ২৫
 লাডাকের হৃদ, ১৭
 লালকাঁক, ১৭৮
 লিপুলেখ বর্জ, ১২
 লেগ, কাপ্তেন ডরিও, ডি, ১৯, ৩২,
 ১৫২, ২৬০
 লোহপৃষ্ঠঃ, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৪
 শকুনিহতাশ, ২৬১
 শকুন্তলা, ১৯৩, ১৯৭, ২২১, ২৩৯,
 ২৪০, ২৪৭, ২৬৬
 —নাটকের ঢাকা, ২২৪, ২২৫
 শঙ্খ, ১৯২
 শব্দস্তোমমহানিধি, ৫৩
 শব্দার্থ, ১৪, ১৫, ৩৫, ১৬৫
 শব্দার্থচিন্তামণি, ৮৯
 শব্দৰ্থ, ৬৯-৭০, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮১,
 ৮৪, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫, ১১২,
 ১৮১
 —লক্ষ্মী, ৭১, ৭৭, ৮৬
 শরৎশ্রী, ৭২, ৭৭
 শরমূলে পালকসম্বিবেশ, ১৭১
 শারিঃ, ৫০
 শার্জধর, ১৭১
 শান্তিল, ২৩৯, ২৪০
 শালিধান্ত, ৭০, ৭২, ৮৫, ৮৬, ৮৭,
 ৮৮, ৯০, ৯৪
 শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ,
 ১৬৩
 শিখী, ৩৬-৪৮, ৭২, ১১৫, ১৪১,
 ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮
 —দম্পত্তী, ৪২
 —(ভবন), ৩৭, ৪৫, ১৪৬
 শিখীর আহার্যপ্রসঙ্গ, ১১৩
 শিপ্রা, ৩, ৩৩, ২৩৩
 শিশির, ৭৩, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮৭,
 ১০৪, ১১১
 শীত, ৫, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২৫,
 ২৯, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮৭,
 ১০২, ১১০, ১৩৪, ১৭৮
 শুক, ৫০, ১১৬-১১৭, ১৭৫-১৭৭,
 ২৩৮-২৪২

বর্ণানুক্রমিক সূচি

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| শুক (পিঞ্জরপালিত), ১৭৬, ২৩৮ | আমান্তাগবত, ৪৯ |
| —মুখচ্ছবি, ১১৬, ১৭৫ | শ্বেতগুরুতঃ, ২০ |
| শুকের উদয়, ২৩৯, ২৪০ | শ্বেতহংস, ৭০ |
| —নৌড়িরচনা, ২৪১ | |
| —বাক্যালাপ, ১৭৫-১৭৬, ২৩৮ | ষড়জসংবাদিনী, ১৪২ |
| —বিহারভূমি, ২৪১ | ষ্টেবিং, ই, পি, ২৬৩ |
| শুকোদরশুমার, ২৩৯ | ষুয়ার্ট বেকার, ই, সি, ১৩, ১৬, |
| শুকোদরশুকুমার, ২৩৯ | ১৭, ২৪, ৩৪, ৪১, ৪২, ৫১, |
| শুক্রহংস, ৯৭ | ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৮১, ১০৩, |
| শুক্রাপাঙ্গ, ৩৬, ৪০, ১১২, ১৪৮, | ১০৯, ১১৩, ১২৪, ১৩৯, |
| ২৪৬, ২৪৮ | ১৪৪, ১৪৫, ১৫১, ২০৬, |
| শূনাপরিচর, ২৬৪ | ২৩০, ২৩৭, ২৪০ |
| শ্যাবঃ, ১৫ | |
| শ্যাম, ৬ | সজলনয়ন, ৪০, ১১১ |
| শ্যেত, ১৫ | সগুর্ম, এইচ, ৮৯ |
| শ্যেন, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৩, | সরয়, ১১৩, ১১৯, ১১৬, ১৩৭ |
| ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ২৬৭ | সরিদ্বিহঙ্গ, ১৩৯ |
| শ্যেনের আহার্যরীতি, ১৬৪ | সহজল্লা, ১৯৫ |
| —চৌৎকার, ১৬২, ১৬৬ | সংধৃক্ষিতমদা, ১০৭ |
| —পক্ষবর্ণনা, ১৬৫-১৬৬ | সাইবেরিয়া, ১৯ |
| —বর্ণ, ১৬৫-১৬৬ | সালিক, ৫০, ৫১ |
| শ্যেনিকশাস্ত্র, ১৬৩ | সারঙ্গ, ৯৭, ১৮০ |

২৪৯

বর্ণালুক্তমিক সূচি

- সারস, ৩, ৩৩-৩৫, ৩৬, ৭১, ৭২, ৯৫, ১০০, ১৩৭-১৪১, ১৭৩, ২৩৩-২৩৫, ২৬৭
—পঞ্জি, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০
সারসের উৎপত্তন, ১৩৯-১৪০
—স্বর, ৩, ২৩৪, ২৩৫
সারিকা, ৪৯-৫১
সায়নাচার্য, ৫০
সিত, ১৪-১৬, ২০, ৬৯, ৮৩, ৮৪, ১৬৫, ১৯১
সিঙ্গুলদ, ১৪০
সিংহল, ৬, ১৪, ১৯
সীতা, ১৬৮
সুশ্রুতসংহিতা, ৯৩, ৯৬, ১৪৭, ১৫১, ১৬৭, ১৭০, ২৬৭
সূত্রধার, ২০১
সেটশিথ, ডেভিড, ১৭৬
সেন্জগোপ, ২৩৯
স্তোকক, ৫৩
হর্ষফিল্ড, টি, ২৬৫
হরিণঃ, ১৬
- হরিল, ১৫১
হরিয়াল, ১৫১
হলায়ুধ, ৯৫
হস, ৫, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২২, ২৪, ২৭, ৩৫, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২, ১৮৬, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ২৩৪, ২৬৭
—কাকলি, ১০, ৬৯, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৫
—(কতিপয়দিনঙ্গায়ী), ৫, ১১, ৮০, ১২৫
—গতি, ৮২, ১২৬, ১৮৯, ১৯১
—চষ্টু, ৯৮
—দম্পত্তী, ২৪
—স্বার, ৩, ১১, ১২
—ধনি, ৬৮, ৭৮
—প্রবজ্জন, ১-১২, ৭৮
—(প্রবজ্জনশীল), ১১, ৭৬, ৭৭, ৮০
—মালা, ১২২

বর্ণানুক্রমিক সূচি

হসমিথুন, ৭১, ৭৮, ১৯২, ১৯৩	হিমাচল, ৪, ৫, ৬, ১০, ১৭, ২১,
—মেখলা, ১২৫	২৫
—(যাযাবর), ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮, ১১০	হিমাতি, ১৪৭
—মূৰা, ১৯৫, ১৯৬	হিমালয়, ১০, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ৮০
—কৃত, ৬৯, ৮১, ৮২	—পর্যটনকারিগণ, ১০, ২০
—(শ্বেত), ৭০	হিরণ্যহস, ১৩০, ১৩১, ১৩৩
হংসী, ১৯৫	হইটম্যান, ১৯৬
হংসের আবাসভূমি, ১০	হইস্লার, হিউ, ৭, ৩১, ৪১, ৪৮, ৫৫, ৯৬, ১০৩, ১০৭, ১০৯,
—র্বাক, ৫, ১২৪	১২৪, ১২৯, ১৩১, ১৩৩,
—প্রজননক্ষেত্র, ১৭, ১৯	১৭৯, ১৮১, ২১১, ২১০,
—সম্মানজনন, ১০, ১৬	১৩৬
হাড়গিলা, ১৭৮	হলটস, টি, ৫৪, ১১৯
হারীত, ১৫০-১৫৮	হেডলি, এফ, ড্রিও, ২
হাস, ৬, ১১, ৭৬, ৭৯, ৮৮, ১০১	হেডলি, স্মেন, ১০
হাসের পা, ৯৮	হেমন্তকুমাৰ, ৭৩, ৭৮, ৮৭, ৮৮
—বৰ্ণ, ১৩২	হামিল্টন, ওয়াল্টার, ১০
হিউম, ১৭, ২৩, ৪২, ৮৮, ১১৮, ১৩৮, ১৪৮, ১৪৯	হারিংটন, কাপ্পেন, ১১৩

